উঠিলে বা বেড়াইলে প্রথমে পশ্চাৎ হইতে বাম উরুত্রের বহিঃ পৃষ্ঠের নিম্ন পর্য্যন্ত চিড়িকমারা ; *গৃধ্রসী রোগ (Sciatica)।

জঙ্ঘাস্থ পেশী হ্রস্ব ও দুর্ব্বল বোধ, উপর বা নীচু আসিতে হাটু ভাঙ্গিয়া পড়ে।

আঘাত বা অস্থি স্থানচ্যুত হওয়ার পর গুল্‌ফে বেদনা।

পায়ের অস্থিতে বেদনা জন্য ভর দিয়া হাটিতে পারে না।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—দক্ষিণ মণিবন্ধে এবং উভয় পদে বাত-রোগ; অম্লযুক্ত ঘর্ম্ম।

৩৫ অবস্থিতি ইত্যাদি।—শয়ন কালে অবিরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে, অস্থির এবং দুর্ব্বল।

সঞ্চালন ৩৩। উদ্যম ৩১, ৩২। বিচরণ ২, ২১, ৩১, ৩৬, ৪০, ৪৬। উপরে উঠা ও নামা ৩৬। অবনমন ৩১। বক্র হইলে: ২০। উত্থান: ২, ৩৩। শয়ন ৩১। উপবেশন ২, ৩১। বিশ্রাম ৪৪।

৩৬ স্নায়ু।—পা কাঁপে বা টলে যেন উরুত দুর্ব্বল, বিচরণ কালে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেদনা করে।

৩৭ নিদ্রা।—অঙ্গমর্দ্দসহ দিবসে অতিশয় নিদ্রালুতা।

রাত্রে বারম্বার নিদ্রাভঙ্গ।

গোলমেলে স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—প্রাতে: ২, ৪০। অপরাহ্নে ১৪, ৪৪। সন্ধ্যায় ১, ৫, ৩১। রাত্রি ২১, ৩১। দিবা ২১, ৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—অগ্নির উষ্ণতা: ৪০। শয্যায়: ৪০। গৃহমধ্যে: ৫। খোলাবায়ুতে ২,৫,৪০। বর্ষা এবং শীত ঋতু ৩২,৪৪।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—বাম দিকে অধিক শীত; পৃষ্ঠের উপর নীচুতে বেশী; অগ্নির উত্তাপের নিকটেও কম্প।

মুখমণ্ডলে উত্তাপ ও প্রবল পিপাসা সহ শীত।

মুখমণ্ডলের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উত্তাপ; তৎসঙ্গে আরক্ত গণ্ড এবং হস্ত পদ শীতল।

পুনঃ পুনঃ উত্তাপের আবেশ।

অধিকাংশ সময়ে বৈকালে উত্তাপ, তৎসঙ্গে উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা এবং শ্বাস কৃচ্ছ্রতা; কিন্তু পিপাসা নাই।

মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম; প্রাতে শয্যায়।

খোলা বাতাসে ভ্রমণের পর সর্ব্বাঙ্গিক ঘর্ম্ম।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৮, ৩১, ৩৪। বাম : ১৮, ৩২, ৩৩, ৪০। উচ্চ হইতে নিম্নে দিকে : ৩৩।

৪৪ তন্তু।—পতন বা আঘাতের ন্যায়, সর্ব্বাঙ্গে ঘৃষ্ট বোধ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং সন্ধিতে বেশী।

অস্থি ও অস্থিবেষ্টে ঘৃষ্ট এবং অন্যান্য আভিঘাতিক বেদনা, অস্থিবেষ্ট প্রদাহ; বিসর্প। জ্বালা এবং চর্ব্বনবৎ বেদনাসহ অস্থিতে বেদনা, বিশ্রাম ও আর্দ্র বায়ুতে বৃদ্ধি।

শোথ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৪, ৩৩। প্রচাপন : ৩০, ৩১। মর্দ্দন : ৫। যান বা অশ্বারোহণ : ৪৬। ক্ষত : ৪। কুন্থন বা বেগ : ৫,১৭,৩৩,৪৪। আভিঘাতিক : ২৮,৪৪।

৫০ চর্ম্ম।—মাংসাহারের পর চর্ম্মে কণ্ডূয়ন।

যকৃৎ পীড়ার জন্য কামলা রোগ।

মস্তকের করোটী চর্ম্মে প্রচুর স্রাববিশিষ্ট ক্ষত এবং মামড়ী।

বিচরণ ও যানাদি আরোহণে এবং শিশুদের চর্ম্ম সহজে উষ্ণ ও বিদারিত হয়।

নিম্ন পদে নালীযুক্ত ক্ষত।

৫৮ সম্বন্ধ।—রুটা মার্কুরিয়সের দোষঘ্ন।

রুমেক্স ক্রিস্পাস্।

পরীক্ষক :—অস্লিন্।

১ মন।—নিস্তেজ :—তৎসঙ্গে মুখমণ্ডলের গম্ভীর ভাব ; আত্মহত্যা প্রবৃত্তি।

উগ্রস্বভাব। মানসিক উদ্যমে অনিচ্ছা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—প্রাতে জাগ্রত হইলে পর শিরঃপীড়া, তৎপূর্ব্বে বিরক্তিকর স্বপ্ন দর্শন।

অতীব্র বেদনা :—পশ্চাৎ মস্তকে, দক্ষিণ দিকে, কপালে।

মস্তকের বামদিকে চিড়িকমারা অথবা তীক্ষ্ণ অস্ত্রবিদ্ধবৎ বেদনা।

৫ চক্ষু।—চক্ষুতে শুষ্কতার ন্যায় বেদনা ; অক্ষিপুট প্রদাহিত, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে বাদ্যের ন্যায় নাদ।

কর্ণমধ্যে কণ্ডুয়ন।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, ভয়ানক হাঁচি, এবং নাসিকার বেদনাযুক্ত উগ্রতা।

নাক বন্ধ হইয়া যায় ; শুষ্কতা বোধ।

হাঁচি সহ তরল সর্দ্দি স্রাব ; সন্ধ্যা এবং রাত্রে বৃদ্ধি।

নাসিকার পশ্চাৎ ছিদ্র মধ্য দিয়া পীতবর্ণ শ্লেষ্মা স্রাব।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলে উত্তাপ, আরক্ততা সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি ; অতীব্র শিরঃপীড়া।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—প্রাতে তিক্তাস্বাদ।

মুখমধ্য এবং জিহ্বা শুষ্ক ; জিহ্বা যেন দগ্ধ হইয়াছে এরূপ বোধ।

জিহ্বা শ্বেত, ঈষৎ পীতাভ কপিশ কিম্বা লালাভ কপিশ লেপাবৃত।

প্রত্যেক দিনে ঠিক একই সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে সহসা স্বরের পরিবর্ত্তন ; কিম্বা তৎসঙ্গে কাশী।

১২ গলমধ্য।—গলমধ্যে হাজিয়া যাওয়া মত বোধ, তৎসঙ্গে উপরি অংশ হইতে শ্লেষ্মা স্রাব।

গলার মধ্যে দলাবাঁধা বোধ, থক্ করিয়া কাশিলে বা গিলিলে উপশম

হয় না, গিলিবার সময় ইহা নামিয়া যায় কিন্তু আবার তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করে।

ফেরিংক্সের মধ্যে কামড়ানি ও ফসেস্ মধ্যে শক্ত শ্লেষ্মা জমা।

১৫ পানাহার।—আহারের পর:—উদরাধ্মান; পাকাশয়ে গুরুত্ব বোধ; বাম স্তনে বেদনা করে; পাকাশয়ে চাপ এবং বিস্তৃতি বোধ।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—অতিসারের পূর্ব্বে রাত্রে বিবমিষা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়-গহ্বর হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত চিড়িকমারা বেদনা; বাম বক্ষে তীব্র বেদনা, সামান্য বিবমিষা, সম্মুখ কপালে অতীব্র কামড়ানি।

পাকাশয়-গহ্বরে এবং তদুপরি বক্ষাস্থির প্রত্যেক পার্শ্বে কামড়ানি ও চিড়িকমারা বেদনা।

পাকাশয়-গহ্বর হইতে গলা পর্য্যন্ত পূর্ণতা এবং প্রচাপন অনুভব।

পাকাশয় প্রদেশ হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত কসিয়া ধরা ও শ্বাস-রোধক গভীর কামড়ানি; পরিধেয় কাপড় কসা বলিয়া বোধ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দ্রুত বিচরণে এবং দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণে ও কাসিলে হাইপোকণ্ড্রিয়াতে বেদনা।

১৯ উদর।—নাভির নিকটে শূল বেদনা, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণে আংশিক উপশম; আহারান্তে আধ্মানবৎ পেট বেদনা।

উদর মধ্যে কাঠিন্য এবং পূর্ণতা অনুভব, তৎসঙ্গে অন্ত্রকূজন।

২০ মল।—মল:—বেদনাহীন, দুর্গন্ধ, প্রচুর; কটা কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ, তরল বা জলবৎ; বাহের পূর্ব্বে সহসা বেগ, তজ্জন্য প্রাতে শয্যা হইতে শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া যাইতে হয়।

প্রাতঃকালীন অতিসার, তৎসহ গলা গুড়গুড় করিয়া কাশি।

কোষ্ঠবদ্ধ; মল কঠিন এবং কপিশ।

মলদ্বারে কণ্ডুয়ন, তৎসহ দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ।

২১ মূত্র।—সহসা বেগ।

কাশীর সঙ্গে অসাড়ে মূত্রস্রাব।

বৈকালে প্রচুর বর্ণহীন মূত্র।

২৫ লেরিংক্‌স।---গলার ভিতরে দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা, উহা অবিরত খক্ করিয়া তুলিবার ইচ্ছা।

স্বরভঙ্গ, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি ; অনিশ্চিত স্বর।

কাশিবারকালে লেরিংক্স মধ্যে কর্কশতানুভব।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—বারম্বার এরূপ অনুভব যেন তিনি (স্ত্রী) আর শ্বাস গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

পাকাশয় প্রদেশ পর্য্যন্ত শ্বাসাবরোধ অনুভব ; হতাশ, এমন কি আত্মহত্যার প্রবৃত্তি ; আক্রমণের পর শয্যাশায়ী, অশ্রুযুক্ত।

২৭ কাশি।—স্বরভঙ্গ, কর্কশ কাশী, প্রতিরাত্রে ১১ টার সময় আক্রমণ এবং রাত্রি ২টা হইতে ৫ টার মধ্যে (শিশুদের) কাশী।

কাশি, তৎসঙ্গে মধ্য বক্ষাস্থির পশ্চাতে বেদনা।

গলগহ্বরে শুড় শুড় করিয়া অবিশ্রান্ত শুষ্ক কাশী। লেরিংক্স মধ্যে এবং বক্ষাস্থির পশ্চাতে ক্ষত বোধ ; গৃহ পরিবর্ত্তনে, সন্ধ্যাকালে শয়নের পর, টেঁকিয়া স্পর্শে বা চাপে, অতি সামান্য শীতল বায়ুনিশ্বসনে বৃদ্ধি ; কাপড় মুড়ি দেয়,বায়ু গরম করিয়া লইবার জন্য।

লেরিংক্স মধ্যে জ্বালাকর ক্ষত বোধ সহ খক্ খকানি।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—উভয় ফুস্‌ফুসের সম্মুখ ভাগে বেদনা করে।

বক্ষস্থলের বামপার্শ্বে হৃদপিণ্ডের নিকটে সূচীবেধ, জ্বালা বা শূলবেধবৎ বেদনা ; গভীর শ্বাস এবং রাত্রিতে শয়নে বৃদ্ধি। *বাত।

দক্ষিণ বক্ষে জ্বালাযুক্ত চিড়িকমারা বেদনা।

শ্বাসকালে পাকস্থলির পশ্চাতে ক্ষত বোধ।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী।—হৃদপিণ্ডের আঘাত যেন সহসা বন্ধ হইবে এরূপ অনুভব, তৎপরে বক্ষমধ্য দিয়া গভীর দপদপানি।

হৃদপিণ্ড প্রদেশে জ্বালাকরা ও অতীব বেদনা।

হৃদপিণ্ডে কামড়ানি, ক্যারটিড ধমনীর দপদপানি ; শ্বাস কৃচ্ছ্রতা ; শয়নে বৃদ্ধি, উঠিয়া বসিতে হয়, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, স্ফীতভাব, চক্ষুর নিকটে বসী।

নাড়ী দ্রুত, সিঁড়ি দিয়া উঠিতে গেলে বেশী।

৬১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—স্কন্ধাস্থির নিম্নপ্রান্তে চাপপ্রদ কামড়ানি।

সেক্রো-ইলিয়াক্ সম্মিলন স্থানে ক্ষত বা জ্বালাকর বেদনা।

৬২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ হইতে কনুই পর্য্যন্ত বেদনা, বাহু ক্লান্ত বা শ্রান্ত বোধ।

কাসিবার কালে হস্ত শীতল।

৬৩ নিম্নাঙ্গ।—দক্ষিণ বঙ্খন প্রদেশের পশ্চাতে সূচীবেধ; খঞ্জবৎ হাঁটা।

পা কামড়ায়।

দাঁড়াইলে জানু সন্ধিতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

পদদ্বয় ক্ষুত্র ক্ষুদ্র লাল পীড়কায় আবৃত।

পদ শীতল ও চৈতন্যাধিক্য বিশিষ্ট।

পায়ের কড়াতে হুলবেধবৎবেদনা।

৬৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—ভ্রমণ: ১৮। সিড়িতে উঠা ২৯। শয়ন: ২৭, ২৮, ২৯। উঠিয়া বসিতে হয়: ২৯।

৬৬ স্নায়ু।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; কার্য্যে অপ্রবৃত্তি; তাঁহার নিকটস্থ বা পার্শ্ববর্ত্তী বিষয়ে তাচ্ছিল্য ভাব।

৬৭ নিদ্রা।—অস্থির নিদ্রা, বিপদ বিষয়ক স্বপ্ন।

প্রত্যূষে জাগ্রত হয়; শিরঃপীড়া সহ।

৬৮ সময় —প্রাত: ৩, ১১, ২০। অপরাহ্ণ: ২১। সন্ধ্যা: ৫, ৭, ৮, ২৫, ২৭। রাত্রি: ৭, ১৬, ২৭, ২৮। ১১টা রাত্রি. ২৭। ২টা হইতে ৫টা রাত্রি: ২৭।

৬৯ উত্তাপ ও বায়ু।—শীতল বায়ুতে অশ্ব বা যানারোহণে এবং শীত ও আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধি।

মস্তকাবৃত: ২৭। অনাবৃতকরণ: ৪৬। শীতল বায়ু: ২৭, ৪৬। গৃহ পরিবর্ত্তন: ২৭।

৭০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীতার্ত্ত. পৃষ্ঠে বেশী শীত; পেট বেদনা, বিবমিষা, বক্ষের মধ্যস্থানে সূচীবেধ।

উষ্ণতার অনুভব, তৎপরে শীতলতার অনুভব, কম্প রাহিত্য।

গণ্ডস্থানে উত্তাপের আবেশ বেশী।

গাঢ় নিদ্রা হইতে উঠিলে ঘর্ম্ম।

৪৪ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩, ২৮, ৩৩। বাম : ৩, ১৫, ১৭, ২৭, ২৮, ২৯।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ বা চাপ : ১৭, ২৭।

৪৬ চর্ম্ম —নানাস্থানে কণ্ডূয়ন, বস্ত্র পরিবর্ত্তন কালে এবং নিম্নাঙ্গে অধিক।

চর্ম্মে হুলবেধবৎ বা কন্টকবেধবৎ কণ্ডূয়ন।

জলপূর্ণ ফুস্কুড়ি, অনাবৃত হইলে এবং শীতল বায়ু লাগাইলে কণ্ডূয়ন।

লরোসিরেসস্।

পরীক্ষক :—মুয়েলর, হার্টলব্, ওয়েল।

১ মন।—চৈতন্য লোপ, তৎসঙ্গে বাক্ ও গতি শক্তি লোপ।

অচৈতন্যতা এবং অনুভব শক্তির বিলোপ।

ইন্দ্রিয় সমূহের স্তব্ধতা।

মানসিক দৌর্ব্বল্য এবং স্মরণ শক্তির লোপ।

ভাবসকল একত্র করিবার অক্ষমতা।

কাল্পনিক মন্দ বিষয়ে ভয় এবং উৎকণ্ঠা।

২ চৈতন্য।—চৈতন্য বিলোপী স্তব্ধতা সহ শিরোঘূর্ণন।

শিরোঘূর্ণন :—তৎসঙ্গে নিদ্রা প্রবণতা; অনাবৃত বায়ুতে বৃদ্ধি।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সমস্ত মস্তকে বুদ্ধি লোপকারী বেদনা।

মস্তকমধ্যে দপদপানি, তৎসঙ্গে উত্তাপ কিম্বা শীতলতা।

রক্ত সঞ্চয় জন্য শিরঃপীড়া।

মস্তিষ্কের শিথিলতা অনুভব, অবনত হইলে যেন উহা সম্মুখ মস্তকে আসিয়া পড়িতেছে, বেদনা থাকে না।

সম্মুখ মস্তকের মধ্যভাগে উষ্ণতা বোধ, তৎপরে বায়ু প্রবাহ জন্য শীতলতার ন্যায় ঠাণ্ডা বোধ।

মস্তিষ্ক সংকুচিত ও বেদনাযুক্ত বোধ।

মস্তক মধ্যে সূচীবেধ।

৪ বহির্মস্তক।—সম্মুখ মস্তকে এবং মূর্দ্ধা দেশে শীতলতাবোধ, যেন উহার উপর দিয়া শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, এবং গ্রীবা দিয়া পৃষ্ঠদেশে নামিয়া যাইতেছে; গৃহ মধ্যে থাকিলে বৃদ্ধি, অনাবৃত বায়ুতে উপশম।

কেশাবৃত মস্তকে কণ্ডূয়ন।

৫ চক্ষু।—পদার্থ সকল বৃহত্তর প্রতীয়মান হয়।

চক্ষুর সম্মুখে অবগুণ্ঠন রহিয়াছে এরূপ অনুভব।

চক্ষু—একদৃষ্টি, বিস্তৃত ভাবে উন্মীলিত, অল্প রুদ্ধ; বিকৃত ভঙ্গি।

কনীনিকা বিস্তৃত ও স্থির বা অচল।

৬ কর্ণ।—শ্রবণ শক্তির ক্ষীণতা।

কর্ণ মধ্যে গুড়গুড় করা।

কর্ণমধ্যে কণ্ডূয়ন।

৭ নাসিকা।—নাসিকা বদ্ধ অনুভব; বায়ু বা শ্বাস যাতায়ত করে না।

৮ মুখমণ্ডল।—অন্তঃপ্রবিষ্ট, ধূসরাভ পীতবর্ণ মুখাবয়ব; খাবি খাওয়া বা শ্বাসকষ্টের সহিত নীলবর্ণ; ফুলা ফুলা ভাব; জড় বুদ্ধি-পরিচায়ক মুখমণ্ডল। * কোরিয়া বা তাণ্ডব রোগ।

মুখমণ্ডলের পেশী সকলের উৎক্ষেপ ও আক্ষেপ।

মুখমণ্ডলে সুড়সুড়ী, যেন চর্ম্মোপরি মক্ষিকা ও মাকড়সা সঞ্চরণ করিতেছে।

মুখগহ্বরের চারি পার্শ্বে উদ্ভেদ।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—চোয়াল বদ্ধ বা আটকান।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বা:—শুষ্ক, কর্কশ; শুষ্ক ও শ্বেত; শীতল; অথবা অসাড় যেন দগ্ধ হইয়াছে।

জিহ্বার বামার্দ্ধ দিকে অনম্যতা ও স্ফীতি, তৎসহ বাক্‌রোধ।

১২ মুখমধ্য।—‖ মুখে ফেণা। * মৃগী রোগ।

মুখমধ্যে শুষ্কতা।

১৩ গলমধ্য।—‖ আক্ষেপিক গলাধঃকরণ। *তাণ্ডব রোগ।

বাধাযুক্ত গলাধঃকরণ।

গলমধ্যে এবং অন্ননালীতে আক্ষেপিক সংকোচন।

তরল দ্রব্য পান করিলে অন্ননালী ও অন্ত্র মধ্যে সশব্দে ঘুরিয়া বেড়ায়।

১৫ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—গর্ভাবস্থায় খাদ্যে ঘৃণা।

ভয়ানক পিপাসা, তৎসহ মুখশোষ।

সম্পূর্ণ ক্ষুধা লোপ সহ পরিষ্কৃত জিহ্বা।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—হিক্কা।

পাকাশয়ে বিবমিষা এবং ভুক্ত দ্রব্য বমন।

ক্রসিক্ এসিডের ন্যায় তিক্তাস্বাদযুক্ত উদ্গার। * গর্ভাবস্থা।

ভুক্তদ্রব্য বমন। *কাশি।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে প্রবল বেদনা, তৎসঙ্গে বাক্‌রোধ।

পাকাশয়ে এবং উদরে জ্বালাকরা (অথবা শীতলতা)।

পাকাশয় প্রদেশে সংকোচন বোধ এবং উদর মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—প্রচাপন সহ যকৃতে কণ্ঠক বিদ্ধবৎ বেদনা।

যকৃত প্রদেশ বিস্তৃত, যেন ত্বকের নিম্নে ক্ষতবৎ বেদনা, অথবা যেন বৃহৎ স্ফোটক (বিদ্রধি) বিদীর্ণ হইবে এরূপ বোধ।

যকৃতের কাঠিন্য; যকৃতের গুরুতা।

১৯ উদর।—নাভির চতুর্দ্দিকে খিমচান বেদনা।

অপরাহ্নে শূলবৎ বেদনা, এবং রাত্রে মূর্দ্ধা দেশে ছিন্নবৎ বেদনা।

নাভি হইতে কটিদেশে যেন একটা ভারি গোলা পতিত হইল: এরূপ বোধ; কথা কহিলে বা অতি পরিশ্রম হইতে উৎপন্ন।

২০ মল, ইত্যাদি।—আতিসারিক মল:—কুন্থনসহ; সবুজ বর্ণের তরল শ্লেষ্মা বা আমময়, তৎসঙ্গে হৃদপিণ্ড প্রদেশে শ্বাসাবরোধক আবেশ জন্য শায়িত করিয়া ফেলে; অসাড়ে ভেদ।

কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন, দৃঢ়, অতি বেগ দিলে তবে বহির্গত হয়।

বাহ্যের নিষ্ফল চেষ্টা, তৎসহ কেবল বায়ুনিঃসরণ।

২১ মূত্র।—মূত্রবদ্ধ। * ওলাউঠা।

মূত্রাধারের পক্ষাঘাতের ন্যায় মূত্ররোধ; অথবা মূত্র মৃদু ভাবে নির্গত হইতে থাকে।

অসাড়ে মূত্রস্রাব।

মূত্রে ঘন, ঈষৎ লাল অথবা মেহগিনি কাষ্ঠের বর্ণ সদৃশ অধঃক্ষেপ, তদুপরি জেলি সদৃশ দ্রব্য ভাসিতে থাকে।

মূত্রমার্গের সম্মুখ ভাগে কণ্ডুয়ন।

অম্লাক্ত মূত্রে ভগোষ্ঠ (লেবিয়া) হাজিয়া যায়।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গের পচন।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু:—অতি শীঘ্র শীঘ্র এবং অতি প্রচুর পরিমাণে; শোনিত তরল।

স্তনমধ্যে এবং স্তন নিম্নে জ্বালাকরা এবং হুলবেধবৎ বেদনা।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরনালী মধ্যে চাঁচিয়া লওয়ার মত ভাব, তৎসঙ্গে প্রচুর শ্লেষ্মা নিঃস্রাব; স্বরভঙ্গ।

কণ্ঠনালী বা ট্রেকিয়ায় আক্ষেপিক সংকোচন।

লেরিংক্সের আক্ষেপ:—হৃদপিণ্ড আক্রান্ত।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—মৃদু, দুর্ব্বল, অস্ফুট কাতরস্বরযুক্ত অথবা ঘড়ঘড়ে শ্বাসক্রিয়া; এরূপ মৃদুভাবে সম্পাদিত হয় যেন অনুমান করা যায় না; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

শ্বাস কৃচ্ছ্রতা, তৎসঙ্গে ফুসফুস্ সম্পূর্ণরূপ বিস্তৃত হইবে না এরূপ অনুভব অথবা যেন মেরুদণ্ডের গায়ে চাপিয়া রহিয়াছে বোধ।

বক্ষের আক্ষেপিক যাতনা।

শ্বাস জন্য খাবি খাওয়া; শ্বাসাবরোধক আবেশ; হৃদপিণ্ড চাপিয়া ধরে; হৃদস্পন্দন।

২৭ কাশি।—হ্রস্ব, খুড়খুড়ীযুক্ত কাশী; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; হৃদপিণ্ডের পীড়া, যেমন কপাট সকলের সংকোচন জন্য কাসী; শব্দ করিতে পারে না; যেন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সকল অতিশয় শুষ্ক হইয়াছে এরূপ অনুভবসহ বুক সাঁই সাঁই করা; সন্ধ্যাকালে, সঞ্চালনে, অবনমনে, পানাহারে এবং উষ্ণতায় বৃদ্ধি; তৎসহ প্রচুর জেলি বা আঠার মত পদার্থের সঙ্গে রক্তের ছিটছিট দাগ।

হুপ শব্দকারী কাশী, শুষ্ক সাঁই সাঁই শব্দ, গলায় উঠেনা ; ফুস্‌ফুসের
পক্ষাঘাত হইবার উপক্রম।

২৮ ফুস্‌ফুস্‌।—বক্ষের আক্ষেপ। ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাতের আশঙ্কা।
মাতাল দিগের প্লুরিসী ; নাড়ী মৃদু এবং দ্রুত।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া অসমান, নাড়ী মৃদু।
হৃদপিণ্ড প্রদেশে সূচীবেধ।
হৃদপিণ্ডের হৃদস্পন্দন।
হৃদপিণ্ড প্রদেশে ধড় ফড় করা ও আঘাত করা ; শ্বাসপ্রশ্বাস জন্য
খাবি খাওয়া ; কদাচিৎ সামান্য কাশী।
শীতল, আর্দ্র গাত্র ; মুখের পেশী সকলের আক্ষেপ ; নাড়ী কদাচিৎ
পাওয়া যায় বা অনুভব হয়।
সন্ন্যাস রোগ।
সদ্য প্রসূত শিশুর নীলিমা রোগ (cyanosis)।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষস্থলে প্রত্যেক বাহ্যাংশে বেদনা সঞ্চালনে অনুভূত হয়।
শ্বাসগ্রহণ কালে বক্ষমধ্যে জ্বালাকরা।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—গ্রীবার বামভাগ এবং কটিদেশে বেদনাপূর্ণ অনম্যতা।
গ্রীবাদেশে প্রচাপন, বিশেষতঃ বহির্বায়ুতে, তজ্জন্য সম্মুখ দিকে
মস্তক অবনত করিতে বাধ্য করে।
ত্রিকাস্থি প্রদেশে তীব্র বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—দক্ষিণ স্কন্ধে কিম্বা স্কন্ধ মধ্যে প্রচাপন বা চাপপড়া।
দক্ষিণ স্কন্ধমধ্যে সূচীবেধ এবং অসাড় বা খঞ্জবৎ বেদনা।
উভয় কনুইতে সূচীবেধ।
দক্ষিণ মণিবন্ধে মচকান মত বেদনা।
হস্তের শিরা সকলের বিস্তৃতি।
অঙ্গুলি মধ্যে কর্কশ ও শব্দযুক্ত, জল লাগিলে জ্বালা করে।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বাম বন্ধন সন্ধিমধ্যে মচকানমত বেদনা।
বাম জানু সন্ধি মধ্যে প্রেক্বিদ্ধবৎ যাতনা।
পায়ের উপর পা দিলে পায়ে ঝিঁ ঝি লাগে বা অসাড় হয়।

গোড়ালির নিম্নাংশে ক্ষতবৎ বেদনা।

আসন হইতে উত্থিত হইলে পায়ের অনম্যতা।

জানু সন্ধি পর্য্যন্ত পা শীতল, বর্ বর্ বে। * তাণ্ডবরোগ।

৬৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গুলি এবং পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ মোটা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে হুলবেধ এবং ছিন্নবৎ বেদনা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেদনাবিহীন পক্ষাঘাত।

৬৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সামান্য ব্যায়ামে শ্বাসকষ্ট, যেন খাবি খাওয়া, এবং নীলিমা বর্দ্ধিত হয়; নীলিমা রোগ cyanosis)।

সঞ্চালন: ২৭,৩০। আসন হইতে উঠিলে পর: ৩৬৭। অবনত হইলে: ৩,২৭। শয়ন করিতে বাধ্য হয়: ২০। শয়ন করিতে পারে না: ২৭। সম্মুখ দিকে মস্তক নত করিতে হয়: ৩১। শয়ন: ২৭। স্থির থাকিতে পারে না: ৩৬।

৬৬ স্নায়ু।—জীবনী শক্তির তেজের অভাব এবং প্রতিক্রিয়ার অভাব, বিশেষতঃ বক্ষপীড়ায়।

শক্তি সকলের দ্রুত অবসন্নতা; বহুক্ষণ স্থায়ী মূর্চ্ছা।

মৃগীরোগ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্থায়ী আক্ষেপ, তৎসহ পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা।

তাণ্ডব রোগ, তৎসহ অবিরত উৎক্ষেপ, স্থির থাকিতে পারে না; অস্পষ্ট বাক্য, বুঝাইতে না পারিলে রাগ করে; শীর্ণতা; ভয়ের পর।

আক্ষেপের পূর্ব্বে, পরে এবং সময়ে খাবি খাওয়া; নীলাভ ত্বক।

পক্ষাঘাতসহ সন্ন্যাসরোগ।

৬৭ নিদ্রা।—অপ্রতিহত নিদ্রালুতা, বিশেষতঃ আহারের পর এবং সন্ধ্যায়।

অঘোর নাক ডাকাইয়া নিদ্রা; নিদ্রাতুর বা নেশাখোরের ভাব।

৬৮ সময়।—অপরাহ্ন: ১১,৪০। সন্ধ্যা: ২৭,৩৭,৭০। সন্ধ্যা হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত: ৪০। রাত্রি: ১০,৭০।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—উষ্ণতা: ২৭,৪০। বহির্বায়ু: ২,৯,৩১।
গৃহে: ৪। জলে: ৩২।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত এবং বাহ্যিক শীতলতা।

শীতল আর্দ্র চর্ম্ম। *সন্ন্যাস।

বৈকালে এবং সন্ধ্যাকালে কম্প ও শীতলতা, বাহ্যিক উষ্ণতায় উপশম হয় না।

পর্য্যায়ক্রমে কম্প এবং উত্তাপ। স্বাভাবিক উত্তাপের অভাব।

কম্পের পর উত্তাপ, সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত।

উত্তাপ পৃষ্ঠ দিয়া নামিয়া যায়।

উত্তাপ সময়ে বা উত্তাপের পর ঘর্ম্ম, প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত।

আহারের পর ঘর্ম্ম।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৩২। বাম: ১১,৩১,৩৩। পশ্চাৎদিক হইতে সম্মুখদিকে: ৩২। উচ্চ হইতে নিম্নদিকে: ৪০।

৪৩ অনুভব।—পীড়ার সঙ্গে বেদনাপূর্ণতা।

মস্তিষ্কে এবং মেরুদণ্ডে, বিশেষতঃ মেডলা অবলঙ্গেটায় ক্রিয়া করে; এই জন্যই উর্দ্ধাঙ্গের ধনুষ্টংকারবৎ আক্ষেপ এবং খাবি খাওয়ার ন্যায় শ্বাসক্রিয়া, ইত্যাদি।

৪৮ সম্বন্ধ।—লরোসিরেসসের দোষঘ্ন:—ক্যাম্ফ, কফি, ইপিকা, ওপি।

লাইকপোডিয়ম।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—অচৈতন্য।

দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি; গোলমেলে চিন্তা; লিখিবার সময় বাক্যের কিয়দংশ লিখিতে ভুলিয়া যায়, অথবা অক্ষর এবং শব্দ (syllables) মিশাইয়া ফেলে।

নির্ভুল বিষয় বা ভাবের জন্য ভুলবাক্য প্রয়োগ করে।

অন্যমনস্ক, মনে হয় যেন এক সময়ে দুই স্থানে রহিয়াছে।

মনুষ্য দেখিলে ভয় পায়, একাকী থাকিতে ইচ্ছা ; শিশুদিগেরও ; অথবা নির্জ্জন-ভীতি, তৎসহ উগ্রতা এবং বিষণ্ণতা।

রাজা সদৃশ ভাব ; ধমক দেয় ; হুকুম করে।

সমস্ত দিন ক্রন্দন করে, আপনি (স্ত্রীলোক) শান্ত হইতে পারে না।

বিষণ্ণ, অথবা প্রসন্ন চিত্ত।

আপন উৎসাহ বা বলে বিশ্বাস বিলোপ।

পরিত্রাণ বিষয়ে সন্দেহ।

উৎকণ্ঠিত যেন মৃত্যু উপস্থিত ; সর্ব্বশেষ কথা বলিতে উদ্যত।

তাচ্ছিল্যভাব, কথা কহে না।

চৈতন্যাধিক্য, ধন্যবাদ দিলেও ক্রন্দন।

রাগান্বিত, একগুয়ে স্বভাব।

ভয় পাওয়ার পর যকৃতের পীড়া।

চৈতন্য।—পানকালে মস্তক ঘূর্ণন।

অচৈতন্যকর শিরঃপীড়া, তৎসহ কর্ণ ও রগে উত্তাপ ; মুখ ও ঠোঁট শুষ্ক ; শয্যা হইতে উঠিলে বা শয়ন করিলে অপরাহ্ন ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বেশী।

মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের উপক্রম ; নিদ্রালুতা, এক দৃষ্টি চক্ষু ; চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে।

মস্তকাভ্যন্তর।—রগে, বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকে, ভিতর হইতে বাহির দিকে, সূচীবেধ।

রগে বেদনা, যেন স্ক্রু দিয়া আটা রহিয়াছে ; ঋতু কালে বেশী।

মূর্দ্ধাদেশে চাপ পড়া শিরঃপীড়া, বৈকালে ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত এবং অবনত হইলে বেশী ; তৎপরে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

সম্মুখ মস্তক মধ্যে, অথবা মস্তকের দক্ষিণ দিকে গ্রীবার নিম্ন পর্য্যন্ত প্রসারিত, ছিন্নবৎ বেদনা, তৎসঙ্গে মুখমণ্ডলে, দন্তে এবং চক্ষু মধ্যে ঐরূপ ছিন্নবৎ বেদনা ; নিদ্রে উঠিয়া বসিলে বেশী, শয়নে উপশম।

মস্তক মধ্যে অশিথিলতা বা আতপ্তি ভাব।

প্রাতঃকালীন আহারের পর শিরঃপীড়া।

শয্যার উষ্ণতায়, ভ্রমণকালে উষ্ণতা বোধ হইলে এবং মানসিক পরিশ্রমে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি ; বহির্বায়ু, শীতল বায়ু এবং মস্তক অনাবৃত রাখিলে উপশম।

* বহির্মস্তক।—উদ্ভেদ, মস্তকের পশ্চাৎদিক হইতে আরম্ভ ; ঘন মামরী-যুক্ত, সহজে রক্তস্রাবী, তাহা হইতে দুর্গন্ধ রস নিঃস্রাব হইতে থাকে ; উষ্ণতা এবং নখঘর্ষণে বৃদ্ধি।

করোটী ত্বকের স্থানে স্থানে ফুস্কুড়ি।

উদরের পীড়ার পর চুল উঠিয়া যায় ; প্রসবের পর ; তৎসঙ্গে করোটী ত্বকের জ্বালা, হাজিয়া যাওয়া, চুলকানি বিশেষতঃ দিবসে সামান্য ব্যায়ামে উষ্ণতা বোধ করিলে।

চুলের অকাল পক্কতা।

* চক্ষু।—অন্ধকারে চক্ষু সম্মুখে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ।

আলোকাতঙ্ক।

রাত্র্যন্ধতা সহ চক্ষু সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ দাগ দাগ।

কোন পদার্থের বামার্দ্ধ ভাগ স্পষ্ট রূপে দেখিতে পায়।

ছানি (পুরাতন অজীর্ণতার সঙ্গে)।

চক্ষু উষ্ণ, উন্মীলিত, অপরিষ্কৃত, স্থির এবং আলোক সহিষ্ণু।

অপরিষ্কৃত দৃষ্টি, যেন চক্ষু সম্মুখে পালক রহিয়াছে।

কঞ্জঙ্কটাইভা যেন এক খণ্ড কাঁচা মাংসের ন্যায় দেখায় ; প্রচুর পুষস্রাব ; পুষজন্য অক্ষিপুটদ্বয় ফুলিয়া উঠে।

আলোক প্রতি দৃষ্টি করিলে সন্ধ্যাকালে চক্ষুমধ্যে সূচীবেধ এবং ক্ষত।

চক্ষু প্রদাহিত, অক্ষিপ্রান্ত কণ্ডূয়ন, অক্ষিপুট আরক্ত ও স্ফীত ; শুষ্ক হইলে কষ্টকর বেদনা।

অক্ষিপুটে দানা দানা মাংস বৃদ্ধি, শুষ্কতা ও বেদনা করে।

অক্ষিপুটে অঞ্জনি এবং ফুস্কুড়ি, মধ্যস্থ প্রান্তে অধিক।

চক্ষুমধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মা সঞ্চয়, তৎসঙ্গে বেদনাকরা।

* কর্ণ।—শ্রবণ শক্তির তীক্ষ্ণতা।

কর্ণমধ্যে গর্জ্জন, গুন্ গুন্ এবং সাঁই সাঁই শব্দ ; কষ্টে শুনিতে পায়।

কর্ণ হইতে পচা, ক্ষতকারক পূযস্রাব ; আরক্ত জ্বরের পর ; তৎসঙ্গে শ্রবণশক্তি নষ্ট।

যেন উষ্ণ শোণিত বেগে কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এরূপ অনুভব।

কর্ণমধ্যে ফোঁপড়া পড়া।

কর্ণের পৃষ্ঠে সরস ও পূযস্রাবী মামরী বা চিপীটিকা।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তির প্রখরতা।

নাসিকা বন্ধ হয়, বিশেষতঃ মূলদেশে ; মুখ ফাক করিয়া এবং জিহ্বা বাহির করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস টানে। *ডিপথিরিয়া।

নাক রগড়াইতে রগড়াইতে শিশু নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠে।

নাসিকা এবং নাসিকার উপরিস্থ গহ্বরের সর্দ্দি ; পীতবর্ণের ঘন শ্লেষ্মা স্রাব ; সম্মুখ কপালের শিরঃপীড়া ; পীতবর্ণ মুখাবয়ব।

ভয়ানক সর্দ্দি, নাসিকা স্ফীত ; স্রাব বিদাহী ও ক্ষতকারী ; পশ্চাৎ ছিদ্র শুষ্ক।

‖ দক্ষিণ নাসারন্ধ্র হইতে দুর্গন্ধ স্রাব আরম্ভ ; * স্কার্লেটিনা। * ডিপথিরিয়া।

নাসিকামধ্যে মরাছাল উঠা।

নাসাপুটের সঞ্চালন।

৮ মুখমণ্ডল।—বিকৃত মুখভঙ্গী (১১ দেখ)।

সম্মুখ মস্তকে তাম্রবর্ণ সদৃশ উদ্ভেদ।

মুখমণ্ডল :—পাণ্ডুর, গোলাকার আরক্ত গণ্ডস্থল ; প্রথমে পীতবর্ণ, চক্ষুর চারিদিকে নীলমণ্ডল, নীল ওষ্ঠদ্বয়।

মুখমণ্ডলে উত্তাপের আবেশ।

মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপিক উৎক্ষেপ।

মুখমণ্ডলের স্ফীতি।

মুখমণ্ডলে সরস, পূযযুক্ত উদ্ভেদ। ঘর্ম্মোত্রণ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে, বিশেষতঃ নিদ্রাবস্থায় অথবা দুর্ব্বলকারী জ্বরে তন্দ্রাসহ।

মুখগহ্বরের চারিদিকে উদ্ভেদ ; মুখের কোণে ক্ষত।

নিম্ন অধরের স্ফাতি। সবম্যাকৃসিল্যারি গ্রন্থির স্ফীততা।

অধরের লাল প্রান্তে বৃহৎ ক্ষত।

১০ দন্ত।—দন্ত স্পর্শ করিলে অতিশয় বেদনাযুক্ত; সম্মুখস্থ দন্ত শিথিল অথবা যেন অতিশয় বৃহৎ। দন্ত পীতবর্ণ।

দন্তশূল সহ গণ্ডস্থল স্ফীত; শয্যার উষ্ণতায় এবং উষ্ণতা প্রয়োগে উপশম।

স্পর্শ করিলে মাঢ়ী হইতে তীব্র ভাবে রক্তস্রাব হয়। মাঢ়ীতে স্ফোটক।

দন্তে নালী ক্ষত।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—অম্ল, তিক্ত; মেদযুক্ত।

▌জিহ্বা সজোরে বহির্গত হয় এবং ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়। * এনৃজাইনা। * টন্সিলাইটিস।

জিহ্বার আক্ষেপ।

জিহ্বা :—শুষ্ক, কম্পনযুক্ত; শক্ত, তৎসহ অস্পষ্ট বাক্য, এবং প্রাতে শুষ্কতা ; লাল, শুষ্ক ; কৃষ্ণবর্ণ এবং ফাটা ফাটা হয় ; স্থানে স্থানে বেদনাযুক্ত ও স্ফীত, গুটিগুটী ভাব।

▌জিহ্বা বিস্তৃত হয়, তজ্জন্য রোগীকে বিকৃত মুখভঙ্গী দেখায়, * এঞ্জাইনা। * ডিপথিরিয়া।

জিহ্বাগ্রের ফুস্কুড়ি, হাজিয়া যাওয়া বোধ হয়।

জিহ্বার উপরে ও নীচে ক্ষত।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য ও জিহ্বার শুষ্কতা, পিপাসা বিহীনতা ; প্রাতে মুখ শুষ্ক এবং তিক্ত।

মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিলে পর।

তালু ও ওষ্ঠে লালা শুষ্ক হইয়া শক্ত হইয়া যায়। লালাতে লবণাক্ত স্বাদ।

১৩ গলমধ্য।—▌গলার মধ্যে দক্ষিণদিকে বেদনা ও ক্ষত।

* এল্লাইনা। * ডিপথিরিয়া।

ফসেস্ কপিশ ও আরক্ত ; ডিপথিরিয়ার ক্ষত সকল দক্ষিণ টন্সিল হইতে বামদিকে প্রসারিত অথবা নাসিকা হইতে নিম্ন দিকে আসিতে থাকে ; নিদ্রার পর এবং শীতল পানীয়ে বৃদ্ধি।

▌টন্সিল গ্রন্থিতে স্ফীততা ও পুয সঞ্চার,দক্ষিণ হইতে বামদিকে যায়।

টন্সিলের পুরাতন বিবৃদ্ধি।

রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা অথবা কঠিন সবুজাভ পীত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন থক্ করিয়া তুলে ; বোধ হয় যেন অন্ননলীতে কোন কঠিন দ্রব্য রহিয়াছে।

গলনালী সংকুচিত বোধ, কিছুই গলাধঃকরণ করা যায় না।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—মিষ্ট দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা ; চিংড়ী মৎস্য প্রভৃতিতে ইচ্ছা থাকিলেও সহ্য হয় না।

বিতৃষ্ণা :—কাফি, তামাকু ধূম ; সিদ্ধ, উষ্ণ খাদ্য ; রুটীতে এবং মাংসে।

রাক্ষসবৎ ক্ষুধা ; যত খায় তত খাইতে ইচ্ছা হয় ; না খাইলে শিরঃ পীড়া হয়।

ক্ষুধা, কিন্তু কএক গ্রাস খাইলেই পূর্ণ বোধ ; সর্ব্বদা পরিতৃপ্তি বোধ।

পিপাসা অথচ জলপানে ঘৃণা ; রাত্রে বার বার পরিমাণে অল্প জলপান করে। পিপাসাহীনতা।

১৫ পানাহার।—আহারের পরে :—সহসা পূর্ণভাব ; অপ্রতিহত তন্দ্রালুতা ; তৎপরে পরিশ্রান্তি বা ক্লান্তি ; যকৃত মধ্যে চাপ পড়া এবং টানটান্ ভাব, বিশেষে ক্ষুধাশান্তির পর : অবিরত খাদ্য বমন ; হৃদস্পন্দন।

পানাহার : ১৬, ২৭। আহার : ২১। পান : ২। উষ্ণপানীয় : ১০। শীতল পানীয় : ১৬।

▌শীতল পানীয়ে বৃদ্ধি (কোন কোন স্থলে জল ব্যতীত)। *এল্লাইনা। * ডিপথিরিয়া।

১৬ **বিবমিষা ও বমন।**—প্রত্যেক দ্রব্যে অম্লাস্বাদ ; অম্ল উদ্গার। পুনঃ পুনঃ উদ্গার অথচ উপশম হয় না।

বুকজ্বালা, মুখ প্রসকে। হিক্কা।

বিবমিষা :—গলনালী এবং পাকাশয় মধ্যে ; প্রাতঃকালে উপবাসে ; প্রকোষ্ঠ মধ্যে, খোলা বায়ুতে গেলে উহা থাকে না ; প্রাতঃকালে এবং গাড়ীতে আরোহণ করিলে ; শীতল পানীয়ের পর, উষ্ণ পানীয়ের পর নহে (কম্পকালে)।

বমন :—ভুক্তদ্রব্য এবং পিত্ত ; জমাট রক্ত ; অম্লদ্রব্য ; পানাহারের পর মলিন ঈষৎ সবুজ বর্ণের পদার্থ।

১৭ **পাকস্থলী।**—পাকাশয় মধ্যে জড়ান এবং নড়িয়া বেড়ান অনুভব এবং স্পন্দনসহ শূন্যতা বোধ।

পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যে পূর্ণতা ; পাকাশয়-গহ্বরে স্পর্শে কিম্বা কসা কাপড় পরার্য বেদনা।

পাকাশয়-প্রদেশে চর্ব্বণবৎ শূল বেদনা।

ছিদ্রকারী ক্ষত ; অবনত হইয়া বসিলে বৃদ্ধি, ইতস্ততঃ ভ্রমণে এবং শয্যার উষ্ণতায় উপশম।

১৮ **হাইপোকণ্ড্রিয়া।**—যকৃত প্রদেশ স্পর্শ করিলে বেদনা ; ক্ষতবৎ বেদনা করে, যেন আঘাত লাগিয়াছে। পৃষ্ঠ-বেদনা : ৩১।

যকৃত মধ্যে অশিথিল ভাব। আর্তিযুক্ত কামড়ানি, শরীর নত করিলে এবং হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে বৃদ্ধি।

যকৃত শুষ্কতা প্রাপ্তি বা হ্রাস ভাব।

পুরাতন যকৃত-প্রদাহ ; যকৃতে বিদ্রধি ; এক পা উষ্ণ, এক পা ঠাণ্ডা।

প্রবল পিত্তাশ্মরীর পেট বেদনা।

অন্ত্র মধ্যে বায়ু গড় গড় শব্দ।

১৯ **উদর।**—পাকাশয় এবং অন্ত্রমধ্যে যেন কিছু উপর নীচু করিয়া বেড়াইতেছে এরূপ অনুভব।

উদর মধ্যে আক্ষেপিক সংকোচন।

উদর প্রদেশের দক্ষিণ দিকে শূলবৎ বেদনা, মূত্রাধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা।

দক্ষিণ দিকে ফিরিলে বোধ হয় যেন একটী কঠিন দ্রব্য নাভি হইতে সেই দিকে গড়াইয়া পড়িল। * উদরী রোগ।

পরিটোনাইটিস সহ যকৃত প্রদাহ এবং উদর ব্যবচ্ছেদকারী পর্দ্দার প্রদাহ।

সুরা প্রভৃতি অপব্যবহারের পর যকৃতের পীড়ার জন্য উদরী রোগ। উদর বিস্তৃত; পা ঠাণ্ডা, কাঠিন্য।

উদর মধ্যে বায়ু সঞ্চিত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট হয় ও এখানে সেখানে চলিয়া বেড়ায়; ঊর্দ্ধ দিকে চাপ, তৎসঙ্গে পূর্ণতা বোধ, নিম্ন দিকে সরলান্ত্রে এবং মূত্রাধারে চাপ পড়া।

উদর মধ্যে বায়ুর উৎসেচন; গড় গড়, ঘড় ঘড় প্রভৃতি নানা রকম ভুট্ ভাট্ করে। পেট বেদনার সঙ্গে বায়ু নিঃসরণ।

অন্ত্র বৃদ্ধি (দক্ষিণ দিকের,) স্ত্রীলোকদিগের হার্নিয়া।

মূত্রবাহী নলী হইতে মূত্রাধার পর্য্যন্ত পেট বেদনা (দক্ষিণ ভাগে); মূত্রে লাল লাল বালি।

উদরত্বক স্পর্শে অতিশয় বেদনাধিক্য।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল।—ফেকাঁশে, পচা; পাতলা, কটাবর্ণের; শক্ত শক্ত গুটলে মিশ্রিত, তরল পীত অথবা ঈষৎ লাল পীতাভ মল।

কোষ্ঠবদ্ধতা:—মল কঠিন; গুহ্যদ্বারের পেশীর আকুঞ্চন বশতঃ নিস্ফল বেগ; বাহ্যের পর এখন অনেক রহিয়া গেল এরূপ বোধ; প্রচুর আধ্মান বায়ু।

গুহ্যদ্বারে সূচী বেধ।

শয্যায় সন্ধ্যা বেলা গুহ্যদ্বারে কণ্ডূয়ন এবং অশিথিলতা।

গুহ্যদ্বার মধ্যে অবিরত জ্বালাকর বেদনা।

অর্শ বলি বাহির হইয়া পড়ে; উপবেশন কালে বেদনা।

নরম বাহ্যের সঙ্গেও রক্তস্রাব।

সবলাস্ত্রে কণ্ডূয়নযুক্ত উদ্ভেদ, স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

২১ মূত্র।—অত্যন্ত কটিশূল, মূত্রত্যাগে উপশম।

মূত্রাধারের উপর কোঁত পাড়া বা বেগ আসা, বারম্বার মূত্র প্রবৃত্তি; রাত্রে শয়নে বেদনা বৃদ্ধি; অশ্ব পৃষ্ঠারোহণে উপশম।

ঘোলাটে, দুগ্ধের ন্যায় মূত্র, তাহাতে দুর্গন্ধ, পূযের ন্যায় অধঃক্ষেপ: মূত্রাধার প্রদেশে অতীব্র চাপ: মূত্রাশ্মরী প্রবণতা। * মূত্রাধার প্রদাহ।

মূত্রের বেগ, মূত্র বাহির হইবার পূর্ব্বে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা।

মূত্র নিঃসরণ হয় না।

মূত্র:—স্বল্প, মলিন লাল, অণ্ডলালযুক্ত তৎসঙ্গে মূত্রকৃচ্ছ্রতা; লাল বালুকার ন্যায় অধঃক্ষেপ; রাত্রে বারম্বারএবং পরিমাণেও অধিক, দিবসে অল্প, বর্ণ হীন।

অশ্মরী বা পুরাতন মেহ জন্য রক্ত প্রস্রাব।

মূত্রাধারের গ্রীবায় এবং গুহ্যদ্বারে একই সময়ে সূচীবিদ্ধবৎ যাতনা।

মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে শিশু বেদনার জন্য চীৎকার করিয়া উঠে।

মূত্রত্যাগের পর মূত্রমার্গে উৎক্ষেপ এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয় —ধ্বজভঙ্গ:—শিশ্ন ক্ষুদ্র, শীতল এবং শিথিল; হস্ত মৈথুনের পর।

লিঙ্গোত্থান দুর্ব্বল, আলিঙ্গন সময়ে নিদ্রিত হইয়া পড়ে।

অত্যধিক পরিমাণে এবং দুর্ব্বলকর রেতঃস্রাব।

মুষ্কত্বক এবং ঊরু দেশ মধ্যে ক্ষত।

মেঢ্রত্বকের ভিতর দিকে কণ্ডূয়ন; লিঙ্গমণির পশ্চাৎ প্রান্তে হরিদ্রাভ অর্ব্বুদ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—কামোন্মত্ততা।

পাকাশয়ের নিম্ন প্রদেশে অনুপ্রস্থভাবে দক্ষিণ হইতে বামদিকে

কর্ত্তনবৎ বেদনা; ডিম্বকোষ পীড়িত, দক্ষিণ হইতে বাম; ডিম্বাধারে অর্ব্বুদ, ডিম্বাধারে জল সঞ্চয় বা শোথ।

অবনত হইলে যোনিমধ্য দিয়া চাপপড়া অনুভব।

যোনি হইতে বায়ু নির্গত হয়।

জরায়ু-শোথ।

ঋতু প্রচুর, অধিককাল স্থায়ী; স্রাব কতক কাল, চাপ চাপ, কতক উজ্জ্বল লাল অথবা কতকাংশ রক্তাম্বুবৎ; তৎসঙ্গে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা, তৎপরে মূর্চ্ছা।

ঋতুর পূর্ব্বে দুঃখিত, শীতার্ত্ত, উদর বিস্তৃত।

ঋতুবন্ধ, ভয়জন্যও—প্রথম রজোদর্শনে বিলম্ব।

শ্বেতপ্রদর:—থাকিয়া থাকিয়া স্রাব; দুগ্ধবৎ; বক্তের ন্যায় লাল, পূর্ণিমার পূর্ব্বে বেশী; ক্ষতকারক।

কঠিন বা নরম বহ্মের বহির্গমন সময়ে জননেন্দ্রিয় দিয়া প্রচুর রক্তস্রাব।

যোনি শুষ্ক; সংসর্গ সময়ের পূর্ব্বে বা পরে যোনিমধ্যে জ্বালা করা।

জননেন্দ্রিয়ের শিরা স্ফীতি। অর্ব্বুদ। পলিপস।

শুষ্ক, বেদনাবিহীন মাংস বৃদ্ধি।

বহিঃজননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ।

২৪ গর্ভ।—গর্ভপাতের প্রবণতা।

প্রসব বেদনা কালে সর্ব্বদা নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে হয়; ক্রন্দন করিতে থাকে; প্রসব বেদনা উপর দিকে প্রধাবিত হয়।

চুচুক ক্ষত, ফাটা ফাটা অথবা মামরী পড়া; সহজে রক্তস্রাব হয়; সূচীবিদ্ধবৎ ও জ্বালা।

স্তনমধ্যে কঠিন,জ্বালাযুক্ত গুটিকা সকল; তৎসহ সূচীবেধবৎ বেদনা।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গ; দুর্ব্বল, ভগ্নস্বর; বায়ুনলী মধ্যে শুষ্কতা বোধ।

ঘুংড়ী কাসীর পর স্বরভঙ্গ থাকিয়া যায়; দিবসে সরল কাশি কিন্তু রাত্রিতে শ্বাসরোধক আক্রমণ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—বালকদিগের হ্রস্ব শ্বাসক্রিয়া, নিদ্রাকালে এবং প্রতি-বার পরিশ্রমেই বৃদ্ধি।

শ্বাসক্রিয়ার যাতনার সঙ্গে দুর্ব্বলতা, খোলা বায়ুতে ভ্রমণে বৃদ্ধি। চিৎ হইয়া শয়ন করিলে শ্বাসকৃচ্ছ্রতার বৃদ্ধি।

দিবসে সাঁই সাঁই শব্দযুক্ত শ্বাস, যেন বোধ হয় বক্ষমধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মা জমিয়া আছে ; উচ্চ রবে ঘড় ঘড় করা।

২৭ কাশি।—শুষ্ক, দিবারাত্রি, তৎসঙ্গে মস্তক এবং পাকাশয় প্রদেশে বেদনা ; টেঁকিয়াতে উত্তেজনা বশতঃ, গন্ধকের ধুম লাগিলে যেরূপ হয়।

গয়ার :—ঘন, পীতবর্ণ, পূজময় ; ধূসরাভ হরিদ্রাবর্ণ বা মলিন ; দুর্গন্ধ পুজ বা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা ; প্রাতে সবুজবর্ণ, লবণাক্ত।

কাশির বৃদ্ধি :—বেলা ৪টা হইতে ৮টা রাত্রি পর্য্যন্ত ; একদিন অন্তর, সামান্য উদ্যমে, অঙ্গ মর্দ্দনকালে, অবনত হইলে এবং বামদিকে শয়ন করিলে ; শীতল দ্রব্য পানাহারে ; বাতাসে বা উষ্ণ গৃহে।

চিৎ হইয়া শয়ন করিলে বা উপবেশন করিলে উপশম।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষে অবিরত চাপ পড়া ; আভ্যন্তরিক প্রদেশে এক প্রকার ক্ষতবৎ বোধ।

শিশুদিগের বক্ষে শ্লেষ্মা ; বক্ষে শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করে ও বক্ষ শ্লেষ্মাপূর্ণ বোধ হয়।

ফুস্‌ফুসপ্রদাহ, এক একবার এক একদলা শ্লেষ্মা তুলে, ঈষৎ লালচে-বর্ণ, সূত্রবৎ এবং সহজে ছিন্ন হয় এরূপ গয়ার।

যে ফুস্‌ফুস-প্রদাহ প্রথমে সুচিকিৎসিত হয় নাই ; বিশেষতঃ যখন অবিরত যকৃত-ভাবাপন্ন (হেপাটিজেশন) হইতে থাকে এবং পুজযুক্ত গয়ার উঠিতে থাকে।

সান্নিপাতিক ফুস্‌ফুস-প্রদাহ।

বাম বক্ষে সূচীবেধ, এবং শ্বাস গ্রহণ সময়ে।

ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত।

বক্ষে জলসঞ্চয়।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদপিণ্ডাবরক পর্দ্দায জলসঞ্চয়।

কম্পন, হৃদস্পন্দন ; হৃদপিণ্ড প্রদেশে দপ দপকারী ছিন্নবৎ বেদনা।

নাড়ী অপরিবর্ত্তিত ; কেবল সন্ধ্যাকালে বা আহারের পর দ্রুত হয়।

এরূপ বোধ হয় যেন রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বন্ধ হইয়াছে।

■ নাড়ীর দ্রুততাসহ মুখমণ্ডল ও পদদ্বয়ের শীতলতা।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষে কটাবর্ণের হরিদ্রাভ দাগ দাগ।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবার একদিকে অনম্য এবং স্ফীত।

গ্রীবার চারিদিকে লাল লাল পীড়কা তৎসহ প্রবল কণ্ডূয়ন, গ্রীবা-দেশীয় গ্রন্থির স্ফীততা।

স্কন্ধাস্থির মধ্যে উত্তপ্ত কয়লার দ্বারা দগ্ধের ন্যায় জ্বালা।

রাত্রে কটিদেশে বেদনা এবং অনম্যতা।

কটিদেশে সূচীবেধ ; এরূপ বেদনা যেন ভগ্ন হইয়া যাইবে, তৎসঙ্গে কঠিন মল এবং পেটবেদনা যেন অন্ত্র বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।

কটিদেশে উরুত পর্য্যন্ত প্রসারিত বেদনা।

■ যকৃতে রক্তসঞ্চয় জন্য পৃষ্ঠে এবং দক্ষিণ দিকে বেদনা : ১৮।

ত্রিকাস্থি প্রদেশে বেদনা, আসন হইতে উঠিলে বৃদ্ধি।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বগলে বিচি ফুলা, বগলে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

দক্ষিণ স্কন্ধ সন্ধি মধ্যে আম্বাতিক টান পড়া বা অশিথিলতা।

সঞ্চালনে স্কন্ধ এবং কনুই সন্ধিতে ছিন্নবৎ বেদনা ; গ্রীবা হইতে কনুই পর্য্যন্ত ছিন্নবৎ বেদনা ; শয্যায় শয়নকালে হস্ত মধ্যে, এবং সমস্ত বাহুতে বেদনা।

কার্য্য করিতে গেলে বাহুদ্বয়ে দুর্ব্বলতা ; এবং বিপরীত অর্থাৎ দুর্ব্বল বোধ হইলেও তিনি কার্য্য করিতে পারেন : ৩৬।

বাহুতে এবং স্কন্ধে উৎক্ষেপ।

হস্ততালুর শুষ্কতা।

দক্ষিণ মণিবন্ধে মচকান মত বেদনা।

আঙ্গুল হাড়া ; পাকাশয়িক পীড়ার সঙ্গে।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বাম বঙ্ক্ষণদেশে আমবাতিক টান্ টান্ ভাব।

উরুতের স্নায়ুশূল সহ নিম্নাঙ্গে প্রবল উৎক্ষেপ; শিশু চীৎকার করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠে।

জানু স্ফীত এবং অনম্য; ঘর্ম্মাক্ত; শ্বেত বর্ণের স্ফীতি।

বিচরণ কালে পায়ের ডিমের সংকোচনের ন্যায় বেদনা (খল্লি), অঙ্গুলিতে খল্লি।

শোথযুক্ত পদের ক্ষত স্থান হইতে জল গড়িয়া পড়িতে থাকে।

* উদরীরোগ।

পায়ের পুরাতন ক্ষত, তৎসহ রাত্রে ছিন্নকর, জ্বালাজনক, এবং কণ্ডুয়নশীল বেদনা করা।

পায়ের শিরা সকলের স্ফীতি।

পায়ের শোথ; পায়ের তলা পর্য্যন্ত ফুলা, ভ্রমণকালে বেদনা করে।

পায়ে প্রচুর দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম; পায়ের তলায় জ্বালা।

▌এক পা উষ্ণ, অন্য পা শীতল, বা শীতল ঘর্ম্মাক্ত পদ।

পা অসাড় বোধ হইয়া যায়।

সন্ধ্যাকালে দক্ষিণ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি মধ্যে সূচীবেধ।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—রাত্রে এবং একদিন অন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আকৃষ্ট এবং ছিন্নবৎ বেদনা; বিশ্রামে বৃদ্ধি; পেশী এবং সন্ধি সকল কঠিন, বেদনাযুক্ত এবং অসাড়; অঙ্গুলিসন্ধি প্রদাহিত; আমবাতিক বেদনা, বর্ষাকালে বৃদ্ধি, উষ্ণতায় উপশম।

হস্তে অবদারণ; গোড়ালিতেও ফাটা ফাটা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন: ২৪, ৩২। বিবরণ: ৩, ১৭, ২৬, ৩৩। উদ্যম: ২৬, ২৭। ব্যায়াম: ৪। বিস্তার বা প্রসারণ: ১৮, ২৭। উত্থান: ২, ৩, ৩১। বিশ্রাম: ৩২, ৩৪। শয়ন: ২, ৩, ২১, ২৭। বামদিকে: ২৭। উপবেশন: ২০, নতভাবে: ১৭। অবনমন ৩, ২৩, ২৭। সোজা হইয়া দাড়ান: ১৮। শয্যায়: ৩২।

বিশ্রাম কালে দৌর্ব্বল্য বোধ কিন্তু তথাপি পরিশ্রমে অনিচ্ছা।

বিচরণ করিতে গেলেই (অনম্যতা) বৃদ্ধি ; হাটিতে আরম্ভ করিলে উপশম থাকে ; শিশু কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চায়।

৮৩ স্নায়ু।—বিকৃত অঙ্গে কীট সঞ্চরণবৎ বা সুড়সুড়ী।

বেদনার প্রকৃতি আকৃষ্টবৎ, ছিন্নবৎ, রাত্রে বৃদ্ধি; পেশী এবং সন্ধি সকল অনম্য ; বিকৃত অংশে অসাড় বোধ।

পেশী সকলের পর্য্যায়ক্রমে অসাড়ে বিস্তৃতি এবং সঙ্কোচন।

আক্ষেপ, চীৎকার এবং মুখে ফেণা, অচৈতন্যতা; বাহু প্রসারণ করিয়া দিয়া থাকে ; হৃদ্‌পিণ্ড দেশে ব্যাকুলতা অর্থাৎ বুক কেমন করা ; কল্পনা করেন যে তিনি মরিয়া যাইবেন।

প্রায় সমস্ত যান্ত্রিক ক্রিয়ার অবসন্নতা জন্মায়।

দেহের অত্যন্ত শুষ্কতা এবং আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা।

পক্ষাঘাত।

৩৭ নিদ্রা।—দিবসে নিদ্রালু, রাত্রে জাগ্রত, মন অতিশয় তৎপর।

অঘোর নিদ্রার ভাব ; জ্বর এবং উদ্ভেদের সঙ্গে।

অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে শিশু নিদ্রা যায় এবং অস্ফুট কাতরধ্বনি বা কোঁতানি সহ মস্তক এপাশ ওপাশ সঞ্চালন করে।

সান্নিপাতিক এবং কণ্ডুযুক্ত বা স্ফোট-জ্বরে তন্দ্রালু ; মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের উপক্রম।

অস্থির নিদ্রা :—কোনও অবস্থায় স্বস্তি বা সুখ পায় না ; ক্রন্দন করে, চমকিয়া উঠে ; উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্বপ্ন ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উৎক্ষেপ।

অসুস্থ নিদ্রা :—সর্ব্বদা জাগ্রত হইয়া উঠে, শেষ রাত্রি ৪টার সময় সম্পূর্ণ জাগ্রত ; উদ্বিগ্ন।

জাগ্রত হইয়া :—খুঁত খুঁত করা, পা ছোড়া বা লাথিমারা, ভৎর্সনা করা ; ভীতভাবে জাগ্রত হইয়া উঠা, যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল ; রাত্রে জাগ্রত হইলে ক্ষুধা।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১, ১১, ১২, ১৬, ২১।

বৈকালে ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত সাধারণতঃ বৃদ্ধি, তৎপরে

কিছু ভাল, দুর্ব্বলতা ভিন্ন ; আরও ২, ৩, ২৭, ৪০। সন্ধ্যা : ২০, ২৯, ৩৩, ৪০। রাত্রি : ৫, ২১, ২৫, ২৭, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪৪, ৪৬। দিবস : ১, ২৫, ২৬, ২৭, ৩৭, ৪৬।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—প্রায় অনাবৃত বায়ুতে প্রবৃত্তি। উষ্ণতা : ৩, ৪, ১০, ১৭, ২৭, ৩৪। বহির্বায়ু : ৩, ২৬। অনাবৃত : ৩। বায়ু : ২৭। বর্ষাকাল : ৩৪। শীতল পানীয় : ১৩।

পীড়িত অংশ আর্দ্র করিলে বৃদ্ধি।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৮টা রাত্রির মধ্যে শীত, তৎসঙ্গে হস্তপদ অসাড়, রাত্রি ৭ টার সময় ; বরফবৎ শীতল বোধ হয় যেন বরফের উপর শয়ন করিয়া আছে ; স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলে পর ঘর্ম্মাভিসিক্ত হয় ; তৎপরে ভয়ানক পিপাসা ; প্রাতে ৯ টার সময় সর্ব্বাঙ্গে শীত শীত করা, এমন কি অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপেও শরীর গরম বোধ হয় না।

বিবমিষা এবং বমন, তৎপরে শীত, তার পর ঘর্ম্ম, জ্বর প্রকাশ না হইয়াই ; অথবা কম্প ও উত্তাপের মধ্যেই অম্ল বমন।

সন্ধ্যাকালে সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপের আবেগ ; তৎসঙ্গে পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে জলপান করা ; কোষ্ঠবদ্ধতা এবং প্রচুর মূত্রস্রাব।

উত্তাপ সঙ্গে আরক্ত গণ্ডস্থল, পর্য্যায়ক্রমে কম্প ; বিলেপী জ্বর (ফুস্-ফুসে পুযসঞ্চার সহিত)।

উত্তাপ সহ অনাবৃত হইবার প্রবৃত্তি।

ঘর্ম্ম :—সামান্য পরিশ্রমে ; শীতল, অম্লাক্ত, রক্তবর্ণ অথবা দুর্গন্ধ, পলাণ্ডুবৎ গন্ধ ; রাত্রে ঘবঘবে, সর্ব্বদা মুখমণ্ডল শীতল।

পুরাতন ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ভগ্ন শরীর ; কম্প ; তৈলাক্ত ঘর্ম্ম।

টাইফস্ :—অচৈতন্যতা সহ ; বিড়্‌বিড়ে প্রলাপ, পেশী সমূহের উৎক্ষেপ ; পেট ডাকা ; কোষ্ঠবদ্ধ।

৪১ আক্রমণ।—দিবসের কোন সময়ে মূর্চ্ছাভাবাপন্ন ; প্রত্যেক চতুর্থ

দিনে বৃদ্ধি (বন্ধন স্থান হইতে পা পর্য্যন্ত বেদনা)। পূর্ণিমা: ২৩। একদিন অন্তর : ২৭, ৩৭। বসন্তকালে বৃদ্ধি।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩, ৭, ১৯, ৩২, ৩৩। বাম : ৫, ১৮, ২৮, ৩৩।

দক্ষিণ হইতে বামে :—গলমধ্য, বক্ষঃস্থল, উদর এবং ডিম্বাধার সম্বন্ধীয় উপসর্গ।

ভিতর হইতে বাহির দিকে : ৩। উচ্চ হইতে নিম্ন দিকে : ৩, ১৩। ১৯, ৩১। নিম্ন হইতে উর্দ্ধ দিকে : ২৪।

৪৪ তন্তু।—রসরক্ত ক্ষয় জন্য শুষ্কতা এবং দুর্ব্বলতা ; উর্দ্ধাংশ শুষ্ক হইতে থাকে ; নিম্নাঙ্গে শোথ বা স্ফীতি দেখা দেয়। * উদরী ;

গ্রন্থিগণের স্ফীততা।

‖ অস্থি সকলের প্রায় অগ্রভাগে প্রদাহ ; রাত্রে অস্থি বেদনা ; কোমলতা ; অস্থিক্ষয়।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—সর্ব্বাঙ্গ ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

স্পর্শ : ১০,১১,২৮, ২০,৪৬। চাপ ১৭, ১৮। নখ ঘর্ষণ : ৪। অশ্বারোহণ : ১৬, ২১।

কোমলাংশ সকল স্পর্শে বা প্রচাপনে বেদনাযুক্ত বোধ।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্ম শুষ্ক এবং উত্তপ্ত, বিশেষতঃ হস্তের।

দিবা মধ্যে উষ্ণ হইলে দংশনবৎ কণ্ডূয়ন।

এখানে সেখানে মলিন আরক্ত কণ্ডূসমূহ।

যষ্টি প্রহারে শরীরে যেরূপ দাগ পড়ে, মাংসের উপর সেইরূপ দাগ।

‖ শীত পিত্ত বা আমবাত পুরাতন পীড়া।

উদ্ভেদ :—সরস, পূয সঞ্চয় ; গভীর চিপীটিকাপূর্ণ ; প্রবল কণ্ডূয়ন ; কোন স্থানে লাল হইয়া হাজিয়া যায় ; অবিদীর্ণ স্থান হইতে সহজে রক্ত পড়িতে থাকে।

‖ ভ্যাসকুলার অর্ব্বুদ সকল।

রক্তপূর্ণ স্ফোটক। স্ফোটক সকল পাকে না, নীলবর্ণ হয়।

ক্ষত সকল :—পরিষ্কার করিবার কালে রক্ত পড়ে, জ্বালা করে ; রাত্রে ছিন্নবৎ বেদনা ও কণ্ডূয়নযুক্ত, স্পর্শে জ্বালাকরা ; মালাযুক্ত,

কঠিন, লাল, চিক্কণ, উল্টান কিনারাযুক্ত, এবং পীড়িত স্থানের প্রদাহিক স্ফীতি; সহজে রক্তস্রাব হইতে থাকে।

৪৭ অবস্থা।—বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে; যাহাদের বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ কিন্তু পৈশিক বৃদ্ধি বা বল দুর্ব্বল; শীর্ণকায় এবং ফুস্ফুস ও যকৃত পীড়া প্রবণতা শরিরীদিগের পক্ষে উপযোগী।

৪৮ সম্বন্ধ।—আয়োডিনের প্রতিপূরক।

ক্যাল্‌কেরিয়া কিম্বা ল্যাকেসিসের পরে সুফল প্রদ।

লাইকপোডিয়মের পরে :—গ্রাফাইটীস্, ল্যাকেসিস্, লিডম্, ফস্ফরস, সাইলিশিয়া ব্যবহৃত হয়।

কোন পুরাতন পীড়া চিকিৎসা করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে লাইকপোডিয়ম দিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে; অন্য আর একটী এণ্টিসোরিক বা সোরা দোষঘ্ন ঔষধ সর্ব্ব প্রথমে দেওয়া উচিত।

লাইকপোডিয়ম প্রতিষেধ করে :—সিন্‌কোনা।

লাইকপোডিয়মের প্রতিবিষ :—একনাইট, ক্যাম্ফর, কষ্টিক, ক্যামোমিলা, গ্রাফাইটীস্, পলসেটিলা, এবং কফি।

ল্যাকেসিস্।

পরীক্ষক :—হেরিং।

১ মন।—আপনাকে অমানুষিক বা ভৌতিক শাসনাধীন মনে করে।

সম্পূর্ণ চেতনারাহিত্য।

স্মৃতি শক্তি দুর্ব্বল; লিখিতে বর্ণাশুদ্ধি করে।

প্রলাপ; তিনি (স্ত্রীলোক) উৎসন্ন যাইবেন এই ভয়।

রাত্রে প্রলাপ, অস্পষ্ট, তন্দ্রাযুক্ত, মুখমণ্ডল আরক্ত; অথবা মৃদু, কষ্টকৃত বাক্যকথন এবং চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে।

▌ উন্মত্ততা সহ বাচালতা, এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে হঠাৎ আলোচনা করা।

▌ অত্যধিক অধ্যয়নের পর উন্মত্ততা।

মদাত্যয় রোগ, নিদ্রার পর বর্দ্ধিত ; গলায় কাপড় সহ্য করিতে পারে না।

অত্যধিক রাত্রি জাগরণ, পরিশ্রম, রসরক্ত ক্ষয় প্রভৃতি জন্য প্রলাপ।

তিনি (স্ত্রীলোক) ভাবেন যে তিনি মরিয়াছেন, এবং তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ হইতেছে ; শত্রু কর্ত্তৃক অনুসৃত হইতেছেন ; ভয় করেন যে ঔষধ তাঁহার পক্ষে বিষ।

বাচালতা, গান গাওয়া, শিস্ দেওয়া, মুখভঙ্গী বিক্রেপাত্মক।

গর্ব্বিত ; ঈর্ষান্বিত, সন্দিগ্ধ।

বিষণ্ণ, খিট্‌খিটে, বিবাদ প্রিয়।

আত্মহত্যার প্রবৃত্তি, জীবনে বিতৃষ্ণা।

অত্যন্ত দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত ভাব, প্রাতে উঠিলেই বৃদ্ধি।

মৃত্যু ভয়, শয্যায় যাইতে ভয়। বিষাক্ত হইবার ভয়।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন :—একই বস্তু বারম্বার দর্শন জন্য ; বহির্বায়ুতে ভ্রমণ জন্য (বয়োসন্ধিকালে) ; বিসর্প বিলোপ জন্য ; অর্দ্ধাবভেদক সহ।

সীসকের ন্যায় মস্তক ভারি, শিরোঘূর্ণন সহ মস্তক পৃষ্ঠে অধিক।

সুরা প্রভৃতির পর মস্তকে রক্ত প্রধাবন ; রজোবদ্ধ বা অনিয়মিত রজঃ জন্য।

সোঁ সোঁ শব্দযুক্ত নিশ্বাস ; বামার্দ্ধ সন্ন্যাস, বিশেষতঃ মানসিক আবেগ বা সুরা অপব্যবহার জন্য।

সমস্ত মস্তকে দারুণ বেদনা, মস্তক ঘূর্ণন জন্য তিনি দাঁড়াইতে পারেন না ; অক্ষর ভাল দেখিতে পান না, দেয়ালের গায় পড়িয়া যান।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সম্মুখ মস্তকে শিরঃপীড়া, উঠিলে ভ্রমি।

চক্ষুর উপরে এবং পশ্চাৎ মস্তকে শিরঃপীড়া, প্রাতে উঠিলে পর।

রগে চাপপ্রদ, বিদীর্ণবৎ শিরঃপীড়া, শয়ন করিলে উপশম।

এক পার্শ্বের শিরঃপীড়া ; অত্যন্ত প্রখর বেদনা, গ্রীবা ও স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রসারিত ; তৎসঙ্গে গ্রীবা অনম্য ; পক্ষাঘাতিক জিহ্বা।

মস্তকের শীর্ষদেশে ছিন্নবৎ বেদনা, ভিতর হইতে বাহির দিকে।
(মুখমণ্ডল দেখ)

শীর্ষদেশে গুরুত্ব ও প্রচাপন।

বয়োসন্ধিকালে, অর্থাৎ ঋতু বন্ধের সময় মস্তকের শীর্ষদেশে জ্বালা।

উত্তাপসহ আঘাত সদৃশ শিরঃপীড়া, দক্ষিণদিকে, চক্ষুর উপরে এবং মূর্দ্ধাদেশে বেশী।

সূর্য্যকিরণে শিরঃপীড়া, চক্ষুর সম্মুখে আলোক দর্শন।

সামান্য নড়া চড়ায় মস্তকমধ্যে দপদপানি ; মস্তকে রক্তাধিক্য।

৫ বহির্ম্মস্তক।—বেগুণেবর্ণের স্ফীতি ; চক্ষু মুদ্রিত করিলেই প্রলাপ বকা।
* বিসর্প রোগ।

অর্ব্বুদ, যাহা মস্তকের অস্থিভেদ করে।

চুল উঠিয়া যায়, গর্ভাবস্থায় বেশী ; সূর্য্যকিরণে অনিচ্ছা।

৫ চক্ষু।—আলোকে চৈতন্যাধিক্য।

দৃষ্টিনাশ বা ঘোর দৃষ্টি, ফুসফুস অথবা হৃদপিণ্ডের পীড়াসহ।

গলা টীপিলে চক্ষু বহির্গত হইয়াছে এরূপ বোধ।

চক্ষুর শ্বেত ক্ষেত্রে হরিদ্রাবর্ণ। চক্ষুর আরক্ততা।

কর্ণিয়াতে ক্ষত।

চক্ষু মধ্যে এবং চক্ষুর উপরে প্রবল বেদনা।

৬ কর্ণ।—শব্দে চৈতন্যাধিক্য ; কর্ণমধ্যে মেঘ গর্জ্জন প্রভৃতির ন্যায় শব্দ।

শ্রবণ কষ্টকর, কর্ণমলা থাকে না ; কর্ণ মধ্যে শুষ্কতা ; কর্ণ এবং গণ্ডের চারিদিকে অসাড়তা (বামদিকে)।

কর্ণমলা অতিশয় কঠিন, ফেঁকাশে, এবং অপ্রচুর।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে মলিন রক্তস্রাব ; রজোরোধ সহ ; টাই-ফস, ইত্যাদি।

সর্দ্দির পূর্ব্বেই মাথাধরে ; জলবৎ স্রাব সহ নাসিকারন্ধ্রের আরক্ততা, অধরোষ্ঠে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

নাসিকার শ্লেষ্মা ত্বক স্ফীত ; হাঁচি।

নাসিকা হইতে পুঁয এবং রক্ত পড়া।

নাসিকার চারিদিকে খিজ্ খুড়ি বিজগুড়ি উদ্ভেদ।

নাসিকা বাহিরে লাল ; চিপীটিকা বা মামড়ী পূর্ণ ; পারদ ও উপদংশ দোষযুক্ত মাতালদিগের।

৮ মুখমণ্ডল।—সুরাপায়ী দিগের মুখমণ্ডলে উত্তাপের আবেগ বা মুখে গরম বোধ।

তন্দ্রাসহ বেদনা চিহ্ন।

মুখমণ্ডল বিকৃত।

পাণ্ডুর, ধূসরবর্ণ মুখাবয়ব, উদরের পীড়া বা সবিরাম জ্বর সহ।

মূর্চ্ছাসহ পাণ্ডুবর্ণ মুখ ; শিরঃপীড়া সহ মস্তক ঘূর্ণন।

মুখমণ্ডল হলুদবর্ণ, গণ্ডদ্বয় টকটকে লাল। উপদংশ।

সন্ন্যাস রোগের ন্যায় আরক্ত মুখ ; শিরঃপীড়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও পাকাশয়ে বেদনা ইত্যাদি।

মুখমণ্ডলের বিসর্প, তৎসঙ্গে জ্বালা ও কণ্ডুয়ন।

বামদিকের চক্ষুতে স্নায়ুশূল, তৎপূর্ব্বে মুখমণ্ডলে উত্তাপ এবং আক্রমণের পরে উদর মধ্যে দুর্ব্বলতা বোধ।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে। * কোমা।

ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, ফাটাফাটা, রক্তস্রাবী।

অধর স্ফীত।

১০ দন্ত।—দংশন করিলে ক্ষয়া দাঁত বেদনা করে ; নিদ্রার পর ; পারদ অপব্যবহারের পর।

গণ্ডদ্বয় স্ফীত, ত্বক অশিথিল, উষ্ণ এবং চিড়চিড় করে যেন ফাটিয়া যাইবে ; দন্ত প্রদাহ।

মাড়ী নীলবর্ণ, স্ফীত এবং রক্তস্রাবী ; উষ্ণপানীয়ে বৃদ্ধি।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—অম্লাস্বাদ, সকল দ্রব্য অম্ল হয়।

কষ্টকৃত বাক্য কথন, জিহ্বা ভারি, মুখ হা করিতে পারে না।

অতি কষ্টে কম্পান্বিত জিহ্বা বহির্গত করে। * ডিপ্থিরীয়া, ইত্যাদি।

জিহ্বা :—বহির্গত করিতে গেলে কাঁপে, কিম্বা দন্তের নীচে বাধা পড়ে ; স্ফীত, শ্বেত বর্ণের লেপ ; কণ্ঠক সকল বর্দ্ধিত ; শুষ্ক,

লাল, অগ্রভাগ বিদীর্ণ, অগ্রভাগ লাল এবং মধ্যস্থল কপিশ; শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ এবং কঠিন।

অগ্রভাগে ফোস্কা।

বাক্যকথন : ২৬।

১২ মুখমধ্য।—মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়।

প্রচুর আঠা আঠা লালা।

যক্ষ্মাকাশের শেষাবস্থায় মুখে ক্ষত।

মুখগহ্বরে উপরিভাগে যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে (শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি উঠিয়া গিয়াছে) এরূপ বোধ।

১৩ গলমধ্য।—উপজিহ্বা বিবৃদ্ধ; গলকোষ বেগুণেরং বিশিষ্ট এবং স্ফীত বা ক্ষতযুক্ত।

গলার মধ্যে কিছু রহিয়াছে এরূপ বোধ; শ্বাসাবরোধক বোধ; গলাধঃকরণে ঐ গোলার মত দ্রব্য নামিয়া যায় কিন্তু পরক্ষণেই আবার আইসে · ৪৮।

তরল দ্রব্য গলাধঃকরণে নাসিকা দিয়া বহির্গত হয়; লালা গিলিবার সময় বৃদ্ধি, তরল দ্রব্য গিলিবার সময়ে কম এবং কঠিন দ্রব্য ভক্ষণকালে উপশম।

গলকোষে প্রচুর শ্লেষ্মা, থক্ করিয়া তুলিতে বেদনা করে।

বেদনা এবং ক্ষত গলার বাম দিক হইতে আরম্ভ। * টন্সিলাইটীস্। * ডিপথিরীয়া।

গলার সংকোচন; যেন বন্ধন বোধ; সামান্য বাহ্য প্রচাপনে বৃদ্ধি; দম আটকান ভাব, নিদ্রাকালে বা নিদ্রা হইতে উঠিলে বৃদ্ধি।

টন্সিল্ স্ফীত, বামদিকে বেশী, দক্ষিণদিকে হইবার উপক্রম; গিলিতে বাম কর্ণ বেদনা করে, গ্রীবায় কোন দ্রব্য স্পর্শ অসহ্য।

ডিপথিরীয়ার ক্ষত, দক্ষিণ হইতে বাম দিকে যায়; দুর্গন্ধ নিশ্বাস; অত্যন্ত দুর্বলতা, নাড়ী ক্ষীণ; ঘর্ঘরে শ্বাস; শিরঃপীড়া ও মূর্চ্ছা।

উষ্ণ পানীয়ে বৃদ্ধি ; গলাধঃকরণে তরল দ্রব্যে বেশী কষ্ট হয়।
* টন্‌সিলাইটীস্

বাহ্যিক প্রচাপনে অত্যধিক বেদনা বোধ। * টন্‌সিলাইটীস্।
* ডিপ্‌থিরীয়া।

গলার মধ্যে ক্ষত ; বর্ষাকালে বৃদ্ধি ; পারদ ও উপদংশের পর ; গলার শুষ্কতা জন্য দম আটকাইয়া জাগ্রত হওয়া ; কোমল তালুতে ক্ষতের জামুড়া পড়া এবং মধ্যে মধ্যে সবুজাভ পীতবর্ণের ক্ষত ; চিড়িকমারা বেদনা ; দুর্গন্ধ নিশ্বাস।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা চলিয়া যায়।

অতৃপ্তিকর পিপাসা সহ পানীয়ে ঘৃণা।

মদে, চিংড়ী মৎস্য প্রভৃতিতে ইচ্ছা।

১৫ পানাহার।—আহারের পর :—পেট বেদনা নরম পড়ে, কিন্তু কিছু ক্ষণ পরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। * পাকাশয়ের কর্কট ক্ষত।

আহারের পর :—মস্তক ঘূর্ণন, অলসতা ; শ্বাসাবরোধ ; পেট ফুলিয়া উঠে ; উদ্গার ; উষ্ণতা বোধ।

অম্লের পর উপসর্গের বৃদ্ধি।

সুরাপানে বৃদ্ধি (সর্পাঘাত ব্যতীত)।

উষ্ণ পানীয় : ১০, ১৩,। পানীয়ের পর : ১৩, ১৬।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—উদ্গারে উপশম।

সব অম্ল হয় ; বুক জ্বালা।

পানের পর বিবমিষা।

থাকিয়া থাকিয়া বিবমিষা, দুর্ব্বলতা, হৃদকম্পন, শীতল ঘর্ম্ম।

বমন :—ভুক্তদ্রব্য ; পিত্ত ; শ্লেষ্মা ; তৎসঙ্গে প্রচুর লালা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়-গহ্বর স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

অজীর্ণ রোগ, আহার করিলেই বৃদ্ধি ; কোষ্ঠ বদ্ধতা ; দুর্ব্বল পরিপাক শক্তি, বিশেষতঃ পারদ ব্যবহারের পর।

চর্ব্বণবৎ প্রচাপন ; আহার করিলে উপশম, শূন্য উদর হইলেই বেদনা পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতে তরুণ বেদনা, পাকাশয় পর্য্যন্ত প্রসারিত।
বয়োসন্ধিকালে যকৃতে পীড়া; সবিরাম জ্বরের পর; যেন কিছু দক্ষিণ দিকে আটকাইয়া আছে এইরূপ বেদনা, তৎসঙ্গে হুলবেধ বোধ।
যকৃত প্রদেশে সঙ্কোচক বেদনা।
যকৃত প্রদেশে ক্ষত সদৃশ বেদনা; প্রদাহ এবং স্ফোটক বা বিদ্রধি।

১৯ উদর।—বেদনা যুক্ত বিস্তৃতি; আধ্মান বায়ু; স্পর্শ সহ্য হয় না।
পাকাশয় নিম্নে এবং কটিদেশে অগ্নি সদৃশ প্রজ্জ্বলন।
উদরের দক্ষিণদিকে কর্ত্তনবৎ বেদনা জন্য মূর্চ্ছার আক্রমণ।
সিক্যাল্ প্রদেশে স্ফীতি; পা গুটাইয়া চিৎ হইয়া শয়ন করে। * টাইফ্লাইটীস্।
উদর উষ্ণ, স্পর্শে বেদনা; কোমর হইতে উরুত পর্য্যন্ত আড়ষ্ট বা বেদনাযুক্ত কাঠিন্য; পুঁয জন্মায়; * পেরিটোনাইটিস্।

২০ মল ইত্যাদি।—তরল, দুর্গন্ধ মল।
মল।—জলবৎ, ঈষৎ পীতবর্ণ; মলিন চকোলেট বর্ণ সদৃশ, বিশ্রী গন্ধবিশিষ্ট; পচা রক্তের ন্যায়; আম ও রক্তমিশ্রিত: রাত্রে এবং অম্ল দ্রব্যের পর বৃদ্ধি।
একবার অতিসার একবার কোষ্ঠবদ্ধ পর্য্যায়ক্রমে।
কোষ্ঠবদ্ধতা, নিষ্ফল চেষ্টা; কোঁতানি; মলদ্বার সংকুচিত বোধ।
গুহ্যদ্বার যেন হাতুড়ি দিয়া আঘাত করিতেছে।
বাহ্যে করিতে চায়, কিন্তু এরূপ বেদনা বৃদ্ধি পায় যে অগত্যা বাহ্যে যায় না।
সরলান্ত্র নির্গমন এবং স্ফীতি।
অর্শের বলি বহির্গত বা সংকুচিত অথবা হাঁচিতে বা কাসীতে উপর দিকে সূচীবেধ; বয়োসন্ধিকালে অথবা মাতাল দিগের পক্ষে বৃদ্ধি।
গুহ্যদ্বারে কণ্ডূয়ন; নিদ্রার পর বৃদ্ধি।

২১ মূত্র।—মূত্র বাহী নলী দিয়া বৃক্ক পর্য্যন্ত সূচীবেধ।
মূত্র:—প্রায় কৃষ্ণবর্ণ; পুনঃ পুনঃ, ফেনিল, মলিন।

নিষ্ফল মূত্র প্রবৃত্তি ; প্রস্রাবকালে জ্বালা।

এপাশ ওপাশ করিতে নিম্নোদর বা মূত্রস্থলি মধ্যে যেন একটী গোলক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এরূপ বোধ।

মূত্রত্যাগকালে দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা স্রাব ; মূত্রস্থলির সর্দ্দি।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা।

হস্ত মৈথুন, তৎসহ মৃগীরোগ।

স্নায়ীর কঠিন্য অথবা নালীযুক্ত মুখ এবং বিলেপী জরযুক্ত ; পারদ ব্যবহারের পর।

মেঢ্রত্বকের কাঠিন্য, উপদংশ ক্ষতের পর।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রতি ইচ্ছা। *কামোন্মত্ততা।

বাম ডিম্বাধারের স্ফীতি, কাঠিন্য, স্নায়ুশূল এবং উহাতে পুয সঞ্চার।

জরায়ু প্রদেশ স্ফীত বোধ, কাপড় পর্য্যন্ত সহ্য হয় না ; কোঁত পাড়া বেদনা।

জরায়ু ও ডিম্বাধার প্রদেশে বেদনা, রক্তস্রাব হইলেই উপশম।

উদর মধ্যে যেন ছুরিবিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ বেদনা।

জরায়ুতে এরূপ বোধ যেন জরায়ু মুখ ফাঁক হইয়া গিয়াছে।

ঋতুস্বল্প, মৃদু কিন্তু নিয়মিত ; থলো থলো রক্ত, কৃষ্ণবর্ণ অথবা বিদাহী।

ঋতুর পূর্ব্বে :—অনাবৃত বায়ুতে ইচ্ছা ; মস্তক ঘূর্ণন, নাক দিয়া রক্ত পড়া ; প্রসব বেদনামত বেদনা, বাম ডিম্বাধার প্রদেশে বেদনা ; স্রাবকালে সকল উপসর্গের উপশমতা।

শ্বেত প্রদর প্রচুর, বেদনা করে, কাপড়ে সবুজ বর্ণ দাগ লাগে।

বহিঃপ্রদেশের আরক্ততা ও স্ফীতি।

বয়োসন্ধিকালে উপযোগী :—উষ্ণ মস্তকশীর্ষ ; প্রচুর রক্তস্রাব ; মূর্চ্ছা।

২৪ গর্ভ।—প্রসবান্তিক স্রাবে দুর্গন্ধ ; মূত্রবন্ধ ; বেগুণে বর্ণের মুখমণ্ডল ; অচৈতন্য। * সূতিকা জ্বর।

স্তন্য তরল, নীলবর্ণ ; বিষন্ন হইয়া নিদ্রা হইতে উঠে, হতাশ।

স্তনে অস্ত্র বিদ্ধবৎ বেদনা বাহু পর্য্যন্ত যায় ; স্তন নীলাভ, তৎসঙ্গে কৃষ্ণবর্ণের রেখা রেখা।

স্তনের ক্ষত হইতে পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব হয়।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গতা, শুষ্কতা ও কর্কশতা; স্পর্শে বেদনাধিক্য।

যক্ষ্মারোগে বাক্রোধ; শক্ত এবং সবুজ পষার।

(ডিপ্থিরীয়ার সময়) ক্রুপ বা ঘুংড়ী হইবার উপক্রম, নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দম আটকান, গলা হাত দিয়া চাপিয়া ধরে; মরিয়া যাইবার ভয়।

ঘুংড়ী কাশী, যখন নিদ্রার পর বেশী হয়।

হঠাৎ কোন দ্রব্য যেন গলা হইতে লেরিংক্সে যায়, দম বন্ধ করে, এবং রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ করে।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—হাঁপানি রোগ, মুখে কাপড় দিলে বা নাক ডাকিলে অথবা গলা স্পর্শ করিলে, বাহু সঞ্চালনে জাগ্রত হইলে, আহারের পর বেশী; সম্মুখদিকে নত হইয়া উঠিয়া বসিলে উপশম।

বক্ষ সংকুচিত বোধ।

প্রাতে শীঘ্র উঠিয়া বসিলে শ্বাসক্রিয়া মৃদু, কষ্টকর এবং সাঁই সাঁই শব্দ বিশিষ্ট হয়।

বক্ষস্থল বদ্ধ বোধ; হ্রস্ব কাসী, স্বল্প ও কষ্টকৃত নিষ্ঠীবন।

খোষ পাঁচড়ার সময় হাঁপানি রোগ, যদি কণ্ডূয়ন বন্ধ হয়।

২৭ কাশি।—গলার ভিতর ও বক্ষাস্থি নিম্নে এবং পাকাশয়ে শুড়শুড়ি জন্য ঘড়ঘড় করিয়া অবিরত কাসী, নিদ্রাকালে অথবা দিবসে, উত্তাপের পরিবর্তনে, সুরা প্রভৃতি পানীয়ের পর বৃদ্ধি।

কাসী তুলিবার পূর্ব্বে অনেকক্ষণ কষ্ট করিয়া কাসিতে হয়।

নিষ্ঠীবন স্বল্প, কষ্টকৃত, জলবৎ, লবণাক্ত, পুনরায় গিলিয়া ফেলিয়া থাকে, অথবা তৎসহ কুন্থন ও বমন।

প্রচুর পরিমাণে রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা বমন। * ডিপথিরীয়া।

গলমধ্যে ক্ষত জন্য কাসী।

কাসী সহ আঠাবৎ রক্তমিশ্রিত নিষ্ঠীবন।

বহুক্ষণ সাঁই সাঁই শব্দকারী কাসীর পর সহসা প্রচুর ফেনিল, শ্লেষ্মা বমন।

২৮ ফুস্‌ফুস্‌ ।—বক্ষমধ্যে যাতনাপ্রদ বেদনা, যেন বায়ুপূর্ণ রহিয়াছে, উদ্গার উঠিলে উপশম ।

বক্ষমধ্যে ক্ষতের ন্যায় বেদনা ।

বক্ষমধ্যে জ্বালা ।

বামদিকস্থ বক্ষে সূচীবেধ সহ শ্বাস কৃচ্ছ্রতা ।

ফুস্‌ফুস প্রদাহ, যকৃত সদৃশ ভাব সংপ্রাপ্তি (হিপাটিজেশন) প্রধানতঃ বাম ফুস্‌ফুসের ; জাগ্রত হইলে অতিশয় শ্বাসকষ্ট ।

ফুস্‌ফুস প্রদাহের পর গুটীকা সঞ্চয়ের সময় উপযোগী ।

বক্ষে শোথ , যকৃত স্ফীতি ; স্বল্পমূত্র ; হৃদস্পন্দন ।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী —হৃদস্পন্দন বক্ষ বা গলার প্রচাপন সহ্য করিতে পারে না ; বসিয়া থাকে বা দক্ষিণদিকে শয়ন করে ; বাম বাহুর অসাড়তা ; মূর্চ্ছা, উৎকণ্ঠা ।

হৃদপিণ্ডাবরক পর্দ্দার প্রদাহ, শোথ ; গলমধ্যে ডিপথিরিয়া ক্ষত ।

‖ অস্থির, কম্পান্বিত ; হৃদপিণ্ডে উৎকণ্ঠা ; দ্রুতভাব ; শয়নে শ্বাসাবরোধ ; বক্ষে গুরুত্ব ; সংকুচিত বোধ । * হৃদ্‌পিণ্ডের বাত ।

‖ সদ্য প্রসূত শিশুর নীলিমা রোগ ।

নাড়ী :—ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল ও দ্রুত ; এবং অসমান ; সবিরাম ; পর্য্যায়ক্রমে পূর্ণ এবং ক্ষুদ্র ।

৩০ গ্রীবা, পৃষ্ঠ ।—গ্রীবা কঠিন, অতিকষ্টে চোয়াল নড়ে ; গ্রীবার উভয় পার্শ্ব হইতে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত ছিন্নবৎ বেদনা ।

কোষ্ঠবদ্ধতা সহ কটিদেশে বেদনা ।

উপবেশনকালে কাকচঞ্চু (কক্সিক্স) অস্থিতে বেদনা, যেন কোন তীক্ষ্ণধার বিশিষ্ট দ্রব্যের উপর বসিয়া আছে এরূপ বোধ ।

৩১ ঊর্দ্ধাঙ্গ ।—বামস্কন্ধ এবং বাহু দুর্ব্বল এবং অসাড়, বাহুর উপর শয়ন করিলে বৃদ্ধি ।

দক্ষিণ স্কন্ধে ক্ষত বোধ ।

বগলের বীচি ফুলা ।

কক্ষমধ্যে রসুনের ন্যায় দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম ।

বাম হস্তে কুটকুট ও কণ্টক বিদ্ধবৎ যাতনা।

হস্তের কম্পন। * মাতাল দিগের।

মণিবন্ধ ও তর্জ্জনীর আমবাতিক স্ফীতি; নিদ্রার পর বেশী।

আঙ্গুলহাড়া, নীলবর্ণ স্ফীতি; অস্থিক্ষয় তৎসঙ্গে নালাযুক্ত মুখ অথবা বিসর্প, কুটকুট করা বেদনা।

অঙ্গুলির অগ্রভাগে অসাড়তা (প্রাতঃকাল)।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বিদ্রধি বা বৃহৎ স্ফোটকের পর নিতম্বের পেশীর সঙ্কোচন।

সায়াটিকা বাম পার্শ্বে; উত্তপ্ত লৌহের দ্বারা যেরূপ যাতনা হয় সেই-রূপ যাতনা; নিদ্রার পর বৃদ্ধি।

নিম্নাঙ্গে অসুখ বোধ।

জানুমধ্যে সূচবেধবৎ ও ছিন্নবৎ বেদনা সহ স্ফীতি।

টিবিয়া অস্থিতে কামড়ানি।

পায়ের সমতল ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ তরল পুযস্রাব এবং চারিদিকে নীলাভ দাগ।

টিবীয়া অস্থিক্ষয়।

পায়ের স্ফীতি, হাঁটিলে বৃদ্ধি। * গর্ভাবস্থায়।

পায়ের অঙ্গুলিতে সুড়সুড়ীযুক্ত বেদনা ও ছাল উঠিয়া যাওয়া।

পায়ে ও বৃদ্ধাঙ্গুলিতে পচনশীল ক্ষত।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—পায়ে অথবা বাহুতে বিসর্প; ত্বক নীলাভ, স্ফীতিযুক্ত এবং পচন প্রবণ।

মচকানর পর সন্ধি সকলের নীলাভ স্ফীতি।

হস্তে, বাহুতে এবং পায়ে কোষময় তন্তুর মলিন নীলাভ স্ফীতি; অত্যন্ত বেদনা এবং পচিবার উপক্রম।

প্রতিরাত্রে পায়ের পাতায় এবং হাতের তালুতে জ্বালা।

পারদ ব্যবহারের পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনম্য অথবা বক্র হইয়া যাওয়া।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন:—অত্যধিক বিচরণ হেতু বিসর্প; সাময়িক আক্রমণের উপশম।

বহির্বায়ুতে ভ্রমণ : ২। ভ্রমণের পর : ৩৩। বাহু সঞ্চালন : ২৬। পার্শ্ব পরিবর্ত্তন : ২১। উত্থান : ৩। বসিয়া থাকিতে হয় : ২৯। উপবেশন : ৩১। সম্মুখ দিকে নত হইয়া উপবেশন : ২৬। শয়ন : ৩, ২৯, ৩২। চিৎ হইয়া শয়ন : ১৯। দক্ষিণ দিকে শয়ন : ২৯।

৩৬ স্নায়ু।—মেজে হামাগুড়ি দেয়, পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলে, লুকাইয়া থাকে, হাস্য করে, অথবা রাগান্বিত হয়; আক্ষেপ।

নিদ্রাকালেই মৃগীরোগ উপস্থিত হয়, সন্ধিচ্ছিন্ন বা হস্ত মৈথুন বা রসরক্ত ক্ষয় জন্য।

পায়ের আক্ষেপ।

বিশ্রী চলন; বামদিক দুর্ব্বল।

বামদিকের পক্ষাঘাত; সন্ন্যাস রোগের পর অথবা মস্তিষ্ক দুর্ব্বলতা হেতু।

সর্ব্বাঙ্গে কম্পন; অবসন্ন, মূর্চ্ছা।

মূর্চ্ছা সহ হৃদপিণ্ডে বেদনা, বিবমিষা, রক্তশূন্য মুখমণ্ডল, মস্তক ঘূর্ণন।

৩৭ নিদ্রা।—দিবা রাত্রি নিদ্রালু; কাহাতে উত্ত্যক্ত না করিলে উত্তম নিদ্রা যায়।

নিদ্রাবস্থায় শিশু এপাশ ওপাশ করে ও কোঁকায়।

অস্থির নিদ্রা, তৎসহ স্বপ্ন এবং পুনঃপুনঃ জাগ্রত হইয়া উঠে।

ক্রমাগত নিদ্রাহীনতা; সন্ধ্যাকালে নিদ্রাহীন ও বাচালতা।

নিদ্রার পর মন খারাপ।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ১,৩,৭,২৬,৩২। অপরাহ্ণ: ৪০। সন্ধ্যা: ৩৭,৪০। রাত্রি: ১, ২০, ২৫,৩৪,৩৭,৪০। দিবা: ৩৭।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—সূর্য্য কিরণে বৃদ্ধি; ৩,৪। বসন্ত এবং গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি; অথবা উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধির উচ্চ সীমাপ্রাপ্তি, দুর্ব্বলতা : ২০। উত্তাপের পরিবর্ত্তন : ২৬। বর্ষাকাল : ১৩। অনাবৃত বায়ু ইচ্ছা। ২৩।

অনাবৃত বায়ুতে বৃদ্ধি : ২। উষ্ণতা : ৪৪। উষ্ণগৃহ : ৪০। উষ্ণ পানীয় : ১০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত :—পৃষ্ঠ হইতে মস্তকের দিকে শীত উঠে; প্রায় একদিন অন্তর; উষ্ণ গৃহে নরম পড়ে; শীতে দাঁতে দাঁতে লাগে, বাহ্য উষ্ণতার ইচ্ছা।

শীতের সময় ধরিতে বা চাপিয়া ধরিতে বলে।

পায়ের ডিমে বরফবৎ শীতলতা, কম্পযুক্ত শীত তৎসহ উষ্ণঘর্ম্ম।

স্তন্যপায়ী শিশুদিগের প্রত্যেক জ্বরের আক্রমণকালে আক্ষেপ।

রাত্রে শীত, দিবসে শরীর উষ্ণ।

সন্ধ্যাকালে হাত পায়ে উত্তাপ।

সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে হস্ত ও পায়ের তলা জ্বালা।

আভ্যন্তরিক উষ্ণ বোধ সহ পা ঠাণ্ডা।

সমস্ত উপসর্গ সহ প্রচুর ঘর্ম্ম ; ক্ষয়কাশ রোগ।

শীতল ঘর্ম্ম, হরিদ্রাবর্ণ দাগ ধরে ; অথবা রক্তযুক্ত, লাল দাগ ধরে।

প্রতি বসন্তকালে সবিরাম জ্বরের পুনরাক্রমণ, অথবা পূর্ব্ববর্ষে কুইনাইন দ্বারা বন্ধ জ্বর ; বৈকালে ২ টার সময় বৃদ্ধি, মুখলাল, শিরঃপীড়া, পা ঠাণ্ডা ; জ্বরের সময় অধিক কথা বলা ; কুইনাইনের পর পৈত্তিক দোষযুক্ত সবিরাম জ্বরের পুনরাক্রমণ সময়ে অত্যধিক জ্বালা ও বিদীর্ণকর বেদনা।

৪১ আক্রমণ।—সাময়িক আক্রমণ : প্রতি চতুর্দ্দশ দিন অন্তর, প্রতি বসন্তকালে : ৪০।

৪২ পার্শ্বদ্বয়।—দক্ষিণ : ৩,১৮;১৯,৩২। বাম : ২, ৬,৮, ১৩,২৩,২৮,৩২; ৩৬। বাম হইতে দক্ষিণ : গলা এবং ডিম্বাধারের লক্ষণ সকল, এবং ৪৪। নিম্ন হইতে উচ্চে : ৪০; ভিতর হইতে বাহিরের দিকে : ৩।

৪৩ অনুভব।—স্নায়বিক বেদনা স্থান পরিবর্ত্তন করে, তৎসঙ্গে হৃদ-কম্পন।

ছিন্নকর বেদনা ; কর্ঠকবিদ্ধবৎ ; দপদপানি।

৪৪ তক্ষু।—রক্ত মলিন, জমাট বাঁধে না; সামান্য ক্ষত হইতে প্রচুর রক্তস্রাব।

পীড়িতাংশ নীলাভ।

পচন।

ক্ষত স্পর্শে চৈতন্যাধিক; দুর্গন্ধ পূযস্রাব; প্রচুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা ক্ষতের চারিদিকে বেষ্টন করে; উষ্ণতায় ভাল থাকে।

প্লীহা যকৃত পীড়ার জন্য শোথ; আরক্ত জ্বরের পর; প্রস্রাব কৃষ্ণবর্ণ, পা ফুলা, প্রথমে বাম, পরে দক্ষিণ।

কোষময় তন্তু প্রদাহ (cellulitis) সহ জ্বালা এবং চর্ম্মের বর্ণ নীল।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ২,১৩,২৫,২৬,৪৪। প্রচাপন: ১,১৩, ২৯।

অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য, গলায় শয্যাবস্ত্রের প্রান্ত স্পর্শমাত্রেই, উদরে সামান্য শয্যাবস্ত্র লাগিলেই।

৪৬ চর্ম্ম।—সর্ব্বাঙ্গ কণ্ডূয়ন, জ্বালা; পীতবর্ণের অথবা বেগুণে বর্ণের ফোস্কা; কচ্ছু।

উদ্ভেদ; কণ্ডূ সকল ধীরে প্রকাশিত হয় অথবা কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়; তন্দ্রাযুক্ত।

ভিতরে লাল রক্তাম্বু থাকাতে ফোস্কা সকল মলিন দেখায়।

দূষিত স্ফোটকের চারি ধারে বেগুণে রং এবং অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক চারি ধারে জন্মে; জ্বালা নিবারণের জন্য রাত্রে উঠিতে এবং জল দিয়া ধৌত করিতে হয়; এবং যখন আস্তে আস্তে পূয সঞ্চয় হইতে থাকে অথচ শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকে।

দূষিত ব্রণ বা পষ্টুল।

পূর্ব্বের ক্ষত আরোগ্য হইয়া যে দাগ পড়ে সেই স্থান পুনর্ব্বার লাল হইয়া উঠে, বেদনা হয়, ফাটিয়া যায় এবং রক্ত পড়ে।

শয্যাক্ষতের প্রান্ত ভাগ কৃষ্ণবর্ণ।

৪৮ সম্বন্ধ।—ইহার পরে আর্সেনিক, বেলেডনা, কার্ব্ব-ভেজ, কষ্টিক, কোনায়ম, মার্ক্যুরিয়স, লাইকোপোডিয়ম ব্যবহৃত হয়।

ট্যারেন্টুলা কার্ব্বঙ্কল বা দূষিত স্ফোটক রোগে ল্যাকেসিসের সমতুল্য; বেদনার প্রকৃতি উন্মত্তকারী।

আর্সেনিক, বেলেডনা, মার্কু, নাইট্রিক এসিড, হেপারের পরে ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হয়।

লাইকোপোডিয়মের প্রতিপূরক।

প্রতিবিষ :—আর্সেনিক, বেলেডনা, উত্তাপ, সুরাসার, লবণ।

তুলনা কর :—ল্যাকটিক এসিডের সহিত—গলার ভিতরে গোলার মত বা পূর্ণতা বোধ, গিলিলে উপশম হয় না, ফেণিল লালা গিলিতে হয়; বিবমিষাসহ গলার ভিতর নিম্নে সংকোচনভাব।

লিডম প্যালষ্টার।

পরীক্ষক ;—হানিমান।

১ মন।—নির্জ্জনপ্রিয়তা।

বুক চাপা রোগের পর নিদ্রা যাইতে ভয় করে, পাছে তিনি (স্ত্রীলোক) মরিয়া যান।

অস্বাভাবিক রাগান্বিত হইবার প্রবৃত্তি; রাগান্বিত ও অসন্তুষ্ট; স্বজাতিকে ঘৃণা করে।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন :—যেন মাতাল হইয়াছে, বিশেষতঃ অনাবৃত বায়ুতে ভ্রমণ কালে, আহারের পর অলস বোধ; মস্তক পশ্চাত দিকে পতিত হইবার উপক্রম।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—অচৈতন্যকর শিরঃপীড়াতে স্তব্ধতা জন্মে।

উন্মত্তকর দপদপকারী শিরঃপীড়া।

মস্তক আবৃত করিলে চাপযুক্ত শিরঃপীড়া সহ ক্লেশ।

শিরঃপীড়া, যেন রগে, কর্ণমধ্যে এবং পশ্চাৎ মস্তকের কিছু চর্ব্বিত হইতেছে।

ভিজিলে পর মস্তক আক্রান্ত।

২ বহির্মস্তক।—সামান্য আবরণ অসহ্য।

৫ চক্ষু।—আলোকাসহতা সহ অক্ষিপুট উন্মীলনে ভয়ানক বেদনা।

কনীনিকা প্রসারিত।

অক্ষিগোলকের পশ্চাতে চাপ পড়া (অথবা অতীব্র বেদনা), যেন উহারা বহির্গত হইবে।

রাত্রে চক্ষু জুড়িয়া যায়, তৎসঙ্গে প্রদাহ ও বেদনা।

অক্ষিপুট প্রান্তে জ্বালা এবং চক্ষু মধ্যে বালুকা বোধ।

অশ্রুস্রাব :—অশ্রু বিদাহী, নিম্ন অক্ষিপুট ও গণ্ডদ্বয় হাজিয়া যায়।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে গর্জ্জন বা বাদ্যবৎ নাদ।

শ্রুতিশক্তিরহীনতা :—(দক্ষিণ কর্ণে) যেন তুলা দিয়া বন্ধ করা রহিয়াছে ; মস্তক শীতল হইলে ; চুল কাটিলে।

৭ নাসিকা।—দীর্ঘ স্থায়ী রক্তস্রাব ; পরে নাসিকা রন্ধ্রের উপরিভাগে ক্ষত এবং জ্বালা করা ; শোণিত ফেকাশে।

৮ মুখমণ্ডল।—সম্মুখ মস্তকে বা কপালে পীড়কা এবং রক্তব্রণ।

মুখমণ্ডল :—কখন ফেকাশে, কখন লালবর্ণ ; ফুলাফুলা ভাব।

মুখে শল্কযুক্ত, শুষ্ক দদ্রুবৎ উদ্ভেদ, খোলা বাতাসে জ্বালা।

চিবুকের নীচে বীচিফুলা।

নাসিকা এবং মুখ গহ্বরের চারিদিকে মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদ, তৎসহ কণ্ডূয়ন, জ্বালা করা এবং বেদনা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বার অগ্রভাগে হুলবেধ যাতনা।

মুখে তিক্তাস্বাদ।

১২ মুখমধ্য।—দুর্গন্ধ নিশ্বাস।

১৩ গলমধ্য।—গলক্ষত সহ তীব্র হুলবেধ বেদনা, না গিলিলে বৃদ্ধি।

বোধ হয় যেন গলার ভিতরে একটী গোলা রহিয়াছে ; গলাধঃকরণে হুলবেধবৎ বেদনা।

দূষিত গলক্ষত।

খোলা বায়ুতে বিচরণ কালে গলার ভিতরে অতিশয় উত্তাপ।

১৫ পানাহার।—আহারের পর :—বক্ষাস্থি মধ্যে সংকোচক বেদনা; অল্প খাদ্যেই পাকাশয়ে চাপবোধ; অলস বোধ।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—মুখ হইতে সহসা জল উঠা; মুখ প্রসেক।

থুথু ফেলিতে বিবমিষা।

১৯ উদর।—উদরের উর্দ্ধ দিকে পূর্ণতা বোধ।

প্রতি সন্ধ্যাকালে পেট বেদনা।

নাভি হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত এরূপ বেদনা করে যেন উদরাময় হইবে, তৎসঙ্গে ক্ষুধা লোপ এবং পা ঠাণ্ডা।

উপবেশনের পর কটিতে বেদনা।

উদরী রোগ।

২০ মল, ইত্যাদি।—কোষ্ঠবদ্ধতা; মলে রক্ত মিশ্রিত।

অতিসার, মলে আম ও রক্ত মিশ্রিত।

গুহ্যদ্বার এবং কাকচঞ্চু অস্থির মধ্যস্থানে ক্ষতযুক্ত, কণ্ডূয়নশীল সরস স্থান।

২১ মূত্র।—বারম্বার অথবা কমিয়া যাওয়া অথবা পরিমাণে বৃদ্ধি।

প্রস্রাব হইতে হইতে ধারা আটকাইয়া যায়।

কণ্ডূয়ন, আরক্ততা, পূযস্রাব।

প্রস্রাবের পর মূত্র মার্গে জ্বালা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—পুংলিঙ্গের প্রদাহিকা স্ফীতি; মূত্র মার্গ প্রায় অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

রতি ইচ্ছা বর্দ্ধিত।

স্বপ্নদোষ রক্তবর্ণ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু শীঘ্র শীঘ্র হয় এবং প্রচুর; রজঃশোণিত উজ্জ্বল লাল; দেহতাপ রাহিত্য।

প্রচুর শ্বেতপ্রদর; মুখ ফেকাশে; প্রচুর প্রস্রাব।

২৪ গর্ভ।—গর্ভাবস্থায় পা ফুলা।

গর্ভের শেষামাসে বস্তিন অস্থি এবং ত্রিকাস্থিমধ্যে এক প্রকার

অবক্তব্য বেদনা, যেন কাঠিন্য ভাব অনুভূত হয়; দাঁড়াইলে বৃদ্ধি।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংক্স মধ্যে শুড় শুড় করে, তৎসঙ্গে রক্ত নিষ্ঠীবন।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—আক্ষেপিক, ডবল প্রশ্বাস সঙ্গে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ, যেমন অতিশয় ক্রন্দনের পর হয়।

যাতনাপ্রদ দ্রুত শ্বাস; যাতনাপ্রদ, বেদনাপূর্ণ শ্বাস।

শ্বাসের দম আটকান ভাব এবংকাসীবার পূর্ব্বে পশ্চাতে বাঁকিয়াপড়ে।

বক্ষের যাতনাপ্রদ সংকোচন, সঞ্চালন এবং ভ্রমণে বৃদ্ধি।

২৭ কাসী।—শূন্য, খকখকে আক্ষেপযুক্ত কাসী, লেরিংক্স শুড় শুড় করার জন্য; কাসিবার পূর্ব্বে দম বন্ধ হয়; কাসিবার পর মাথা-ঘোরা; দ্বিত্ব দীর্ঘনিশ্বাস।

রাত্রি ১২ টার পর এবং প্রাতে দুর্গন্ধ, পুঁজযুক্ত অথবা উজ্জ্বল লাল রক্ত নিষ্ঠীবন।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষে রক্তসঞ্চয় সহ রক্ত উঠা।

বক্ষমধ্যে জ্বালকর ক্ষত; বক্ষাস্থির নিম্নে ক্ষত বোধ।

বক্ষমধ্যে সূচীবেধ।

ফুসফুসে পূয সঞ্চয়।

পর্য্যায়ক্রমে আমবাত এবং রক্তপিত্ত কাস।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—বক্ষাস্থির বামধারে ভিতর দিকে ঠেলিয়া যাওয়া বা চাপ পড়া; হৃদস্পন্দন, রক্তস্রাবেও।

নাড়ী পূর্ণ এবং দ্রুত।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষে এবং বাহুতে পাণিবসন্তের ন্যায় উদ্ভেদ, ছাল উঠিয়া যায়।

বক্ষে বেদনাযুক্ত কণ্ডূয়নসহ লাল লাল দাগ।

বক্ষাস্থির উপরে এবং মধ্যে অথবা নিম্নে বেদনা।

স্পর্শ করিলে বক্ষে বেদনা লাগে।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—আসন হইতে উত্থান করিলে পৃষ্ঠে এবং কোমরে বেদনাপূর্ণ অনম্যতা।

বাহু উত্তোলনকালে স্কন্ধ মধ্যে প্রেকবিদ্ধবৎ যাতনা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাহু উত্তোলনকালে স্কন্ধমধ্যে তীব্র সূচীবেধ।

দক্ষিণ স্কন্ধ মধ্যে বেদনাযুক্ত দপদপানি।

বাম অথবা উভয় স্কন্ধ সন্ধিতে বেদনাযুক্ত চাপ, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

বাহু সন্ধিতে আমবাতিক বেদনা।

হস্ত সঞ্চালনে এবং কিছু ধরিবার সময় হস্তকম্পন।

মণিবন্ধের সন্ধিতে কণ্ডূয়নযুক্ত পীড়কা।

হস্তে এবং অঙ্গুলিতে বাতরক্তের গুটি গুটী ফুলা; হস্ত হইতে উর্দ্ধ দিকে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

হস্ততালুতে ঘর্ম্ম।

বাহু আঘাত বশতঃ আঙ্গুলহাড়া।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—দক্ষিণ বঙ্খন সন্ধিতে চাপ পড়া, নড়ন চড়নে বৃদ্ধি।

নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে আমবাতের বেদনার গতি, সন্ধিস্থল ফেকাশে, স্ফীত, টানটান এবং উষ্ণ; তৎসঙ্গে হুলবেধ এবং আকৃষ্টবৎ বেদনা; শয্যার উষ্ণতায় এবং শয্যাবরণে, গতিতে এবং সন্ধ্যাকালে রাত্রি ১২ টার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৃদ্ধি।

বিকৃতাঙ্গ অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অপেক্ষা শীতল।

বাতরক্ত পায়ে বেশী; বৃদ্ধাঙ্গলি মধ্যে ছিন্নকর বেদনা।

জানুর অস্থি আবরক ঝিল্লির প্রদাহ, জলসঞ্চয়; সর্ব্বদা শীত শীত।

পা এবং পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত ফুলা।

উপবেশন বা হাঁটিবার সময় হাঁটু কাঁপা।

ভ্রমণ কালে পায়ের তলা বেদনা করা, যেন আঘাত লাগিয়াছে বা মচ্‌কাইয়া গিয়াছে।

পায়ের অগ্রভাগে এবং পায়ের গুল্‌ফ দেশে অতিশয় কণ্ডূয়ন, নখঘর্ষনে বৃদ্ধি, শয্যার উষ্ণতায় অতিশয় বৃদ্ধি।

পায়ের বাম দিকের গোছায় চিমটী কাটা বা খিমচান মত বেদনা, রাত্রে বৃদ্ধি, তৎসঙ্গে রাত্রে ঘর্ম্ম ও বারম্বার মূত্র ত্যাগ।

বৃদ্ধাঙ্গুলির গোলাকার স্থানে বেদনা ও স্ফীতি, পায়ের তলায় অতিশয় বেদনাযুক্ত ; পেশীসূত্র (tendons) অনম্য।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—নিম্নাঙ্গে বাত আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধে উঠে।
সন্ধ্যাকালে হাত পা গরম।
হাতপায়ে দীর্ঘকাল স্থায়ী উষ্ণ ঘর্ম্ম।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন : ২৬, ৩২, ২৩। বিচরণ : ২৬,৩৩ ; বহির্বায়ুতে : ২, ১৬। উপবেশন : ১৯, ৩৩। উত্থান : ২৪। বাহু উত্তোলন : ৩১, ৩২। আসন হইতে উত্থান : ৩১। উদ্যম : ৪০। বামদিকে শয়ন করিতে পারে না : ৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—উৎকণ্ঠা এবং মূর্চ্ছার আবেশ।

৩৭ নিদ্রা।—দিবসে মাতালের ন্যায় নিদ্রালুতা।
রাত্রে অনিদ্রা :—তৎসঙ্গে অস্থিরতা এবং চক্ষু মুদিত করিলেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখা ; তৎসঙ্গে অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ।
নিদ্রাকালে কথা কহা ; রাত্রে বুক চাপা, গলা ফুলা বোধ এবং শ্বাসাবরোধ অনুভব।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ২৭, ৪০। পূর্ব্বাহ্ণ : ৪০। সন্ধ্যাকাল : ১৯ ৩৩, ৩৪, ৪০। রাত্রি : ৫, ২২, ২৩, ৩৩, ৩৭। মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে : ৩৩। মধ্য রাত্রির পরে : ২৭।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—শয্যা বা অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না ; বিশেষতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জ্বালা ও বেদনা জন্য।
উষ্ণতা : ৩৩। আবরণ : ৩, ৪, ৪০। বহির্বায়ু : ৭, ৪৭।
চুল কাটিলে : ৬। ভিজিলে : ৬।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীতলতা, তাপাংশের অভাব।
শীত শীত করা, পিপাসা, বোধ হয় যেন গায়ে শীতল জল ঢালিয়া দিয়াছে ; প্রাতে এবং পূর্ব্বাহ্ণে শীত।
পৃষ্ঠে কম্পসহ গণ্ডদ্বয় উষ্ণ, আরক্ততা বা পিপাসা শূন্যতা, হাত ঠাণ্ডা।
সার্ব্বাঙ্গিক শীতলতাসহ মুখমণ্ডলের উষ্ণতা এবং আরক্ততা।

স্পর্শ করিলে শীতল, কিন্তু রোগী ঠাণ্ডা মনে করে না।

উত্তাপ, পিপাসা শূন্যতা; জাগ্রত হইলে ঘর্ম্মাবৃত, তৎসঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ কণ্ডূয়ন।

পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ এবং ঘর্ম্ম।

নৈশঘর্ম্ম দুর্গন্ধ অথবা অম্লাক্ত, তৎসঙ্গে অনাবৃত হইবার ইচ্ছা; কণ্ডূয়ন।

সামান্য নড়িলে চড়িলে ঘর্ম্ম, প্রায় কপালেই হইয়া থাকে।

৪১ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৬,৩২,৩৩। বাম. ২৯,৩২,৩৩। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধ: ৩২,৩৩,৩৪।

৪২ অনুভব।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অসাড়তা এবং কীট সঞ্চরণ অনুভব।

৪৩ তন্তু।—পীড়িত স্থানের শুষ্কতা। সর্ব্বাঙ্গের শোথ সদৃশ স্ফীতি।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৩০। ধারণ ৩২। নখ-ঘর্ষণ· ৩৩।

বাহ্য আঘাতে আঙ্গুলহাড়া জন্মায়।

পদস্খলনে মস্তিষ্ক বিকম্প মত অনুভব জন্মায়।

৪৬ চর্ম্ম:—সর্ব্বাঙ্গে বেগুণে (ঈষৎ নীলাভ) রংয়ের দাগ দাগ।

শুষ্ক, ভয়ানক কণ্ডূয়নযুক্ত দদ্রু, অনাবৃত বায়ুতে জ্বালা করে।

রক্ত স্ফোটক।

গাত্র শুষ্ক, ঘর্ম্ম হয় না।

সদ্য ব্রণ বা শল্যবিদ্ধ ক্ষত; মক্ষিকা প্রভৃতির হুলবেধ, বিশেষতঃ মসক দংশনের।

৪৭ অবস্থা।—পাণ্ডুবর্ণ সরল প্রকৃতি স্ত্রীলোক, যাহাদের সর্ব্বদাই শৈত্য।

৪৮ সম্বন্ধ।—সুরা প্রভৃতি পানীয়ের অপব্যবহার জন্য পীড়া।

মৌমাছীর হুলবেধবৎ দংশন বিষের প্রতিবিষ; এবং কলচিকমের অপব্যবহারের পরবর্ত্তী অবসন্নতারও প্রতিবিষ।

লেপটাণ্ড্রা।

পরীক্ষক :—হেল্।

১ মন।—বিষাদ প্রাপ্ত ; তন্দ্রালু ; তৎসঙ্গে যকৃতের বিকৃতি।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—অবিরত, অতীব্র সম্মুখ মস্তকের শিরঃপীড়া ; রগে বেশী, তৎসঙ্গে নাভি মধ্যে কামড়ানি।

৫ চক্ষু।—চক্ষু মধ্যে বেদনা করা ও কামড়ানি।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বা পীত বা কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যস্থল পর্য্যন্ত।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা, উঠিলে মৃত্যুবৎ মূর্চ্ছা।

পিত্ত বমন, হরিদ্রাবর্ণ জিহ্বার লেপ, যকৃত প্রদেশে চিড়িক মারা বেদনা, কৃষ্ণবর্ণ মল।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় গহ্বরে দুর্ব্বলতা বোধ।

অন্ত্র এবং পাকাশয়ের অত্যন্ত অসুস্থতা সহ অনতিবিলম্বে বাহ্যে যাইবার ইচ্ছা।

জ্বালা করা, কামড়ানি, পাকাশয় এবং যকৃতে, জলপানে বৃদ্ধি।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতে অতীব্র কামড়ানি, পিত্তকোষের নিকটে অধিক।

মেরুদণ্ড মধ্যে এবং যকৃতের পশ্চাৎ ভাগে জ্বালাজনক অসুস্থতা।

কামল রোগ সহ কর্দ্দমবৎ মল।

১৯ উদর।—সমস্ত অন্ত্র মধ্যে গড় গড করা এবং অসুস্থতাবোধ, বিশেষতঃ পাকাশয় নিম্নে, তৎসঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ মল।

নাভি প্রদেশে সর্ব্বদা অতীব্র কামড়ানি।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—কৃষ্ণবর্ণ, আলকাতরার ন্যায়, পিত্তযুক্ত, অজীর্ণ, তৎপরে যকৃতে অসুস্থতা ; অন্ত্রে দুর্ব্বলতা বোধ ; ঈষৎ সবুজ-বর্ণ, কর্দ্দমবৎ, জলের ন্যায় শব্দ করিয়া ছিটকাইয়া বাহির হয় ; প্রাতে চলিলে ফিরিলেই এবং মাংস অথবা শাক সব্জি ভক্ষণে বৃদ্ধি।

বাহ্যের পর পেট বেদনা, কোথানি নহে।

২১ মুত্র।—মূত্র লাল, কটিদেশে অতীব্র কামড়ানি সহ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু বন্ধ অথবা বিলম্বে হয় ; যকৃত পীড়িত।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদপিণ্ড প্রদেশে ক্ষত বোধ।

নাড়ী মৃদু এবং পূর্ণ।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ দেশ।—কটি দেশে ক্ষত এবং অসাড় বোধ।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—দক্ষিণ স্কন্ধে এবং বাহুতে বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন : ২০। উত্থান : ১৬।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল · ২০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—মেরুদণ্ড বরাবর এবং বাহু বহিয়া নিম্নে শীত শীত বোধ।

কম্পন অথবা শুষ্ক, উষ্ণ ত্বক ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীতল এবং অসাড় ; জিহ্বার মধ্য স্থল কাল। * পৈত্তিক জ্বর।

লোবেলিয়া ইনফ্লেটা।

পরীক্ষক ;—জিয়ানিস্।

১ মন।—বিষাদ প্রাপ্ত :—বালকের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

মৃত্যুভয় ও শ্বাসকষ্ট।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন :—এবং মৃতবৎ বিবমিষা ; যেন বাম চক্ষু হইতে চলিয়া আসিল।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—শিরঃপীড়া সহ সামান্য মাথাঘোরা।

এক রগ হইতে অন্য রগ পর্য্যন্ত, ঠিক ভ্রূদেশের উপর দিয়া কপালের বরাবর অতীব্র, ভারযুক্ত বেদনা।

উভয় রগে বাহির দিকে চাপ আইসে।

মস্তক মধ্যে সহসা আবেগ সহ বেদনা।

৪ বহির্মস্তক।—বাম মস্তক মধ্যে শৈত্যানুভব, কর্ণ হইতে আরম্ভ, যেন চুল খাড়া হইয়া উঠিবে এরূপ বোধ।

পশ্চাৎ মস্তকে বামদিকে চাপপড়া বেদনা, রাত্রে এবং সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

৫ চক্ষু।—অর্দ্ধ দৃষ্টি বা আংশিক দৃষ্টি।

অক্ষিগোলকের উপরের অর্দ্ধাংশে চাপ পড়া।

৬ কর্ণ।—বেলা ২টার সময় দক্ষিণ কর্ণ হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়, যেন কোন দ্রব্য দিয়া বন্ধ করা হইয়াছে, কর্ণ মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলে তবে উপশম হয়।

৭ নাসিকা।—নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব।

নাকের অগ্রভাগ অত্যন্ত শীতল।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের বাম দিকে এবং দুই রগে স্নায়ুশূল সহ গোঁপে রজঃপ্রকাশ।

মুখমণ্ডলে উত্তাপের আবেশ বা উত্তাপ।

বিবমিষা সহ মুখে ঘর্ম্ম।

বাম গণ্ডস্থলে, কর্ণ নিকটে, নিম্ন চোয়াল পর্য্যন্ত শৈত্য বোধ।

নীলিমা (cyanosis) বোধ।

১০ দন্ত।—বামদিকের শেষ কসের দন্তে অতীব্র চাপ পড়া বেদনা, দুই রগেও ঐরূপ অনুভব।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্যে চটচটে লালা সঞ্চয় (বিবমিষা সহ)।

১৩ গলমধ্য।—গলার ভিতর জ্বালা; গালকোষে শুষ্কতা, সময়ে সময়ে থুথু ফেলা।

গলকোষে শক্ত শ্লেষ্মা থাকায় পুনঃপুনঃ খক্‌খক্ করিতে তুলিতে হয়।

গলার ভিতরে শুষ্কতা ও কণ্টক বিদ্ধবৎ যাতনা, জল পান করিলেও কমে না।

গলার ভিতর যেন কিছু আটকাইয়া রহিয়াছে, তজ্জন্য গিলিতে বাধা পড়ে।

নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধদিকে যেন অন্ননালীর সংকোচন বোধ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা লোপ, তৎসঙ্গে মুখে জ্বালাজনক আস্বাদ।

মাধ্যাহ্নিক আহারের ক্ষুধা থাকে না।

১৫ পানাহার।—সর্ব্বপ্রথম আহারের পর:—উভয় রগে বাহির দিকে ঠেলিয়া আইসা ভাব।

মূর্চ্ছা, অত্যধিক তামাক ব্যবহারের জন্য পাকাশয়ে দৌর্ব্বল্য।

ভুক্তদ্রব্য এবং পানীয়: ১৬। আহারের পর: ১৮, ১৯। পানের পর: ৪০।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—হিক্কা:—তৎসহ প্রচুর লালা স্রাব সন্ধ্যা-কালে, তৎপরে প্রচুর তন্দ্রালুতা।

বারম্বার শূন্য উদ্গার, তৎসঙ্গে মুখে জল সঞ্চয়।

বারম্বার মুখদিয়া জ্বালাকর, অম্লাক্ত জল উঠা।

পাকাশয়ে অম্ল তৎসহ পাকাশয়-গহ্বরে সংকোচন বোধ।

অবিচ্ছিন্ন, প্রবল বিবমিষা।

প্রচুর ঘর্ম্ম ও বমনসহ বিবমিষা।

বুক জ্বালা।

বিবমিষাসহ মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম।

গর্ভাবস্থায় বিবমিষা এবং বমন; প্রাতঃকালিক বিবমিষা।

বিবমিষা হঠাৎ কমিয়া যায়।

ক্ষয়কাশের শেষাবস্থায় বিবমিষা।

রাত্রে এবং নিদ্রার পর বিবমিষা বৃদ্ধি; সামান্য আহারে বা পানে উপশম।

বহুদিনের বমন, বিবমিষা এবং প্রচুর ঘর্ম্মরোগ; ভাল ক্ষুধা থাকে না; প্রস্রাবে ইষ্টক চূর্ণ অধঃক্ষেপ।

১৭ পাকস্থলি।—পাকাশয়ে উত্তাপ অথবা জ্বালা।

পাকাশয় মধ্যে:—গুরুত্ব অথবা অজীর্ণ খাদ্য রহিয়াছে এরূপ অনুভব।

পাকাশয় হইতে নাভিস্থল পর্য্যন্ত (সমস্ত বক্ষ মধ্য দিয়া) দুর্ব্বলতা বোধ।

পাকাশয়ে আক্ষেপের পর, পাকস্থলী মধ্যদিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত সূচবৎ ক্ষত
বা টাটানি।

পাকাশয় ঊর্দ্ধদেশে যাতনা অনুভব, যেন পাকস্থলী পূর্ণ রহিয়াছে;
চাপ দিলে বৃদ্ধি।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—আহারের পর, হাইপোকণ্ড্রিয়া মধ্যে পূর্ণতা
এবং প্রচাপন।

যকৃতের প্রান্তভাগের নিকট উদর মধ্যে খামচান।

১৯ উদর।—উদর মধ্যে বেদনা, আহারের পর বৃদ্ধি।

উদর মধ্যে গড় গড় শব্দ এবং বায়ু নিঃসরণ।

উদরের বাম দিকে সহসা তীব্র বেদনা।

উদর স্ফীত তৎসঙ্গে শ্বাসের খর্ব্বতা।

উদরাধ্মান।

২০ মল।—মল :—কোমল হইলেও অতি বেগ দিয়া বাহির করিতে হয়;
সবুজ বর্ণ, নরম; পুনঃপুনঃ দিবসে তরল, তৎসঙ্গে মস্তকের
গুরুভাব।

বাহ্যের পর কৃষ্ণবর্ণ রক্ত পড়া।

রক্তস্রাবী অর্শ; প্রচুর রক্তস্রাব।

২২ মূত্র।—দক্ষিণ বৃক্কদেশে বিদ্ধবৎ বেদনা।

প্রস্রাব বৃদ্ধি পায় বা কমিয়া যায়।

ঘোর লালবর্ণের মূত্র, প্রচুর লাল বর্ণের অধঃক্ষেপ।

কটাবর্ণের অধঃক্ষেপ।

২৩ পুংজননেন্দ্রিয়।—মেচ্ত্বকে জ্বালাযুক্ত বেদনা করে।

জননেন্দ্রিয়ে গুরুত্ব বোধ।

মূত্রমার্গে কামড়ানি বেদনা।

২৪ স্ত্রী জননেন্দ্রিয়।—ঋতু শীঘ্র শীঘ্র এবং প্রচুর।

ত্রিকাস্থিদেশে প্রবল বেদনা; জননেন্দ্রিয়ে গুরুত্ব বোধ।

২৫ গর্ভ।—প্রাতঃকালীন বিবমিষা : ১৬।

জরায়ুর প্রত্যেক সংকোচন সহ প্রবল শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

উহাতে যেন প্রসব বেদনা থামিয়া যায় ; জরায়ুমুখের কাঠিন্য।

২৫ লেরিংক্স।—গলাগহ্বরে যাতনা বোধ। *আক্ষেপিক হাঁপানি রোগ।

ট্রেকিয়া মধ্যে পূর্ণতা বোধ, যেন বক্ষ হইতে উত্থিত, তজ্জন্য কএক বার হ্রস্ব কাশী, তৎপরে কপালে উষ্ণতা।

লেরিংক্স মধ্যে না শুড়শুড়ী না জ্বালা একপ্রকার যাতনা অনুভব ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইবার কাশী ; সংকোচন বোধ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—গলার ভিতর যেন কিছু বাধিয়া রহিয়াছে তজ্জন্য গলাধঃকরণ এবং শ্বাস ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ও হাঁফানি, তৎসহ গলমধ্যে যেন কি রহিয়াছে বোধ।

দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণে অপারগতা ; অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট।

ক্ষুদ্র শ্বাস কিন্তু দীর্ঘ ও গভীর প্রশ্বাস।

দীর্ঘ নিশ্বাসে প্রবৃত্তি, উহাতে উদরেব বেদনার শান্তি হয়।

হাঁপানি, সামান্য উদ্যমে বৃদ্ধি, তৎসঙ্গে পাকাশয়ের দোষ বিশেষতঃ পাকাশয়-গহ্বরে এক প্রকার দুর্ব্বলতা বোধ; সর্ব্বাঙ্গে এমন কি হাত পায়ের অঙ্গুলিতে কণ্ডূয়নের পর হাপানির আক্রমণ।

২৭ কাশি।—কাশী :—তৎসঙ্গে বমন ; তৎসঙ্গে পেট বেদনা ; ক্ষুদ্র, শুষ্ক কাশি, বক্ষের সংকোচন বোধ জন্য এক একবার কাশী।

প্রবল হুপিং কফ ; খক্‌খকে ; বোধ হয় বক্ষে গভীর তল হইতে, দীর্ঘকাল ব্যাপী আক্রমণের আবেশ ; তৎপরে রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, ফেরিংক্সে লাগিয়া থাকে।

কাসীর সঙ্গে হাঁচি এবং আধ্মানযুক্ত উদ্গার। *ব্রংকাটিস।

২৮ ফুস্ফুস্।—বক্ষে প্রচাপন ; বাম বক্ষে চুচুকের উপর।

উদর গহ্বর-ব্যবচ্ছেদক পর্দ্দার আক্ষেপিক সংকোচন ;

আহারের পর বসিয়া থাকিলে শ্বাসক্রিয়ার সঙ্গে বক্ষে বেদনা ; ইতস্ততঃ বেড়াইলে আর বেদনা থাকে না।

নিম্নবক্ষে বেদনা, বামদিকে বেশী।

বক্ষমধ্যে জ্বালা বোধ, উর্দ্ধদিকে গতি।

২৯ **হৃদপিণ্ড, নাড়ী**।—হৃদপিণ্ডপ্রদেশে সামান্য, গভীর স্থানে বেদনা।

হৃদপিণ্ডের চারিদিকে করাত করার ন্যায় শব্দ, তৎসঙ্গে প্রবল বেদনা, ভেদ ও বমন।

হ্রস্বতা অনুভব, যেন হৃদপিণ্ড স্থির ভাব ধারণ করিবে, হৃদপিণ্ডের গভীর দেশে বেদনা।

নাড়ী :—দ্রুত কিন্তু ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, সন্ধ্যাকালে; স্বাভাবিক অপেক্ষা মৃদুতর।

৩০ **বহির্বক্ষ**।—মেরুদণ্ডের দিকে বাম পঞ্জরের পেশীর বারম্বার কম্পন।

বামদিকের বক্ষাস্থির নিম্নদেশে প্রচাপন।

বক্ষাস্থির পশ্চাতে বেদনা।

৩১ **গ্রীবা, পৃষ্ঠ**।—বামদিকের গ্রীবার স্ফীতি এবং বেদনা।

স্কন্ধাস্থির মধ্যস্থলে আমবাতিক বেদনা।

দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নিম্নে বেদনা, সম্মুখ দিকে নত হইলে বৃদ্ধি।

মধ্যাহ্নকালে পৃষ্ঠে জ্বালাকর বেদনা, যেন পাকাশয়ের পশ্চাৎ প্রাচীরে।

ত্রিকাস্থি প্রদেশে অত্যন্ত স্পর্শানুভব; সামান্য স্পর্শ সহ্য হয় না; স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিলে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে; শয্যায় সম্মুখদিকে নত হইয়া বসিয়া থাকে।

৩২ **উর্দ্ধাঙ্গ**।—বামদিকে বাহুতে অসাড় বোধ।

দক্ষিণ স্কন্ধ সন্ধিতে আমবাতিক বেদনা, উহা বামদিকের বাহুতে এবং কনুই সন্ধির চারিদিকে যায়।

দক্ষিণ দিকের ডেলটইড পেশীমধ্যে সূক্ষ্ম কীট সঞ্চরণবৎ সূচীবেধ এবং এক হস্ত তালু পরিমিত স্থানে টাটানি বা স্পর্শে ক্ষতবোধ।

হস্ততালুতে ঘর্ম্ম, হস্ত পৃষ্ঠ শুষ্ক এবং শীতল; অঙ্গুলির অগ্রভাগ অতিশয় ঠাণ্ডা; ঘরে বাহিরে একই প্রকার।

৩৩ **নিম্নাঙ্গ**।—দক্ষিণ জানুতে প্রদাহিক আমবাত; শোথ এবং অত্যন্ত বেদনা।

অনেক দূর হাঁটিয়া আসার পরে যদ্রূপ হয়, জানুমধ্যে তদ্রূপ বেদনা-পূর্ণ অনম্যতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—সর্ব্বাঙ্গে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত চিড়িক মারা বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—গতি : ৪। বিচরণ : ২৮ ; শীতল বায়ুতে : ৩২। উদ্যম : ২৬। উপবেশন : ২৮। সম্মুখদিকে নত হওয়া : ৩১। গৃহমধ্যে : ৩২।

৩৬ স্নায়ু।—দুর্ব্বলতা ; কোন কার্য্য করিতে হস্ত প্রসারণ পর্য্যন্ত করিতে অক্ষম, এত দুর্ব্বলতা বোধ।

৩৭ নিদ্রা।—মুখ ফাক করিয়া নিদ্রার পরে নাসিকা মধ্যে কীট সঞ্চরণবৎ অনুভব এবং হাঁচি ; তৎপরে হা করিয়া নিদ্রা এবং বায়ু উদ্গার।

প্রভাতে স্বপ্ন দেখিয়া সকাল সকাল জাগ্রত ; হস্তপদ ছেদন, বন্দুকের গুলির দ্বারা আহত, ইত্যাদি স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—সন্ধ্যাকালে প্রায় কোন লক্ষণ থাকে না।

প্রাতে : ১৬। সন্ধ্যায় : ১৬। রাত্রে : ৬। দিবসে : ২০।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—শীতল জলে অবগাহন : বেদনা বৃদ্ধি হয় বা জন্মে ; কষ্টকর শ্বাস জন্মায়।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—পৃষ্ঠ বহিয়া বরাবর নিম্নদিকে কম্প বা শীত, তৎসঙ্গে পাকাশয়ে উত্তাপ ; সার্ব্বাঙ্গিক কম্পন।

কম্পের পূর্ব্বে পিপাসা ; পানের পর কম্পান্বিত শীত এবং শীতলতা বৃদ্ধি পায়।

উত্তাপ, তৎসঙ্গে পিপাসা এবং ঘর্ম্ম।

উত্তাপের আবেশ।

ঘর্ম্ম তৎসঙ্গে উত্তাপ অথবা উত্তাপ কিছুক্ষণ থাকিলে পর।

উত্তাপের পর ঘর্ম্ম, তৎসঙ্গে নিদ্রা।

প্রচুর নৈশ ঘর্ম্ম।

শীতল ঘর্ম্ম।

৪১ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৪,৬,২১,৩১,৩২,৩৩। বাম : ২,৪,৮,১০,১৫,১৯,২৮, ৩০।

২৯,৩০,৩১,৩২। দক্ষিণ হইতে বাম : ৩২। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে : ৪,১৩,২৮। ভিতর হইতে বাহির দিকে : ৩।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৩১,৩২। প্রচাপন : ১৭। কর্ণমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করণ : ৬।

৪৬ চর্ম্ম।—সর্ব্বাঙ্গের ত্বকে কণ্টকবিদ্ধবৎ কণ্ডূয়ন।

৪৮ সম্বন্ধ।—প্রাতঃকালীন বিবমিষা রোগে এণ্টিম-টার্ট এবং ইপিকাক ব্যর্থ হইলে পর উপযোগী।

প্রতিবিষ :—ইপিকা (?)।

সলফর।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন —স্মরণশক্তি দুর্ব্বল, বিশেষতঃ নাম মনে থাকে না।

জাড্যভাব; চিন্তা করিতে কষ্ট; কথাকহিতে বা লিখিতে ভুল করে বা প্রকৃত কথা খুজিয়া পায় না।

নির্ব্বোধের ন্যায় সুখী ও অহঙ্কৃত, নিজে মনে করে যে তাহার (স্ত্রীলোকের) নিকট সুন্দর সুন্দর দ্রব্য আছে; ছিন্ন বস্ত্র খণ্ডও সুন্দর বলিয়া বোধ হয় (যখন আক্ষেপ হইতে মুক্ত হয়)।

সন্ধ্যাবেলায় কোন কার্য্যে মন থাকে না (আমোদ, কার্য্য, বাক্যকথন অথবা ভ্রমণে)।

তাহার নিজ শরীর হইতে যে কোন বাষ্প বা গন্ধ বহির্গত হইতে থাকে, উহাতে বিবমিষার ন্যায় ঘৃণা।

সমস্ত দিন বিষণ্ন চিত্ত; সন্ধ্যাকালে সন্তুষ্ট।

দুঃখিতচিত্ত; ধর্ম্ম অথবা দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচনা; তাহার আত্মার পরিত্রাণ বা মুক্তির জন উৎকণ্ঠা; অন্যের ভাগ্য বিষয়ে তাচ্ছিল্য।

খিট খিটে রোগী; ক্ষণ রাগিভাব।

উগ্রস্বভাব, সহজে রাগান্বিত হয় কিন্তু শীঘ্রই অনুতপ্ত।

অত্যন্ত একগুঁয়ে স্বভাব, তাহার নিকটে কাহাকেও আসিতে দিতে ইচ্ছা করে না।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন :—যখন বসিয়া থাকে অথবা দাঁড়াইয়া থাকে, তৎসঙ্গে প্রাতে নাক দিয়া রক্ত পড়া; শয্যা হইতে উঠিলে; অবনত হইলে; খোলা বায়ুতে ভ্রমণকালে; নদীপার হইবার সময়; তৎসঙ্গে বিবমিষা; তৎসঙ্গে দৃষ্টিলোপ; বামদিকে পড়িবার উপক্রম : আহারের পর বৃদ্ধি।

মস্তকে রক্ত প্রধাবন, তৎসঙ্গে কর্ণমধ্যে গর্জ্জনবৎ নাদ এবং মুখমণ্ডলে উষ্ণতা, অবনত হইলে, কথা কহিলে বৃদ্ধি; উষ্ণ গৃহে উপবেশনে উপশম।

সম্মুখ মস্তকে গুরুত্ব এবং পূর্ণত্ব, উপবিষ্টাবস্থার ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিলে এবং নিদ্রার পরে ও কথা কহিলে বৃদ্ধি; মস্তক উচ্চ করিয়া শয়ন করিলে অথবা উপবিষ্টাবস্থায় আরাম বোধ।

• মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে অথবা রগে ভিতর হইতে বাহিরদিকে ছিন্নবৎ বা সূচীবেধ বেদনা; আহার করিলে বা নত হইলে বৃদ্ধি; মস্তক চাপিয়া ধরিলে এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণকালে উপশম।

সম্মুখ মস্তকে, ভিতর হইতে বাহিরদিকে, চিড়িকমারা বেদনা; আহার করিলে এবং নত হইলে বৃদ্ধি; মস্তক সঞ্চালনে এবং দাঁতে দাঁতে চাপিয়া ধরিলে ভাল থাকে।

চিন্তা এবং মানসিক কার্য্য করিবার সময়ে মস্তিষ্কমধ্যে প্রচাপন এবং অশিথিল বোধ।

পশ্চাৎ মস্তকে খালি বোধ: বহির্বায়ুতে এবং কথা কহিলে বৃদ্ধি; গৃহমধ্যে উপশম।

মস্তকমধ্যে আকৃষ্ট এবং ছিন্নবৎ বেদনা।

প্রত্যহ শিরঃপীড়া যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে।

রাত্রে স্পন্দনশীল (দপ দপে) মাথাব্যথা।

এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ অন্তর এক একবার, অত্যন্ত দুর্ব্বলকর,

বিবমিষা-পূর্ণ শিরঃপীড়া ; বেদনা সাধারণতঃ ছিন্নবৎ এবং অচৈতন্যকর অসাড় ভাবযুক্ত।

প্রতি পদক্ষেপে মস্তকমধ্যে বেদনা বোধ হয়।

৪ বহির্মস্তক :—মূর্দ্ধাদেশে স্পর্শানুভব বা চৈতন্যাধিক্য, স্পর্শ করিলে চাপ পড়া বেদনা; সন্ধ্যায়, শয্যার উত্তাপে, প্রাতে জাগ্রত হইলে বৃদ্ধি ; নখঘর্ষণে জ্বালা ও বেদনা।

স্পর্শে কেশমূল বেদনাপূর্ণ।

মস্তকের চর্ম্মে ও কপালে অতিশয় কণ্ডূয়ন।

শুষ্ক, দুর্গন্ধ, শল্কযুক্ত, সহজে রক্তস্রাবী, জ্বালাকর উদ্ভেদ মস্তক পৃষ্ঠে এবং কর্ণের পশ্চাতে আরম্ভ, তৎসঙ্গে টাটানি এবং অবদীর্ণতা ; নখঘর্ষণে উপশম।

সরস, দুর্গন্ধ, ঘন পূযযুক্ত উদ্ভেদে পীতবর্ণের মামরী পড়ে, চুলকায়, রক্ত পড়ে এবং জ্বালা করে।

করোটীর চারিদিকে যেন ফিতা দিয়া বাঁধা রহিয়াছে এবং সংকোচক বেদনা, তৎসহ এরূপ অনুভব যেন মাংস শিথিল রহিয়াছে, তৎপরে অস্থির প্রদাহ, স্ফীতি এবং ক্ষয় ; বর্ষায়, শীতে এবং বিশ্রামকালে বৃদ্ধি, সঞ্চালনে উপশম।

মাথার চুল রুক্ষ ও উঠিয়া যায়, মস্তকের চর্ম্ম স্পর্শে বেদনা, ভয়ানক কণ্ডূয়ন, সন্ধ্যাকালে এবং শয্যায় উষ্ণ হইলে।

অতি বিলম্বে ব্রহ্মরন্ধ্র জোড়া লাগে।

মস্তকে দক্রবৎ উদ্ভেদ।

৫ চক্ষু।—আলোকাতঙ্ক সহ সূচীবেধ ; গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি।

ঘর্ম্মকালে আলোক বিদ্বেষ।

চক্ষুর অত্যধিক ব্যবহারে রেটিনাইটীস্, চক্ষুর স্নায়ুর রক্তাধিক্য।

চক্ষুর ঘোর দৃষ্টি ; চক্ষু সম্মুখে যেন জাল জাল। হানি।

গ্যাস বা প্রদীপের আলোর চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকার দাগ।

নিকট দৃষ্টি।

শ্বেতক্ষেত্রে বা কর্ণিয়াতে ফুস্কুড়িযুক্ত প্রদাহ, তৎসঙ্গে অশ্রুস্রাব।

কর্ণিয়াতে সমতল এবং গভীর ক্ষত, চক্ষুর অতিশয় আরক্ততা, অত্যন্ত আলোক ভীতি।

চক্ষু অথবা অক্ষিপুট প্রদাহ, কণ্ডূয়ন, বেদনাযুক্ত এবং জ্বালা করা, যেন বালুকা পড়িয়াছে এরূপ বোধ।

| চক্ষুতে কিছু পড়ার জন্য বেদনাপূর্ণ চক্ষুপ্রদাহ (একনাইটের পরে)।

অক্ষিপুট প্রান্তে ক্ষত।

অক্ষিপুট স্ফীত, জ্বালা করা, তৎসঙ্গে কণ্ডূয়ন ; চক্ষু ধুইলে বৃদ্ধি।

গৃহ মধ্যে চক্ষুর শুষ্কতা, খোলা বাতাসে জল পড়া।

রাত্রে চক্ষুর পাতা জুড়িয়া যায়।

প্রাতে অক্ষিপুটদ্বয় আক্ষেপিকরূপে পরস্পর আকৃষ্ট হয়।

কর্ণ।—| শ্রবণ কষ্ট বা বধিরতা, তৎপূর্ব্বে শ্রবণে চৈতন্যাধিক্য থাকে।

কর্ণমধ্যে গুণ্ গুণ্ বা সিস্ দেওয়া মত শব্দ।

কর্ণমধ্যে জল থাকার ন্যায় শব্দ।

বাম কর্ণে হুলবেধবৎ যাতনা।

| পূযময়, দুর্গন্ধ কর্ণস্রাব, বাম কর্ণে বেশী।

| প্রতি অষ্টম দিবসে সর্দ্দিস্রাব।

| কর্ণ অতিশয় আরক্ত, শিশুদের।

নাসিকা।—বহুদিনের সর্দ্দি জন্য যেরূপ গন্ধ হয়, নাসিকায় সেইরূপ গন্ধ।

অপরাহ্ণে ৩টার সময় নাক দিয়া রক্তস্রাব, তৎসঙ্গে মস্তক ঘূর্ণন, তৎপরে নাক স্পর্শ করিলে বেদনা।

নাক ঝাড়িলে রক্তস্রাব।

বাহিরে যাইলে প্রচুর জ্বালাকর সর্দ্দিস্রাব, গৃহমধ্যে আসিলে নাক বন্ধ হইয়া যায়।

বহুদিনের নাক বন্ধ ; এক নাকে।

নাকের ভিতর শুষ্ক ক্ষত, মামড়ী বা চিপীটিকা।

নাসিকার স্ফীতি ও প্রদাহ ; নাক লাল।

| নাকে কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ ও মেচেতা।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—মৃতবৎ, ফেকাশে; চক্ষু অন্তঃপ্রবিষ্ট এবং চারিধারে নীলমণ্ডল ; ফটকা ফটকা লাল ; গণ্ডদ্বয়ের গোলাকার আরক্ততা ; মেচেতাযুক্ত।

বিসর্প, দক্ষিণ কর্ণে আরম্ভ হইয়া সমস্ত মুখ মণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে।

গণ্ডস্থলের স্ফীতি, তৎসঙ্গে কণ্টক বিদ্ধবৎ যাতনা।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—চিবুকের চারিধারে বেদনাপূর্ণ উদ্ভেদ।

মুখগহ্বরের প্রান্তে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

ওষ্ঠদ্বয়ের উজ্জ্বল আরক্ততা, বিশেষতঃ শিশুদের।

ওষ্ঠের স্ফীততা।

ওষ্ঠ শুষ্ক এবং অবদীর্ণ।

ওষ্ঠদ্বয়ের জ্বালা, উৎক্ষেপ বা কম্পন।

১০ দন্ত।—দন্তে অতিশয় চৈতন্যাধিক্য।

দন্ত বড় বোধ হয়।

বামদিকে ছিন্নকর দন্তশূল।

বহির্বায়ুতে এবং সামান্য বায়ু প্রবাহ লাগিলে অথবা রাত্রে শয্যায়, অথবা শীতল জলে স্নান করিলে দন্তশূল, তৎসঙ্গে মস্তকে রক্তাধিক্য অথবা কর্ণমধ্যে সূচীবেধ।

দন্তের শিথিলতায় বেদনাপূর্ণ বোধ।

মাড়ী স্ফীত তৎসঙ্গে উহার মধ্যে আঘাতবৎ বেদনা।

মাড়ী হইতে রক্তস্রাব।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—স্বাদ :—অম্ল ; তিক্ত; মিষ্ট; প্রাতে জাগ্রত হইলে দুর্গন্ধ।

বাক্য কথন : ২,২৮, ৩৬।

জিহ্বা :—শ্বেত, তৎসহ অগ্রভাগ এবং কিনারা লাল, প্রায় অধিকাংশ তরুণ পীড়ায়; কপিশ এবং শুষ্ক; প্রাতে কণ্টকাবৃত, কিন্তু দিবসে থাকে না (পুরাতন পীড়া)।

১২ মুখমধ্য।—জ্বরের সময় অথবা পারদ অপব্যবহার জন্য প্রচুর লালাস্রাব।

প্রচুর লালা সহ বিবমিষা উৎপাদক স্বাদ, "বোধ হয় যেন তাঁহার সমস্ত পীড়া ঐরূপ লালা হইতে উৎপন্ন।"

আহারের পর মুখ হইতে দুর্গন্ধ।

মুখগহ্বরে ফোস্কা ফোস্কা; উপক্ষত।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে যেন একটী গোলা রহিয়াছে এরূপ অনুভব।

গলাধঃকরণে সূচীবেধ।

গলাধঃকরণে বেদনাপূর্ণ সংকোচন।

গলার উপরদিকে জ্বালাসহ অম্ল উদ্গার।

গলার মধ্যে যেন চুল রহিয়াছে এরূপ অনুভব।

গলবেদনা,অত্যন্ত জ্বালা এবং শুষ্কতা; প্রথমে দক্ষিণে পরে বামদিক।

তালুদেশ বিবর্দ্ধিত; টন্সিল ও তালুর স্ফীতি।

ফেরিংক্সের প্রাচীর শুষ্ক দেখায়।

তালু প্রদেশের সমস্ত পশ্চাৎ অংশ ক্ষত ও অমসৃণ দেখায়।

৪১ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—খাদ্য জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা, বিশেষতঃ শিশুদিগের।

অধিক জলপান করে, অন্য খাদ্য কম খায়।

বিয়ার ও মদ্যের জন্য ইচ্ছা।

মিষ্ট দ্রব্যে স্পৃহা, এবং মিষ্ট দ্রব্য খাইয়াই পীড়া; যে সকল শিশুদের পেট বড় এবং যাহারা ফেকাশে ও ক্ষীণাঙ্গ।

দুধ সহ্য হয় না, দুগ্ধ সেবনে অম্লস্বাদ ও অম্ল উদ্গার উঠে।

মাংসে ঘৃণা।

১৫ পানাহার।—সামান্য আহারে পাকাশয়ে পূর্ণতা বোধ।

আহারের পর: ২,৩,১৬,১৭; এবং পানের পর: ১৯। মিষ্টদ্রব্য আহারের পর: ১৪,১৯.

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—হিক্কা।

উদ্গার:—সাধারণতঃ শূন্য অথবা খাদ্যের আস্বাদযুক্ত; অম্ল; আহারের পর; পাকাশয়ের উপর চাপ দিলেই উদ্গার।

উদ্গীরণ:— অম্ল; পানীয় বা খাদ্যের।

বমন :—ভুক্তদ্রব্য, প্রাতে ও সন্ধ্যায় ; প্রথমে জলবৎ, তৎপরে ভুক্ত-দ্রব্য ; অম্ল ; রক্ত বমন।

বিবমিষা : প্রাতে ; প্রতি আহারের পর।

১৭ পাকস্থলি।—পাকাশয় প্রদেশে—স্পর্শ চৈতন্যাধিক্য।

বেলা ১১ টার সময় অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ; পাকাশয় শূন্য এবং অবসন্নবোধ।

আহারের পর পাকাশয়ে প্রচাপন।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ অথবা চাপ পড়া বেদনা।

যকৃতের কাঠিন্য ও স্ফীতি।

প্লীহা মধ্যে সূচীবেধ, দীর্ঘশ্বাস গ্রহণকালে এবং বিচরণ সময়ে বৃদ্ধি।

কাসিবার সময়, উদরের বামভাগে সূচীবেধ।

১৯ উদর।—অন্ত্র যেন গ্রন্থি বদ্ধ এরূপ অনুভব ; সম্মুখদিকে অবনত হইলে বৃদ্ধি।

অন্ত্র ঘড়ঘড় করিয়া ঘূর্ণিত হইতে থাকে, যেন খালি রহিয়াছে।

উদরের বামভাগে আধ্মান বায়ু বদ্ধ থাকে, তৎসঙ্গে গুরুত্ব, পূর্ণত্ব এবং কোষ্ঠবদ্ধতা।

আহার ও পানের পর পেট বেদনা, অবনত হইয়া থাকিতে বাধ্য করে ; মিষ্টদ্রব্য খাইলে বৃদ্ধি।

উদর স্পর্শে অতিশয় বেদনাপূর্ণ, যেন ভিতরে ক্ষত হইয়াছে।

কুচকির গ্রন্থির বেদনাযুক্ত স্ফীতি।

শিশুদের পেট বড় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীর্ণ।

২০ মল।—মল : কপিশ, জলবৎ ; সবুজবর্ণের আমমিশ্রিত ; আমরক্তমিশ্রিত ; অজীর্ণ ; ফেণিল ; অম্ল ; পরিবর্ত্তনশীল ; দুর্গন্ধ।

অতিসার : রাত্রে, পেট বেদনা, কোঁথানি, জলবৎ শাদা, অম্লগন্ধযুক্ত, আমাশয় মল ; প্রাতে, বেদনাবিহীন বাহ্যে, তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া যাইতে হয় ; দুর্গন্ধ, অসাড়ে ভেদ ; গণ্ডমালা দোষগ্রস্ত শিশুদিগের ; যেন সরলান্ত্র দুর্ব্বল বলিয়া মল ধারণা করিতে পারে না।

যেন কাপড়ে বাহ্যে গিয়াছে বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে মলের গন্ধ অর্থাৎ যেখানে যায় সেইখানে মলের গন্ধ পায়।

রাত্রে আমাশয়িক মল, তৎসঙ্গে পেটবেদনা ও কুন্থন বা বেগ ; আম রক্তের রেখা রেখা দাগ।

বারম্বার বাহ্যের জন্য নিস্ফল প্রবৃত্তি।

একবার অতিসার একবার কোষ্ঠবদ্ধতা।

কোষ্ঠবদ্ধতা ; মল কাঠিন্য, গ্রন্থিল, শুষ্ক।

অর্শ, অন্ধবলি, অথবা মলিন রক্তস্রাবী, তৎসঙ্গে প্রবল কোঁতামি ও কটি হইতে গুহ্যদ্বারের দিকে বেদনা।

অর্শ বন্ধ হওয়া, তৎসঙ্গে পেটবেদনা, হৃদ্‌কম্পন, ফুসফুসপ্রদাহ ; পৃষ্ঠ দেশ যষ্ঠিবৎ অনম্য।

গুহ্যদ্বার হইতে উপর দিকে অস্ত্রবিদ্ধবৎ বেদনা; বিশেষতঃ বাহ্যের পর।

সমস্ত দিন সরলান্ত্রে দপদপ করা বেদনা ; গুহ্যদ্বারে কণ্ডূয়ন, জ্বালা এবং হুলবেধ।

গুহ্যদ্বার স্ফীত, টাটানি এবং সূচীবেধ বেদনা ; মলে হাজিয়া যায়।

২১ মূত্র।—মূত্র বন্ধ।

বারম্বার মূত্রত্যাগ, বিশেষতঃ রাত্রে, গুল্মবায়ুর আক্রমণের পর প্রচুর পরিমাণে বর্ণহীন মূত্র।

রাত্রে শয্যায় প্রস্রাব।

দুর্গন্ধ মূত্রের উপরে চর্ব্বির ন্যায় ডিম ডিম ভাসে।

মূত্রত্যাগকালে মূত্রমার্গের মুখে জ্বালা।

মূত্র মার্গের অগ্রভাগ আরক্ত ও প্রদাহযুক্ত।

বেদনাপূর্ণ মূত্র-প্রবৃত্তির সঙ্গে রক্তমিশ্রিত বা রক্তবর্ণ মূত্রত্যাগ।

মূত্রনালী হইতে শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ স্রাব।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—অসাড়ে রেতঃস্রাব, তৎসহ মূত্র মার্গে জ্বলন।

পুংলিঙ্গের শীতলতা ; রতিশক্তি দুর্ব্বল ; ধ্বজভঙ্গ।

প্রদাহ ও স্ফীতির সঙ্গে গভীর ক্ষত বিশেষ, মেঢ্রত্বকের জ্বালা, ও আরক্ততা, তৎসহ মূর্চ্ছা।

শিশ্নমণিতে ও মেঢ্রত্বকে গভীর, পূযযুক্ত ক্ষত, উহার প্রান্তভাগ স্ফীতিযুক্ত।

মূল্য, তৎসহ দুর্গন্ধ পূযস্রাব।

অণ্ডকোষ শিথিল, ঝুলিয়া পড়ে।

জননেন্দ্রিয়ের চারিদিকে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

মুষ্কত্বকের আর্দ্রতা এবং ক্ষত।

১৯ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজঃ—অতি বিলম্বে, স্বল্পকালস্থায়ী; অথবা বন্ধ; শোণিত ঘন, মলিন, বিদাহী, অম্লগন্ধবিশিষ্ট এবং উরুতে লাগিলে হাজিয়া যায়।

ঋতুর পূর্ব্বে :—শিরঃপীড়া; সন্ধ্যায় কাসী; নাকদিয়া রক্তস্রাব।

ঋতুকালে :—নাক দিয়া রক্ত পড়া; মস্তকে রক্ত প্রধাবন; দুর্ব্বল, মূর্চ্ছার আবেশ।

বস্তিদেশে জননেন্দ্রিয়ের দিকে কোঁতপাড়া বেগ আসা।

বন্ধ্যাত্ব রোগের সঙ্গে শীঘ্র শীঘ্র এবং প্রচুর ঋতু প্রকাশ।

উদরে বেদনা হইয়া হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মাযুক্ত শ্বেতপ্রদর, বিদাহী।

যোনি মধ্যে জ্বালা, সুস্থির থাকিতে অসমর্থ।

অঙ্গমকালে যোনিমধ্যে ক্ষত বা টাটানি বোধ।

ভগোষ্ঠে বিরক্তিকর কণ্ডূয়ন, চারিধারে ফুস্কুড়ি।

ভগপেটে (symphysis) প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা।

জননেন্দ্রিয়ে দুর্ব্বলতা বোধ।

২০ গর্ভ।—বহুপাদ বা অর্ব্বুদ বহির্গমনের সহায়তা করে।

স্তন্যদানের পর চুচুক বেদনা করে, জ্বালা করে এবং উহা হইতে রক্ত পড়ে।

স্তনে পূয সঞ্চয়, তৎসঙ্গে পূর্ব্বাহ্নে শীত, এবং বৈকালে উত্তাপ।

সূতিকাক্ষেত্রে অর্শ।

২১ লেরিংকস।—স্বর কর্কশ, ভঙ্গ, তৎসঙ্গে বক্ষে প্রচুর শ্লেষ্মা; শ্বাসরোধ। অধিক কথা কহিলে ক্লান্তি ও বেদনা বৃদ্ধি পায়; বায়ুনলের মধ্য দিয়া পৃষ্ঠভাগে চিড়িকমারা বেদনা।

শ্লেষ্মাস্রাবী মস্তকের সর্দ্দি, তৎসহ শীত, বক্ষে বেদনা এবং কাসী।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—পশ্চাৎদিকে বাহু লইয়া গেলে শ্বাসের খর্ব্বতা এবং যাতনা।

প্রতিরাত্রে শ্বাসরোধক আবেগ; দুয়ার জানালা খুলিয়া রাখিতে চায়।

শ্বাসকষ্ট, তৎসঙ্গে হৃদ্পিণ্ডের স্পন্দন দৃষ্টিগোচর হয়।

বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করে, গয়ার উঠার পর বৃদ্ধি।

২৭ কাশি।—শুষ্ক, দম আটকান; শুষ্ক, ক্ষুদ্র কাসীর সঙ্গে বক্ষে কিম্বা বাম স্কন্ধের নিম্নে সূচীবেধ; স্বর ভঙ্গের সঙ্গে গলমধ্যে শুষ্কতা এবং জলবৎ প্রতিশ্যায়; বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করিতে থাকে; ঘন গয়ার উঠে; স্বরনালী মধ্যে ঘড় ঘড় করা এবং স্বরভঙ্গতা।

মিষ্টাস্বাদযুক্ত ঈষৎ সবুজ বর্ণের দলাদলা গয়ার।

রক্তমিশ্রিত পুয নিষ্ঠীবন।

কাসীবার সময়:—শিরঃপীড়া, যেন মস্তক ঘৃষ্ট বা ছিন্ন হইয়াছে; কখনও কখনও বমন; উদরে বেদনা।

আক্ষেপিক হুপিংকাসী, পর পর শীঘ্র শীঘ্র দুইবার আক্রমণ।

একটীর পর অন্য আর একটী আক্রমণ শীঘ্র শীঘ্র আইসে।

লেরিংকস মধ্যে সুড়সুড়ী জন্য কাসী, দিবসে এবং প্রাতে গয়ার উঠে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে উঠে না, নিষ্ঠীবন মলিন শোণিত অথবা পীতবর্ণ, ঈষৎ সবুজ, পুযময় অথবা দুগ্ধবৎ শ্বেত, জলবৎ শ্লেষ্মা; সাধারণতঃ অম্ল, কখনও দুর্গন্ধ, পচা অথবা লবণাক্ত আস্বাদ অথবা বহুদিনের শ্লেষ্মার ন্যায় দুর্গন্ধ স্রাব।

২৮ ফুস্ফুস্।—বক্ষে রক্ত সঞ্চয়।

যেন দক্ষিণ বক্ষমধ্যে একদলা বরফ রহিয়াছে এরূপ বোধ।

বক্ষমধ্য দিয়া বাম স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত প্রসারিত সূচীবেধ; চিৎ হইয়া শয়ন করিলে এবং সামান্য সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

কোন দ্রব্য উত্তোলন জন্য, অথবা ফুস্ফুস্প্রদাহের পর বক্ষমধ্যে বেদনা।

বক্ষমধ্যে জ্বালা মুখ পর্য্যন্ত উঠে।

কাসিবার কালে কিম্বা দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণকালে বক্ষ খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে এরূপ বোধ।

বক্ষমধ্যে দুর্ব্বলতা বোধ, সন্ধ্যাকালে শয়নাবস্থায়, কথা কহিলে।

ফুসফুস প্রদাহের পর একজুডেশন্।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদপিণ্ডের কম্পন, উপর তলে উঠিতে অথবা পর্ব্বতারোহণে বৃদ্ধি।

যেন হৃদপিণ্ড বিবৃদ্ধ হইয়াছে এরূপ অনুভব।

নাড়ী পূর্ণ, কঠিন এবং দ্রুত, সময়ে সময়ে সবিরাম।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষাস্থিমধ্যে চিড়িকমারা বেদনা।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তনকালে এরূপ অনুভব হয় যেন মেরুদণ্ডের অস্থি সকল একটীর উপর আর একটী উঠিতেছে।

গ্রীবাদেশের অস্থিমধ্যে করকর শব্দ, বিশেষতঃ পশ্চাৎদিকে অবনত হইলে।

গ্রীবা অথবা পৃষ্ঠে অনম্যতা।

আসন হইতে উত্থানকালে কটিদেশে বেদনা।

স্কন্ধাস্থিমধ্যে সূচীবেধ।

কোনও গুরুবস্তু উত্তোলন জন্য এবং শৈত্য লাগিলে কটিদেশে বেদনা।

মেরুদণ্ডের বক্রতা, মেরুদণ্ডের অস্থির কোমলত্ব।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ—বামস্কন্ধ মধ্যে আঘাত বা মুষ্টবৎ বেদনা।

স্কন্ধমধ্যে, বিশেষতঃ বামদিকে আমবাতিক বেদনা।

রাত্রে স্কন্ধ ও স্কন্ধসন্ধিমধ্যে অস্ত্রবিদ্ধবৎ বেদনা।

বাহু ও হস্তমধ্যে আকৃষ্ট এবং ছিন্নবৎ বেদনা।

বগলে পলাণ্ডুবৎ গন্ধবিশিষ্ট ঘর্ম্ম।

অঙ্গুলিমধ্যে, অঙ্গুলি সন্ধির উপর এবং হস্ত তালুতে ফাটা ফাটা বা অবদারণ।

অঙ্গুলিতে ঘন লাল নীহার কণ্ডু বা শীত স্ফোট।

প্রান্তে অঙ্গুলির অসাড়তা।

নখমূলে উল্‌টা চর্ম্ম।

হাত পা ঠাণ্ডা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বিচরণ সময়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গুরুত্ব।

জানুর স্ফীতি, শাদা অথবা লাল।

জানু সন্ধির শোথ।

জানু ও গুলফ সন্ধির কাঠিন্য।

রাত্রে পায়ের ডিমে খল্লিসহ ভেদ; প্রতি পদবিক্ষেপে পায়ের তলায় খল্লি।

পায়ের তলা জ্বালা, অনাবৃত করিতে চায়।

পায়ের তলা শীতল এবং ঘর্ম্মাক্ত।

৩৪ সাধারণ অপ্রত্যঙ্গাদি।—নীহার কণ্ডুয়ন এবং লাল, তৎসঙ্গে সন্ধি স্থলে ফাটা ফাটা।

জামুড়া, কন্দর বা কড়ায় কামড়ানি এবং হুলবেধ বেদনা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, পেশীতে এবং সন্ধিতে ছিন্নবৎ বেদনা, উপর হইতে নীচের দিকে।

বাত রক্ত বা আমবাতিক উপসর্গ, কখন ফুলা থাকে কখন থাকে না।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা, পালকাবরণে আবৃত হইলে বৃদ্ধি।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রাম: ৪। শয়ন: ২৮; মাথা উচ্চ করিয়া: ২। গতি: ১,৪,২৮,৩১। শয্যায় ফিরিলে: ৩১। মস্তক সঞ্চালনে: ৩। অবনত হইলে: ১৯। পশ্চাৎদিকে অবনমন: ৩১। উত্থান ২,৩১। বিচরণ: ২,৩,১৮৩৩, ৩৬। সেতু পার হইবার সময়: ২। আরোহণ: ২৯। দণ্ডায়মান: ২। উপবেশন: ২। অবশ্য বক্র হইতে হয়: ১৯। পশ্চাৎ দিকে বাহু নত করিলে: ২৬। প্রতি পদক্ষেপে: ৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—। শিশু লাফায়, চমকিয়া উঠে এবং ভয় পাইয়া চীৎকার করে।

সর্ব্বাঙ্গে বারম্বার আক্ষেপিক উৎক্ষেপ।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও কম্পন ; কথা কহিলে ক্লান্তি।

রাত্রি জাগরণ বা স্তন্যদানের পর, দিবসে বারম্বার নিদ্রালুতার সঙ্গে, মূর্চ্ছার আবেশ।

মৃগীরোগের সঙ্গে অনমাত্ত; মূর্চ্ছার পূর্ব্বে এরূপ অনুভব হয় যেন একটা ইন্দুর বাহু দিয়া পৃষ্ঠে দৌড়িয়া আসিল।

পা ঠিক পড়ে না, হস্ত কম্পন।

সোজা হইয়া হাটিতে পারে না, স্কন্ধ নত হইয়া আইসে।

৩৭ নিদ্রা।—প্রগাঢ়, অতৃপ্তিকর নিদ্রা।

কুন্থন বা বেগ থামিলেই শিশু নিদ্রিত হইয়া পড়ে।

অপরাহ্ণে তন্দ্রালু; রাত্রে জাগ্রত থাকে।

সহজে জাগ্রত হয়, অল্প নিদ্রা যায়।

অর্দ্ধ নিমিলীত নেত্রে নিদ্রা।

নিদ্রাবস্থায় উচ্চরবে কথা কহে।

নিদ্রাকালে উৎক্ষেপ এবং কম্পন।

চমকিয়া বা চীৎকার করিয়া নিদ্রাভঙ্গ।

স্বপ্ন :—সুস্পষ্ট ; উৎকণ্ঠাপূর্ণ।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৩,৪.৫,১১,১৬,৩০,২৭,৩৩,৪০। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে : ২৪। ১১টার সময় : ১৭। অপরাহ্ণ : ২৪,৩৭,৪০। ৩টার সময় : ৭। সন্ধ্যায় : ১,৪.১৬,২০,২৩,২৭,২৮,৩৭,৪০। রাত্রি : ৩,৫, ১০,২০,২১,২৬,২৭,৩২,৩৩,৩৭,৪০। দিবস : ১,৩,১১,২০,২৭, ৩৬, ৪০।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—উষ্ণ গৃহ : ২,৫। গৃহমধ্য : ৩,৭। শয্যার উষ্ণতা : ৪,১০,৪৬। আবরণ : ৩৪। অনাবৃত হইতে ইচ্ছা : ৩৩, ৪০। উত্তাপ : ১০। বহির্বায়ু : ২,৩,৫,১০,২৬। বায়ু প্রবাহ : ১০। বর্ষা এবং শীত ঋতু : ৪। শীতল জলে স্নান ১০।

স্নান করিতে শিশু ইচ্ছা করে না।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্প :—প্রধানতঃ আভ্যন্তরিক এবং পিপাসা থাকে না, সাধারণতঃ সন্ধ্যাকালে, অন্যান্য সময়েও শীত হইয়া থাকে; বাহ্যিক কম্পের সঙ্গে আভ্যন্তরিক তাপ এবং আরক্ত মুখমণ্ডল ; তৎসহ পিপাসা, পিপাসার পূর্ব্বে উত্তাপ ; বৃদ্ধাঙ্গুলি হইতে প্রসারিত ; পৃষ্ঠ বহিয়া উপরে উঠে।

উত্তাপ :—অপরাহ্নে অথবা সন্ধ্যাকালে, চর্ম্ম শুষ্ক, প্রচুর পিপাসা ; পায়ের তলায় তাপ ; অথবা শীতল পদ সহ পা জ্বালা, ঠাণ্ডা স্থান চায় কিম্বা শয্যা বা লেপের বাহিরে পা বাহির করিয়া দিয়া থাকে।

বারবার উত্তাপের আবেশ, সামান্য আর্দ্রভাব এবং অবসন্নতার সঙ্গে শেষ হয়।

ঘর্ম্ম :—রাত্রে এবং প্রাতের কএক ঘণ্টা ; প্রচুর, অম্ল গন্ধবিশিষ্ট, সমস্ত রাত্রি ; সন্ধ্যায়, হস্তে বেশী ; রাত্রে গ্রীবায় এবং পশ্চাৎ মস্তকে।

৪১ আক্রমণ।—প্রতি অষ্টম দিবসে : ৬। প্রতি এক বা দুই সপ্তাহ: ৬।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৮, ১৮, ২৮। বাম : ২,৬,১০,১৮,১৯,২৫,২৭,২৮,৩২। দক্ষিণ হইতে বামে : ১০। সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ দিকে : ২৫। ভিতর হইতে বাহির দিকে : ৩। নিম্ন হইতে উপর দিকে : ২০,৪০। উচ্চ হইতে নিম্নদিকে : ৩৪।

৪৩ অনুভব।—যেন ফিতা চারিদিকে আছে এরূপ অনুভব।

৪৪ তন্তু।—গণ্ডমালা এবং রিকেটি পীড়া।

শিশুদিগের শীর্ণতা, মুখমণ্ডল বৃদ্ধের গণের ন্যায়।

শুষ্ক থলথলে চর্ম্ম।

গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি কঠিন এবং পূযসঞ্চয়ী।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রান্তভাগ অতিশয় লাল লাল।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৪,৭,১৭,১৯। প্রচাপন : ৩,১৬। পদক্ষেপ : ৩,৩৩। নখ ঘর্ষণ : ৪, ৩৬। উত্তোলন : ২৮, ৩১।

৪৬ চর্ম্ম।—চুলকানি ও কুটকুট করা,নখ ঘর্ষণে জ্বালা অথবা টাটানি ক্ষত।

উষ্ণ শয্যায় কণ্ডূয়ন বৃদ্ধি।

আরক্ত জ্বরে সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বল আরক্তবর্ণ।

মেচেতা। হরিদ্রাবর্ণ, কপিশ, সমতল দাগ দাগ।

চর্ম্ম কর্কশ, খসখসে এবং শঙ্ক ও মামরীযুক্ত।

চর্ম্মে টাটানি বা ক্ষত বোধ।

সামান্য আঘাতে কালশিরা পড়া।

স্নান করিলে অবদারণ।

হস্তের পৃষ্ঠে ফোড়া।

উদ্ভেদ :—৪,৫,৭,৮,৯,১১,২২,২৩,২৪,৩২,৩৪।

বিসর্প, তৎসঙ্গে দপদপানি এবং হুলবেধ।

বাহ্যিক অংশের শোথ সদৃশ স্ফীতি।

ক্ষত :—উন্নত, স্ফীত কিনারা, সহজে রক্ত স্রাবী, চারিদিকে পীড়কা-পূর্ণ; তৎসঙ্গে ছিন্নবৎ, হুলবেধ বেদনা এবং দুর্গন্ধ পূযস্রাবী।

৪৭ অবস্থা।—শীর্ণকায় এবং কুব্জ স্কন্ধ ব্যক্তিগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

স্নান করিলেও গাত্রে দুর্গন্ধ।

৪৮ সম্বন্ধ।—যখন যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধে বাঞ্ছিত ফল উৎপাদনে সমর্থ হয় না, বিশেষতঃ তরুণ পীড়ায়, তখন সলফর শরীরের প্রতিক্রিয়া শক্তি উত্তেজিত করে।

সলফর, ক্যালকেরিয়া, এবং লাইকপোডিয়াম; অথবা, সলফর,সার্সাপেরিলা এবং সিপিয়া, প্রায় সর্ব্বদা এইরূপ পর পর ব্যবহৃত হয়।

প্রতিপূরক :—এলোজ।

সলফর প্রতিষেধ করে :—চায়না, আয়োডিয়াম, মার্কিউরিয়াস, নাইট্রিক এসিড, রসটক্স, সিপিয়া; সাধারণতঃ ধাতু ব্যবহারের মন্দ ফল; আর্সেনিক কর্তৃক কম্পন।

সলফরের দোষঘ্ন :—একোনাইট, ক্যাম্ফর, ক্যামোমিলা, সিনকোনা, মার্কিউরিয়স, পলসাটিলা, রসটক্স, সিপিয়া।

সলফিউরিকম এসিডম।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—কোন কার্য্য অতি ব্যস্ততা সহ না করিয়া থাকিতে পারে না।
উত্তর দিতে অনিচ্ছুক; কষ্টে "হাঁ' অথবা 'না' বলে।
ভয়োৎসহ।
ক্রন্দন প্রবণ।
উগ্রস্বভাব, অস্থির।
মানসিক উত্তেজনা।

২ চৈতন্য।—সম্মুখ মস্তকে এরূপ অনুভব হইতে থাকে যেন মস্তিষ্ক শিথিল হইয়াছে এবং একপার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে পতিত হইতেছে; অনাবৃত বায়ুতে বিচরণে বৃদ্ধি; গৃহমধ্যে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে উপশম।
শিরঃপীড়ায় মস্তকে রক্ত প্রধাবন।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সম্মুখ মস্তকে এবং দুই রগে বেদনাপূর্ণ ধাক্কা; মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে এবং সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।
ক্রমশঃ বৃদ্ধিজনক এবং সহসা নিবৃত্তি প্রাপ্ত শিরঃপীড়া।

৪ বহির্মস্তক।—চুল পাকিয়া যায়, উঠিয়া যায়; মস্তকে উদ্ভেদ, অত্যন্ত টাটানি; বহির্বায়ুতে বৃদ্ধি।

৫ চক্ষু।—অধ্যয়নকালে অশ্রুপূর্ণ।
প্রাতে অক্ষিপুটে অশিথিলতা; কষ্টে খুলিতে পারে।
দক্ষিণ চক্ষুর নিম্নে গাঢ় নীলিমা মণ্ডল।
দক্ষিণ চক্ষুর বাহ্য প্রান্তভাগে যেন একটা কিছু বাধিয়া রহিয়াছে।
পুরাতন চক্ষু প্রদাহে প্রথমে বিশেষ উপযোগী, তৎপরে 'সল ফর'।

৬ কর্ণ।—শ্রুতিশক্তির হীনতা; যেন একটী পত্র কর্ণের সম্মুখ রহিয়াছে বোধ।
দক্ষিণ কর্ণমধ্যে বজ্ বজ্ শব্দ। * স্নায়ুশূল।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব :—মলিন, তরল শোণিত গড়াইতে থাকে; সন্ধ্যাকালে; কাফি স্নাণে বৃদ্ধি; বৃদ্ধগণের।

একবার শুষ্ক, একবার স্রাবশীল প্রতিশ্যায়; ঘ্রাণ ও স্বাদ লোপ, ক্ষুধা, চক্ষুতে ক্ষত এবং কপালে টান পড়া।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখে কাউরবৎ ব্রণ, তৎসঙ্গে রজ্জু সদৃশ হরিদ্রাবর্ণ মল।

মুখমণ্ডল :—মৃতবৎ পাণ্ডুর; যেন ডিম্বের শ্বেতাংশের লেপ মুখমণ্ডলে শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে এরূপ বোধ।

মুখে শুষ্ক, সংকুচিত দাগ দাগ (অর্শরোগ সহ)।

রাত্রি ৯ টার সময় দক্ষিণ দিকস্থ নিম্ন চোয়ালে এবং রগে বেদনা উষ্ণতায় এবং বিকৃত পার্শ্বে শয়নে উপশম; বেদনা ক্রমশঃ আইসে এবং সহসা বিদূরিত হয়।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—নিম্ন চোয়ালের দাঁতের দাগে হুলবেধ এবং চিড়িক মারা বেদনা।

ওষ্ঠের ত্বক্ উঠিয়া যায়।

১০ দন্ত।—দন্তশূল; শয্যায় সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা লাগিলে বৃদ্ধি; উত্তাপে উপশম।

দক্ষিণ দন্তে কেন্দ্র করিয়া অতীব্র দন্তশূল; আহারকালেও চাপ লাগিলে বেদনা করে, বেদনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, সহসা যায়।

দন্তের বিনাশ। * বহুমূত্র।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ লোপ।

কষ্টে কথা কহে, যেন জিহ্বার স্থিতিস্থাপকতা নাই।

জিহ্বা শুষ্ক।

১২ মুখমধ্য।—শুষ্কতা অনুভব।

প্রচুর লালা।

* মুখে এবং মাড়ীতে উপক্ষত; পীতবর্ণ, বেদনাপূর্ণ।

১৩ গলমধ্য।—গল-কোষে টনসিলে এবং ওষ্ঠে পুরু পীতবর্ণের ঝিল্লি; গলাধঃকরণে বাধা পড়ে অর্থাৎ গিলিতে বাধে; স্বর গাঢ়; কর্ণমূল গ্রন্থি স্ফীত ও কঠিন; মুখে দুর্গন্ধ; অঘোর নিদ্রা।

ডিপথিরিয়া রোগে নাসিকার পশ্চাৎ ছিদ্র প্রদেশ হইতে সূত্রবৎ, কমলা লেবুর ন্যায় পীতবর্ণ শ্লেষ্মা ঝুলিতে থাকে।

গলমধ্যে কর্কশতা।

গলমধ্যে অস্ত্র বিদ্ধবৎ বেদনা।

যুগবৎ গলমধ্যে এবং বক্ষে হুলবেধ।

গলমধ্যে সংকোচন বোধ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—তাজা সুপক্ক ফল এবং ব্রাণ্ডি মদ্যে ইচ্ছা।

ক্ষুধা লোপ এবং দুর্বলতা।

১৫ পানাহার।—পীড়া:—ব্রাণ্ডি ব্যবহারে পীড়া (ব্র্যাণ্ডি ব্যবহারে লক্ষণ সমূহ আপাততঃ স্থগিত থাকে); চিংড়ী মৎস্য খাওয়ার জন্য।

আহারের পর পাকাশয়ে বেদনা এবং এক গ্রাস খাদ্য মুখদিয়া উঠে।

উষ্ণ খাদ্যের পর : ৪০। কাফি (গন্ধ) . ৭,৩৭। শীতল জল : ২৭।
সুরাপানীয় : ২১। মদ্য : ৬০।

কাসীর পর উদ্গার।

পুরাতন বুকজ্বালা পীড়া, অম্ল উদ্গার।

বিবমিষা সহ কম্প।

অম্ল বমন, প্রথমে জল, তৎপরে খাদ্য।

মাতালের বমন।

এরূপ অম্লাক্ত শ্লেষ্মা উঠে যে দাঁত পর্য্যন্ত টকিয়া যায়।

১৭ পাকস্থলি।—পাকাশয় মধ্যে শীতলতা এবং শিথিলতা বোধ।

অজীর্ণ রোগ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—প্লীহা বিবৃদ্ধ, কঠিন এবং বেদনাপূর্ণ; কাসিলে বেদনা লাগে।

১৯ উদর।—উদর মধ্যে প্রসব বেদনা মত বেদনা, উরুত এবং পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বেদনার বিস্তৃতি।

এরূপ পেট বেদনা যেন অন্ত্রবৃদ্ধি (হার্ণিয়া) বহির্গত হইবে অনুভব।

কুচকির অন্ত্রবৃদ্ধির (ইন্‌গুইন্যাল্ হার্ণিয়া) প্রবল বহির্গমন।

২০ মল।—অতিসারের সহিত অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

মল :—আতিসারিক, তৎসঙ্গে প্রচুর বায়ুনিঃসরণ; জলবৎ এবং পচা ডিমের ন্যায় দুর্গন্ধ; উজ্জ্বল পীতবর্ণ শ্লেষ্মা, শিশুদিগের গুলাউঠা; কখন কঠিন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কৃষ্ণবর্ণ দলা দলা, রক্ত মিশ্রিত, তৎসঙ্গে গুহ্যদ্বারে চিমটীকাটা মত বেদনা।

অর্শে আর্দ্রতা বোধ, স্পর্শে বেদনাপূর্ণ; প্রবল কণ্ডূয়ন; মলে প্রবল জ্বালা, হুলবেধ এবং ছিন্নবৎ বেদনা জন্মায়, অথবা বলির জন্য বাহ্যের পথ রোধ করে।

২১ মূত্র।—কপিশ বর্ণের মূত্রের স্বল্প নিঃসরণ, স্থির রাখিলে অধঃক্ষেপ জন্মে।

রক্তের ন্যায় অধঃক্ষেপ, মূত্রের উপর সরের ন্যায় পড়িয়া থাকে।

প্রস্রাবের বেগ বন্ধ করিলে মূত্রাধারে বেদনা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গোত্থান।

দক্ষিণ দিকের অণ্ডকোষ প্রদাহ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—শীঘ্র শীঘ্র এবং প্রচুর ঋতু।

ঋতু হইবার পূর্ব্বে রাত্রে বুকচাপা রোগ।

বয়ঃ সন্ধিকালে রক্ত উঠা; কোষ্ঠবদ্ধ।

শ্বেত প্রদর :—বিদাহী অথবা জ্বালাকর; দুগ্ধবৎ অথবা স্বচ্ছ; রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা, তৎসঙ্গে এরূপ অনুভব যেন ঋতু হইবে।

যোনি নির্গমন বা চ্যুতি; ঐ স্থান ঈষৎ সবুজ বর্ণ এবং দুর্গন্ধ।

২৪ গর্ভ।—গর্ভাবস্থায় বিবমিষা এবং বমন।

বন্ধ্যাত্বের সঙ্গে ঋতু অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র এবং প্রচুর।

২৫ লেরিংক্স।—গলমধ্যে কর্কশতা এবং শুষ্কতার সঙ্গে স্বরভঙ্গতা।

লেরিংকস বেদনাযুক্ত; শুষ্ক বোধ, কথা কহিতে বিষম কষ্ট।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসের খর্ব্বতা।

২৭ কাসি।—শুষ্ক দুইবার ক্ষুদ্র খক্ খক্ করা; বক্ষাস্থি মধ্যে ক্ষত বোধ; ক্লান্তি; বক্ষমধ্যে উত্তেজন জন্য, তৎসহ প্রাতে মলিন শোণিত অথবা তরল পীতবর্ণ, রক্ত রেখা মিশ্রিত, অম্লাস্বাদযুক্ত নিষ্ঠি-

বন ; কাসীর পর উদ্গার ; খোলা বায়ুতে বিচরণে, অশ্বারোহণে, শীতল জলে, এবং কাফির গন্ধে বৃদ্ধি।

টাইফাস্ পীড়ার পর কাসী এবং রক্তপিত্ত কাস।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—বক্ষমধ্যে সূচীবেধ ; হৃদ্‌পিণ্ড প্রদেশে।

বক্ষমধ্যে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব।

বামদিকের বক্ষ হইতে গলা পর্য্যন্ত জ্বালা।

কখনও স্কন্ধাস্থিমধ্যে, কখনও বগলে, অথবা কখনও বক্ষে চিড়িকমারা, হুলবেধ বেদনা।

ফুস্‌ফুস্ হইতে প্রচুর রক্তস্রাব ; টুবাকুর্লোসিস্।

ফুসফুসের স্থানে স্থানে ক্ষত।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী।—হৃদ্ কম্পন সঙ্গে কখনও ভয় এবং উদ্বেগ থাকে, কখনও থাকে না।

হৃদপিণ্ডের মধ্য দিয়া চিড়িক্‌মারা বেদনা।

নাড়ী :—ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, দ্রুত ; সুরা সেবনে বিকৃত হয়।

৩০ বহির্ব্বক্ষ।—বক্ষাস্থিতে যেন আহত মত টাটান।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—প্রাতে উঠিলে পৃষ্ঠে অনম্যতা।

পৃষ্ঠে বিস্ফোটক।

গ্রীবার দক্ষিণ দিকে বৃহদাকার পূযসঞ্চয়ী স্ফীতি।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—সূচীবেধ—বাহু উত্তোলন করিলে স্কন্ধ সন্ধিতে; অঙ্গুলি সন্ধিতে।

কনুই সন্ধিমধ্যে টান পাড়া।

হস্তে নীহার কণ্ডূ।

হস্ত পৃষ্ঠে বেদনাবিহীন লাল স্ফীতি।

বাহুতে নীল নীল দাগ।

বিসর্পের পর কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে প্রদাহিত স্ফীতি।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—হাঁটু বা জানুদ্বয় বেদনাপূর্ণ দুর্ব্বল।

গুল্‌ফ দুর্ব্বল, হাঁটিতে পারে না।

পা ঠাণ্ডা, ফুলা।

পায়ের শিরা ফুলা।

জামুড়া, কদম বা কড়ায় সূচীবেধ।

পায়ের অস্থির উপরে লাল কণ্ডূয়ন।

টিবিয়ার উপরে রক্তবর্ণ লাল, বেদনাপুর্ণ দাগ ।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—শয়ন : ৮। উপবেশন : ২। উত্থান ৩১। সঞ্চালন : ৪০। ব্যায়াম: ৪০। বিচরণ : ২,২৭, ৩৩। বাহু উত্তোলন : ৩২।

৩৬ স্নায়ু।—সর্ব্বাঙ্গে কম্পন অনুভব, বাস্তবিক কম্পন হয় না।

দুর্ব্বলতা, অত্যন্ত অবসন্নতা।

৩৭ নিদ্রা।—অনেক রাত্রে নিদ্রা যায়, অতি প্রত্যূষে উঠে।

নিদ্রাবস্থায় আকুঞ্চন, বিশেষতঃ অঙ্গুলি সমূহের।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৫,২৭,৩১,৪০। পূর্ব্বাহ্ন : ৩। সন্ধ্যা : ৩,৭,১০, ৪০। ৯টা রাত্রি : ৮। দিবস : ৪০।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—উষ্ণতা : ৮,১০। শয্যায় : ১০,৪০। গৃহমধ্যে : ২,৪০। বহির্বায়ু : ২,৪,২৭,৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—দিবসে বারম্বার শীতার্ত্ত ; গৃহমধ্যে বৃদ্ধি, গৃহের বাহিরে ব্যায়ামকালে উপশম।

পুনঃ পুনঃ শীত, সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া যায়।

সন্ধ্যাকালে শয্যায় উত্তাপ।

ঘর্ম্ম সহ উত্তাপের আবেশ। * বয়ঃসন্ধিকালে পীড়া।

ঘর্ম্ম :—অত্যধিক,উর্দ্ধাঙ্গে ; সঞ্চালনে, বসিয়া পড়িলেও হইতে থাকে ; অম্ল বিশিষ্ট ; উষ্ণ দ্রব্য আহারের পরেই শীতল ঘর্ম্ম ; প্রাতঃ-কালীন ; রাত্রে প্রচুর ; মদ পানে উপশম হয়।

৪১ আক্রমণ।—প্রতি বসন্তকালে চর্ম্ম কণ্ডূয়ন ; এক একটী পীড়কা জন্মে।

ক্রমশঃ আইসে, সহসা যায় : ৩, ৮,১০।

৪২ পার্শ্ব।—ভিতর দিকে চাপ পড়া ও হুলবেধ।

দক্ষিণ : ৫,৬,৮,১০,২২,৩১। বাম : ১৮,২৮,২৯। উচ্চ হইতে নিম্ন দিকে : ৪০।

৪৪ তন্তু।—ক্ষতের পরে যে দাগ্ থাকে উহা রক্ত কিম্বা নীলবর্ণ, বেদনাযুক্ত।

গ্রন্থি সমূহের বেদনাবিশিষ্ট স্পর্শানুভবকতা।

পায়ের শিরা স্ফীতি।

শরীরের সমস্ত বহিঃপ্রণালী দিয়া কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—বাহ্যিক আঘাত জনিত মন্দফল যখন ত্বকে আঘাত চিহ্ন, ফাটা ফাটা এবং আরক্ততা জন্মে।

নখঘর্ষণে কণ্ডূয়নের কদাচিত উপকার হয় কিন্তু স্থান পরিবর্ত্তন করে।

প্রচাপন: ১০। স্পর্শ: ২০। আরোহণ: ২৭।

৪৬ চর্ম্ম।—ক্ষতের দাগ রক্তবর্ণ হয় এবং বেদনা করে; কালশিরার ন্যায় নীল নীল দাগ।

চর্ম্মে লাল লাল কণ্ডূয়নশীল কণ্ডূ। হরিদ্রাবর্ণ ত্বক।

ঘৃষ্ট বা আঘাতের পর পচিবার উপক্রম।

৪৭ অবস্থা।—বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে সাধারণতঃ উপযোগী।

যত্ন পূর্ব্বক ধৌত করিলেও শিশুর গাত্র হইতে অম্লগন্ধ বাহির হয়।

পাতলা চুলবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

বয়ঃসন্ধিকালে উত্তাপের আবেশ।

৪৮ সম্বন্ধ।—আর্ণিকার পরে সুফলপ্রদ।

পলসেটিলা ইহার প্রতিপূরক এবং দোষঘ্ন।

সলফিউরিক এসিড সীসক জলের মন্দ ফল প্রতিষেধক।

স্পাঞ্জিয়া টোষ্টা।

পরীক্ষক;—হানিমান।

১ মন।—মানসিক স্তব্ধতা বা জড়তা। কষ্টকৃত বা ক্ষীণ ধারণাশক্তি।

অত্যধিক আহ্লাদের সহিত গান করিবার অপ্রতিহত বাঞ্ছা।

ক্রন্দন প্রবণতা।

উদ্বেগের আবেশ।

ভবিষ্যতের ভয়; জীবনের প্রতি ক্লান্ত।

একগুঁয়ে ভাব।

উত্তেজনা জন্য বৃদ্ধি।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন:—পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা; রাত্রে জাগ্রত হইলে, তৎসঙ্গে সম্মুখ কপালে দপদপানি এবং প্রচাপন।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—রগে সূচীবেধ, বামদিকে বেশী।

শয়নাবস্থায় প্রবল স্পন্দন অনুভব, যে দিকের কাণ পাতিয়া শুইয়া থাকে সেই দিকের কানে বেশী।

অনাবৃত বায়ু হইতে উষ্ণ গৃহ মধ্যে আসিলে, মস্তিষ্কের দক্ষিণ ভাগে শিরঃপীড়া।

পশ্চাৎ মস্তকে শিরঃপীড়া।

সম্মুখ মস্তকে এবং মূর্দ্ধাদেশে শিরঃপীড়া যেন মস্তক বিদীর্ণ হইবে।

৪ বহির্মস্তক।—মূর্দ্ধাদেশে এরূপ অনুভব যেন কেশ সকল খাড়া হইয়া আছে।

করোটিত্বকে প্রবল কণ্ডুয়ন।

মস্তক পশ্চাৎদিকে বাঁকিয়া যায়: গ্রীবা অনম্য।

পীত বর্ণ, শল্কযুক্ত উদ্ভেদ।

৫ চক্ষু।—দ্বিত্ব দৃষ্টি; শয়নে উপশম।

চক্ষুমধ্যে চাপ পড়া এবং হুলবেধ বেদনা।

একদিকে স্থির দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলে অশ্রুস্রাব এবং শিরঃপীড়া।

চক্ষুর আরক্ততা সহ অশ্রুস্রাব ও জ্বালা।

অক্ষিপুটে চাপপড়া গুরুত্ব।

চক্ষু বহির্গত হইয়া পড়া, একদৃষ্টে থাকা।

৬ কর্ণ।—শ্রুতি কষ্ট বা বধিরতা।

কর্ণে রক্তসঞ্চয়; জ্বালা।

বাহ্য কর্ণের পুষ সঞ্চয়।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, বিশেষতঃ নাক ঝাড়িলে।

নাক বন্ধ হইয়া যায়। *হুপিংকাসী।

স্রাবহীন প্রতিশ্যায় ; স্বরভঙ্গতা ; ঘুংড়ীর ন্যায় কাসী ; শুষ্ক, শীতল বায়ু লাগিয়া।

নাসিকার ঝিল্লি পুরু হইয়া যায়। * ঘুংড়ি।

নাক কুঞ্চিত, শীতল।

৮ মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুর, তৎসঙ্গে অন্তঃপ্রবিষ্ট চক্ষু ; আরক্ত, উৎকণ্ঠাযুক্ত মুখাবয়ব।

মুখের একপার্শ্বে উত্তাপ, উহা চিন্তা করিলেই পুনরুত্তেজিত হয়।

গণ্ডদ্বয়ের স্ফীতি।

গণ্ডস্থলে কণ্ডূয়ন ও হুলবেধ।

মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম।

বাম ভাগের চোয়ালের সন্ধি হইতে চিবুক পর্য্যন্ত খল্লিবৎ বেদনা ;— সন্ধ্যাকালে, আহার কালে অথবা বহির্বায়ুতে বিচরণ সময়ে।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ওষ্ঠে উদ্ভেদ।

সব ম্যাক্সিলারি গ্রন্থির স্ফীততা সহ আততি ভাব।

১০ দন্ত।—চর্ব্বণকালে স্তব্ধ এবং শিথিল বোধ।

দন্ত মধ্যে কণ্ডূয়ন এবং হুলবেধ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—তিক্ত, কেবল গলমধ্যে ; মুখ মধ্যে মিষ্ট।

কষ্টে কথা কহিতে পারে।

জিহ্বা কপিশ, শুষ্ক।

মুখমধ্য এবং জিহ্বা ফোস্কাবৃত, তৎসঙ্গে জ্বালা এবং হুলবেধ।

মুখগহ্বরে জ্বালা ও শুষ্কতা। * ঘুংড়ী কাসী।

লালা কমিয়া যায় ; অথবা হুপিং কাসীতে বৃদ্ধি হয়।

১২ গলমধ্য।—গলমধ্যে জ্বালা এবং হুলবেধ ; অবদারণ এবং ক্ষতবৎ অনুভব।

গলমধ্যে কর্ণের দিকে গভীর শুড় শুড়ী ভাব।

গলবেদনা, মিষ্ট দ্রব্য খাইলে বৃদ্ধি।

‖ থাইরইড গ্রন্থির স্ফীততা, এমন কি চিবুক পর্য্যন্ত ; রাত্রে শ্বাস রোধক আক্রমণ ভাব, কুক্কুরের ডাকের ন্যায় কাসী, তৎসঙ্গে গলমধ্যে হুলবেধ এবং উদরে টাটানি বোধ।

‖ গলার বাহিরে ফুলা ; শ্বাসাবরোধক আক্রমণ।

চিৎ হইয়া শয়ন করিলে গলার উপসর্গের উপশম।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অতৃপ্তি জনক ক্ষুধা এবং পিপাসা।

১৫ পানাহার।—আহারকালে : ৮। মিষ্ট : ১৩,২৭। শীতল পানীয় : ২৭। উষ্ণ খাদ্য অথবা পান : ২৭।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়গহ্বরে ক্ষত হওয়ার ন্যায় বোধ, তজ্জন্য চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকে।

পাকাশয় গহ্বরে গলা পর্য্যন্ত আকৃষ্টতা, যেন একত্র হইতেছে, তখন বায়ুনলীতে এরূপ চাপ বোধ হয় যে তিনি (স্ত্রীলোক) কষ্টে শ্বাস ফেলিয়া থাকেন।

পেটের উপর কসা কাপড় সহ্য করিতে পারে না।

পাকস্থলী প্রদেশে সূচীবেধ।

পাকস্থলী থল থলে বোধ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—হাইপোকণ্ড্রিয়াতে প্রচাপন।

১৯ উদর।—উদর মধ্যে গড় গড় শব্দ, প্রাতে এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

শ্বাসকালে উদরস্থ পেশীর প্রবল ক্রিয়া।

বামভাগের কুচকির গ্রন্থির স্ফীতি ও প্রদাহ।

২০ মল, ইত্যাদি।—কোষ্ঠবদ্ধ ; মল কঠিন, স্বল্প, কুন্থনসহ।

গুহ্যদ্বারে কণ্ডুয়ন, দংশন এবং ক্ষত ; সূত্র-কৃমির বহির্গমন।

২১ মূত্র।—পুনঃপুনঃ প্রস্রাবের বেগ সহ স্বল্প ত্যাগ।

মূত্র ফেণিল ; অধঃক্ষেপ ঘন; ধূসরাভ শ্বেত অথবা পীতবর্ণ।

অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—মুষ্ক স্ফীত, কঠিন ; মুষ্ক বিদ্ধবৎ, নিঙড়ান মত বেদনা সহ শুক্রবাহি নলীতে সূচীবেধ ; শয্যা বা বস্ত্র সঞ্চালনে

দপ্ দপ্ করিয়া উঠে। * কুচিকিৎসিত মুষ্ক প্রদাহ।* তরুণ প্রমেহ স্রাব অবরোধের পর।

পুংজননেন্দ্রিয়ে উত্তাপ।

১৯ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অতি শীঘ্র শীঘ্র হয় এবং প্রচুর; তৎপূর্ব্বে পেটবেদনা, কোমর কামড়ানি, হৃদকম্প; ঋতুকালে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আকৃষ্টবৎ বেদনা; শ্বাসাবরোধক আবেশে জাগ্রত হইয়া উঠে।

২০ লেরিংকস।—স্বরভঙ্গতা, কাসী, প্রতিশ্যায়।

স্বরভঙ্গ, স্বর বিকৃত অথবা সরু, দম আটকান বোধ; সীস দেওয়া ন্যায় শ্বাস গ্রহণ।

গান করিতে বা কথা কহিলে স্বর প্রকাশিত হয়।

লেরিংক্সে আবদ্ধতা বা একটা পদার্থ দ্বারা আটকান বোধ।

▌ লেরিংক্সের আক্ষেপ।

স্বরনলী স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

কথা কহিলে স্বরনলীতে বেদনা লাগে।

▌ লেরিংক্স, টেূকিয়া এবং বায়ুনলীর প্রদাহ।

বায়ুনলীমধ্যে ঘড় ঘড় করা শ্লেষ্মার আক্রমণ।

বায়ুনলী মধ্যে অবরোধ অনুভব।

স্বরনলীর সংকোচন সহিত সহসা নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠে।

২১ শ্বাসক্রিয়া —সাঁই সাঁই করা, উৎকণ্ঠাপূর্ণ শ্বাসক্রিয়া, শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি তৎসঙ্গে উদরের পেশীর ভয়ানক শ্রান্তি; সীস বা হুইসিল্ দেওয়ার ন্যায়,করাত টানার ন্যায় শব্দ,কাসীর মধ্যে। *হুপিং কাসী। * ক্রুপ।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা:—শয়নে অতিশয় বৃদ্ধি; উদ্যম করিলে বক্ষমধ্যের অবসন্নতা বৃদ্ধি পায়; সহসা দুর্ব্বলতা, বিচরণ কালে পা কাঁপে; তৎসঙ্গে ফেণিল, শ্বেতবর্ণ, নিষ্ঠীবন এবং বমন; এক ঘণ্টা পরে, সামান্য কাসিলেই ধূসরবর্ণ দলা দলা শ্লেষ্মা উঠে; সম্মুখ দিকে শরীর নত করিলে উপশম।

▮ যেন শুষ্ক শঙ্ক মধ্যদিয়া শ্বাস প্রশ্বাস করিতেছেন এরূপ অনুভব।

হাঁপানি :—ঠাণ্ডা লাগিয়া, শয়ন করিতে পারে না ; ঋতুর পর।

শ্বাসাবরোধ অনুভব সহিত জাগ্রত হইয়া উঠে।

২৭ কাসী।—শুষ্ক, কুকুরের ডাকের ন্যায়, ঘুংড়ীর ন্যায় ; সাই সাই করা, হাঁপযুক্ত ; স্বরনালীমধ্যে শুড় শুড়ী বা জ্বালা জন্য, যে ন কিছু অবরোধ রহিয়াছে ; অথবা বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মাসঞ্চয় এবং গুরুত্ববোধ জন্য।

কাসীর বৃদ্ধি :—মিষ্ট দ্রব্যে ; শীতল পানীয়ে ; তামাকুর ধূমপানে ; মাথা নীচ করিয়া শয়ন,—গৃহ অত্যন্ত উষ্ণ ; শুষ্ক অথচ শীতল বায়ুতে ; উত্তেজনা জন্য। উপশম :—উষ্ণ দ্রব্য পানাহারে।

▮ পুরাতন কাসী, ভয়ানক আক্রমণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন গুটিকা জন্মে।

নিষ্ঠীবন স্বল্প, দুশ্ছেদ্য, পীতবর্ণ, কঠিন, অল্প অম্লাস্বাদবিশিষ্ট ; প্রাতে সরস হইয়া উঠিলেও গিলিয়া ফেলে।

▮ প্রচুর শ্লেষ্মানিষ্ঠীবন, শয়নে অসমর্থ। *ফুসফুস প্রদাহের রেজো-লিউশন্ অবস্থায়।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—সামান্য সঞ্চালনে বা উদ্যমে বক্ষে রক্তসঞ্চয় ; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, বিবমিষা, ভ্রমিভাব।

বক্ষমধ্যে জ্বালা, বিদারণ বা ক্ষতবোধক যাতনার সঙ্গে গুরুত্ব।

▮ বামভাগের ফুসফুসের শীর্ষদেশে গুটিকা আরম্ভ।

বক্ষ এবং স্বরনলী মধ্যে সংকোচনযুক্ত আক্ষেপিক বেদনা।

বক্ষের উভয়পার্শ্ব মধ্যে সূচীবেধ।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—এঞ্জাইনা পেক্টোরিস বা হৃদশূল ; বক্ষমধ্যে সংকোচক বেদনা, উত্তাপ, শ্বাসাবরোধ, মূর্চ্ছা এবং উৎ-কণ্ঠাপূর্ণ ঘর্ম্ম।

▮ বৃহৎ ধমনীতে এনিউরিজম্ বা অর্ব্বুদ ; শুষ্ক, সাময়িক আক্রমণশীল কাসী, শয়নে বৃদ্ধি।

▮ হৃদ্‌কম্পনঃ—প্রবল, বেদনাসহ, খাবি খাওয়ার মত শ্বাসক্রিয়া ;

ভয় ও উদ্বেগ সহ শ্বাসাবরোধ ভাব, মধ্য রাত্রির পর সহসা জাগ্রত হইয়া উঠা।

যন্ত্রণা এবং হৃদপিণ্ড প্রদেশে বেদনা; মাথা নীচ করিয়া শয়নে বৃদ্ধি।

আমবাতিক হৃদ্‌পিণ্ডস্থ-ঝিল্লি প্রদাহ রোগ, প্রতি হৃদ্‌স্পন্দনের সহিত জাঁতা করার ন্যায় শব্দ শুনা যায়।

হৃদপিণ্ড প্রদেশে হুলবেধ, চাপযুক্ত বেদনা।

নাড়ী দ্রুত, কঠিন, পূর্ণ অথবা দুর্ব্বল।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—গ্রীবা এবং গলার পেশী সকলের বেদনাপূর্ণ অনম্যতা।

কটিদেশে চাপযুক্ত বেদনা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাম স্কন্ধের পেশীর উৎক্ষেপ।

সম্মুখবাহু ও হাতের কম্পন ও গুরুত্ব।

সম্মুখবাহুতে বড় বড় ফোস্কা।

হস্তদ্বয়ের স্ফীতি এবং অঙ্গুলির কাঠিন্য।

অঙ্গুলির অগ্রভাগ অসাড়। অঙ্গুলি সন্ধির স্ফীততা ও আরক্ততা।

সমস্ত দিন ব্যাপিয়া, দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যে খল্লিবৎ বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—উরুত আক্ষেপিক ভাবে সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হয়।

উরুত অসাড়, ঠাণ্ডা, তৎসঙ্গে জ্বর।

দক্ষিণ জানু হইতে নিতম্ব পর্য্যন্ত খঞ্জতা বোধ।

পদদ্বয়ের অনম্যতা। পায়ের উষ্ণতা; শিরা স্ফীতি।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অনম্যতা।

সর্ব্বাঙ্গিক কম্পন।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন: ২৮,৩২। বিচরণ: ৩,৮,২৩। উদ্যম: ২৩,২৮। গ্রীবা ফিরাইলে: ২৫। সম্মুখদিকে অবনত: ২৬। পশ্চাৎদিকে অবনত: ৪,২৭। উপবেশন: ৩। উঠিয়া বসিতে হয়: ২৫। শয়নে অক্ষম: ২৬,২৭। শয়ন: ৩,৫,২৬,২৯; চিৎ হইয়া: ৩,১৩,১৭; বিকৃতপার্শ্বে: ৩; মাথা নীচ করিয়া: ২৭,২৯।

৩৬ স্নায়ু ।—নিম্ন অর্দ্ধাঙ্গে অসাড়তা বোধ ।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং অবসন্নতা ।

৩৭ নিদ্রা ।—জ্বরের সঙ্গে অঘোর বা অচৈতন্যকর নিদ্রা ।

বৈকালে নিদ্রালু, জড়ত্ব, ।

মাথা নীচু করিয়া নিদ্রিত থাকা ।

নিদ্রাহীনতার সঙ্গে প্রবল দাহ ।

জাগ্রত থাকে, চক্ষু মুদিত এবং জীবন্ত মূর্ত্তি দেখে ।

নিদ্রাবস্থা হইতে ভয়ে চমকিয়া উঠে ; শ্বাস রোধ ।

মধ্যাহ্নিক নিদ্রার পর, পা অসাড় ।

৩৮ সময় ।—প্রাতঃকাল : ২৫,২৭,৪০ । অপরাহ্ন : ৩৭ । সন্ধ্যা : ৮,৪০ । প্রাতে ও বৈকালে : ৪১ । রাত্রি : ১১ । রাত্রি : ২ । মধ্যরাত্রির পরে : ২৯ ।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু ।—উষ্ণ গৃহ : ৪,২৭ । উষ্ণ ষ্টোভ্ : ৪০ । অনাবৃত বায়ু : ৩,৮ । শুষ্ক, শীতল বায়ু : ৭,২৬ ।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম ।—শীত, তৎসঙ্গে উষ্ণ অগ্নিকুণ্ডের নিকটেও কম্প ; প্রায়ই পৃষ্ঠ বরাবর ।

শীতের পর, প্রবল জ্বর, শুষ্ক উত্তাপ, উরুত ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে দাহ বা জ্বালা, কেবল উরুত অসাড় এবং শীতার্ত্ত থাকে ।

উদ্বেগপূর্ণ উত্তাপ, আরক্ত মুখমণ্ডল, ক্রন্দনপরায়ণ, অশান্তমীয় ।

উত্তাপ, ঘর্ম্ম, কণ্ডূয়ন ।

▌ টাইফয়েড বা সান্নিপাতিক জ্বর ।

ঘর্ম্ম :—প্রাতে সাধারণতঃ ; সন্ধ্যায় মুখমণ্ডলে শীতল ।

৪১ পার্শ্ব ।—দক্ষিণ : ৩, ৩২, ৩৩ । বাম : ৩,৮,১১,২৮,২২ । উভয় পার্শ্ব : ২৮ । নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে : ৩৩ । ভিতর হইতে বহির্ভাগে : ৩ ।

৪২ অনুভব ।—সর্ব্বাঙ্গ ভার বোধ ।

৪৩ ত্বক ।—দাহ, শিরা স্ফীতি ।

গ্রন্থির স্ফীততা ও কাঠিন্য ।

শরীরের গহ্বর সকল মধ্যে শোথ ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ১৫, ৪৬। চাপ : ১৭। নখ-
ঘর্ষণ : ৪৬। শয্যা সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

৪৬ চর্ম্ম।—স্পর্শানুভবকতা।
লাল লাল কণ্ডূয়নযুক্ত কণ্ডূ।
হার্পিজ বা দক্র।

৪৭ অবস্থা।—পাতলা কেশ; চর্ম্ম এবং পেশী শিথিল।
শিশু ও স্ত্রীদিগের পক্ষে উপযোগী।

৪৮ সম্বন্ধ।—একোনাইট ও হেপারের পর স্পঞ্জিয়া বিশেষ ফলপ্রদ।
স্পঞ্জিয়ার পরে :—ব্রোমিয়ম, হেপার সলফর।

সাইকিউটা ভিরোসা।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন—স্তব্ধ এবং জড় ভাবাপন্ন, মানসিক অবসাদ।
যেন অপরিচিত স্থানে আছেন এরূপ বোধ তজ্জন্য ভয়।
মানসিক উন্মত্ততা, গান করা, নানাবিধ ভঙ্গিতে হাস্যজনক নৃত্য।
চিৎকার করা।
বালকের ন্যায় খেলা ভালবাসে, বিছানা হইতে আনন্দে লম্ফ দিয়া
পড়ে, বাল্যভাব।
ক্রন্দন, গোঁ গোঁ করা, এবং চিৎকার করা।
অল্প কথায় উত্তরদান। স্থির প্রকৃতি, সন্তুষ্ট চিত্ত।
ভবিষ্যতের উদ্বেগপূর্ণ চিন্তা; বিষণ্ণ বোধ:
উৎকণ্ঠা; দুঃখপূর্ণ গল্পে অত্যন্ত দুঃখিত হওয়া।
মনুষ্যকে অবিশ্বাস ও পরিত্যাগ বা ঘৃণা করে।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন :—শয্যা হইতে উত্থিত হইলে, বোধ হয় যেন
প্রত্যেক দ্রব্য এ পাশ ও পাশ করিয়া নড়িয়া বেড়াইতেছে
অথবা নিকটে আসিয়া পুনর্ব্বার সরিয়া যাইতেছে; টলিয়া
বা ঘুরিয়া পড়া; অবনত হইলে পতিত হওয়া।

মস্তিষ্ক বিকম্পনের (concussion) মন্দফল, যখন আক্ষেপ আরম্ভ হয়।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তিষ্কে গভীর চাপপড়া; মস্তকের সম্মুখে বা পশ্চাতে গুরুত্ব।

এক পার্শ্বে বিদীর্ণ, কর্ত্তনবৎ বেদনা।

প্রাতে জাগ্রত হইলে শিরঃপীড়া, যেন মস্তিষ্ক শিথিল হইয়াছে, হাঁটিতে গেলে কাঁপে; ইহার (শিরঃপীড়া) বিষয় বা স্বরূপ চিন্তা করিতে যাইলে আর শিরঃপীড়া থাকে না।

৪ বহির্মস্তক।—কোন দ্রব্য দেখিবার কালে,মস্তক সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া বা বসিয়া পড়ে।

মস্তকের উৎক্ষেপ।

মস্তককম্পন, সঞ্চালনে বৃদ্ধি; তাড়িতের ন্যায় এক একটী উৎক্ষেপ বা অঙ্গ-বিকম্পন শৈত্যে বৃদ্ধি।

স্থির হইয়া থাকিলে এবং উষ্ণতায় উপশম।

৫ চক্ষু।—আলোকে চৈতন্যাধিক্য।

অক্ষর সকল যেন নিকটে, একবার দূরে যাইতেছে অথবা বিলোপ হইতেছে; অথবা তাহাদের চারিপার্শ্বে ইন্দ্রধনুর ন্যায় বর্ণ; দ্রব্য সকল ডবল এবং কালচে দেখায়; দৃষ্ট বস্তু সকল একবার নিকটে একবার দূরে দেখায়।

এক দৃষ্টে কোন বস্তুর প্রতি তাকাইয়া থাকা।

অক্ষি কণিনীকা:—মস্তিষ্ক বিকম্পে প্রসারিত; আক্ষেপিক পীড়ায় সংকুচিত।

চক্ষুর প্রান্তভাগে নীলিমা; চক্ষু অন্তঃপ্রবিষ্ট।

৬ কর্ণ।—শ্রবণে চৈতন্যাধিক্য।

বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা।

কর্ণের উপরে চারিধারে জ্বালাজনক পূয সঞ্চয়ী উদ্ভেদ।

৭ কর্ণ।—নাসিকা অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু, সামান্য স্পর্শেই রক্ত স্রাব জন্মে।

নাসিকা হইতে পীতবর্ণের স্রাব; নাসিকা মধ্যে পীত বর্ণের মামরী

সর্দ্দি ব্যতীত বারম্বার হাঁচি।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—মৃতবৎ ফেকাসে ভাব বা লাল নীলাভ, স্ফীত ভাবাপন্ন।

মুখাবয়বের বিকট ভঙ্গিমা, ভীতপ্রদ অথবা হাস্যোদ্দীপক।

মুখের পেশীর আক্ষেপ।

মুখমণ্ডলে মলিন, লালবর্ণ পীড়কা তৎসঙ্গে জ্বালাকর বেদনা।

মুখমণ্ডলে জ্বালাজনক, পূজসঞ্চয়ী এবং সংযুক্ত উদ্ভেদ।

মুখমণ্ডলে দক্রে।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—চোয়াল আটকান, দাঁতে দাঁত চাপিয়া যায়।

মুখগহ্বরের বাম প্রান্তভাগে পীতবর্ণের উদ্ভেদ বা মামরীযুক্ত ক্ষত হইতে পীতবর্ণ বিদাহী রস নির্গত হইতে থাকে, ওষ্ঠদ্বয়, চিবুক এবং গণ্ডস্থল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে।

ওষ্ঠের কর্কটরোগ।

১০ দন্ত—দন্ত কিড়মিড় করা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বার স্ফীততা; জিহ্বার প্রান্তভাগে শ্বেতবর্ণ বেদনাবিশিষ্ট, জ্বালাজনক ক্ষত; স্পর্শে বেদনা।

কষ্টে কথা কহে; কথা কহিবার সময় সম্মুখ হইতে পশ্চাদ্দিকে মস্তকে উৎক্ষেপ বোধ, যেন হিক্কার সময়ের ন্যায় তাহাকে কথা গিলিতে হইয়াছিল।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্যে এবং মুখের চারিপার্শ্বে ফেনা।

১৩ গলমধ্য।—গলাধঃকরণে অসমর্থ।

গলার মধ্যে এক হইয়া গিয়াছে এরূপ বোধ; বাহ্যতঃ সঞ্চালনে বা স্পর্শে সূচবৎ বেদনা; মধ্যাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হিক্কা।

একখণ্ড তীক্ষ্ণ অস্থি বা কণ্টক গলাধঃকরণের পর, অন্ননলী বদ্ধ এবং দম আটকান বা শ্বাসাবরোধ আশঙ্কা।

১৪ ইচ্ছা অনিচ্ছা।—কয়লা খাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা।

আহারের পরেই, পেট বেদনা এবং নিদ্রালুতা।

১৫ বিবমিষা এবং বমন।—প্রবল হিক্কা এবং ক্রন্দন।

আহারকালে এবং প্রাতে বিবমিষা।

বমন :-- পিত্ত; রক্ত; অবনত হইলে, গর্ভাবস্থায়; বক্ষের পেশীর আক্ষেপের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে, এবং চক্ষুর বিকৃত ভঙ্গিমাসহ।

১৭ পাকস্থলি।—পাকাশয়গহ্বরে সহসা প্রগাঢ় আবেগ জন্য দেহ পশ্চাৎ বা পৃষ্ঠের দিকে বক্রতা প্রাপ্ত।

পাকাশয় ও উদরে জ্বালাজনক প্রচাপন।

পাকাশয় মধ্যে স্ফীতি এবং দপদপানি।

পাকাশয়ে উত্তাপ।

১৮ উদর।—আক্ষেপ সহ পেট বেদনা, এবং বমন।

উদরের বিস্তৃতি এবং বেদনা।

পুরাতন অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ।

২০ মল, ইত্যাদি।—পুনঃ পুনঃ তরল ভেদ।

ওলাউঠায় যখন ভেদ বন্ধ হইয়া মস্তিষ্কে এবং বক্ষে রক্তসঞ্চয়, চক্ষু উলটান, শ্বাসকষ্ট, এবং অন্যান্য লক্ষণ আরব্ধ হয়।

সরলান্ত্রে কণ্ডূয়ন, ঘর্ষণে জ্বালাকর বেদনা।

২১ মূত্র।—প্রবল বেগ সহ হয় অধিক পরিমাণে মূত্র, অথবা আদৌ প্রস্রাব হয় না।

বৃদ্ধগণের অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

মূত্রাধারের পক্ষাঘাত, তজ্জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—উদরস্থ অঙ্গুরীসদৃশ বাহ্য ছিদ্র মধ্যে অণ্ডকোষদ্বয় আকৃষ্ট হইয়া উঠে।

লিঙ্গমণি পর্য্যন্ত, মূত্র পথে আকৃষ্টবৎ বেদনা, টাটানি, তজ্জন্য প্রস্রাব করিতে হয়।

ফসা ন্যাভিকুলারিস্ মধ্যে সূচীবেধ সহ স্বপ্নভঙ্গ বা নৈশ রেতঃস্রাব।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু বিলম্বে হয়।

ঋতু প্রকাশ না পাইলে আক্ষেপিক অবস্থা উপস্থিত হয়।

ঋতু সময়ে কাকচঞ্চু অস্থিমধ্যে ছিন্নবৎ এবং আকৃষ্টবৎ বেদনা।

২৪ গর্ভাবস্থা।—সূতিকাক্ষেত্রে আক্ষেপ।

২৬ শ্বাস ক্রিয়া।—যাতনা, কষ্টে শ্বাসক্রিয়া; বক্ষের পেশীর আক্ষেপ জন্য ঐরূপ হয়।

২৭ কাসী।—কাসীর সঙ্গে নিষ্ঠীবন বা গয়ার উঠে।

২৮ ফুস্‌ফুস্‌।—বক্ষে অত্যন্ত তাপ।

বক্ষমধ্যে শৈত্যানুভব।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী।—হৃদপিণ্ডের কম্পনশীল স্পন্দন।

যেন হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হইবে এরূপ বোধ, কখন কখন ভ্রমিবোধ

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষাস্থির নিম্নাংশে ক্ষত অনুভব।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—গ্রীবামধ্যে বেদনা, মস্তক পশ্চাদ্দিকে আক্ষেপিক ভাবে আকৃষ্ট হয়, তৎসঙ্গে হস্ত কম্পন।

গ্রীবার পেশীতে অশিথিলতা।

গ্রীবার পেশীর আক্ষেপ।

কাকচঞ্চু অস্থি মধ্যে ছিন্নবৎ উৎক্ষেপ।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—আক্ষেপের পর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্পূর্ণ শক্তিহীনতা।

অঙ্গুলির অসাড়তা।

হাতের শিরা ফুলা।

বাহু ও অঙ্গুলিতে পুনঃপুনঃ অনৈচ্ছিক উৎক্ষেপ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিম্নাঙ্গের পেশীতে বেদনাপূর্ণ কাঠিন্য বা অনম্যতা বোধ।

বাম পদের কম্পন।

পা যেন আর দেহভার বহন করিতে চায়না,তজ্জন্য নেংড়াইয়া চলা।

হাঁটিবার সময় পায়ের তলা প্রকৃতভাবে পড়ে না।

৩৪ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—মস্তক সঞ্চালন: ৪। গলা নাড়া: ১৩। শয্যা হইতে উল্লম্ফন:২। বিচরণ: ৩,৩৩। অবনত হইলে: ২, ১৬। উপবেশন: ৪। বিশ্রাম: ৪। মস্তক ফিরাইলে: ৩১।

৩৫ স্নায়ু।—আক্ষেপ সহ চৈতন্য লোপ, সমস্ত শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভীতিজনক খেঁচুনি।

আক্ষেপসহ ধনুষ্টংকারবৎ পৃষ্ঠের দিকে বক্রতা প্রাপ্তি।

মৃগীর আক্ষেপ বা আক্রমণ, তৎসঙ্গে পাকস্থলীর স্ফীতি, যেন ডায়-ফ্রামের প্রবল আক্ষেপের জন্য ; হিক্কা ; চীৎকার ; মুখ আর-ক্তিম ; চোয়াল আবদ্ধ ; চৈতন্য লোপ ; অসাড়ে মূত্রত্যাগ ।

সহসা অনম্য এবং নাড়া যায় না ।

সামান্য স্পর্শেই পুনর্ব্বার আক্ষেপ হইতে থাকে ; এমন কি দ্বার উদ্ঘাটনে কিম্বা সজোরে কথা কহিলে ।

স্বপ্ন সঞ্চরণ, স্থির একদৃষ্টি, আংশিক চৈতন্য লোপ, সহসা কাঠিন্য, তৎসঙ্গে উৎপেক্ষ, তৎপরে অত্যন্ত শিথিল ভাব এবং অবসন্নতা, কৃমির উপসর্গ জন্য ।

সর্ব্বাঙ্গিক দৌর্ব্বল্য ।

৩৭ **নিদ্রা** ।—অঘোর তন্দ্রালু অবস্থা । *ওলাউঠা ।

বারম্বার জাগ্রত হইয়া উঠে তৎসঙ্গে সর্ব্বাঙ্গিক ঘর্ম্ম ।

স্বপ্ন :—সুস্পষ্ট, পূর্ব্ব দিবসের ঘটনা বিষয়ক ।

৩৮ **সময়** ।—প্রাতঃকাল : ৩,১৬ । মধ্যাহ্ন হইতে সন্ধ্যা : ১৩ । রাত্রি : ২২,৪০ । প্রাতঃকালের সময় : ৪০ ।

৩৯ **উত্তাপ এবং বায়ু** ।—অগ্নি সন্তোগের অত্যন্ত ইচ্ছা ।

উষ্ণতা : ৪,৪০ । শীতলতা : ৪ ।

৪০ **শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম** ।—শীত এবং কম্প, তৎসঙ্গে উষ্ণতা এবং অগ্নি সন্তাপের ইচ্ছা ।

কম্প বক্ষস্থল হইতে আরম্ভ হয়, পরে বাহুতে ও পায়ে নামিয়া আইসে ।

সামান্য উত্তাপ, কেবল আভ্যন্তরিক ।

টাইফয়েড বা সান্নিপাতিক জ্বর, তৎসহ মস্তক ঘূর্ণন, কর্ণ নাদ, বধিরতা ; চক্ষু নিস্তেজ, কাচের ন্যায় ; মুখ ফেকাসে ; প্রবল পিপাসা ; পেট ডাকা ; তন্দ্রা এবং স্থির প্রলাপ ।

রাত্রে এবং প্রাতে ঘর্ম্ম, উদরেই প্রধানতঃ ।

৪২ **পার্শ্ব** ।—দক্ষিণ : ৪৬ । বাম : ৯, ৩২,৩৩ । একপার্শ্ব : ৩ । সম্মুখ হইতে পশ্চাৎদিকে : ১১ । উপর হইতে নিম্ন দিকে : ৪০ ।

৪২ অনুভব।—বহু স্থানে দৃষ্টবৎ অনুভব।

৪৫ আঘাত, সংস্পর্শ ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৭,১১,১৩,৩৬, ৪৬।

৪৬ চর্ম্ম।—দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির উপরে লাল ফোস্কা, স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

হস্তে এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত, বড় বড় মটরের আকারের মত উন্নত উদ্ভেদ, তৎসঙ্গে স্পর্শে জ্বালা ; পরে বা বিলম্বে সংযুক্ত হইয়া যায়।

৪৭ অবস্থা।—বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ : ১, ৬,২১।

৪৮ সম্বন্ধ।—সাইকিউটা কখনও কখনও ল্যাকেসিসের পরে নির্দ্দিষ্ট বা ব্যবহৃত হয়।

সাইকিউটার প্রতিবিষ :—আর্ণিকা, ওপিয়ম।

সাইকিউটা প্রতিষেধ করে :—ওপিয়ম।

সাইমেক্স লেকটুলেরিয়স।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—উৎকণ্ঠাপূর্ণতা।

অত্যন্ত বিরক্ত, প্রত্যেক দ্রব্য খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন করিতে ইচ্ছা।

নিজের ধর্ম্মে বিরক্ত হওয়া।

২ চৈতন্য।—মস্তকের জড়ত্ব।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—দক্ষিণ কপালের অস্থির নিম্নে আকৃষ্টবৎ শিরঃপীড়া।

শিরঃপীড়া, তাহাতে প্রায় চিন্তাশক্তি লোপ করে।

মদ্য পান জন্য প্রবল শিরঃপীড়া।

৭ নাসিকা।—নাসা-রন্ধ্রের বিরক্তিকর শুষ্কতা।

মধ্যাহ্ন কালে এক ঘন্টাকাল ব্যাপিয়া হাঁচি।

স্রাবশীল সর্দ্দি, তৎসঙ্গে কপাল-গহ্বরে চাপ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বা যেন দগ্ধ হইয়া ছাল উঠিয়া গিয়াছে এরূপ বোধ ; ঈষৎ শ্বেতবর্ণের লেপাবৃত।

১৩ গলাভ্যন্তর।—জ্বরের উত্তাপকালে, অন্ননালী মধ্যে (বক্ষ মধ্যদিয়া) প্রচাপন ও শ্বাসাবরোধ অনুভব; পিপাসা থাকে না, কিন্তু দম আটকান দূর করিবার জন্য জলপান করিলে থাকিয়া থাকিয়া উহা নামিয়া যায়, যেন গলা সংকুচিত হইয়া গিয়াছে।

গলকোষ এবং উপরের মাড়ী যেন হাজিয়া গিয়াছে এরূপ বোধ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—উত্তাপের পর বড় ক্ষুধা।

পিপাসা, কিন্তু নড়িয়া গিয়া জল আনিতে ভীত।

পিপাসা না থাকিলেও পানে ইচ্ছা।

১৫ পানাহার।—পানের পর :—৪০।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—জ্বরের সঙ্গে গা আড়ু মাড়ু করা।

২০ মল, ইত্যাদি।—কোষ্ঠবদ্ধতা, কুক্কুর বিষ্ঠার ন্যায় মল শক্ত এবং শুষ্ক।

বাহ্যের সঙ্গে অর্শের বেদনা।

২১ মূত্র।—পাত্রের ভিতর দিকে মূত্রের অধঃক্ষেপের লাল দাগ ধরে।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—লেবিয়ার মধ্যে উষ্ণানুভব।

২৭ কাসী।—কাসীর সঙ্গে উদ্গার, বমন।

প্রবল কাসীর সঙ্গে পূযময় গয়ার এবং কম্পের সহিত জ্বরের দৈনিক আক্রমণ।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—নাড়ী দুর্ব্বল, সবিরাম।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিম্নাঙ্গে গুরুত্ব।

পায়ের টানা হ্রস্ব বোধ, জানু গুটাইয়া আইসে; বিস্তার করিবার চেষ্টা করিলে, উরুতে বেদনা করে।

অধিকক্ষণ বিচরণে যেরূপ ক্লান্তি হয়, নিম্নাঙ্গে তদ্রূপ অস্থিরতা।

ঠাণ্ডা বাতাসে যেরূপ হয় সেইরূপ জানু ঠাণ্ডা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালনে, বিশেষতঃ অঙ্গ বিস্তার কালে বহিঃপ্রসারক পেশী সূত্রে আতত্তিযুক্ত বেদনা।

বসিয়া থাকিতে হয়; কোমর অথবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্লান্ত।

৩৬ স্নায়ু।—ক্লান্তি, তৎসঙ্গে সমস্ত দিন অঙ্গমর্দ্দন বা বিস্তার ইচ্ছা।

৩৭ নিদ্রা।—অপ্রতিহত নিদ্রালুতা।

৩৮ সময়।—মধ্যাহ্ন : ৭।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীতের পূর্ব্বে পিপাসা এবং পায়ে গুরুত্ব।

শীত, হস্ত মুষ্টি এবং প্রবল রাগের সহিত আরম্ভ হয়।

শীতের সঙ্গে সন্ধি সমূহ বেদনা; যেন পেশী সূত্র সকল অতিশয় হ্রস্ব, এবং পদপ্রসারণ করা যায় না; বক্ষে যাতনা বোধ; অপ্রতিহত নিদ্রালুতা; হাত পা মৃতবৎ।

শীতের পর পিপাসা; পানে প্রবল শিরঃপীড়া জন্মায়; যতক্ষণ জ্বর থাকে স্বরনালীতে গুড়্গুড়ী জন্য ক্রমাগত শুষ্ক কাশী হইতে থাকে, শ্বাসকষ্ট, উদ্বেগ; পান না করিলে এসকল হয় না।

জ্বরের সঙ্গে বমন; অন্ননলী সংকুচিত বোধ।

ঘর্ম্ম :—প্রধানতঃ মস্তকে এবং বক্ষস্থলে।

ঘর্ম্ম হইলে অন্যান্য লক্ষণের শমতা হয়।

গন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম্ম, গন্ধ নিজের নিকটে বিরক্তিজনক।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ দিক প্রধানতঃ আক্রান্ত বোধ হয়।

৪৩ অনুভব।—যেন নিজের শরীরের মধ্যেই হামাগুড়ি দিতে হইবে এরূপ অনুভব, তজ্জন্য যত পাবেন গোটসোট বা জড়সড় হইতে থাকেন, তৎসঙ্গে উরুতে বেদনা।

সাইক্লেমেন ইউরোপিয়ম।

পরীক্ষক ;—হানিমান।

১ মন।—মস্তকের জড়ত্ব বা মূঢ়তা।

মস্তকে গোলমাল বোধ।

গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন, নির্জ্জনতা অন্বেষণ করে,ভবিষ্যৎ বিষয় চিন্তা করে।

বিষণ্নতা; ক্রন্দনপ্রবণ।

উগ্রতার সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে প্রফুল্লান্তঃকরণ।

অত্যন্ত দুঃখিত চিত্ত, যেন কোন মন্দকার্য্য করিয়াছেন অথবা কর্ত্তব্য কার্য্য করেন নাই।

খিটখিটে, উগ্রস্বভাব।

২ চৈতন্য।—কোন পদার্থের গায়ে হেলান দিতে গেলে বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক সঞ্চালিত হয়।

মস্তক ঘূর্ণন:—পদার্থ সকল বৃত্তাকারে তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে, অথবা নাগোর-দোলার ন্যায় দুলিতে থাকে; বহির্বায়ুতে ভ্রমণ কালে; উপবিষ্টাবস্থায় এবং গৃহমধ্যে উপশম।

মস্তকে পূর্ণতা এবং উত্তাপ।

ইন্দ্রিয়গণের স্তব্ধতা বা জড়ভাব।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকের মূর্দ্ধাদেশে সামান্য চাপন, যেন মস্তিষ্ক বস্ত্রাবৃত ছিল, তজ্জন্য জ্ঞান লোপ হইবে বোধ হয়।

সম্মুখমস্তকে প্রবল শিরঃপীড়া; অর্দ্ধাবভেদক শিরঃপীড়া (বাম)।

রগে সূচীবেধবৎ, চিড়িকমারা অথবা লৌহবেধবৎ বেদনা।

সন্ধ্যাকালে অথবা প্রাতে শয্যা হইতে উঠিলে পর শিরঃপীড়া বৃদ্ধি।

শীতল জল প্রয়োগে শিরঃপীড়া উপশম।

মস্তকে রক্ত সঞ্চয়।

শয্যার উষ্ণতায় বৃদ্ধি।

৪ বহির্মস্তক।—বাহ্যতঃ ছিন্নবৎ, চাপপ্রদ বেদনা।

করোটীত্বকে তীব্র কীট সঞ্চরণ হুলবেধবৎ বেদনা, নখঘর্ষণে স্থান পরিবর্ত্তন করে; বিশ্রামে, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি; বিচরণকালে উপশম।

করোটীত্বকে পূয বা রস বিহীন পীড়কা।

মস্তক আবদ্ধ বোধ।

৫ চক্ষু।—চক্ষু সম্মুখে একবার পীত, একবার সবুজবর্ণ।

চক্ষু সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দর্শন।

দৃষ্টি:—যেন ঘন নীলবর্ণ কাচ মধ্যদিয়া দেখিতেছে; যেন চক্ষু সম্মুখে কুজ্ঝটিকা রহিয়াছে; ▌ শিরঃপীড়াসহ ঘোর দৃষ্টি।

আলোকের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকার দাগ।

অস্পষ্ট দৃষ্টি ও তৎসহ চক্ষু-সম্মুখে আলোক-বিন্দু দর্শন।

দ্বিত্ব দৃষ্টি। চক্ষুর আকুঞ্চন পীড়া।

কণিকা প্রসারিত; অথবা পর্য্যায়ক্রমে সংকুচিত এবং প্রসারিত।

চক্ষু অন্তঃপ্রবিষ্ট এবং ক্লান্তভাব।

উপর অক্ষিপুটের স্ফীততা।

অক্ষিপুট মধ্যে শুষ্কতা এবং চাপ, যেন ফুলিয়াছে, এবং উহাতে ও অক্ষিগোলক মধ্যে সূচীবেধ ও গুড় গুড় করা।

চক্ষুমধ্যে উত্তাপ।

৬ কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে গর্জ্জনবৎ; গুণ গুণ রব; অথবা বাদ্যবৎ নাদ।

শ্রুতি শক্তি হ্রাস, যেন কর্ণমধ্যে তুলা বা অন্য কোন পদার্থ রহিয়াছে।

দক্ষিণ কর্ণমধ্যে আকৃষ্টবৎ বেদনা; বধিরতা বা শ্রবণশক্তি নষ্ট।

কর্ণে কণ্ডূয়নসহ কর্ণমল বৃদ্ধি।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণ শক্তি হ্রাস হইয়া যায়।

পুনঃ পুনঃ হাঁচি, তৎসহ কর্ণমধ্যে কণ্ডূয়ন।

নাসিকার শুষ্কতা।

প্রাতে স্রাবশীল সর্দ্দি।

নাসিকার উপরে চাপপড়া বেদনা।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল পাণ্ডুর; চক্ষুর চতুর্দ্দিকে গোলাকার মণ্ডল।

ঈষৎ শ্বেতাভ-পীতবর্ণের রসপূর্ণ-পীড়কায় আবৃত, আবার উহারা শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—নিম্ন চোয়ালে কণ্ডূয়ন।

ওষ্ঠের অসাড়তা বা কাঠিন্য অনুভব।

পিপাসাশূন্যতাসহ ওষ্ঠের শুষ্কতা।

১০ দন্ত।—দন্তমধ্যে ছিন্নবৎ; সূচীবেধ; লৌহবেধবৎ বেদনা (দক্ষিণ)।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—স্বাদশূন্যতা; দুর্গন্ধ; পচা; বসাযুক্ত।

খাদ্য দ্রব্যে স্বাদহীনতা।

জিহ্বার অগ্রভাগ লাল; তদুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্বালাকর ফোস্কা, কথা কহিতে বা চর্ব্বণ করিতে পারা যায় না; ঈষৎ পীতাভ শ্বেতবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা।

জিহ্বাতে সূচীবেধবৎ বেদনা।

২ মুখমধ্য।—লালা বৰ্দ্ধিত।

মুখমধ্যে চটচটে শ্লেষ্মা।

মুখগহ্বরের অতিশয় আরক্ততা।

১৩ গলমধ্য।—সন্ধ্যাকালে গলকোষের শুষ্কতা, তৎসঙ্গে ক্ষুধা ও পিপাসা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—সামান্য ক্ষুধা।

আহারে ইচ্ছা থাকে না; সম্পূর্ণ ক্ষুধালোপ।

সামান্য আহারের পর খাদ্যে ঘৃণা ও গলমধ্যে বিবমিষা বোধ।

রুটীর সহিত মাখনে এবং ঘৃতাদি বসা দ্রব্যে ঘৃণা।

রাত্রে থাকিয়া থাকিয়া পিপাসা।

পিপাসাহীনতা।

১৫ পানাহার।—আহারের পর:—নিদ্রালুতা; হিক্কা, অন্ত্রমধ্যে কূজন; দুর্ব্বল পরিপাক শক্তি।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—প্রবল হিক্কা।

উদ্গার:—অম্লাস্বাদ; খাদ্যের; বসার আস্বাদ।

পানাহারের পর বিবমিষা; লেমনেডে নহে।

বসাযুক্ত খাদ্যের পর বিবমিষা।

বমন:—জলবৎ শ্লেষ্মা; ভুক্ত দ্রব্য; ঈষৎ সবুজবর্ণের তরল।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে সূচীবেধ।

পাকাশয় গহ্বরে, অত্যধিক আহারের পর যেরূপ হয়, তদ্রূপ পূর্ণতা এবং প্রচাপন।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ।

অন্ত্র মধ্যে গোলক সদৃশ বিস্তৃতি, দক্ষিণ পার্শ্বে যকৃতের নিম্নে।

১৯ উদর।—উদর মধ্যে পূর্ণতা বোধ।

উদরের বিস্তৃতি।

অল্প স্পর্শে বেদনা।

নাভিপ্রদেশে সূচীবেধ বেদনা।

খল্লিবৎ বেদনা।

উদরের ভিতর যেন জীবন্ত কিছু নড়িতেছে বোধ।

বামদিকের কুচকির নিকট :—সূচীবেধ ; কণ্ডূয়ন।

২০ মল, ইত্যাদি।—সরলান্ত্রে চাপন।

সরলান্ত্রে বা গুহ্যদ্বারে উষ্ণতা, তৎসঙ্গে অর্শের শিরায় স্ফীতি।

মল প্রবৃত্তি ; কুন্থন।

মল :—গন্ধ বিহীন, কটাবর্ণের পীতাভ, সামান্য আমমিশ্রিত।

জলবৎ ভেদ।

পুনঃপুনঃ কঠিন মল বাহির হওন।

গুহ্যদ্বারে এবং বিটপপ্রদেশে আকৃষ্টবৎ, চাপপড়া বেদনা, যেন একটী স্থলে পাকিতেছে ; ভ্রমণকালে অথবা বসিয়া থাকিলে।

অর্শের রক্তস্রাব।

২১ মূত্র।—প্রচুর মূত্র, জলবৎ এবং বারম্বার।

পুনঃপুনঃ বেগ সহ স্বল্প মূত্র ত্যাগ ; অথবা কদাচিৎ এবং স্বল্প মূত্র।

মূত্র ঘোর লাল।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—উত্তেজক স্বপ্ন ব্যতীত রাত্রে লিঙ্গোদ্রেক।

মূত্রমার্গে সূচীবেধ।

মৃগী রোগ।

সামান্য মর্দ্দনে মেঢ্র ত্বকে এবং লিঙ্গমণিতে ক্ষত বোধ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু প্রচুর এবং বারম্বার।

প্রচুর ঋতু স্রাব, তৎসঙ্গে মস্তকের স্থূলতা এবং দৃষ্টির কুয়াসাবৎ অস্বচ্ছতা।

শোণিত চাপ চাপ, কৃষ্ণবর্ণ, শ্লৈষ্মিময়।

ঋতু স্বল্প বা বন্ধ এবং বেদনাযুক্ত ; বিশুদ্ধ বায়ুতে আশঙ্কা।

ঋতুর পরে স্তন ফুলা, তৎসহ দুগ্ধের ন্যায় স্রাব।

২৪ গর্ভ।—মুখ ও গল মধ্যে খাদ্য দ্রব্যে ঘৃণা ও বিবমিষা।

২৫ লেরিংক্স।—উচ্চৈঃস্বরে পাঠকালে স্বর দুর্ব্বল।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসাবরোধের সঙ্গে বক্ষে যাতনা।

দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস।

২৭ কাসী।—ট্রেকিয়া বা স্বর নলী মধ্যে শুষ্কতা এবং অবদরণ জনিত শ্বাস-রোধক কাসী।

২৮ ফুস্‌ফুস্‌।—বক্ষাস্থির মধ্যস্থানে প্রচাপন।

প্রথমে বাম বক্ষের মধ্যে, তৎপরে দক্ষিণে সূচীবেধ।

হৃদপিণ্ডের এপেক্স বা অগ্রভাগে সূচীবেধ।

শ্বাসের হ্রস্বতা ও যাতনা সহ ছিন্নবৎ ভাবযুক্ত সূচীবেধ।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদপিণ্ড প্রদেশে ঘড়ঘড় শব্দ।

হৃদপিণ্ড মধ্যে যেন কিছু জীবন্ত পদার্থ দৌড়িয়াযাইতেছেএরূপবোধ।

হৃদকম্পন।

নাড়ী :—৬বল বা দুইটী আঘাত, অত্যন্ত দ্রুত ; অনমুভবনীয়।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষাস্থির মধ্যস্থানে চাপন।

বক্ষের আকুঞ্চন অনুভব।

যেন চুচুক দিয়া বায়ু ধারাবাহিকরূপে বহির্গত হইতেছে এরূপ বোধ।

স্তন স্ফীত, তন্মধ্যে দৃঢ়শিথিলতা ও সূচীবেধ; দুগ্ধবৎ রসের কষ্টকর এবং বেদনাপূর্ণ স্রাব।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—গ্রীবার কাঠিন্যসহ খঞ্জকর বেদনা।

গ্রীবার বামভাগে আকৃষ্টবৎ আমবাতিক বেদনা

দক্ষিণ বৃক্কক প্রদেশে গভীর বেদনাবিশিষ্ট বা ভেদকারী অনুগ্র সূচীবেধ, শ্বাস গ্রহণকালে বৃদ্ধি।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধাস্থির উপরে ছিন্নকর বেদনা সূচীবেধ রূপে পরিণত, তৎসঙ্গে বাহুতে খঞ্জকর বেদনা।

স্কন্ধে এবং কক্ষমধ্যে কণ্ডূয়ন।

দক্ষিণ বাহুতে খঞ্জকর, কঠিন প্রচাপন, যেন অস্থিবেষ্টে এবং গভীর তলের পেশীতে প্রচাপন ; উহা অঙ্গুলি পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়ায় লিখিতে বাধা জন্মে।

কনুইসন্ধির বাহিরদিকে মৃষ্টবৎ বেদনা ; হাত নাড়িলে স্পর্শেওবেদনা।

হস্ত মধ্যস্থ দ্রব্য পতিত হইবে এরূপ বোধ।

কনুই ও মণিবন্ধ সন্ধিতে ছিন্নবৎ বেদনা।

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলির খল্লি সদৃশ ধীর সংকোচন ; অগ্রভাগ পরস্পর একত্রিত হয় এবং সজোরে প্রসারিত করিতে হয়।

বামহস্তে লাল, লাল ফোস্কা, তৎপূর্ব্বে অনামিকা ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে অতিশয় কণ্ডূয়ন।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—উপবেশনকালে মেরুদণ্ডের সন্নিকটস্থ বামদিকের নিতম্বের পেশীতে আমবাতিক আকৃষ্টতা; দাঁড়াইলে থাকে না।

দক্ষিণ জানুর পশ্চাতের পেশীর উপরে খল্লিবৎ বেদনা।

পায়ের পেশীতে আকৃষ্টবৎ বেদনা, যেন জানুর গহ্বর হইতে সমুত্থিত।

দক্ষিণ পায়ের ডিমে কণ্ডূয়ন ও শোনিত শিরার স্ফীতি।

পায়ের তলায় মচকান মত বেদনা, গোড়ালিতে বেশী।

গোড়ালি মধ্যে বহির্বায়ুতে ভ্রমণকালে জ্বালাকর ক্ষতবৎ বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বোধ হয় যেন তাহাদের গতি শক্তি স্থগিত বা নষ্ট হইয়াছে।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রাম : ৪,২৮, ৪৪। সঞ্চালন : ৩২,৩৬ : বিচরণ : ২,৪,২০,২৩,২৮, ৩৭,৪৪। উত্থান : ৩। দণ্ডায়মান ৩৩। উপবেশন : ২,২০,২৩,৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—সর্ব্বাঙ্গে সাতিশয় অবসন্নতা, বিশেষতঃ জানুতে, যদিও মনের প্রফুল্লতাভাব থাকে।

সর্ব্বাঙ্গে দুর্ব্বলতা ও অবসাদ, একটী অঙ্গ সঞ্চালনও ভারবোধ হয়।

৩৭ নিদ্রা।—বারম্বার জৃম্ভন।

প্রাতে অত্যন্ত নিদ্রালুতা।

অস্থির নিদ্রা, অর্থ বিষয়ক স্বপ্ন।

নিদ্রিত হইবার অনতিবিলম্বে বুকচাপা।

নিদ্রা অস্বচ্ছন্দতা পূর্ণ, এবং প্রাতেরদিকে স্বপ্ন পূর্ণ ; স্বপ্নদোষ।

অধিক রাত্রিতে নিদ্রা যায়, প্রত্যূষে জাগ্রত হয়।

প্রত্যূষে জাগ্রত হইলেও এতাধিক ক্লান্ত এবং নিদ্রালু হইয়া পড়ে, যে উঠিতে পারে না।

স্বপ্ন :—অশ্লীল; ভীতিপ্রদ; সুস্পষ্ট।

৩৮ সময়।—প্রাতে : ৩,৭,৩৭। পূর্ব্বাহ্ন : ৪০। সন্ধ্যা : ৩,৪,১০,২৩, ৪৫। রাত্রি : ১৪,২২,৪০।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—গৃহ : ২। অনাবৃত : ৪০। খোলাবায়ু; ২, ২৩, ৩৩। শীতলবায়ু : ৪০। শীতল জল : ৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—পূর্ব্বাহ্নে অথবা সন্ধ্যায় শীত।

সন্ধ্যাকালে শীত, শীতল বায়ু এবং অনাবৃতে চৈতন্যাধিক্য। শীত-প্রধান জ্বর।

শীতের পর মুখে প্রধানতঃ উত্তাপ, পিপাসা থাকে না; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হাত ঠাণ্ডা থাকে।

সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপ বোধ, বিশেষতঃ হাতে মুখে।

আহারের পর সর্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ, কেবল মুখে থাকে না।

রাত্রে নিদ্রাকালে ঘর্ম্ম, ঘর্ম্মে তীব্র গন্ধ।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৬,১০,১৮,৩১,৩২,৩৩। বাম : ৫,১৯,২৮,২৯,৩১,৩৩। বাম হইতে দক্ষিণ : ২৮। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধদিকে : ৩১। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ৩২,৩৩।

৪৪ তন্তু।—যে যে স্থানে অস্থি বাহির হইয়া থাকে সেই সেই স্থলে চাপ-পড়া, আকৃষ্টতা অথবা ছিন্নবৎ বেদনা; বিশ্রামাপেক্ষা ভ্রমণে বৃদ্ধি।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি। স্পর্শ : ১৯,৩২। মর্দ্দন : ২২। নখঘর্ষণ : ৩২।

৪৬ চর্ম্ম।—কণ্ডূয়ন, চুলকাইলে পর স্থান অসাড় থাকিয়া যায়।

প্যাপুলাস উদ্ভেদ।

ঊরুদেশে দহনবৎ উজ্জ্বল লাল দাগ।

৪৮ সম্বন্ধ।—ইহার প্রতিবিষঃ—ক্যাম্ফর, কফিয়া, পল্‌সেটিলা

সাইলিশিয়া।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—মনের স্তব্ধতা। মন স্থির করিতে অসমর্থতা।

জলমগ্ন হইতে ইচ্ছা (স্ত্রীদিগের)

ভয়ানক চিৎকার করা।

আত্মবিষয়ে উৎকণ্ঠিত ; সাহস হীন ; প্রতিসন্ধ্যায় ক্রন্দন করে।

নিরাশা, বিষাদ, জীবনে বিতৃষ্ণা। বিষণ্ণ চিত্ততার সঙ্গে দুর্ব্বল বাহু, কটিশূল, পা জ্বালার সঙ্গে ঘর্ম্ম ; রেতঃত্যাগের পর সমস্ত উপশম।

সামান্য বিষয়ে বিবেকের আত্মগ্লানি।

তাচ্ছিল্য ভাব।

নমনীয় চিত্ত, দুর্ব্বল চিত্ত বা সাহস হীন, উদ্বিগ্ন স্বভাব।

শিশু একগুঁয়ে, মাথাপাগলা ; শান্তভাবে কথা কহিলেও কাঁদে।

অস্থিরতা, অতিশয় শব্দানুভবকতা বা সামান্য শব্দে চমকিয়া উঠে।

লিখিতে পড়িতে ক্লান্তি, চিন্তাকরা সহ্য হয় না।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন :—সম্মুখদিকে পতনোন্মুখ ; পৃষ্ঠদিক হইতে গ্রীবার পশ্চাতের মধ্যদিয়া মস্তকে ভ্রমির উত্থান ; সঞ্চালনে, উপর দিকে দৃষ্টি করিলে বৃদ্ধি ; তৎসঙ্গে বিবমিষা ; চক্ষুর অধিক ব্যবহারে ; অশ্বারোহণে বৃদ্ধি ; তৎসঙ্গে নিদ্রালুতা।

পায়ের ঘর্ম্ম বন্ধ জন্য শৈত্য লাগিয়া ভ্রমি।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—পশ্চাৎ গ্রীবা হইতে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত শৈত্যবোধ ; মস্তকে অতিশয় গুরুত্ব।

মস্তকে রক্তসঞ্চয় ; গণ্ডদ্বয় উষ্ণ ; পদতলে সামান্য জ্বালা।

মস্তক মধ্যে জ্বালা, তৎসঙ্গে মস্তক স্পন্দন এবং ঘর্ম্ম:—রাত্রে,মানসিক পরিশ্রমে এবং কথা কহিলে বৃদ্ধি ; মস্তকে উষ্ণ বস্ত্র জড়াইলে উপশম।

ভয়ানক সাময়িক শিরঃপীড়া, মূর্দ্ধাদেশে, পশ্চাৎ বা সম্মুখ মস্তকে শিরঃপীড়া; আঘাতিতবৎ এক পার্শ্বিক; সম্মুখমস্তক মধ্যে স্পন্দন; বিবমিষা এবং বমনের সঙ্গে, প্রায়ই রাত্রে।

বিচারজ্ঞান বিলোপসহ প্রবল শিরঃপীড়া।

দুঃসাধ্য প্রাতঃকালিন শিরঃপীড়াসহ কম্প ও বিবমিষা।

কটিদেশ বেদনা এবং সর্ব্বাঙ্গিক অসুস্থতা ও গুরুত্ব বোধের সহিত বা পরে শিরঃপীড়া।

শীতসহকারে, কপালে এবং মূর্দ্ধাদেশে প্রবল স্পন্দনকর শিরঃপীড়া।

পশ্চাৎ মস্তকের মধ্য দিয়া দক্ষিণ চক্ষুর উপরিভাগ পর্য্যন্ত শিরঃপীড়া।

শিরঃপীড়া বৃদ্ধি :—মানসিক উদ্যমে; অত্যধিক অধ্যয়নে; শব্দে; গতিতে; আলোকে; অবনত হইলে; শীতলবায়ুতে; স্পর্শে।

উপশম :—উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা জড়াইয়া রাখিলে; উষ্ণ পটী বন্ধনে; উষ্ণগৃহে; অন্ধকারে শয়নে।

প্রতি সপ্তম দিবসে শিরঃপীড়া।

সজোরে পা ফেলিলে মস্তক মধ্যে তরঙ্গায়িত কম্পন অনুভব, তৎসঙ্গে কপালে ও চক্ষুতে আতপ্তি বোধ।

৪ বহির্মস্তক।—অসংযোজিত ব্রহ্মরন্ধ্র; বৃহৎ মস্তক এবং শরীরের অপরাংশ শীর্ণ, মুখমণ্ডল পাণ্ডুর; উদর স্ফীত, উষ্ণ।

করোটী ত্বকে ছিন্নবৎ বেদনা, প্রচাপনে এবং রাত্রে বৃদ্ধি।

মস্তকের ত্বকে স্পর্শদ্বেষ, এমন কি টুপি পর্য্যন্ত সহ্য হয় না; চুল উঠিয়া যায়।

মস্তকে প্রভূত ঘর্ম্ম; শরীর শুষ্ক; অম্ল গন্ধবিশিষ্ট ঘর্ম্ম; মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিলে ভাল লাগে; মুখমণ্ডল পাণ্ডুর; শীর্ণকায়; পেটটী মোটা।

করোটীত্বকের স্থানে স্থানে উদ্ভেদ সমূহ, উহা হইতে পাতলা ঝরঝরে, শুষ্ক শল্ক উঠিতে থাকে।

মস্তকের পৃষ্ঠে সরস বা শুষ্ক, দুর্গন্ধযুক্ত, চিপিটিকাবিশিষ্ট, জ্বালা ও কণ্ডূয়নযুক্ত, পূযস্রাবী উদ্ভেদ।

মস্তক ও গ্রীবায় কণ্ডূয়নশীল স্পর্শানুভাবক পাড়কা ; উষ্ণভাবে জড়াইয়া রাখিলে উপশম।

সম্মুখমস্তকে বেদনাপূর্ণ, দুর্গন্ধ পুঁজস্রাবী ক্ষত।

চক্ষু।—দীর্ঘকাল স্থায়ী আলোকাতঙ্ক; সূর্য্যালোকে চক্ষু ঝলসিয়া যায়।

অক্ষরগুলি সংযুক্ত ও পাণ্ডুবর্ণ দেখায় ; পায়ের ঘর্ম্ম রুদ্ধ হইয়া দৃষ্টির অস্পষ্টতা।

সময়ে সময়ে বিদ্যুতের ন্যায় চক্ষুমধ্যে আলোকের আবেশ লাগে এবং বোধ হয় যেন কিছুতে দৃষ্টিরোধ করিল।

চক্ষু সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন ; দক্ষিণ চক্ষুর সম্মুখে একটী স্থায়ী দাগ।

জরায়ু বিকৃতি সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টিলোপ।

বিদগ্ধ দৃষ্টি বা ছানি ; পায়ের ঘর্ম্ম বদ্ধ জন্য অথবা দদ্রুর পূর্ব্বে।

স্ফোটক সমূহ সহসা বিলুপ্ত হইয়া দিবা অন্ধতা।

উত্তেজক দ্রব্যের অপব্যবহার জন্য দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইবার উপক্রম ; স্নায়ু বা বায়ু প্রধান ধাতুদিগের।

সময়ে সময়ে, চক্ষু মধ্যে ছিন্নকর, চিড়িকমারা, দপদপানি বা হুল-বেধবৎ বেদনা ; বায়ুপ্রবাহ অথবা ঝটিকার পূর্ব্বে বেদনার বৃদ্ধি।

কর্ণিয়াতে ক্ষত ; পচনশীল ক্ষত ; তৎসঙ্গে আলোক অসহ্যতা।

চর্ম্ম রোগের পর কিরাটাইটীস।

বসন্তের পরে কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা।

কর্ণিয়ার নালী ক্ষত।

আভিঘাতিক কারণে চক্ষু প্রদাহ ; স্ফোটক।

অশ্রুনালী ক্ষত, অস্থি পর্য্যন্ত আক্রান্ত।

চক্ষু হইতে পূযবৎ পদার্থ স্রাব।

দক্ষিণ অশ্রুনালী স্ফীতি, উহার উপরিস্থিত চর্ম্ম চক্ চক্ করে ; প্রদাহিত ; দপদপ করে ; অশ্রু উষ্ণ ; সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

বৃহদাকারের আচিল ; পুনঃপুনঃ জন্মাইতে দেয় না।

অক্ষিপুট প্রদাহ, তৎসঙ্গে প্রান্তে অক্ষিপুট সংযোজন।

কর্ণ।—শব্দে চৈতন্যাধিক্য।

কর্ণমধ্যে বাদ্য বা গর্জ্জনবৎ নাদ।

কর্ণবদ্ধ বা রুদ্ধ, উচ্চশব্দে কখন কখন রুদ্ধতা থাকে না।

বধিরতা, বিশেষতঃ পূর্ণিমার সময় এবং মনুষ্যস্বর শুনিতে পায় না; তৎসঙ্গে পুরাতন পূযস্রাব রোগ।

কর্ণশূল, বাহির হইতে ভিতরে সূচীবেধ।

আভ্যন্তরিক কর্ণ প্রদাহ।

কর্ণনলী মধ্যে কণ্ডূয়ন।

উভয় কর্ণমধ্যে কণ্ডুয়ন।

তরল কর্ণমল স্রাব বর্দ্ধিত।

কর্ণ হইতে পূযস্রাব রোগ:—কর্ণমধ্যে মামড়ী পড়িয়া পূযস্রাব ঢাকিয়া ফেলে; স্রাব দুর্গন্ধ, জলবৎ; পারদ অপব্যবহারের পর; তৎসঙ্গে অস্থিক্ষয় রোগ।

কর্ণ পশ্চাতে চিপীটিকা জন্মে।

কর্ণমূল গ্রন্থির কঠিন স্ফীতি; পূযসঞ্চয়, বিশেষতঃ মৃদুভাবে জন্মিলে, বেদনা বিহীন।

নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তির লোপ।

প্রচুর হাঁচির সঙ্গে ক্ষতকারী সর্দ্দি।

পায়ের ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া নাসিকার শুষ্কতা ও রুদ্ধতা।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

দীর্ঘকাল স্থায়ী, বারম্বার সর্দ্দি।

নাক বন্ধ হইয়া যায়; একবার বন্ধ একবার স্রাবশীল; প্রাতে বন্ধ, দিবসে ঝরিতে থাকে।

নূতন শৈত্য লাগিলেই, নাকবন্ধ এবং ক্ষতকারক স্রাব; নাসিকাভ্যন্তরে ক্ষত ও আরক্ততা জন্মায়।

নাসিকার ভিতরে শুষ্ক, হাজিয়া যায়; চিপীটিকাবৃত।

নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্ফীতি।

নাসিকাগ্রভাগে অসহ্য কণ্ডূয়ন।

নাসিকা শীতল।

৮ মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুবর্ণ, যাতনাব্যঞ্জক; শরীর শীতল এবং ঘর্ম্মাবৃত; মৃৎবর্ণ; হরিদ্রবর্ণ; বিকৃত ভঙ্গি।

মুখমণ্ডলের ত্বক ফাটা ফাটা।

কপালে বয়োব্রণ।

মুখমণ্ডলের কোষময় (cellular) তন্তুর কাঠিন্য।

মুখমণ্ডলের লুপস্:—ধূসরাভ, পূয়ময় ক্ষত; বিদাহী, গণ্ডস্থল ছিদ্র হইবার উপক্রম।

গণ্ডস্থলে রক্ত বা শোণিত ব্রণ।

ক্ষৌর কণ্ডু।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—চোয়ালের সন্ধি আক্ষেপিক ভাবে সংরুদ্ধ।

দন্ত অপেক্ষা চোয়ালের অস্থিতে অধিক বেদনা; চোয়াল স্ফীত; দন্তশূল।

নিম্ন চোয়ালের অস্থিক্ষয় রোগ; অস্থিক্ষয় রোগ।

ওষ্ঠে শল্কযুক্ত উদ্ভেদ, বেদনা করে।

অধরের লোহিতাংশের প্রান্তে ক্ষত।

অধরে কর্কটীয় রোগ; ক্ষত ধূসরাভ, অনুন্নত, অত্যন্ত বেদনাপূর্ণ।

সব্ম্যাক্সিলারি গ্রন্থির বেদনাপূর্ণ বা বেদনাহীন স্ফীতি।

১০ দন্ত।—কষ্টকৃত দন্তোৎভেদ; মাড়ী বেদনাযুক্ত, ফোস্কাবৃত।

সমুদয় দন্ত দীর্ঘ ও শিথিল বোধ।

ক্ষয়া দন্তে বেদনা, রাত্রে এবং শীতল বায়ু আকর্ষণে বৃদ্ধি।

দপদপকর দন্তশূল, অস্থিবেষ্টের স্ফীততা।

হুলবেধবৎ দন্তশূল জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত।

মাড়ী টাটানি, প্রদাহিত; মাড়ী স্ফোটক।

মাড়ী কিম্বা দন্ত মূলের নিকটস্থ ছিদ্র হইতে দুর্গন্ধ পূয়স্রাব।

দন্তোৎপাটনের পর মুখগহ্বরে এবং মাড়ীতে বিসর্পসদৃশ স্ফীতি।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—প্রাতে শোণিতবৎ; তিক্ত, প্রাতে, গলমধ্যে ঘন শ্লেষ্মাসহ; পচা ডিম্বের।

ক্ষুধা এবং স্বাদ বিলোপ।

জিহ্বার সম্মুখভাগে একটী কেশ রহিয়াছে এরূপ অনুভব।

জিহ্বার কটাবর্ণের শ্লেষ্মার লেপ।

জিহ্বার একপার্শ্বিক স্ফীতি।

জিহ্বার দক্ষিণ প্রান্তে ক্ষত, আহার করিতে প্রচুর পূযস্রাব। *কর্কটীয় অর্ব্বুদ।

১২ মুখমধ্য।—লালা শীঘ্র শীঘ্র গড়িয়া পড়ে।

লালাগ্রন্থির পূযসঞ্চয়।

মাড়ী ক্ষত, মুখে দুর্গন্ধ, মুখশোষ; মুখে পচা ক্ষত সহ তালুতে ছিদ্রকরী ক্ষত।

১৩ গলমধ্য।—গলকোষে কঠিন শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ।

টনসিল স্ফীত, গলাধঃকরণে মুখভঙ্গি বিকৃত হয়।

তালুমূল গ্রন্থির প্রদাহ যখন পূযস্রাবী গ্রন্থির ক্ষত আরোগ্য হয় না।

গলমধ্যে সূচবিদ্ধবৎ অনুভব জন্য কাসী।

গলাবরোধ বোধ হয়, যেন গিলিতে পারে না; পুনঃ পুনঃ কাসীতে শাদা ফেণিল লবণাক্ত গয়ার; সন্ধ্যাগমে বৃদ্ধি।

ভিলাম্ প্যালেটের পক্ষাঘাত, নাসিকা মধ্য দিয়া খাদ্য দ্রব্য বাহির হইয়া আইসে।

বেদনাপূর্ণ গলাধঃকরণ, প্রদাহ থাকে না; হিষ্টিরিয়া বা গুল্ম বায়ু।

পক্ষাঘাতের ন্যায়, কষ্টকৃত গলাধঃকরণ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—কুক্কুরবৎ ক্ষুধা, স্নায়বিক উগ্রস্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের।

ক্ষুধার অভাব; অত্যধিক তৃষ্ণা।

উষ্ণ, পাচিত খাদ্যে ঘৃণা; শীতল দ্রব্যে স্পৃহা, মাংসে ঘৃণা।

১৫ পানাহার।—অত্যল্প পরিমাণ সুরাতেও দাহ এবং পিপাসা জন্মে।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—উদ্গার:—অম্লাক্ত; খাদ্যের আস্বাদ বিশিষ্ট; উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট, অদমনীয় উদ্গার।

বিবমিষা:—হৃদপিণ্ডের প্রবল স্পন্দনসহ; প্রতিবার ব্যায়ামের পর,

গাত্রতাপ বৃদ্ধি ; সামান্য আহারের পর ; তুষ্ণেচ্ছদ্য শ্লেষ্মা, বমন, হিক্কা।

বমন :—যখনই পান করে ; ভুক্তদ্রব্য, রাত্রে।

প্রাতঃকালীন বমন, বিবমিষা ও অতিশয় শ্রান্তি সহ।

অত্যন্ত বুকজ্বালা, উদরোর্দ্ধ প্রদেশে ভার অনুভব।

কম্পসহ মুখ প্রসেক।

১৭ পাকস্থলি।—পাকাশয় গহ্বর মধ্যে জ্বালা বা দপদপানি।

প্রচাপনে পাকাশয় গহ্বরে চৈতন্যাধিক্য।

অত্যধিক আহারের পর যেমন চাপ পড়ে, তদ্রূপ প্রচাপন।

পাইলোরস পেশীর কাঠিন্য।

পাকাশয় মধ্যে উদ্বেগ।

কর্ত্তনবৎ অনুভব ; অথবা, কোনও সময়ে গুরুত্ব, থলিবৎ অনুভব বা পাকাশয় গহ্বরে অশিথিলতা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত মধ্যে আঘাত সদৃশ টাটানি ; সঞ্চালনে, ভ্রমণে এবং দক্ষিণদিকে শয়ন কালে বৃদ্ধি।

যকৃত দেশ মধ্যে দপদপকর, ক্ষতবৎ বেদনা, স্পর্শে অথবা বিচরণে বৃদ্ধি।

যকৃতের বিস্তৃতি, কাঠিন্য ; যকৃতের বিদ্রধি।

১৯ উদর।—আহারের পর, উদরের কাপড় টান টান বোধ, চাপপড়া।

নিম্নোদরে শূলবৎ বেদনার সঙ্গে মলত্যাগের সময় কুন্থন ও বেদনার বৃদ্ধি।

পেটবেদনা :—কৃমি জন্য ; তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা কষ্টকর মল ; হাত হরিদ্রাবর্ণ, নখ নীলবর্ণ ; মলের বর্ণ লাল, রক্তযুক্ত।

উদরের বেদনা উষ্ণতায় উপশম।

উদরাধ্মান, প্রচুর গড়গড় শব্দ।

মোটা, কঠিন ও উষ্ণ উদর, বিশেষতঃ শিশুগণের।

কুচকির গ্রন্থির প্রদাহ।

ইনগুইন্যাল্ হার্ণিয়া বা অন্ত্রবৃদ্ধি।

২০ মল, ইত্যাদি।—বিচরণকালে সরলান্ত্রে তীব্র সূচীবেধ।

মল :—থস্‌থসে দুর্গন্ধ; তৎসঙ্গে অজীর্ণ খাদ্য বহির্গত হয়, দুর্ব্বলতা থাকে কিন্তু কোনরূপ কষ্ট থাকে না; জলবৎ, দুর্ব্বলকারী; শিশুর হাত পা ঘামে; তরল, ফেণিল, আটা আটা, আম বা রক্তময় মল।

কোষ্ঠবদ্ধতা :—মল বৃহৎ, কঠিন পিণ্ডাকারে গঠিত, ডত হরিদ্রা বর্ণ নহে; সরলান্ত্রের নিস্তেজতা বা ক্রিয়ারাহিত্যবৎ মল কষ্টে বহির্গত হয়; খানিকটা বহির্গত হইয়া, পুনর্ব্বার ভিতরে চলিয়া যায়।

অর্শ :—অত্যন্ত বেদনাপূর্ণ, সরলান্ত্র হইতে মুক পর্য্যন্ত ছিদ্রকর খন্ত্রিবৎ বেদনা; বাহ্যের সময় বলি বহির্গত হয়, বাহির হইয়া আর ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না; পূযসঞ্চয় হয়।

গুহ্যদ্বারে নালীক্ষত; ‖ গুহ্যদ্বার বিদারণ; কোষ্ঠবদ্ধতা, অথবা কাকচঞ্চু অস্থিতে অস্বাস্থবৎ বেদনা।

২১ মূত্র।—বৃক্ক পাকিয়া যায়; বিদ্রধি।

অবিরত বেগ সহ স্বল্প মূত্রত্যাগ; রাত্রে।

‖ মূত্রাধারের পেশীর উগ্রতা জন্য কষ্টের সহিত বারম্বার মূত্রত্যাগ।

মূত্র যন্ত্রের দুর্ব্বলতা; প্রস্রাব করিতে অবিরত প্রবৃত্তি।

প্রচুর মূত্রত্যাগে শিরঃপীড়ার উপশম।

রাত্রে অসাড়ে মূত্রত্যাগ; শিশুদিগের কৃমি এবং তাণ্ডব রোগে।

মূত্র :—শাদা; রুক্ষ; ঘোলা,লাল বা হরিদ্রাবর্ণের বালুকা অধঃক্ষেপ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতি প্রবৃত্তি বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়, শক্তি দুর্ব্বল কিন্তু প্রবৃত্তি বৃদ্ধি, শীঘ্র শীঘ্র রেতঃস্খলন।

বেদনাপূর্ণ লিঙ্গোত্থান, প্রাতে শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে; বারম্বার প্রবল লিঙ্গোত্থান।

রতি ক্রিয়ার পর, মস্তকের দক্ষিণ ভাগে পক্ষাঘাত হইয়াছে এরূপ অনুভব; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে টাটানি।

মূত্রমার্গ দিয়া ঘন, দুর্গন্ধ পূয স্রাব। * প্রমেহ।

লিঙ্গমণিতে লাল লাল দাগ ও কণ্ডূয়ন।

মুষ্কে সংপেষিতবৎ বেদনা।

জননেন্দ্রিয়ে কণ্ডূয়নশীল সরস চিহ্ন, মুষ্কাবরণে অধিক; মুষ্কে ঘর্ম্ম।

মুষ্কের জলদোষের পীড়া; গণ্ডমালা-দূষিত শিশুগণ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রতি ইচ্ছার বৃদ্ধি সহ মেরুদণ্ডের পীড়া।

কামোন্মাদের সঙ্গে দেহের স্থূলত্ব।

আলিঙ্গন কালে বিবমিষা।

রজঃ:—অতি শীঘ্র এবং স্বল্প; অতি বিলম্বে,অতি প্রচুর; অনিয়মিত, প্রতি দুই তিন মাস অন্তর।

রজঃশোণিত উগ্র গন্ধবিশিষ্ট, বিদাহী।

পায়ের ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া রজঃবন্ধ; উদরে বেদনা।

প্রচুর রজঃ স্রাব, পায়ে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম; বরফবৎ শীতল শরীর; বেদনাপূর্ণ অর্শ।

ঋতুকালের মধ্যে রক্তস্রাব।

শ্বেতপ্রদর:—প্রচুর, বিদাহী, ক্ষতকারক; দুগ্ধবৎ, নাভির চারিদিকে কর্ত্তনবৎ বেদনা করত স্রাব।

মেরুদণ্ড প্রদাহ জন্য জরায়ু চ্যুতি (prolapsus)।

যোনিমধ্যে চাপপড়া বেদনা বোধ ও টাটানি।

যোনিতে অর্ব্বুদ সদৃশ মাংস বৃদ্ধি। বাহ্যপ্রদেশের কণ্ডূয়ন।

২৪ গর্ভ।—গর্ভস্রাবের আশঙ্কা; গর্ভস্রাবের পর রক্তস্রাব।

স্তন্যদানকালে:—স্তনে বা জরায়ুতে তীক্ষ্ণ বেদনা, পৃষ্ঠে বেদনা, প্রসবান্তিক স্রাবের বৃদ্ধি; শিশুর প্রতিবার স্তন পানকালে বিশুদ্ধ শোণিত স্রাব।

মাতৃ স্তন্যে শিশুর অনিচ্ছা; স্তনপান করিতে অনিচ্ছা, অথবা পান করিলেও বমি করে। দুগ্ধ বন্ধ হয়।

স্তন স্ফীত, মলিন লাল বর্ণ ও বেদনাবিশিষ্ট, জ্বালাকর বেদনায় রাত্রে স্থির থাকিতে দেয় না; স্তনে পূয়সঞ্চয়। স্তনের কাঠিন্য, জ্বালাজনক বেদনা।

স্তনমধ্যে কঠিন দলা দলা।

স্ফীত স্তনের অতিশয় কণ্ডূয়ন; কর্কটীয় রোগ।

বাম স্তনের চুচুকে জ্বালাকর, তাড়িতের মত বেদনা।

চুচুক ভিতর দিকে ফনেলের ন্যায় আকৃষ্ট হইয়া আইসে।

দক্ষিণ স্তনের চুচুকের নিকটে কর্কটরোগ, কঠিন এবং বন্ধুর উপরিভাগ।

চুচুকে ক্ষত হয়; অত্যন্ত বেদনা।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গ, স্বরনালীর কর্কশতা।

ভগ্নস্বর; প্রাতে বেশী; পুরাতন প্রতিশ্যায়।

লেরিংক্সে বেদনাবিহীন স্ফীতি, কণ্ঠের উপাস্থির সহিত সংসৃষ্ট।

২৬ শ্বাস ক্রিয়া।—দ্রুত ভ্রমণে অথবা শারীরিক পরিশ্রম জন্য শ্বাসের খর্ব্বতা বা হাঁপানি।

চিত হইয়া শয়ন কালে শ্বাসবোধ; অবনত হইলে; দ্রুত বিচরণ-কালে; কাসিবার কালে।

বক্ষ মধ্যে যাতনা, দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণে অসমর্থতা।

হাঁপানি, শয়নে বৃদ্ধি; আক্ষেপিক কাশি; স্বরনলীর আক্ষেপ; বক্ষ-মধ্যে স্পন্দন; প্রচুর পুযময় নিষ্ঠীবন।

২৭ কাসী।—শুষ্ককাসীর সঙ্গে স্বরভঙ্গ; বক্ষমধ্যে টাটানি; কণ্ঠমধ্যে শুড় শুড় করাতে, পুনরুত্তেজিত; শূন্যগর্ভ, আক্ষেপিক কাসী; দিবা রাত্রি সরল; প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব; প্রাতে আটা আটা শ্লেষ্মা বমন এবং পুযযুক্ত গয়ার উঠে; কাসীতে রাত্রে নিদ্রা-ভঙ্গ; সঞ্চালনে বৃদ্ধি; স্বল্প শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন।

গয়ার:—প্রচুর, দুর্গন্ধ, পুযময়, সবুজ; কেবল দিবসে; দুগ্ধবৎ বিদাহী শ্লেষ্মা; কখনও কখনও ফেণিল রক্ত; চর্ব্বির আস্বাদ।

২৮ ফুসফুস।—ফুসফুস ক্ষত বোধ।

পৃষ্ঠমধ্যে দিয়া বক্ষমধ্যে ও পার্শ্বে সূচীবেধ।

বক্ষমধ্যে গভীর প্রদেশে অত্যন্ত যাতনাকর বেদনা।

ফুসফুসের প্রদাহ, পুযসঞ্চয়ে পরিণত হয়।

বক্ষে জলসঞ্চয় বা শোথ; প্রস্তর খোদাইকারী ব্যাবসায়ীগণের।

হুঁসহুঁসাবরক ঝিল্লির প্রদাহের পর পূযসঞ্চয়।

বক্ষে রক্তসঞ্চয়; শীতার্ত্ত শরীর।

৫৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—উপবেশনকালে এরূপ হৃদ্‌স্পন্দন যে তাহাকে কোন পদার্থের উপর ভর দিতে হয়।

প্রবল সঞ্চালন মাত্রেই প্রবল, মুদ্গর আঘাতের ন্যায় হৃদ্‌স্পন্দন।

নাড়ী :—ক্ষুদ্র, কঠিন, দ্রুত; বারম্বার অসমান এবং তদপরে ধীর।

৬০ বহির্ব্বক্ষ।—বক্ষাস্থি মধ্যে বেদনাহীন দপদপানি।

বক্ষের অনুপ্রস্থ ভাবে অশিথিলতা; পায়ের ঘর্ম্ম রুদ্ধ হইয়া।

পীড়নি বসন্তের ন্যায় উদ্ভেদে বক্ষস্থল আবৃত; প্রবলরূপে কণ্ডূয়ন।

৬১ গ্রীবা; পৃষ্ঠ।—গ্রীবা ও কর্ণমূল গ্রন্থির স্ফীতি ও কাঠিন্য।

উপবেশনের পর পৃষ্ঠ দেশ অনম্য।

গ্রীবা দেশের নিম্ন কশেরুকা অস্থিগুলিতে বাত।

স্কন্ধাস্থি মধ্যে প্রবল কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মেরুদণ্ডের কেন্দ্র বা মধ্য স্থানে অবিরত কামড়ানি।

মেরুদণ্ডের উত্তেজনা, পক্ষাঘাতিক লক্ষণ; পদ শীতল; কোষ্ঠবদ্ধতা।

কটিমধ্যে কামড়ানি, পদ দিয়া চিড়িক মারিয়া যায়।

দক্ষিণদিকে মেরুদণ্ডের বক্রতা, স্পর্শে বেদনা।

সোয়াস স্ফোটক বা বিদ্রধি (psoas abscess)।

কটিদেশে আক্ষেপিক বেদনা; উঠিতে দেয় না।

ত্রিকাস্থি প্রদেশে অসাড় বোধ।

প্রাতে শয্যা হইতে উঠিলে কটিদেশে বরাবর বেদনা।

কটিদেশের উপরে দপদপানি ও কামড়ানি।

অশ্বারোহণের পর কাকচঞ্চু অস্থি বেদনা করে।

৬২ উর্দ্ধাঙ্গ।—কক্ষে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

বাহুর অস্থি ভগ্ন বোধ।

বাম বাহুর কম্পন; মৃগী রোগের পূর্ব্বে।

দক্ষিণ বাহু ও মণিবন্ধ দুর্ব্বল; উত্তোলনে অসমর্থ.

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপিতে থাকে; সম্মুখ বাহুর এরূপ উৎক্ষেপ হয় যে নাড়ী অনুভব করা যায় না; রক্তস্রাবের পর।

অঙ্গুলি প্রসারক পেশীর কণ্ডরার উপরে অর্ব্বুদ।

হস্তের পক্ষাঘাত; কুষ্ঠ রোগ।

হস্তে সরস দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

হস্তে প্রচুর ঘর্ম্ম।

আঙ্গুলহাড়া; গভীর স্থানে বেদনা; উষ্ণ শয্যায় বৃদ্ধি; জ্বালা, হুলবেধ এবং বাহ্য প্রদেশে কামড়ানি।

নখের চারিদিকে ক্ষত; নখ ঝুলিয়া পড়ে।

কণ্ডরার সংকোচন; অঙ্গুলি সঞ্চালনে অত্যন্ত বেদনা।

অঙ্গুলির অগ্রভাগ জ্বালা করে।

নখ :—পীতবর্ণ, ভঙ্গুর, বক্র; জ্বরে নীলবর্ণ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্ব সন্ধিতে পূযসঞ্চয় ও অস্থিক্ষয়।

অত্যন্ত স্নায়বীয়তা সঙ্গে পদদ্বয়ের কম্পন।

পায়ের শক্তি লোপ অনুভব।

জানু সন্ধিতে পূয সঞ্চয়ের ন্যায় প্রদাহ, হুলবেধবৎ বেদনা; স্ফীতি, চক্‌চকে; নালী মুখ, প্রান্ত ভাগ কঠিন, ঈষৎ সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণের পূযস্রাবী।

পায়ের ডিমে এবং তলায় খল্লি।

পায়ের ঘাম বন্ধ হইবার পর হস্তপদ শীতল।

পায়ে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম এবং অঙ্গুলি মধ্যে মধ্যে ক্ষত।

অঙ্গুলির নখ বৃদ্ধি পাইয়া ক্ষত, দুর্গন্ধ পূযস্রাব।

পায়ের তলায় কণ্ডূয়ন।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—দিবা রাত্রি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উৎক্ষেপ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টাটায় এবং অসাড়; সন্ধ্যায়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল; পায়ে এবং কক্ষদেশে ক্ষণিক ঘর্ম্ম।

জ্বরের পর হাত পায়ে ঘর্ম্ম।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রাম : ২২। শয়নে ইচ্ছা : ৩৬,৩৭

দাঁড়াইতে পারে না : ৩৬। শয়ন : ৩,২৬ ; চিৎ হইয়া : ২৬ ; দক্ষিণ পার্শ্বে : ১৮। উপবেশন ২৯,৩১। উঠিতে পারে না : ৩১ ; সঞ্চালন : ২, ৩, ১৮, ২৭, ২৯, ৩১, ৩২। উদ্যম : ১৬,৪০। বিচরণ : ১৮,২০,২৬,৩৩,৩৬। দৌড়ান : ২৬। অবনমন : ৩। অবতরণ : ৩। উত্থান : ৩১,৩৬। পদক্ষেপে : ৩। লিখন : ২। দর্শন (ঊর্দ্ধদিক) : ১। চক্ষু সঞ্চালন : ৩,৫।

৩৩ স্নায়ু।--অস্থিরতা ; সামান্য শব্দে চমকিয়া উঠে।

সর্ব্বাঙ্গে কম্পন, বিশেষতঃ হস্ত ; কোন কোন সময়ে একটী চার বাটী পর্য্যন্ত উত্তোলন করিতে সমর্থ নহে।

দুশ্চরিত্রতা বা আবদ্ধ স্থানে থাকিয়া কঠিন কাজ করা প্রভৃতি কারণে উৎপন্ন বিষাদ বায়ু, পক্ষাঘাত এবং দুঃসাধ্য স্নায়ুশূল।

সোলার প্রেক্সস হইতে আক্ষেপ আরম্ভ হইয়া মস্তিষ্কে প্রসারিত হয় : রাত্রে অথবা অমাবস্যায় আরম্ভ ; আক্রমণের পূর্ব্বে বামাঙ্গের শীতলতা এবং বাম বাহুর কম্প ও উৎক্ষেপ। * মৃগীরোগ।

গোবীজ টীকার পর আক্ষেপ।

শিশু গৌণে হাঁটিতে শিখে।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ, শয়নে ইচ্ছা।

টেবিস ডর্স্যালিস বশতঃ পক্ষাঘাত।

‖বর্দ্ধনশীল "লোকোমোটর এটাকসীয়া পীড়া।"

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালু কিন্তু নিদ্রা যাইতে পারে না।

নিদ্রাহীনতা ; দাহ জন্য।

নিদ্রাকালে চমকিয়া উঠা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে উৎক্ষেপ, নাক ডাকা।

স্বপ্ন সঞ্চরণ।

স্বপ্ন :—অশ্লীলতাপূর্ণ, সন্তোষপ্রদ ; উদ্বেগযুক্ত, হত্যার, ভয়ঙ্কর বিষয়ক।

নৈশঘর্ম্ম ; দুঃসাধ্য প্রাতঃকালীন শিরঃপীড়া।

শিরোধ্যান ও মূত্রবেগে নিদ্রাভঙ্গ করে।

আরাম দিটেনা এজন্য শয্যায় থাকিতে ভাল বাসে।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৩, ৭, ১১,২২,২৫,২৭,৩৭। ৬টা (প্রাতের): ৪০। অপরাহ্ণ : ৪০। ৩টা হইতে ৫টা : ৪০। সন্ধ্যা : ১,৫,১৩,১৫,৩৪,৪০। ১১টা রাত্রি : ৪০। রাত্রি : ৩, ৪, ১০, ২১,১২, ২৪, ২৭, ৩৪, ৩৬, ৪০, ৪৬। দিবস : ২৭, ৪৫, ৪৬। দিবা রাত্রি : ২৭,৩৪।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—উষ্ণতা : ১০,১৯। শয্যার উষ্ণতা : ৪,৮,৩২ ৪০। উষ্ণগৃহ : ৩। উষ্ণ আবরণ : ৩,৪,৪০। শীতলতা : ১০। শীতল বা অনাবৃত বায়ু : ৩,৫,১০। বায়ু প্রবাহ : ৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—দৈহিক তাপের অভাব; সর্ব্বদা শীতার্ত্ত, এমন কি ব্যায়াম কালেও।

পীড়িতাংশ শীতল বোধ।

মূর্চ্ছার পূর্ব্বে বামাঙ্গ সহসা শীতল।

সন্ধ্যাকালে শয্যায় শীত বা কম্প।

বারম্বার কম্পের সঙ্গে সময়ে সময়ে জ্বর বোধ।

অস্থোকামকালে জ্বর।

প্রায়ই দিবসে, ক্ষণিক উত্তাপের আবেশ, প্রধানতঃ মুখমণ্ডলে।

সন্ধ্যা ও সমস্ত রাত্রি প্রবল সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ, বৈকালে তৃষ্ণা।

রাত্রে জ্বরের বৃদ্ধি।

দিবসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উত্তাপ, পূর্ব্বে শীত হয় না; তৎপরে সামান্য ঘর্ম্ম।

মস্তক এবং মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম; সামান্য উদ্যমে ঘর্ম্ম।

মৃগী রোগের পর উষ্ণ ঘর্ম্ম।

প্রচুর ঘর্ম্ম। * সান্নিপাতিক বা টাইফস জ্বর।

সাময়িক ঘর্ম্ম :— ১১টা রাত্রি, প্রাতে ৬টা, কিম্বা অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৫টা।

নৈশঘর্ম্ম; অম্লাক্ত অথবা দুর্গন্ধ; দুর্ব্বলকর; প্রায়ই মধ্য রাত্রির পরে।

সান্নিপাতিক প্রকৃতির জ্বর, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, প্রচুর ঘর্ম্ম।

৫২ আক্রমণ।—অমাবস্যা : ৩৬। কলা বৃদ্ধি কালে : ১। পূর্ণিমা : ৬।
প্রতি সাত দিন অন্তর : ৩।

৫২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩,৫,৬,৭,১১,১৮,২২,২৪,৩১,৩২। বাম : ৬,২৪,২৯,৩২,
৩৬,৪০,৪৩। নিম্ন হইতে উপর দিকে : ২,৩,৩১। উচ্চ
হইতে নিম্নদিকে : ৩১। সম্মুখ হইতে পশ্চাৎদিকে : ১৯,
২৮। ভিতর হইতে বাহির দিকে : ৩,৬।

৫৩ স্নায়ু।—বোধ করে যে তাহার শরীর দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে এবং
বামার্দ্ধ যেন তাহার (স্ত্রীলোকের) নিজের নহে।

স্নায়বিক উত্তেজনা প্রবণতা; পুযসঞ্চয় জন্য দুর্ব্বলতা।

সঞ্চরণশীল বেদনা; সহসা বেদনা শরীর দিয়া সঞ্চালিত হয়।

শরীরের নানা স্থানে কুট কুট করে।

৫৪ তন্তু।—বিবৃদ্ধমাংস বা ফঙ্গস হইতে সহজে রক্ত স্রাব হয়।

স্রাব সকল দুর্গন্ধময়;—পূয, মল, পায়ের ঘর্ম্ম, ইত্যাদি।

রক্তস্রাব নাসিকা, পাকাশয়, অন্ত্র অথবা ফুসফুস হইতে।

গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি, প্রদাহ এবং পূযসঞ্চয়।

অস্থি সমূহের প্রদাহ, স্ফীতি, ক্ষত এবং ক্ষয়রোগ।

শোথ। শীর্ণতা। রেকাইটীস।

অস্থিসমূহের সৌত্রিকাংশ (fibrons parts), বিশেষতঃ জানুর, প্রদাহিত।

শিশুগণের বর্দ্ধন সময়ে প্রচুর বেদনা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্ফীতি এবং
রক্তাধিক্য রোগে কষ্ট পায়।

কৌষিক (cellular) প্রদাহ; স্ফোটক, বিদ্রধি ইত্যাদির পূযময়
অবস্থা; মৃদু আরোগ্যাবস্থা; পরবর্ত্তী কাঠিন্য।

সাংঘাতিক, পচনশীল প্রদাহ।

কর্কট রোগ।

নালী মুখ হইতে দুর্গন্ধময় পূযস্রাব, চতুষ্পার্শ্ব স্থান কঠিন, স্ফীত এবং
নীলাভ লাল : ৪৮।

৫৫ স্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৩,৪,৫, ৭, ১৮, ২৩, ২৪, ৩১।

প্রচাপন : ৪, ১৭, ১৯, ৩১। নখঘর্ষণ : ৩০। অশ্বারোহণ : ২২,৩১।

পতনের পর অস্থিবেষ্টপ্রদাহ ; মেরুদণ্ড পীড়া ; মেরুদণ্ডের নিকটে ক্ষত।

মস্তকের অস্থিতে আঘাত লাগার পর বিসর্প রোগ।

গোবীজ টীকার জন্য পীড়াসকল।

ত্বকের নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিজাতীয় পদার্থ ; বহির্গমনের সহায়তা করে।

৪৬ চর্ম্ম।—মোমের মত চর্ম্ম। * গুটীকাসঞ্চয় রোগ : *অস্থি ক্ষয়রোগ।

পীতবর্ণ পাণ্ডুর ত্বক।

কণ্ডুয়নশীল উদ্ভেদ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোট সকল জলপূর্ণ হইয়া শীঘ্র লুকাইয়া যায়।

দিবসে কেবল উদ্ভেদে জ্বালা। * বয়োব্রণ।

ক্ষুদ্র ক্ষত হইতে প্রচুর পূয পড়ে।

পামা ও দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

গোলাপী বর্ণের কণ্ডূদল।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা।

বিস্ফিকা।

বিসর্প তৎসহ পূয সঞ্চয় ; গভীর স্থানীয়, শোথযুক্ত বিসর্প।

স্ফোটক দলে দলে প্রকাশিত হয়, স্ফোটক প্রবণতা ; কাঠিন্য রহিয়া যায়।

বিদ্রধি সকলে শীঘ্র শীঘ্র মুখ হয় কিন্তু পূযস্রাব স্বল্প।

সাংঘাতিক বা দূষিত স্ফোটক।

ক্ষত :—ঝিল্লিময় অংশের পূয সঞ্চয় জন্য ; গভীর অংশসকল আক্রান্ত পারদ অপব্যবহারের পর ; দুর্গন্ধ পূযস্রাব, মাংস বৃদ্ধি জ্বালা, হুলবেধবৎ এবং কণ্ডূয়নশীল ; প্রান্তভাগ কঠিন, উচ্চ কিম্বা সচ্ছিদ্র স্পঞ্জের মত।

কার্ব্বঙ্কল : ২৯,৩১,৪৬।

বৃহৎ, মাংসল আচিলে পূয সঞ্চয় হয়।

বসন্ত :—পূযে রোগীকে দুর্ব্বল করে, এবং বিলম্বে দাগ মিলায়।

বসন্তের পরবর্ত্তী অস্থির পীড়া উপসর্গ।

অবস্থা।—বৃহৎ মস্তক, ব্রহ্মরন্ধ্র অসংযুক্ত এরূপ শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম; পেট মোটা।

স্নায়বীয়, উগ্রপ্রকৃতি ব্যক্তির শুষ্কত্বক, প্রচুর লালা, অতিসার, নৈশ ঘর্ম্ম।

দুর্ব্বল ব্যক্তি, উত্তপ্ত ত্বক, পাণ্ডুর মুখমণ্ডল; শিথিল মাংসপেশী।

পৈতৃক বা কুলজ বাত রোগ।

গণ্ডমালা প্রকৃতি। রেকাইটীস, রক্তহীনাবস্থা :—অস্থিক্ষয় রোগ।

চৈতন্যাধিক্য, অসম্পূর্ণ রূপে পুষ্টি, খাদ্যের অভাবে নহে, কিন্তু অসম্পূর্ণ পরিপোষণ জন্য।

প্রস্তর খোদাইকারীগণের :—বক্ষপীড়া এবং সম্পূর্ণ শক্তির লোপ।

সম্বন্ধ।—সাইলিশিয়া নিম্নলিখিত ঔষধের পরে উপযোগী:—বেলেডনা, ব্রায়োনিয়া, ক্যালকেরিয়া, সিনা, গ্রাফাইটিস, হেপার-সলফ, ইগ্নেশিয়া, নাইট্রিক এসিড, ফসফরস।

সাইলিশিয়ার পরে :—ফ্লুরিক এসিড; হেপার সলফর, যদি ক্ষতের চারিদিকে বীজগুড়ি বীজগুড়ি বাহির হয়।

সাইলিশিয়ার পরে :—ল্যাকেসিস, লাইকোপোডিয়াম, সিপিয়াও সুফলপ্রদ হয়।

সাইলিশিয়া প্রতিষেধ করে :—পারদের অপব্যবহার (কিন্তু ক্রমযুক্ত মার্কুরিয়াসের পরে ব্যবহার হয় না); সলফর।

সাইলিশিয়ার প্রতিবিষ :—ফ্লুরিক-এসিড, হেপার।

থুজার কার্য্যাবশেষপূরক।

স্পাইজেলিয়া।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—দুর্ব্বল স্মৃতি শক্তি।

মানসিক কার্য্যে অপ্রবৃত্তি।

অস্থির এবং উদ্বিগ্ন ; ভবিষ্যৎ বিষয়ে ভাবনা।

আত্মহত্যার প্রবৃত্তি।

সূচল দ্রব্যে ভীত যথা সূঁচ, আলপিন ; সহজে উত্যক্ত বা বিরক্ত।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন :—যেন পড়িয়া যাইবে ভাব, প্রাতে উঠিলে পর বৃদ্ধি, তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া বোধ শক্তি বিলোপ করে ; নিম্ন দিকে দৃষ্টি করিলে বা চক্ষু ফিরাইলে ; বিবমিষা সহ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—স্নায়বিক শিরঃপীড়া, চিন্তা করিলে, শব্দে বা সঞ্চালনে বৃদ্ধি ; মুখমণ্ডল পাণ্ডুর ; হৃদকম্প ; বিবমিষা ও বমন।

সম্মুখ মস্তক মধ্যে সাময়িক আবেশযুক্ত ছিন্নকর বেদনা, স্থির দৃষ্টিসহ।

সম্মুখ মস্তক মধ্যে, মূর্দ্ধা অথবা নিম্ন মস্তিষ্কে, ভিতর হইতে বাহিরের দিকে ছিদ্রকরণের ন্যায় বেদনা।

কপালের উচ্চ দুই স্থানে দপদপকর সূচীবেধবৎ যাতনা।

মস্তকের বাম পার্শ্বে সূচীবেধ।

চাপপড়া শিরঃপীড়া, দক্ষিণাংশে অধিক ; সামান্য শব্দ বা সঞ্চালনে বৃদ্ধি, বিশ্রামে এবং মাথা উচ্চ করিয়া শয়ন করিলে উপশম।

প্রাতে নিম্ন মস্তিষ্ক হইতে শিরঃপীড়া আরব্ধ হইয়া মস্তকের বাম পার্শ্ব দিয়া, বাম রগে ও বাম চক্ষুর উপরে প্রবল স্পন্দনশীল বেদনা জন্মায় ; সাময়িক।

মস্তকের শীর্ষদেশে, ভিতর হইতে বাহিরের দিকে অতীব্র সূচীবেধ ; স্পর্শে এবং মস্তক ধৌতের পর বৃদ্ধি, কিন্তু ধৌত কালে উপশম থাকে।

বোধ করে যেন মস্তক ফাটিয়া যাইবে।

দিয়া মস্তিষ্কের বেদনাপূর্ণতা, তৎসহ গ্রীবার অনম্যতা।

অবনত হইলে শিরঃপীড়া, যেন মস্তকের চারিদিকে রজ্জু বদ্ধ রহিয়াছে।

বহির্মস্তক।—মস্তিষ্কমধ্যে কম্পন, মস্তক সঞ্চালনে অথবা ভয়ানক শব্দ বিক্ষেপে বৃদ্ধি।

করোটী ত্বকে অশিথিলতা।

করোটী ত্বক স্পর্শে ক্ষত বোধ।

মস্তক অতিশয় বৃহত্তর বোধ হয়।

চক্ষু।—বোধ হয় যেন পক্ষে পালক রহিয়াছে, মুদিয়া ফেলিলে বৃদ্ধি।

দূর দৃষ্টি।

আলোকাতঙ্ক; রেটিনার চৈতন্যাধিক্য।

ক্ষীণ দৃষ্টি, সামান্যাকারের রেটিনা প্রদাহ।

স্নায়ুশূল, তৎসঙ্গে অত্যধিক চা-পান জন্য দর্শনস্নায়ুর দুর্ব্বলতা বা রক্তাল্পতা।

প্রসারিত কনীনিকা।

অক্ষি গোলকমধ্য দিয়া মস্তক মধ্যে তীব্র অস্ত্রবিদ্ধবৎ বেদনা; রাত্রে এবং চক্ষুর সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

অক্ষিগোলক অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া বোধ।

চক্ষুর উপরিভাগে এবং কর্ণের পশ্চাতে ছিদ্র করণবৎ বেদনা।

শ্বেত ক্ষেত্রের চারিদিকে নীলাভ মণ্ডল; আইরিসের বিবর্ণতা।

আবর্ত্তিক চক্ষুপ্রদাহ, প্রচুর অশ্রুস্রাব, তৎসহ বেদনা বা বেদনাশূন্যতা; উপর অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত বা শক্তিহীনতা।

তীর্য্যক দৃষ্টি, ক্রিমিরোগ সহ।

উপরিস্থ অক্ষিপুটের কাঠিন্য ও স্থিরভাব; চক্ষু মধ্যে অস্ত্র বিদ্ধবৎ যাতনা।

অক্ষিপুট—প্রদাহযুক্ত এবং কণ্ডুযুক্ত।

অধিক দিনের অক্ষিপুট উৎক্ষেপ।

অক্ষিপুটের আকুঞ্চন প্রবৃত্তি।

৬ কর্ণ।—শ্রবণ শক্তির চৈতন্যাধিক্য, স্নায়ুশূল এবং শিরঃপীড়ায়।
সাময়িক বধিরতা, কর্ণ রুদ্ধ হইয়াছে এরূপ বোধ, কর্ণশূল সহ কর্ণে
ঝুঞ্জ লো দেওয়ার মত চাপ পড়া বেদনা।
৭ নাসিকা।—প্রবল রক্তস্রাব; হৃদ্‌পিণ্ডাবরক ঝিল্লিপ্রদাহসহ।
স্রাবশীল প্রতিশ্যায়; শুষ্ক উত্তাপ, পিপাসা থাকে না; চক্ষু দিয়া জল-
পড়ে; শিরঃপীড়া স্বরভঙ্গসহ, এবং হৃদপিণ্ড প্রদেশে উদ্বেগ।
নাসিকার পশ্চাৎ ছিদ্র মধ্য দিয়া প্রচুর দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা স্রাব হইয়া
রাত্রে শ্বাসাবরোধ জন্মায়।
নাসিকামধ্যে শুড় শুড়ানি এবং কণ্ডূয়ন।
নাসিকার উপরে দক্রবৎ উদ্ভেদ।
৮ মুখমণ্ডল।—স্ফীতভাব, বিকৃতভঙ্গি; প্রাতে জাগ্রত হইলে বৃদ্ধি;
পাণ্ডুর বর্ণ, চক্ষুর চারিদিকে হরিদ্রাবর্ণ; লাল; ঘর্ম্মাক্ত।
বাম দিকে মুখের স্নায়ুশূল, তৎসহ চক্ষু ও দন্ত এবং হনুর অস্থিতে
ছিন্নকর জ্বালা; সাময়িক; প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যাস্ত
পর্য্যন্ত, মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি; সঞ্চালন ও শব্দে বৃদ্ধি; চক্ষু হইতে
জল পড়া এবং হৃদ্‌কম্পন; গণ্ডস্থল ঘোর লাল।
৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, পাণ্ডুর এবং বিদারিত।
স্নায়ুশূল,—মুখ, নাসিকা, রগ এবং গ্রীবায় ছড়াইয়া পড়ে।
১০ দন্ত।—দন্তশূল:—ক্ষয়া দন্তে দপদপানি; বাহিরের দিকে ঠেলিয়া
আইসে, দন্ত শীতল বোধ; আহারকালে উপশম; আহারের
পরে, শীতল জলে এবং রাত্রে বৃদ্ধি; শয্যায় থাকিতে দেয় না।
জিহ্বা, ইত্যাদি।—পচা জলের ন্যায় আস্বাদ।
স্খলিত বাক্য (তোতলামি); তৎসহ উদরের পীড়া।
জিহ্বা:—হরিদ্রাবর্ণের লেপ; ফোস্কা সহ জ্বালা; অবদারণ।
১১ মুখমধ্য।—দুর্গন্ধ নিশ্বাস।
প্রাতঃকালে জাগ্রত হইলে মুখশোষসহ হূলবেধবৎ বেদনা।
মুখ শুষ্ক বোধ হইলেও দুশ্ছেদ্য বিবমিষা-উৎপাদক শ্লেষ্মাপূর্ণ।
মুখ ও গলমধ্যে শ্বেত অথবা হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মা।

১৩ গলমধ্য।—যেন গলমধ্যে কৃমি উঠিয়াছে এরূপ অনুভব।

অন্নানলী মধ্যে গুড়গুড় করা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ভয়ানক, অতৃপ্তকর ক্ষুধা সহ বিবমিষা এবং পিপাসা।

ক্ষুধা লোপ, তৎসঙ্গে প্রবল পিপাসা।

সুরাপানে ইচ্ছা।

১৫ পানাহার।—প্রাতঃকালীন আহারের পূর্ব্বে বৃদ্ধি : ১৬।

আহারকালে এবং সাধারণতঃ আহারের পরে উপশম।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—প্রাতঃকালীন আহারের পূর্ব্বে বিবমিষা, তৎসহ গলমধ্যে কৃমি উঠার ন্যায় অনুভব ; আহারের পর উপশম ; পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল, পীড়িতের ন্যায়। *কৃমি রোগ।

ভুক্তদ্রব্য বমন, তৎসহ ভিনিগারের ন্যায় অম্ল উদ্গার।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় গহ্বর স্পর্শে বেদনা।

পাকাশয়ে যেন একটী পিণ্ড রহিয়াছে এরূপ চাপপড়া।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—বক্ষোদর ব্যবচ্ছেদক ঝিল্লি প্রদেশে সূচীবেধ বামদিকে, শ্বাস বন্ধ করে।

হৃদ্-প্রদেশের নিম্নে গুরুতর চাপবোধ, তৎসঙ্গে কর্ত্তনবৎ অন্ত্রশূল বেদনা, যেন বায়ুপূর্ণতা হেতু হইয়াছে।

১৯ উদর।—নাভির চারিদিকে কর্ত্তনবৎ পেট বেদনা।

নাভি প্রদেশে প্রচাপন, যেন একটী দলা রহিয়াছে।

২০ মল, ইত্যাদি।—দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ।

মল :—কুন্থনসহ আম ; বড় বড় দলা দলা শ্লেষ্মা, মল নাই ; মলের সঙ্গে এক এক দলা কৃমি অর্থাৎ রাশি রাশি কৃমি ; মেষবিষ্ঠার ন্যায় কঠিন এবং শ্লেষ্মাবৃত।

গুহ্যদ্বারে কুট কুট করা এবং কণ্ডুয়ন। * সূত্র কৃমি।

২১ মূত্র।—প্রচুর ; প্রায় রাত্রে, পুনঃপুনঃ বেগ।

অসাড়ে টপ্ টপ্ করিয়া হইতেছে, তৎসহ মূত্রনালীর অগ্রভাগে জ্বালা ; সাদা অধঃক্ষেপ।

২৩ পুংজননেন্দ্রিয়।—অশ্লীল কল্পনা সহ লিঙ্গোদ্রেক, কিন্তু রতিপ্রবৃত্তির অভাব।

লিঙ্গমণির অর্দ্ধভাগের স্ফীততা।

লিঙ্গমুণ্ডের চারিদিকে কুট কুট করা।

২৪ গর্ভ।—উভয় চুচুকের নিম্নে সূচীবেধ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—হ্রস্ব শ্বাসবিশিষ্ট, এমন কি কথা কহিলে বৃদ্ধি, তৎসঙ্গে ওষ্ঠদ্বয় ও গণ্ডদ্বয়ের আরক্ততা।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা এবং শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনকালে শ্বাসাবরোধের আবেশ; দক্ষিণ পার্শ্বে অথবা মস্তক উচ্চ করিয়া শয়ন করিতে হয়।

* হৃদ্‌পিণ্ডের রোগ।

২৭ কাসী।—রাত্রে সর্দ্দি; শুষ্ক, কঠিন; কৃমি রোগ সহ; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, সম্মুখদিকে নত হইলে বৃদ্ধি।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—বক্ষমধ্যে সংকোচন, তৎসঙ্গে উদ্বেগ ও কষ্টকৃত শ্বাস।

বক্ষমধ্যে সূচীবেধ, সামান্য সঞ্চালনে অথবা শ্বাসকালে বৃদ্ধি।

বক্ষমধ্যে কর্ত্তনবৎ অনুভব।

কম্পন বোধ, সঞ্চালনমাত্রেই বৃদ্ধি।

মস্তক উচ্চ করিয়া, কেবল দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে। *বক্ষোদক পীড়া।

২৯ হৃদপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃদ্‌পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে সূচীবেধ:—কখন কখন নাড়ী স্পন্দনের সমকালীন; উদ্বেগ ও যাতনা সহ; হৃদ্‌কপাট প্রভৃতির পীড়ার প্রারম্ভ ইত্যাদি।

হৃদ্‌পিণ্ডের উপরে 'পুর পুরে' শব্দ বোধ; তরঙ্গ সদৃশ গতি, নাড়ী স্পন্দনের সমকালজ নহে।

হৃদস্পন্দন:—প্রবল, সম্মুখদিকে অবনত হইলে বৃদ্ধি; প্রবল জ্বর; সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা; প্রাতে উঠিয়া পুনর্ব্বার বসিবার কালে; কৃমিজন্য; ঈষৎ সঞ্চালনে।

হৃৎপিণ্ডের শীর্ষভাগে সিষ্টলিক্ শব্দপ্রবাহ।

¶ সাময়িক হৃদকম্প, তৎসঙ্গে সবিরাম নাড়ী।

নাড়ী :—অসমান ; কঠিন কিন্তু ধীর বা মৃদু ; কম্পবান।

৩০ বহির্বক্ষ।—পেশীসমূহের বেদনাপূর্ণ সংকোচন।

হৃদ্‌পিণ্ডের দিকে তীব্র চিড়িক মারা বেদনা।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার খাড়, তৎসহ বেদনাপূর্ণ অসাড়তা ; চিৎ হইয়া শয়নে বৃদ্ধি।

পৃষ্ঠে সূচীবেধ, শ্বাস গ্রহণ কালেও।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুর কম্পন।

হস্ত ও অঙ্গুলি সন্ধিতে এবং কনুইয়ে সূচিবেধবৎ বেদনা।

অঙ্গুলিসমূহের প্রসারক পেশীর সংকোচন।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পায়ের মচকান।

দণ্ডায়মান হইলে, পায়ের তলায় অস্ত্রবিদ্ধবৎ বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—সন্ধিমধ্যে হূলবেধ বা সূচীবেধবৎ বেদনা।

হস্ত এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিতে কঠিন কঠিন গুটিকা জন্মান।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রামে : ৩। দণ্ডায়মান : ৩৩। উপবেশন : ২৯। চিৎ হইয়া শয়ন : ৩১। মস্তক উচ্চ করিয়া : ৩,২৬,২৮ ; দক্ষিণ পার্শ্বে : ২৬,২৮। উত্থান : ২,২৯,৩৬। সঞ্চালন : ৩,৪, ৫,৮,২৬,২৮,২৯,৪০। চলা ফেরা করিতে বাধ্য : ৩৬। সম্মুখ-দিকে নত হওন : ২৭,২৯। দ্রুত বা প্রবলরূপে পদক্ষেপ : ৪। বাহু উত্তোলন : ২৬। নাড়া দিলে : ৩। নিম্নদিকে দেখিলে : ২। চক্ষু ফিরাইলে : ২।

৩৬ স্নায়ু।—অস্থিরতা ; রাত্রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থির রাখিতে পারে না।

গাত্র স্পর্শে বেদনা ; স্পর্শিতাঙ্গে শীত বোধ ; শরীর মধ্যে কুট কুট করা।

আসন হইতে উত্থানকালে, গাত্র ভারি ও বেদনা বোধ।

৩৭ নিদ্রা।—দিবসে, এমন কি প্রাতেও, নিদ্রালু ; অধিক রাত্রে নিদ্রা যায়।

অস্থির নিদ্রা, আরাম বা সুখ বোধ হয় না।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ২,৩,৮,১২,৪০। প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যাস্ত

পর্য্যন্ত : ৮। মধ্যাহ্ন : ৮। রাত্রি : ৫,৭,১০,২১,২৭,৩৬, ৪০। দিবস : ৩৭।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—ধৌত করণ : ৩। বায়ু বা ঋতু পরিবর্ত্তন : ৫। শৈত্য : ১০। অনাবৃত হইতে ইচ্ছা : ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—প্রতিদিন প্রাতে এক সময়ে শীতের আক্রমণ; উত্তাপ অথবা ঘর্ম্মসহ পর্য্যায়শীলতা; কতক কতক স্থানে, অন্যান্য স্থানে উষ্ণ; সামান্য সঞ্চালনে; বক্ষ হইতে প্রসারিত হইতে থাকে।

উত্তাপ—বিশেষতঃ পৃষ্ঠে; রাত্রে, আবেশ সহ; মুখ মণ্ডলে এবং হস্তে, পৃষ্ঠে শীত সহ; অনাবৃত হইতে ইচ্ছা।

নৈশঘর্ম্ম দুর্গন্ধবিশিষ্ট; তৎসহ উত্তাপ।

হস্তে ঘবঘবে ঘর্ম্ম।

শীতল ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—সাময়িক : ৩,৮। প্রতিদিন সেই সময়ে : ৪০।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ ৩। বাম : ৩,৮,১৮,২৮,৩০। সম্মুখ হইতে পশ্চাৎদিকে : ৫। ভিতর হইতে বাহিরের দিকে : ৩।

৪৩ তন্তু।—আভ্যন্তরিকাংশে শোথ বা জল সঞ্চয়।

বেদনাপূর্ণ গ্রন্থিময় স্ফীতি।

হৃদপিণ্ডে বাতের আক্রমণ।

৪৪ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৩, ৩, ১৭, ৩৬। মুছিয়া দেওন : ৫।

৪৫ চর্ম্ম।—পাণ্ডুবর্ণ, বলিত বা সংকুচিত, হরিদ্বর্ণ, মৃৎবর্ণ চর্ম্ম।

৪৬ সম্বন্ধ।—স্পাইজিলিয়া একোনাইটের পর (হৃদপিণ্ডাবরক পর্দ্দা প্রদাহ), এবং ইহার পরে আর্সেনিক, ডিজিটেলিস, কালিকার্ব্ব (হৃদপিণ্ডের লক্ষণে), সিমিসিফিউগা, জিঙ্কম।

দোষঘ্ন;—অরম (অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অস্থিরতা), ককুলস, পলসাটিলা।

সার্সাপেরিলা।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—বেদনা জন্য মানসিক অবসন্নতা।

উদ্বেগ, বেদনার সঙ্গে; রেতঃপাতের পর।

খিটখিটে, কিন্তু কার্য্যে প্রবৃত্তি থাকে।

অজানিত কারণ ব্যতীত দুঃখিত, নিরাশাযুক্ত; দুর্ব্বলতা।

উগ্র, অধৈর্য্যশীল অথবা পরিবর্ত্তনশীল।

আহার করিতে করিতে, আহার্য্য বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে গা বমি বমি করা।

২ চৈতন্য।—অনুগ্র, স্তব্ধভাবাপন্ন, পাঠে মনস্থির রাখিতে অসমর্থ।

পা কাঁপে, সম্মুখদিকে পতন, অনাবৃত বায়ুতে।

স্থিরভাবে দৃষ্টি করিলে মস্তক ঘূর্ণন, তৎসহ বিবমিষা, প্রাতঃকালে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—শিরঃপীড়াসহ বিবমিষা এবং অম্ল বমন।

সম্মুখ মস্তকের বামভাগে প্রচাপনসহ সূচীবেধ।

পশ্চাৎমস্তক হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত চিড়িক মারা বেদনা।

মস্তকশীর্ষে দপদপানি, হাটিলে বৃদ্ধি; সম্মুখ মস্তকে, পশ্চাৎ মস্তক অথবা রগে কামড়ানি।

মূর্দ্ধাদেশে চাপপড়া, ধীরে ধীরে হ্রাস বৃদ্ধি।

৪ বহির্ম্মস্তক —করোটীত্বকে স্পর্শানুভবকতা; কেশ পতন।

মস্তকে পারদ ও উপদংশজ পীড়া।

৫ চক্ষু।—সন্ধ্যাকালে শাদা কাগজ লাল দেখায়।

কুয়াসার ন্যায় চক্ষু সম্মুখে ঘোর ঘোর ভাব; পড়িবার সময় জাল জাল দেখা, রেতঃ পতনের পর বৃদ্ধি।

দিবসের আলোকে চক্ষু বেদনা করে।

চক্ষু মধ্যে সূচীবেধ।

আভ্যন্তরিক অক্ষিপ্রান্তে নীলিমা ও স্ফীতভাব; পারদ-বিকৃতি।

চর্ম্মরোগ অবরুদ্ধ হইয়া চক্ষুপ্রদাহ।

অক্ষিপুটে কণ্ডূয়ন সদৃশ উদ্ভেদ।

৬ কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে বাক্য সকল প্রকম্পিত হইতে থাকে।

কথা কহিবার কালে, মস্তকমধ্যে যেন একটী ঘণ্টা ধ্বনি হইতেছে।

কর্ণপুটে জ্বালাযুক্ত কণ্ডূয়নশীল মামরী।

৭ নাসিকা।—বহুদিনের নাসিকাবদ্ধ রোগ।

নাসিকার নিম্নে ও উপরে শল্কযুক্ত উদ্ভেদ।

৮ মুখমণ্ডল।—দুগ্ধ পীড়কার মত উদ্ভেদ; শিশু ক্রন্দন করে, অস্থির হয়।

সম্মুখ মস্তকে কণ্ডূয়নশীল উদ্ভেদ, তৎসহ জ্বালা; নখ ঘর্ষণে সরস হয়।

মুখ মণ্ডলে নানাপ্রকারের পীড়কা।

মুখে উষ্ণতা; সন্ধ্যাকালে, শয্যায় কপালে ঘর্ম্ম।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—চোয়ালের সন্ধিতে ও পেশীতে অশিথিলতা ও কাঠিন্য।

ওষ্ঠে হার্পিজ বা দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

১০ দন্ত।—উপর পাটীর সম্মুখ দন্তের চৈতন্যাধিক্য।

শীতল বায়ু ও পানীয়ে দন্তমধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—খাদ্যের আস্বাদ তিক্ত।

আস্বাদ:—প্রাতে তিক্ত; ঈষৎ মিষ্ট।

জিহ্বায় শাদা লেপ।

জিহ্বার উপরে এবং মুখের ভিতরে পারদজনিত উপক্ষত।

১২ গলমধ্য।—গলার আক্ষেপিক সংকোচন; তৎসঙ্গে শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধার অভাব, খাদ্যের চিন্তায় বিরক্ত করিয়া তুলে বা অসুখ জন্মায়।

পিপাসা হীনতা।

১৫ পানাহার।—পাকাশয়ে জ্বালা, বিশেষতঃ রুটী আহারের পর।

আহারের পর:—তিক্ত উদ্গার (আহারকালেও), বোধ হয় যেন তিনি কিছুই খান নাই; অতিসার।

আহারের পর : ১,২০। রুটী খাওয়ার পর : ১৫। শীতল পানীয় : ১০।

১৮ বিবমিষা এবং বমন।—আহার্য্য বস্তু চিন্তা করিলে বিবমিষা।

১৯ উদর।—অন্ত্রকূজন, তৎসঙ্গে উদরে খালি বোধ।

উদর মধ্যে জ্বালা বা শীতলতা বোধ।

বাহ্য উদর স্পর্শে বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রস্রাবের প্রবল বেগ, মল অল্প, তৎসহ অত্যন্ত কোতপাড়া বেদনা।

প্রচুর বায়ুনিঃসরণ সহ বাহ্যে, পেট বেদনা এবং পৃষ্ঠবেদনা।

বাহ্যের সঙ্গে রক্ত।

২১ মূত্র।—মূত্রাধার প্রদেশের বিস্তৃতি, টাটানি অর্থাৎ স্পর্শে বেদনাধিক্য।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূত্রাশ্মরী বহির্গত হয়; মূত্রশেষে রক্ত।

মূত্রাধারের বেগ, তৎসঙ্গে শাদা ক্ষতকারী শ্লেষ্মা ও পূযস্রাব।

নিষ্ফল বেগ; কোষ্ঠবদ্ধতা সহ বেগ।

বেদনাপূর্ণ মূত্রস্তম্ভ।

মূত্র :—উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার হইলেও উগ্র; বারম্বার এবং প্রচুর মূত্র, রাত্রে উঠিতে হয়; স্বল্প, হড়হড়ে, বালুকাযুক্ত; প্রচুর ত্যাগ, কোন অনুভব থাকে না।

মূত্রে বালুকা কণা; শিশু প্রস্রাবত্যাগ কালে বা পূর্ব্বে চীৎকার করে।

প্রস্রাবত্যাগ কালে মূত্রাধার হইতে বায়ু নির্গমন।

সরুধারে অথবা বিন্দু বিন্দু করিয়া মূত্রস্রাব, বেদনা থাকে না।

প্রস্রাবের শেষে তীব্র বেদনা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রেতঃপাত, অশ্লীলতাপূর্ণ স্বপ্ন, তৎসঙ্গে কটিশূল, দুর্ব্বলতা ও মস্তক ঘূর্ণন।

সামান্য উত্তেজনায় রেতঃপতন, এমন কি ইন্দ্রিয় সুখ হয় না।

রক্তবর্ণ রেতঃপাত (স্বপ্নে)। শুক্রবাহী নলী স্ফীত হয়, এবং ইন্দ্রিয় উত্তেজনায় বেদনা করে ও কামড়ায়।

জননেন্দ্রিয়ের চারিদিকে দুর্গন্ধ।

মেঢ্র ত্বকে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

শৈত্য বা শীত ঋতু অথবা পারদ দ্বারা অবরুদ্ধ প্রমেহ, তৎপরে বাত।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রস্রাবের বেগ হইয়া অতি বিলম্বে স্বল্পরজঃ; স্রাবক্ষতকারী; উরুতের ভিতর দিকে ক্ষত।

ঋতুকালে পাকাশয়গহ্বরে বেদনা, কটিদেশের দিকে।

বিচরণকালে শ্বেত প্রদর; প্রস্রাবের পর মূত্রমার্গে জ্বালা।

চুচুক শুষ্ক হইয়া ক্ষুদ্র ও সংকুচিত হয়।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসের খর্ব্বতা, গলার বস্ত্রাদি খুলিয়া দিতে হয়।

আক্ষেপের ন্যায় শ্বাসবদ্ধ হইয়া যায়, তৎসঙ্গে গলার সংকোচন।

২৭ কাসী।—বক্ষমধ্য শুড় শুড় করার জন্য অথবা বক্ষে ঘড়ঘড়ানি সহ।

২৮ ফুস্ফুস।—নড়িলে চড়িলেই বক্ষে পৃষ্ঠমধ্য দিয়া সূচীবেধ।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—ভয় ব্যতীত হৃদকম্প; প্রায়ই দিবসে।

রক্তের দাহ এবং শিরা বাহির হইয়া পড়া।

নাড়ী দ্রুত (সন্ধ্যাকালে), প্রাতে মৃদু।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষাস্থি সকল দুষ্টবৎ অনুভব।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—গলা শুষ্ক হইয়া যায়; শিশুদিগের শীর্ণতা প্রাপ্তি।

গ্রীবার গ্রন্থি সকল স্ফীত; পারদের অপব্যবহার।

কটিদেশ হইতে শুক্রবাহক নলী পর্য্যন্ত বেদনা, রেতঃপাতের পর।

মেরুদণ্ডের নিম্নাংশে, নিতম্ব বরাবর এবং উরুতের নিম্ন দিকে বেদনা; কষ্টকর মূত্র।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহু, হস্ত এবং অঙ্গুলি সন্ধিতে সূচীবেধ।

অঙ্গুলিতে গভীর অবদারণ ক্ষত, তৎসঙ্গে জ্বালাকর বেদনা।

অঙ্গুলির অগ্রভাগে যেন ক্ষত হইয়াছে এরূপ অনুভব।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পায়ে সূচীবেধ, বিশেষতঃ সঞ্চালনে।

উরুত ও জানুমধ্যে দুর্ব্বলতা।

পায়ের ডিমে লাল লাল দাগ।

শয়ন করিবার পূর্ব্বে পা বরফবৎ শীতল।

বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগে জ্বালা ও স্পর্শে বেদনা, রাত্রে পায়ের মধ্যে বাতের বেদনা।

৩৩ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়া যায় না, যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে।

হস্ত পদের কম্পন।

হস্তপদে যেন শক্তি নাই।

বাত, অস্থি বেদনা, পারদ বা প্রমেহ অবরুদ্ধ জন্য; রাত্রে, আর্দ্র ঋতুতে এবং শৈত্যে বৃদ্ধি।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—শারীরিক উদ্যমে অথবা বিকৃতাঙ্গ সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

সঞ্চালন: ২৮,৩১,৩২,৩৩। ভ্রমণ: ৩,২৩। উঠিয়া বসিতে হয়: ২১। চিৎ হইয়া শয়নঃ ৩৭।

৩৬ স্নায়ু।—কষ্টকৃত বাহ্যের সঙ্গে মূর্চ্ছার আবেশ।

পক্ষাঘাত, পেশী শুষ্কতা।

৩৭ নিদ্রা।—রাত্রে নিদ্রাহীনতা; পুনঃ পুনঃ জাগ্রত হইয়া উঠে।

স্বপ্ন:—অশ্লীল, উত্তেজনা হয় না; সাংঘাতিক ঘটনাবিষয়ক।

চিৎ হইয়া শুইয়া নিদ্রা যায়।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ২,১১,১৩,২৯। পূর্ব্বাহ্ণ: ৪০। সন্ধ্যা: ৫,৮, ২৯,৪০। দিবস: ৫, ২৯। রাত্রি: ২১, ২২, ৩৩, ৩৪,৩৭। দিবা রাত্রি: ৪০।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—অনাবৃত বায়ুতে উপশম, যতক্ষণ বিচরণ করা না যায়।

বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি; উদ্ভেদ।

উষ্ণগৃহ: ৪৬। উত্তাপ: ৪৬। শয্যায়: ৮। অনাবৃত বায়ু ২, ৪৬। শীতল বায়ু: ১০,৪৬। শীত, বর্ষাকাল: ২২,৩৪। ভিজিলে: ৩৪।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্প বা শীতের প্রাধান্য (দিবারাত্রি)।

বারম্বার কম্পন, প্রায় মধ্যাহ্নের পুর্ব্বে, পা হইতে উর্দ্ধদিকে।

কম্পের সময় বৃদ্ধি; উষ্ণ হইলেই উপশম।

সন্ধ্যাকালে উত্তাপ, তৎসঙ্গে দাহ ও হৃদস্পন্দন।

সন্ধ্যাকালের উত্তাপ সময়ে, কপালে মস্তকে ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—হ্রাস বৃদ্ধি ধীরে ধীরে : ৩।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে : ৩, ৫। উপর হইতে নিম্নে : ২০, ৩১। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধদিকে : ৪০।

৪৪ তন্তু।—গণ্ডমালা দোষজ পীড়া।

অতিশয় শীর্ণতা, চর্ম্ম পলিত, বলিতভাব।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ১৯। প্রচাপন : ৩৩; পোষাকের : ২৩।

৪৬ চর্ম্ম।—উষ্ণগৃহ হইতে শীতল বায়ুতে যাইলেই উদ্ভেদ প্রকাশ।

শুষ্ক, লাল লাল পীড়কা, উত্তাপ লাগিলেই কণ্ডূয়ন।

অবদারণ ক্ষত, গভীর ও জ্বালা বিশিষ্ট।

উদ্ভেদের ভূমি বা মূলস্থান প্রদাহিত; শিশু অতিরিক্ত ক্রন্দন করে ও অস্থির হইয়া উঠে।

দদ্রুবৎ ক্ষত, বৃত্তাকারে বিস্তৃত হয়, মামড়ী পড়ে না; মূলদেশ সকল রক্তবর্ণ ও দানাদানা, প্রান্ত ভাগ শ্বেতবর্ণ; লাল লাল, রক্তাম্বুজবৎ রস পড়া।

পারদ অপব্যবহারের পর ক্ষত।

চর্ম্ম শুষ্ক হইয়া যায়।

৪৭ অবস্থা।—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কেশবিশিষ্ট ব্যক্তি।

ক্ষৌর কণ্ডূ বা সাইকোসিস।

৪৮ সম্বন্ধ।—পারদ অপব্যবহারের পর সার্সাপেরিলা ব্যবহৃত হয়।

সার্সা এবং সিপিয়া পরস্পরের পর পরস্পর বিশেষ ফলপ্রদ।

সার্সার দোষঘ্ন :—বেলেডনা, মার্কুরিয়াস।

স্যাবেডিলা।

পরীক্ষক :—ষ্টাফ।

১ মন।—প্রশ্নের উত্তর দেয় না, চৈতন্য লোপ, তৎপরে লম্ফ দিয়া উঠিয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে অসতর্করূপে দৌড়িতে থাকে।

অনুমান করে যে নিজে পীড়িত; অঙ্গ বিশেষ শুষ্ক হইয়াছে।

সবিরাম জ্বরে প্রলাপ।

উন্মাদ; ক্রোধ, কেবল শীতল জলে মস্তক ধৌত করিলে উপশম।

গভীর ঔদরিক উগ্রতা বশতঃ উদ্বিগ্নতা।

সহজে ভীত।

চিন্তা করিলে শিরঃপীড়া জন্মে।

মানসিক উদ্যমে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি করে এবং নিদ্রা জন্মায়।

ভয় পাইয়া হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ।

২ চৈতন্য।—মস্তকঘূর্ণন :—চক্ষু সম্মুখে পদার্থ সকল কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, মুর্চ্ছার ভাব; আসন হইতে উত্থিত হইলে, যেন পদার্থ সকল ঘুরিতেছে বোধ হয়; স্তব্ধতা বোধ।

প্রতিশ্যায় রোগে মস্তকমধ্যে জড়তা।

মত্ততার ন্যায় ভাব অথচ বেদনা বা মস্তক ঘূর্ণন থাকে না।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকমধ্যে প্রচাপন, উভয় রগে এবং কপালে বেশী।

রগে সূচীবেধ।

বিচরণের পর শিরঃপীড়া; গৃহে প্রত্যাগত হইলে ক্ষতবিদ্ধবৎ যাতনা মস্তকের দক্ষিণভাগ হইতে উভয় কপালে প্রসারিত হয় এবং শয়ন করিলে সমস্ত মস্তকে বিকীর্ণ হয়; প্রত্যেক দিবসেই এরূপ হয়।

অর্দ্ধাবভেদক শিরঃপীড়া সহ দদ্রু।

গাঢ় মনোনিবেশ বা অত্যধিক চিন্তা জন্য শিরঃপীড়া।

৪ বহির্মস্তক।—শরীর উষ্ণ হইলে, করোটীত্বকে ও কপালের চর্ম্মে সুতীক্ষ্ণ কণ্টকবিদ্ধবৎ যাতনা।

কেশাবৃত করোটী ত্বকে জ্বালা, কীট সঞ্চরণানুভব ও কণ্ডূয়ন, নখ ঘর্ষণে উপশম।

৫ চক্ষু।—অনাবৃত বায়ুতে বিচরণ, আলোক দিকে দৃষ্টি, হাঁচি, কাসী, জৃম্ভন প্রভৃতিতে চক্ষু হইতে জল পড়ে।

উপর দিকে তাকাইলে অক্ষিগোলকে চাপ পড়া।

অক্ষিপুট-প্রান্ত লাল।

চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলিমা মণ্ডল।

৬ কর্ণ।—শ্রবণশক্তির হীনতা।

বামকর্ণে তীব্র সূচীবেধ।

উৎক্ষেপ বেদনা সহ কর্ণমধ্যে কণ্ডূয়ন।

কর্ণ কণ্ডূয়ন, কৃমি সহ।

৭ নাসিকা।—▌ আক্ষেপিক হাঁচি।

▌ স্রাবশীল প্রতিশ্যায়; বহুব্যাপক সর্দ্দি।

▌ একটী না একটী নাক বন্ধ, নাক দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ কষ্টকর, নাক ডাকে।

নাসিকামধ্যে কণ্ডূয়ন; নাসিকার পাতায় শুড় শুড় করে।

৮ মুখমণ্ডল।—▌ মদ্য পানের মত, মুখ গরম বোধ; মুখ চক্ষু লাল।

মুখমণ্ডলের স্ফীততা, তৎসহ দাগ দাগ উদ্ভেদ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—গলা ব্যাথার সঙ্গে মুখের পেশী ও সন্ধিতে বেদনা জন্য মুখ খুলিতে পারে না।

ওষ্ঠ উত্তপ্ত, যেন পুড়িয়া গিয়াছে।

শুষ্ক ওষ্ঠ।

১০ দন্ত।—ক্ষয়াদন্তে অতীব কষ্টকর বেদনা সহ গলক্ষত।

দন্তশূল, মুখের উপর দিকে বেদনা; উষ্ণদ্রব্য, শীতল পানাহার বা বায়ুতে বেদনা বৃদ্ধি।

মাড়ী স্ফীত; নীলাভ।

১১ জিহ্বা ইত্যাদি।—আস্বাদ :—তিক্ত ; মিষ্ট।

জিহ্বা :—টাটান, ঘন পীতবর্ণের লেপ ; মধ্যস্থল শ্বেতবর্ণ ; জ্বরকালে সরস ; ক্ষত বোধ, যেন ফোস্কা পড়িয়াছে এরূপ বোধ হয়।

জিহ্বা বহির্গত করিতে পারে না, তৎসহ গলবেদনা।

গলার নিম্নে এবং জিহ্বাতে বেদনা, কষ্টকৃত গলাধঃকরণ।

১২ মুখমণ্ডল।—মুখমধ্যে কোন উষ্ণদ্রব্য সহ্য করিতে পারে না।

গলক্ষতকালে, মুখমধ্যে শীতল দ্রব্য লইলেও বেদনা করে।

মুখ শুষ্ক ; গলা টাটান।

লালা :—মুখ প্রসেককালে উষ্ণ বোধ হয় ; প্রচুর ; বিবমিষা, বমন ; ঈষৎ মিষ্ট,মুখমধ্যে জমিয়া থাকে ; আটার মত।

১৩ গলমধ্য।—গলার মধ্যে যেন এক খণ্ড চর্ম্ম শিথিলভাবে ঝুলিতেছে, তাহা গিলিয়া ফেলিতে হয়।

গলমধ্যে দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা ; খক্ খক্ করিয়া কাসীতে হয়।

নাসিকার পশ্চাচ্ছিদ্র হইতে খক্ করিয়া উজ্জ্বল রক্ত তুলে।

কেবল গলাধঃকরণ কালেই গলমধ্যে সূচীবেধ ; টন্সিল গ্রন্থি স্ফীত এবং প্রদাহিত,যেন পাকিবার উপক্রম ; বাম হইতে দক্ষিণ।

সর্দ্দির পর টন্‌সিল প্রদাহ ; পূযসঞ্চয়।

গলকোষের শুষ্কতা।

গলমধ্যে সংকোচন বোধ, যেন গলনলী অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে, অম্লপানের পর যেরূপ হয়।

অবিরত ঢোক গিলিবার প্রবৃত্তি।

বেদনা জন্য লালা গিলিতে পারে না, থুথু করিয়া ফেলে।

গলক্ষত রোগে, উষ্ণদ্রব্য সহজে গিলিতে পারে।

বহুব্যাপক গলবেদনা রোগে যে সকল রোগীর বাম দিকে হইয়া দক্ষিণ দিকে রোগ প্রসারিত হয়।

১৪ ইচ্ছা,অনিচ্ছা।—সকলপ্রকার খাদ্যে ঘৃণা;মাংসে ;অম্লদ্রব্য; কাফিতে।

প্রথম একগ্রাস না খাওয়া পর্য্যন্ত খাদ্যে ইচ্ছা থাকে না, তার পর বেশ আহার করে। * গর্ভাবস্থায়।

কুকুরবৎ ক্ষুধা, বিশেষতঃ মিষ্টদ্রব্য, পাউরুটী প্রভৃতিতে এবং পর্য্যায়-ক্রমে মাংসে, মদ্যে এবং অম্ল দ্রব্যে ঘৃণা।

পিপাসা থাকে না, সরস জিহ্বা।

উষ্ণ পানীয়ে ইচ্ছা।

অত্যন্ত পিপাসা।

১৫ বিবমিষা এবং বমন।—উদ্গার:—সবিরাম জ্বরে; পচা; অম্ল।

মুখপ্রসেক—গলাপর্য্যন্ত উষ্ণ; প্রচুর লালা।

বিবমিষা:—তৎসহ কম্প; বমন, তিক্ত শ্লেষ্মা, চর্ব্বির মত আস্বাদ:

বমন:—হুপ শব্দযুক্ত কাসী রোগে; লম্বাকৃতি কৃমি; বারম্বার বিবমিষা এবং উদ্গীরণ, যেন অন্ননলীতে কোনও পদার্থ রহিয়াছে।

১৮ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে শীতলতা।

পাকাশয়ে খালি বোধ।

পাকাশয়ের আক্ষেপ, তৎসঙ্গে শুষ্ক কাসী প্রভৃতি।

পাকাশয়ের বিরক্তিকর চাপপ্রদ স্ফীতিভাব, তৎসঙ্গে ক্ষুধা লোপ।

পাকাশয়ে ও অন্ননলীতে জ্বালা, বমন, অন্ত্রে বেদনা, তরল মল; স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য।

বিচরণ কালে পাকাশয়ে বিদাহী, জ্বালাকর বেদনা।

১৯ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—হাইপোকণ্ড্রিয়াতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

২০ উদর।—সমস্ত উদরমধ্যে সংকোচন ও গোলান যেন একটী পিণ্ড রহিয়াছে।

উদরের পেশীর আক্ষেপিক সংকোচন,তৎসঙ্গে জ্বালাযুক্ত বেদনা; বাম দিকে অবনত হইয়া থাকে।

যেন ছুরিকার দ্বারা কর্ত্তন হইতেছে এরূপ পেট বেদনা।

নাভি প্রদেশে জ্বালা এবং ছিদ্রকরণবৎ যাতনা।

উদরের স্ফীত ভাব।

বোধ হয় যেন উদর অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছে।

উদর মধ্যে গড় গড় শব্দ, যেন শূন্য হইয়াছে।

২০ মল, ইত্যাদি।—বাহ্যের প্রবল বেগসহ ভেক শব্দ মত শব্দ হয়; বহুক্ষণ বসিয়া, কেবল কতকটা বায়ুনিঃসরণ; তারপর, অনেকটা বাহ্যে হয়; তারপর পেটজ্বালা, মলের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে।

অতিসার—কটাবর্ণের,ফেণা ফেণা মল, জলে ভাসিতে থাকে; তরল, আমরক্ত মিশ্রিত।

বাহ্যের পর সরলান্ত্রে জ্বালা।

গুহ্যদ্বারে কণ্ডুয়ন, কীট সঞ্চরণানুভব; সূত্র কৃমি।

লম্বা কৃমি; কৃমি জন্য জ্বর।

২১ মূত্র।—প্রস্রাবের বেগ, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে।

মূত্র মলিন, কর্দ্দমবৎ, কাদাগোলা মত।

প্রস্রাব ত্যাগকালে মূত্রমার্গে জ্বালা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—স্বপ্নে রেতঃপাত, তৎপরে ঊর্দ্ধ ও অধঃঅঙ্গের দুর্ব্বলতা।

শিথিল লিঙ্গসহ অশ্লীল স্বপ্ন ও রেতঃপাত; তৎপরে কষ্টকর লিঙ্গোত্থান ও অসাধারণ আলস্য।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—সূত্র কৃমি জন্য কামোন্মাদ।

ডিম্বাধারে ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তন ন্যায় বেদনা।

রজঃ—বহু বিলম্বে, কিছু দিন পূর্ব্বে কোঁতপাড়া বেদনা; নরম পড়ে, এক এক দমে এবং অনিয়মিত ভাবে স্রাব, কখনও প্রবলভাবে, কখনও মৃদুভাবে স্রাব।

২৪ গর্ভ।—পাকাশয়িক উপসর্গ। ১৭ দেখ।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরনালী চাপিলে গলা টাটান বোধ।

স্বরভঙ্গতা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—গলমধ্যে অপ্রশস্ততা অনুভব।

শ্বাসের খর্ব্বতা, শুষ্ককাসী।

শ্বাস:—ভারি; উত্তাপকালে উৎকণ্ঠাপূর্ণ।

বক্ষমধ্যে সাঁই সাঁই করা।

২৭ কাসী।—শুষ্ককাসী, গলমধ্যে কর্কশতা জন্য; বিশেষতঃ শিশুদিগের, কাসীর সহিত অশ্রুস্রাব; শীতের সময়ে; জ্বর বিরামকালে।

স্বরভঙ্গ, কাসীর সঙ্গে রক্ত উঠা।

কাসীর বৃদ্ধি:—শৈত্যে; শয়ন করিবামাত্র; ঠিক এক সময়ে প্রবল আক্রমণ বা আবেশ অথবা অমাবশ্যা পূর্ণিমায়।

দুশ্ছেদ্য, পীতবর্ণের শ্লেষ্মা গয়ার, বিশ্রী মিষ্ট আস্বাদযুক্ত; অথবা কখনও উজ্জ্বল লাল রক্ত নিষ্ঠীবন বিশেষতঃ শয়নে।

২৮ ফুস্‌ফুস্‌।—জ্বর বিরামকালে, বক্ষমধ্যে বেদনা ও যাতনা।

কাসীতে বা শ্বাস গ্রহণকালে বক্ষের পার্শ্বমধ্যে সূচীবেধ।

পার্শ্ব বেদনা সহ পাক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা।

শৈত্য অনুভব, তৎসহ উষ্ণতার আবেশ মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে।

* প্লুরাইটীস বা ফুসফুসাবরক ঝিল্লি প্রদাহ।

৩০ বহির্বক্ষ:—বক্ষে লাল লাল দাগ।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—মেরুদণ্ড আক্রান্ত; স্বপ্নদোষের পর, পদদ্বয়ের অত্যধিক দুর্ব্বলতা।

মেরুদণ্ডে এবং কটিদেশে ঘৃষ্টবৎ অনুভব; সেক্র্যাল প্রদেশেও।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—কক্ষমধ্যে ঘর্ম্ম।

বাহুদ্বয়ের আক্ষেপ।

বাহু ও হস্তদ্বয়ের কম্পন।

বাহুর পেশীতে সূচীবেধ।

লিখনকালে হাত কাঁপে; বৃদ্ধ ব্যক্তির।

পুরু, ফাটাফাটা নখ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্বে বাতের বেদনা; তীব্র সূচীবেধ; বিশ্রামে বৃদ্ধি, সঞ্চালনে উপশম।

পায়ের শক্তিহীনতা।

উরুতের পেশীতে সূচীবেধ এবং কর্ত্তনবৎ যাতনা।

টিবিয়া অস্থিতে জ্বালা ও প্রদাহ।

পা ফুলা, হাঁটিতে বেদনা, কাঁকর ফুটে।

পায়ের গুরুত্ব।

পায়ের অঙ্গুলির নিম্নে মধ্যে মধ্যে লম্বাকৃতি বিদারণ।

নখ কোঁকড়ান, পুরু, প্রদাহিত।

পা ঠাণ্ডা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সর্ব্বাঙ্গে পাক্ষাতিক আকৃষ্টতা।

৩৫ অবস্থিতি।—সঞ্চালন : ৩৩। লিখন : ৩২। ভ্রমণ : ২,৩,১৭,৩৩; খোলা বায়ুতে : ৫। উত্থান : ২। উপবেশন : ২। শয়ন ২৭। শয্যায় : ৩৩। বিশ্রাম : ৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—সবিরাম জ্বরে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

পার্শ্ববেদনা বা প্লুরিসি রোগে পক্ষাঘাত মত দুর্ব্বলতা।

ভয় জন্য বিষাদবায়ু (হিষ্টিরিয়া) রোগ।

উৎক্ষেপ, আক্ষেপিক বিকম্পন; অথবা, কৃমি জন্য মৃগীমত আক্ষেপ।

কৃমিজন্য স্নায়বিক রোগ এবং উদরের উগ্রতা।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালু, নিদ্রার প্রবৃত্তি জয় করিতে পারে না।

শীতের পূর্ব্বে নিদ্রালু।

বহুবিধ কল্পনায় নিদ্রার ব্যাঘাত বা অল্প নিদ্রা হয়; সন্ধ্যাকালে।

অস্থির নিদ্রা, এপাশ ওপাশ করে; ভীতিপ্রদ স্বপ্নে নিদ্রাভঙ্গ।

উত্তাপ কালে নিদ্রা।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৪০। অপরাহ্ন : ৪০। সন্ধ্যায় : ২১,৩৭,৪০।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—উষ্ণতা : ৪। গৃহমধ্যে : ৩। শীতল জলে ধৌত করণ : ১।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—অপরাহ্নে বা সন্ধ্যাবেলা শীত, ঠিক এক সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে; প্রায়ই পরবর্ত্তী উত্তাপ হয় না।

▌ শীতপ্রধান জ্বর; বিশেষতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, মুখমণ্ডল গরম।

নিম্ন দিক হইতে শীত উঠিয়া থাকে।

▌ সন্ধ্যাকালীন জ্বর, হাত পা ঠাণ্ডা এবং মুখমণ্ডলের জ্বালা।

সর্ব্বাঙ্গে উষ্ণ বোধ; সর্দ্দি সময়ে।

মস্তক ও মুখমণ্ডলে উত্তাপ, মধ্যে মধ্যে কম্প, ঠিক একই সময়ে উত্তাপ হয়।

ঘর্ম্ম—নিদ্রার সঙ্গে প্রাতঃকালে ; উত্তাপকালে।

মুখে উষ্ণ ঘর্ম্ম, শরীরের অপরাংশ শীতল।

৪১ আক্রমণ।—ঠিক এক সময়ে উপসর্গের পুনরাক্রমণ।

প্রতি চতুর্থ দিনে বৃদ্ধি ; কৃমি।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩,১৩। বাম : ৬,১৭,১৯। দক্ষিণ হইতে বাম : ৩। বাম হইতে দক্ষিণ : ১৩। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে : ৪০। পরীক্ষকের অনেক লক্ষণ দক্ষিণ হইতে বাম দিকে দেখা দিয়াছিল।

৪৩ অনুভব।—শরীরের নানাস্থানে সঞ্চরণশীল সূচীবেধ।

এখানে সেখানে জ্বালা ও কীট সঞ্চরণবৎ অনুভব।

নানাস্থানে বিঘূর্ণন অনুভব।

নানাস্থানে ফিতা দিয়া বাঁধা রহিয়াছে এরূপ অনুভব।

৪৪ তন্তু।—ছিদ্রকরণ বা কর্ত্তনবৎ (অস্থিমধ্যে)।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—নখঘর্ষণ : ৪। প্রচাপন : ২৫।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মের শুষ্কতা।

লাল লাল দাগ, শৈত্যে অধিকার দেখা যায়।

৪৭ অবস্থা।—পাতলা কেশ ; পেশী শিথিল।

শিশু ও বৃদ্ধ ব্যক্তি।

৪৮ সম্বন্ধ।—প্লুরাইটিসে একোনাইট এবং ব্রায়োনিয়ায় উপকার না হইলে, স্যাবেডিলায় নিরাময় করে।

দোষঘ্ন :—পলসেটিলা।

স্যাবাইনা।

পরীক্ষক ।—ষ্টাফ্।

১ মন।—সঙ্গীত অসহ্য (স্ত্রীলোক)।

স্বভাবের অতিশয় উগ্রতা, বিষাদবায়ু বা হিষ্টিরিয়া।

ব্যাধি-শঙ্কাযুক্ত স্বভাব।

অত্যন্ত ক্লান্তি এবং অলসতা, তৎসহ গভীর স্থানে আভ্যন্তরিক ক্লেশ, তজ্জন্য বিষণ্ণ করিয়া তুলে।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন :—বিশেষতঃ প্রাতে, পাছে পড়িয়া যান এই ভয়; প্রত্যেক পদার্থ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়; রজোবন্ধ; তৎসঙ্গে মস্তকে উষ্ণতা ও রক্তাধিক্য।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—শিরঃপীড়া, বিশেষতঃ রগে, সহসা আক্রমণ এবং ধীরে ধীরে বিদূরিত হয়।

সম্মুখ কপালের শিরঃপীড়া, চক্ষুতে চাপপড়া, যেন ঠেলিয়া বাহিরে আসিবে; প্রাতে শয্যা হইতে উঠিলে বৃদ্ধি; খোলা বায়ুতে উপশম।

সম্মুখ কপালে অস্থায়ী টানপড়া বেদনা, যেন চর্ম্ম শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়াছে।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে বজ্‌বজ্‌ শব্দ।

৭ নাসিকা।—নাসিকার গহ্বরের ও পাতার চারিদিকে লাল ও স্পর্শে বেদনাপূর্ণ।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখে উত্তাপের আবেশ, সর্ব্বাঙ্গে শীতানুভব, এবং হাত পা ঠাণ্ডা।

পাণ্ডুবর্ণ মুখ; জ্যোতিহীন চক্ষু, তাহার চতুর্দ্দিকে নীলিমা মণ্ডল।

কপালে এবং গণ্ডস্থলে পীড়কা।

১০ দন্ত।—চর্ব্বণ জন্য আকৃষ্টবৎ দন্তশূল।

রাত্রে দপদপকর দন্তশূল, যেন দন্ত সকল বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি।

ভগ্ন দন্তের চারিদিকের মাড়ীর স্ফীততা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—খাদ্য সামগ্রীর, দুগ্ধের তিক্তাস্বাদ।

১২ মুখমধ্য।—দুর্গন্ধ শ্বাস।

শাদা লালা, কথা কহিতে কহিতে সফেণ হয়।

মুখ ও অন্ননলীর শুষ্কতা, পিপাসা থাকে না।

১৩ গলমধ্য।—গলার মধ্যে যেন একটা দলা মত পদার্থ রহিয়াছে; গিলিতে গেলে পারে না; খাদ্য গিলিতে পারে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অম্ল দ্রব্যে অবিরত ইচ্ছা।

১৫ বিবমিষা এবং বমন।—বুক জ্বালা এবং অম্ল উদ্গার, বিশেষতঃ বক্র হইয়া বসিয়া থাকিলে, উহাতে অন্যান্য লক্ষণও বৃদ্ধি পায়।

বহুজনের মধ্যে যাইলে গা বমি বমি করে (স্ত্রীলোক)।

বারম্বার শূন্য ওয়াক তোলা।

পিত্তবমন, পূর্ব্ব দিনের ভুক্ত অজীর্ণ খাদ্য বমন।

১৮ পাকস্থলি।—পাকাশয়গহ্বরে সূচীবেধ, পশ্চাৎ পর্য্যন্ত প্রসারিত।

পাকাশয়গহ্বরে পুনঃপুনঃ জ্বালা, তৎসঙ্গে অন্ত্রমধ্যে সংকোচন এবং গড় গড় শব্দ এবং জননেন্দ্রিয় দিকে কোঁতপাড়া ভাব (অর্থাৎ কিছু বাহির হইয়া আসিবে এরূপ ভাব)।

১৯ উদর।—উদরাধ্মান; উদরের স্ফীতিভাব; উষ্ণ গৃহমধ্যে সন্ধ্যাকালে পেট গড় গড় করে।

উদরে কুচকি পর্য্যন্ত প্রসব বেদনা সদৃশ বেদনা।

উদরের পেশীতে টাটানি।

জননেন্দ্রিয় দিকে চাপ পড়া ভাব।

উদর মধ্যে সামান্য নড়া চড়ার ভাব, যেন কিছু জীবন্ত রহিয়াছে।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল:—রক্ত এবং আম; আধ্মান বায়ু সহ, আতিসারিক ভেদ; বারম্বার বেগ, তৎপরে জলীয়াংশ বহির্গত হইয়া অবশেষে কঠিনাংশ বহির্গত হয়।

অর্শ, তৎসঙ্গে উজ্জ্বল লাল রক্তস্রাব, তজ্জন্য পৃষ্ঠে বেদনা, সেক্রমাস্থি হইতে বিটপপ্রদেশ পর্য্যন্ত।

২১ মূত্র।—মূত্রাশয়িক উগ্রতা, বাতরক্ত ধাতু হইতে উৎপন্ন।

লালবর্ণের স্বল্প মূত্র স্রাব, তৎসহ মূত্র কৃচ্ছ্রতা।

বারম্বার মূত্রত্যাগের বেগসহ প্রচুর মূত্র স্রাব।

মূত্রবন্ধ; ফোটা ফোটা প্রস্রাব, তৎসঙ্গে জ্বালা।

মূত্র রক্তযুক্ত এবং এল্বুমেনযুক্ত।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রবল লিঙ্গোদ্রেকসহ রতি প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত।

প্রদাহিক প্রমেহ, তৎসঙ্গে পূযস্রাব।

সাইকোটিক মাংস বৃদ্ধি সহ জ্বালাযুক্ত ক্ষত।

মেঢ্রত্বকে বেদনা, তৎসঙ্গে কষ্টে উহাকে পশ্চাদাবর্ত্তন করা যায়।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আলিঙ্গন জন্য অতৃপ্তিকর ইচ্ছা।

রজঃ—অত্যন্ত প্রচুর, শীঘ্র শীঘ্র; কতকাংশ তরল, কতকাংশ জমা জমা এবং দুর্গন্ধ বিশিষ্ট; দমে দমে বহির্গত হয়; প্রসব বেদনার মত বেদনা; বেদনা সেক্রম হইতে বিটপস্থান পর্য্যন্ত প্রসারিত।

সামান্য সঞ্চালনে রজোস্রাব বৃদ্ধি, কিন্তু প্রায়ই বিচরণে উপশম।

জরায়ু-প্রদাহ তৎসহ রক্তস্রাব।

শ্বেতপ্রদর:—রজোবন্ধ জন্য; প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর; ঘন, পীতবর্ণ, দুর্গন্ধ; বাহ্য অংশের কণ্ডূয়ন।

কণ্ডাইলোমেটা বা মাংস বৃদ্ধিযুক্ত অর্ব্বুদ তৎসহ টাটানি ও জ্বালা।

ভগৌষ্ঠে বেদনাধিক্য অথবা বিশ্রামকালে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

২৪ গর্ভ।—ভ্রমরা বহির্গমনের সাহায্যে করে।

গর্ভস্রাবের আশঙ্কা বা প্রবণতা, বিশেষতঃ তৃতীয় মাসে; উজ্জ্বল লাল রক্ত স্রাব, খানিকটা জমাট রক্ত, কোনপ্রকার সঞ্চালনেই বৃদ্ধি; সেক্রাম অস্থি হইতে বিটপ প্রদেশ পর্য্যন্ত বেদনা; পায়ে বেদনা।

প্রসবান্তিক বেদনা, তৎসহ উদরের স্পর্শাধিক্য।

প্রসবের পর জরায়ু প্রদাহ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসের হ্রস্বতা।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষ মধ্যে চাপপড়া বেদনা।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—প্রতি সঞ্চালনে হৃদস্পন্দন, বিশেষ উপরে উঠিতে গেলে।

নাড়ী অসমান; সাধারণতঃ দ্রুত, প্রবল এবং কঠিন।

সর্ব্বাঙ্গে শোনিত-শিরার প্রবল স্পন্দন।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—মণিবন্ধের সন্ধিতে বাত জন্য কাঠিন্য ও স্ফীতত্তা, তৎসঙ্গে কর্ত্তনবৎ এবং হুলবেধবৎ বেদনা, হাত লম্বভাবে ঝুলাইয়া রাখিলে অসহ্য হইয়া উঠে।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পায়ের গুরুত্ব, তৎসহ বিচরণ কালে উরুতের বেদনা।

নিতম্ব সন্ধিতে হুলবেধবৎ বেদনা,প্রাতে এবং শ্বাস গ্রহণ কালে।

সমগ্র দক্ষিণ পায়ে শৈত্যানুভব।

টিবিয়া অস্থিতে ক্ষত, ক্ষতের নিম্নতল বসাময়।

বৃদ্ধাঙ্গুলিতে সূচীবেধ, উহার আরক্ততা ও স্ফীতত্তা। * বাতরক্ত।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আকৃষ্ট ও কর্ত্তনবৎ বেদনা, বিশেষতঃ রাত্রে।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—গতি: ২৩, ২৪, ২৯। বিচরণ: ২৩, ৩৩। উপরে উঠা: ২৯। উত্থান: ৩। বক্র হইয়া বসা: ১৬। বিশ্রাম:২৩। বামদিকে শয়ন: ৩৭। হাত ঝুলাইয়াথাকা:৩২।

৩৬ স্নায়ু।--অত্যন্ত ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা।

৩৭ নিদ্রা।—মধ্যরাত্রির পরে অস্থিরতা ও অনিদ্রা, তৎসহ উত্তাপ এবং প্রচুর ঘর্ম্ম।

নিদ্রাকালে বামদিকে শয়ন করে।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ২,৩,৩৩; সন্ধ্যা: ১৯,৪০; রাত্রি: ১০, ৩৪, ৪০। মধ্যরাত্রির পর: ৩৭। দিবস: ৪০।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—বিশুদ্ধ বায়ু: ৩। শয্যার উত্তাপ: ১০। উষ্ণ গৃহ: ১৯, ৪৪।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সন্ধ্যাকালে শীত, তৎসঙ্গে কম্প।
দিবসেও শীতানুভব।
কম্পন তৎসহ দৃষ্টির অস্বচ্ছতা, তৎপরে নিদ্রা।
সর্ব্বাঙ্গে দাহযুক্ত উত্তাপ সহ অস্থিরতা, মুখমণ্ডলে উত্তাপের আবেশ, অবশিষ্ট শরীরে শীত, হাত পা ঠাণ্ডা।
সহজে ঘর্ম্ম :—প্রতি রাত্রে ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর : ২৩।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩৩। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে : ২৩। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ দিকে : ২৩,২৪।

৪৪ তন্তু।—লম্বাকৃতি অস্থিমধ্যে আকৃষ্টবৎ বেদনা।
বিকৃতাঙ্গে লাল, চিক্কণ স্ফীতি।
বাতরক্তের পীড়া ; স্ফীত হইলে পর সন্ধি মধ্যে ছিন্নবৎ, হুলবেধবৎ বেদনা ; উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি ; শীতল বাতাস বা শীতল গৃহে উপশম।
বাতরক্তের গুটী গুটী ফুলা।
মৃৎপাণ্ডু রোগ।
সমস্ত রক্তবাহী শিরাতে দপদপানি।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৭,২৩,২৪।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে।
আঁচিলে অসহ্য জ্বালা এবং কণ্ডূয়ন ; মাংস বৃদ্ধি।

৪৭ অবস্থা।—স্ত্রীদিগের পুরাতন পীড়া :—বাতরক্তের বেদনা, গর্ভপাতের প্রবণতা।

৪৮ সম্বন্ধ।—কণ্ডাইলমেটা রোগে থুজার পরে স্যাবাইনা ফলপ্রদ।
স্যাবাইনার দোষঘ্ন :—পলসেটিলা।

স্যাম্বুকস্।

পরীক্ষক :—হানিম্যান।

১ মন।—চক্ষু মুদিত করিলে মূর্ত্তি দেখে।

অর ব্যতীত প্রলাপ।

উদ্বেগ :—বমনসহ ; ঘর্ম্ম সহ।

সহজে ভীত হয় ; কম্পান্বিত উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা।

ভয়ের পরে শ্বাসাবরোধক আক্রমণ তৎসহ ঈষৎ নীলাভ ও স্ফীত মুখমণ্ডল।

মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তক সঞ্চালনে মস্তকমধ্যে অশিথিলতা, ভার বোধ, যেন জল পূর্ণ হইয়াছে এরূপ অনুভব।

মস্তকমধ্যে সহসা উৎক্ষেপ।

রগের অস্থিতে চাপপড়া বেদনা।

৪ বহির্ম্মস্তক।—মস্তক পশ্চাদ্দিকে বক্র।

মস্তকের সমস্ত বামভাগে বিসর্প, কর্ণ স্ফীত, শয্যাশায়ী, নড়িতে পারে না।

মস্তকে খুস্কি, অসহ্য কণ্ডূয়ন।

করোটী যেন প্রসারিত হইয়াছে এরূপ বোধ।

চক্ষু।—শিশু চক্ষু খুলিতে পারে না, আলোক সহ্য করিতে পারে না, নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠে।

নিদ্রাবস্থায় অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষু।

কর্ণ।—ঠিক দক্ষিণ কর্ণের নিম্নে একটী পিণ্ডাকারে স্ফীতিযুক্ত, উত্তপ্ত ও আরক্ত হইয়া উঠে, তৎসঙ্গে তীব্র বেদনা।

নাসিকা।—শুষ্ক সর্দ্দি হেতু নাক দিয়া শ্বাস বন্ধ, বিশেষতঃ শিশুদের।

শিশুরা ফোঁস ফোঁস করে।

নাক এককালীন রুদ্ধ এবং শুষ্ক বোধ।

৮ মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুর, ঈষৎ নীলাভ, অথবা লাল ; পাণ্ডুর, হিমাঙ্গ, শীতল ঘর্ম্মে আবৃত ; বৃহত্তর বলিয়া প্রতীতি জন্মে এবং হরিদ্রাবর্ণ ; ফুলা ফুলা ভাব এবং গাঢ় নীলবর্ণ ; লাল দাগ।

মুখমণ্ডলে জ্বালাকর উত্তাপ এবং আরক্ততা।

মুখে জ্বালাজনক উত্তাপ সহ বরফ সদৃশ পদদ্বয়।

জাগ্রত হইলে পর, মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম হইয়া সে ঘর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গে প্রসারিত হয়।

স্ফীত হওয়ার ন্যায়, গণ্ডদ্বয়ের অশিথিলতা ও অসাড়তা।

১০ দন্ত।—দন্তমধ্যে কর্ত্তন ও হূলবেধ বেদনা, তৎসঙ্গে গণ্ডমধ্যে স্ফীতি অনুভব।

১৩ গলমধ্য।—গলা ও মুখমধ্যে শুষ্কতা, তৎসহ পিপাসাহীনতা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—পিপাসা, কিন্তু পানীয় ভাল লাগে না।

১৫ পানাহার।—ফল খাওয়ার পর বৃদ্ধি।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—প্রত্যেক পদার্থে গা বমি বমি করে।

প্রথমে খাদ্য বা ভুক্তদ্রব্য বমন, পরে পিত্ত।

১৯ উদর।—শৈত্য জন্য পেট বেদনা, তৎসঙ্গে প্রচুর বায়ু নিঃসরণ।

উদর মধ্যে বেদনানুভব ও টাটানি।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—বারম্বার, জলবৎ ; তরল, শ্লেষ্মা মল, তৎসহ প্রচুর বায়ুনিঃসরণ পরে বেগ ; উদর বৃহৎ।

২২ মূত্র।—বারম্বার মূত্রবেগসহ প্রচুর মূত্রস্রাব।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অত্যধিক রজঃ, প্রচুর রজঃস্রাব পীড়া।

২৫ গর্ভ।—স্তন লাল ও স্ফীত।

স্তন্য (দুগ্ধ) কমিয়া যায়।

প্রসবের পর দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম।

২৬ লেরিংকস।—স্বর :—শূন্য গর্ভ ; ভঙ্গস্বর, প্রচুর শক্ত শ্লেষ্মা সঞ্চয়।

রোগী রাত্রে জাগ্রত হইয়া যাতনাপ্রদ আবেশে আক্রান্ত হয়, উপজিহ্বার আক্ষেপ, তৎসঙ্গে শ্বাসরোধের আশঙ্কা এবং যাতনা ;

শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে এবং শ্বাস লইবার জন্য ব্যাকুলিত হয়।

২৮ শ্বাসক্রিয়া।—উৎকণ্ঠাপূর্ণ, উচ্চ শব্দযুক্ত; দ্রুত, সাঁই সাঁই শব্দ বিশিষ্ট এবং কুক্কুট ধ্বনিবৎ।

প্রতি রাত্রে শ্বাসরোধক আক্রমণ সহ অস্থিরতা: চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়া এবং বাহু প্রসারিত করা।

মধ্য রাত্রির পর শ্বাসাবরোধক আক্রমণ।

শিশু সহসা জাগ্রত হয়, প্রায় দম বন্ধ, শয্যায় উঠিয়া বসে, নীল হইয়া যায়, হা করিয়া শ্বাস টানিতে থাকে; তারপর আক্রমণ শেষ হয়, আবার শয়ন করে, আবার তদ্রূপ হয়।

২৯ কাসী।—শূন্যগর্ভ, শুষ্ক, রাত্রে; শীতের পূর্ব্বে গভীর এবং শুষ্ক; নিয়মিত রূপে শ্বাসগ্রহণ, কিন্তু দীর্ঘ শ্বাসে বহির্গমন বা প্রশ্বাসত্যাগ; শ্বাসাবরোধক, গভীর, হুপিং কাসী বক্ষের আক্ষেপ হইতে উৎপন্ন, কেবল দিবসে সামান্য শক্ত শ্লেষ্মা উঠে; ক্রন্দনশীল শিশুদিগের শ্বাসাবরোধক কাসী; মধ্য রাত্রির পর, বিশ্রামে, মস্তক নীচ করিয়া শয়ন, শুষ্ক শীতল বায়ুতে কাসীর বৃদ্ধি।

গয়ার:—অত্যন্ত পীতবর্ণ, যেন পিত্ত দ্বারা রঞ্জিত করা হইয়াছে; লবণাক্ত আস্বাদ।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—সর্ব্বাঙ্গে স্পন্দন।

সময়ে সময়ে হৃদপিণ্ডের আঘাত বিলুপ্ত।

নাড়ী সাধারণতঃ দ্রুত ও ক্ষুদ্র; কখন মৃদু এবং কখন পূর্ণ; কদাচিৎ সবিরাম।

৩০ বহির্বক্ষ।—ষ্টার্ণম অস্থির নিম্নে চাপ, তৎসহ মেরুদণ্ড হইতে উহার দিকে বিপরীত চাপ।

বক্ষের সংকোচন প্রবল হয়, বেদনায় কম্পান্বিত করে।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—গলা এবং গ্রীবায় ঘর্ম্ম।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—কনুই সন্ধিতে পক্ষাঘাতিক গুরুত্ব।

লিখিবারকালে হস্ত কম্পন।

মণিবন্ধে সূচীবেধ।

কণিষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলির মধ্যস্থ পেশী টাটান।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পায়ের অস্থিতে তীব্র সূচীবেধ।

পায়ে শোথ সদৃশ স্ফীতি।

বরফবৎ শীতল পদদ্বয়:—শরীর উষ্ণ; মুখমণ্ডল উত্তপ্ত।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—হাত পা ফুলা ফুলা ও নীলবর্ণ বিশিষ্ট।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন: ৩,৪০। লাফাইয়া উঠা: ২৫। উপবিষ্ট হওয়া: ২৬। পশ্চাদ্দিকে বক্র: ৪। বাহু প্রসারণ: ২৬। বিশ্রাম: ২৭। শয়ন: ৪০; মাথা নীচ করিয়া: ২৭। নড়িতে পারে না: ৪।

৩৬ স্নায়ু।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

সর্ব্বাঙ্গিক কম্পন, তৎসঙ্গে উৎকণ্ঠা ও রক্তের দাহ বা স্ফুটন।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালু, কিন্তু নিদ্রা হয় না।

বারম্বার জাগ্রত হইয়া উঠে, যেন ভয় পাইয়াছে, তৎসহ উৎকণ্ঠা, কম্পন, শ্বাসাবরোধ।

নিদ্রা কালে মুখ ও চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত।

নিদ্রাবস্থায় শুষ্ক উত্তাপ; জাগ্রত হইলে প্রচুর ঘর্ম্ম।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ৪০। রাত্রি: ৬,২৫,২৭,৩৭,৪০। মধ্যরাত্রির পর বা সময়ে: ২৬, ২৭,। দিবস: ২৭।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—শুষ্ক, শীতল বায়ু: ২৭। অনাবৃত: ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সর্ব্বাঙ্গে শীত, তৎসঙ্গে এখানে সেখানে কীট সঞ্চরণানুভব।

শয়নের পর, নিদ্রা যাইলে শুষ্ক উত্তাপ।

শুষ্ক উত্তাপ, পিপাসা শূন্যতা, অনাবৃত হইতে বিরক্ত।

নিদ্রাকালে হাত পা টাণ্ডা, শরীর গরম; নিদ্রাভঙ্গে মুখে প্রথমে প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া সর্ব্বত্র ঘর্ম্ম প্রসারিত হয় এবং যতক্ষণ

জাগ্রত থাকে ততক্ষণ ঘর্ম্ম ন্যূনাধিক বর্ত্তমান থাকে; পুনরায় নিদ্রিত হইলে শুষ্ক উত্তাপ প্রত্যাবর্ত্তন করে।

বিলেপী (hectic) জ্বরের আবেশ।

প্রচুর নৈশঘর্ম্ম।

দিবা রাত্রি প্রচুর দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম, সমগ্র বিরাম কাল থাকে : ২৪।

১২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৬,৩৩। বাম : ৪।

১৩ অনুভব।—আঘাত প্রাপ্তিবৎ সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত টাটানি অনুভব; শীরঃপীড়া।

১ তন্তু।—শোথ।

১৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—মচকান আঘাতের পর, ফুলায় টান পড়া। প্রচাপন : ১৯। নখ ঘর্ষণ : ৪৬।

১৬ চর্ম্ম।—স্ফীতভাব, ঘোর লাল স্ফীতি।

১৭ অবস্থা।—গণ্ডমালা দোষগ্রস্ত শিশু।

পূর্ব্বে স্থূলকায় বা বলিষ্ঠ ছিল এক্ষণে শীর্ণ হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি।

প্রবল মানসিক বেগ, দুঃখ, উৎকণ্ঠা অথবা ইন্দ্রিয় চালনার আধিক্যের পর।

১৮ সম্বন্ধ।—আর্সেনিক অপব্যবহার জন্য পীড়া।

জ্বরের মন্দ ফল জন্য ওপিয়ম ঔষধের পরে স্যাম্বুকস ফলপ্রদ।

দোষঘ্ন :—আর্সেনিক, ক্যাম্ফর।

স্যাঙ্গুনেরিয়া ক্যানাডেন্সিস।

পরীক্ষক :—জি, বিউট।

১ মন।—স্তব্ধভাব, উদ্গারে উপশম।

উৎকণ্ঠা এবং ভীতি বোধ। বমন ও প্রলাপের পূর্ব্বে উদ্বেগ।

বিমর্ষতা সহ বিবমিষা; গৃহমধ্যে কেহ বিচরণ করিবে ইহা সহ্য করিতে পারে না।

ক্রোধের উত্তেজনা; বিমর্ষতা।

চৈতন্য।—চিৎ হইয়া শয়নকালে এরূপ বোধ হয় যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে এবং নড়িতে অসমর্থ, অথচ তাহার চতুর্দ্দিকে যাহা হইতেছে বা রহিয়াছে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ চৈতন্য থাকে।

শীতকালে মস্তক ঘূর্ণন।

অনুমান করেন যেন তিনি রেলগাড়ীতে আছেন, এবং তাঁহার নিকটস্থ সকলে দ্রুত কথা কহিতেছে।

মস্তক ঘূর্ণন :—অধিকক্ষণ স্থায়ী বিবমিষা দুর্ব্বলতা এবং শিরঃপীড়া সহ; রাত্রিকালে শয়ন করিলে; হঠাৎ মস্তক ফিরাইলে এবং ঊর্দ্ধ দিকে চাহিলে; অবনমনাবস্থা হইতে দণ্ডায়মান হইলে; শীতকালে।

মস্তকাভ্যন্তর।—সাময়িক, সবমন শিরঃপীড়া; প্রাতে আরম্ভ হইয়া দিবসের সহিত বৃদ্ধি পাইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকে; বোধ হয়, মস্তক বিদীর্ণ হইবে অথবা চক্ষু ঠেলিয়া বাহির হইবে; অথবা, মস্তিষ্কমধ্যে দপদপকর এবং অস্ত্রবিদ্ধবৎ বেদনা; সম্মুখ কপালে, মূর্দ্ধা এবং দক্ষিণদিকে অধিক; তৎপরে শীত, বিবমিষা, ভুক্তদ্রব্য বা পিত্ত বমন; শয়ন করিয়া স্থির হইয়া থাকিতে হয়; নিদ্রা যাইলে উপশম পায়।

শিরঃপীড়া পশ্চাৎ মস্তক হইতে আরম্ভ, উপর দিকে প্রসারিত হইয়া দক্ষিণ চক্ষুর উপরে গিয়া স্থায়ী হয়।

আমবাতিক শিরঃপীড়া, কর্ণপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

প্রবল শিরঃপীড়া, পশ্চাদ্দেশে কিছু কঠিন দ্রব্য চাপিয়া ধরিলে কেবল উপশম।

বহির্মস্তক।—স্থানে স্থানে ক্ষতবৎ বা টাটানি, বিশেষতঃ রগে।

রগের শিরার বিস্তৃতি বা ফুলা; স্পর্শ করিলে বেদনা।

চক্ষু।—দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা।

দৃষ্টির অস্বচ্ছতা, যেন চক্ষুমধ্যে কেশ রহিয়াছে এরূপ অনুভব।

কনীনিকা আসারিত।

দক্ষিণ চক্ষুর স্নায়ুশূল।

কামলার সঙ্গে শ্বেত ক্ষেত্রের পীতবর্ণত্ব।

সর্দ্দিজ চক্ষুর প্রদাহ, তদপরে কর্ণিয়া ক্ষত।

প্রচুর অশ্রুস্রাব :—জ্বালা এবং শুষ্কতার পরে; অশ্রু উষ্ণ; সর্দ্দির সঙ্গে।

৬ কর্ণ।—সহসা উদ্ভূত শব্দে চৈতন্যাধিক্য; দক্ষিণ কর্ণে বেশী।

দপদপ করা, রক্তাধিক্য।

কর্ণশূল সহ শিরঃপীড়া, কর্ণমধ্যে সঙ্গীত, এবং মাথাঘোরা।

কর্ণের নিম্নে আঘাত বোধ, অনিয়মিত সময় অন্তর, কখন কখন কয়েকবার আঘাত মাত্র।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণ শক্তির লোপ।

নাসিকার "পলিপস"।

স্রাবশীল সর্দ্দি, তৎসঙ্গে বারম্বার হাঁচি; দক্ষিণ দিকে বেশী।

ক্ষতকারক পূতিনস্য, তৎসঙ্গে রক্তস্রাব।

ফুলের গন্ধ সহ্য হয় না, মূর্চ্ছা হয়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের শিরা সকলের স্ফীতি, তৎসহ অত্যধিক আরক্ততা, কাঠিন্য, ও স্পর্শে বেদনা

উভয় বা এক গণ্ডের বৃত্তাকারে আরক্ততা।

গণ্ডদ্বয় (এবং হস্ত) রক্তশূন্য। * সান্নিপাতিক ফুসফুসপ্রদাহ।

উপর চোয়ালে স্নায়ুশূল, নাক, চক্ষু, কর্ণ এবং মস্তকের পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত; জ্বালা ও চিড়িক মারা বেদনা; হাঁটু পাতিয়া মেজের উপর সজোরে মাথা দিয়া থাকে।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক বোধ।

সন্ধ্যাকালে ওষ্ঠ ফুলে।

ওষ্ঠের নিম্নে জ্বালা করে, ফুলে, শক্ত এবং ফোস্কা হয়; ফোস্কা শুকাইয়া মামড়ী পড়িয়া যায়।

চোয়ালের সন্ধির কাঠিন্য।

১০ দন্ত।—দাঁত খুটিলে দন্তশূল, অথবা ক্ষয়া দন্তে খাদ্য স্পৃষ্ট হইলে।

মাড়ী হইতে রক্ত পড়ে, এবং মাড়ীতে মাংস বৃদ্ধি ইত্যাদি।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি —স্বাদ লোপ, তৎসঙ্গে জিহ্বায় দগ্ধ বোধ।

মিষ্টদ্রব্য তিক্ত লাগে, তৎসঙ্গে গলকোষে জ্বালা।

জিহ্বায় শাদা লেপ ও বসার আস্বাদ।

জিহ্বাগ্রে জ্বালা, যেন দগ্ধ হইয়াছে।

জিহ্বা টাটান, স্ফোটকের ন্যায় বেদনা।

১২ মুখমধ্য।—পচা বা দুর্গন্ধ শ্বাস ; চটচটে মুখ।

মাড়ীতে এবং মুখমধ্যে ক্ষত।

১৩ গলমধ্য।—জ্বালা, বিশেষতঃ মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণের পর।

মুখমধ্যের প্রাচীর এবং আলজিবে টাটানি এবং জ্বালা।

ক্ষত বিশিষ্ট গলা বেদনা।

গলা স্ফীত বোধ, যেন শ্বাসাবরোধ সম্ভব, গলাধঃকরণে বেদনা এবং বাকরোধ।

টন্‌সিলাইটীস্, পুযসঞ্চয় সাহায্য করে।

তালু ও গলকোষে মুক্তার ন্যায় লেপ। * ডিপথিরাইটীস্।

স্বরনালী এবং অন্ননলীতে জ্বলন।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা লোপের সঙ্গে কি চাহিবে বুঝিতে পারে না।

চিনি তিক্ত লাগে এবং তাহাতে জ্বালা করে।

আহার চায় :—১৬।

১৫ পানাহার।—মিষ্ট দ্রব্যে বৃদ্ধি, জ্বালা করে।

ভোজনের অব্যবহিত পরেই—শূন্য বোধ ; শ্বাসকষ্ট, বিবমিষা, মুখ প্রসেক, মূর্চ্ছার ন্যায় ক্লান্তি, মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত শীতল ঘর্ম্ম।

ভোজনকালে :—২৭।

১৬ বিবমিষা এবং বমন —উদ্গার ; বমন প্রবণতা ; পাণ্ডুবর্ণ মুখ।

দমে দমে বিবমিষা :—অবনত হইলে বৃদ্ধি, তৎসঙ্গে লালাস্রাব ; তৎপরে শীতপিত্ত, বুক জ্বালা, মাথা ধরা, শীত, পরে বমন এবং কখন কখন অতিসার।

বমন :—বিবমিষা নিবারণ জন্য খাদ্য চায় ; তিক্ত জল ; অম্ল বমন ;

অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য ; কৃমি ; উদ্বেগের পর ; বমন হইয়া মস্তকের পীড়ার শান্তি হয়।

১৭ পাকস্থলী ।—পাকাশয় প্রদেশে টাটানি ও চাপ পড়া, আহারে বৃদ্ধি।

পাকস্থলিতে জ্বালা, তৎসহ শিরঃপীড়া।

পাকাশয় প্রদাহ, তৎসঙ্গে জ্বালা, বমন এবং শিরঃপীড়া।

পাকাশয় মধ্যে উৎক্ষেপ, যেন কোনও জীবন্ত পদার্থ জন্য।

পাকাশয় গহ্বরে সহসা সংকোচন, যেন শ্বাস বন্ধ হইবে।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া ।—উত্তাপ বক্ষ হইতে যকৃতের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে।

যকৃতের জড়তা ; ত্বক হরিদ্রাবর্ণ ; পেট বেদনা।

প্লীহা প্রদেশে প্রবল সূচীবেধ।

বামদিকে বেদনা, কাসিলে বৃদ্ধি ; চাপ দিলে এবং বামপার্শ্বে শয়ন করিলে উপশম।

১৯ উদর ।—সন্ধ্যাকালে উদরের আধ্মানযুক্ত বিস্তৃতি, তৎসঙ্গে যোনি হইতে বায়ু নিঃসরণ (জরায়ুমুখ প্রসারিত হইয়া)।

উদর মধ্যে কাঠিন্য।

দক্ষিণ হইতে বাম ইলিয়্যাক গহ্বরে কর্ত্তনবৎ পেট বেদনা।

উদর মধ্যে টাটানি, তৎসহ যকৃতের জড়তা।

বোধ হয় যেন উষ্ণ জল বক্ষ হইতে উদর মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে, তৎপরে অতিসার।

২০ মল, ইত্যাদি ।—মল তরল ; উজ্জ্বল পীতবর্ণ ; অজীর্ণ ; জলবৎ।

উপর ও নিম্ন উভয় দিক দিয়া প্রচুর বায়ু নিঃসরণ ; অতিসারের সঙ্গে।

বেগ আছে কিন্তু বাহ্যে হয় না, বোধ হয় সরলান্ত্রে অনেকটা রহিয়াছে, এবং কেবল দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয়।

পর্য্যায়ক্রমে অতিসার এবং কোষ্ঠবদ্ধতা।

অর্শ।

২১ মূত্র ।—কামলা রোগের সঙ্গে মলিন পীতবর্ণ প্রস্রাব।

মূত্র স্বল্প, লাল, স্থির রাখিলে ঈষৎ লালবর্ণ অধঃক্ষেপ।

রাত্রে প্রচুর জলবৎ প্রস্রাব।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রেতঃস্রাব।

পুরাতন মেহ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বয়োসন্ধিকালের পীড়া; বিশেষতঃ শ্বেত প্রদরাদি।

রজঃ—নিয়মিত সময়ে, দুর্গন্ধ, উজ্জ্বল লাল; দলাদলা মাংসের ন্যায় জমাট শোণিত; তৎপরে, মলিন রক্ত, দুর্গন্ধ কম; স্বল্প, শিরঃপীড়া পশ্চাৎ মস্তক হইতে সম্মুখ দিকে; মুখ লাল ও উষ্ণ।

জরায়ু মুখে ক্ষত; দুর্গন্ধ ক্ষতকারক শ্বেত প্রদর।

জরায়ুর পলিপস্।

জরায়ু হইতে বায়ু নিঃসরণ: ১৯।

২৪ গর্ভ।—গর্ভপাতের উপক্রম, বিবমিষা, কটিতে বেদনা, নিম্নোদর হইতে উরুত পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

স্তনে সূচীবেধ; দক্ষিণ দিকের চুচুকের নিম্নে স্পর্শে বেদনা এবং চুচুকের বেদনাপূর্ণ ক্ষত বা টাটানি।

২৫ লেরিংকস।—গলার মধ্যে বহুদিন স্থায়ী শুষ্কতা, লেরিংকস মধ্যে স্ফীতিবোধ এবং ঘন শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন।

স্বর লোপ সহ গলমধ্যে স্ফীতভা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—হ্রস্ব, দ্রুত, বাধাযুক্ত শ্বাস; অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; নমনীয় নাড়ী; * টাইফয়েড নিউমোনিয়া।

হাঁপানি, বিশেষতঃ গন্ধে বৃদ্ধি।

বেদনাপূর্ণ, দীর্ঘ শ্বাসযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস।

দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণের প্রবৃত্তি, উহাতে বক্ষ সংকোচন বৃদ্ধি, দক্ষিণ দিকে বেশি।

২৭ কাসী।—সাই সাই শব্দবিশিষ্ট, সিস দেওয়ার মত কাসী; ধাতু নিক্কণবৎ; ঘুংড়ী।

গলমধ্যে শুড় শুড় করিয়া শুষ্ককাসী, পাকস্থলি মধ্যেও ভড় ভড়ী।

শুষ্ককাসী, ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, যতক্ষণ উঠিয়া বসিয়া ঊর্দ্ধাধঃদিক হইতে বায়ু নিঃসৃত না হয় ততক্ষণ কাসী বন্ধ হয় না।

হুপিংকাসী, গলা বরাবর সংকুচিত এবং আক্ষেপিক ক্রিয়া; রাত্রে বৃদ্ধি, তৎসহ অতিসার।

ক্ষয়কাশ রোগকালে কাসীর সঙ্গে রক্ত উঠা।

গয়ার :—ঘন শ্লেষ্মা; মরিচার বর্ণ; দুর্গন্ধ, পূযময়।

২৮ ফুস্‌ফুস্‌।—বক্ষাস্থি এবং দক্ষিণ চুচুকের মধ্যবর্ত্তী স্থানে তীব্র সূচীবেধ। দক্ষিণ বক্ষ হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত বেদনা, কষ্টে হাত মস্তকে তুলিতে পারে। বক্ষে ধল্লি।

বক্ষমধ্যে জ্বালা এবং সূচীবেধ; চিৎ হইয়া শয়ন; গয়ার শক্ত, মরিচার বর্ণ ও কষ্টে নিঃসৃত; মুখমণ্ডল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল অথবা হাত পা জ্বালাযুক্ত উত্তপ্ত, বৈকালে বৃদ্ধি; অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা। * ফুসফুস প্রদাহ।

শ্বাস এবং নিষ্ঠীবন দুর্গন্ধ (এমন কি রোগীর পক্ষেও); কাসীর পূর্ব্বে এবং পরে উদ্গার; উদরাময়; নৈশ ঘর্ম্ম, পায় বেদনা।

২৯ হৃদপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃদ্‌পিণ্ড প্রদেশে বেদনাপূর্ণ সূচীবেধ অথবা চাপ পড়া বেদনা।

বমনের পূর্ব্বে হৃদস্পন্দন, তৎসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

হৃদপিণ্ডে দৌর্ব্বল্য বোধ।

নাড়ী এবং হৃদপিণ্ডের ক্রিয়ার অসমতা, তৎসঙ্গে শীতলতা, অজ্ঞানতা, ইত্যাদি।

নাড়ী :—কঠিন, দ্রুত; ক্ষুদ্র এবং দ্রুত; অসমান, তৎসহ দুর্ব্বলতা।

৩০ বহির্ব্বক্ষ।—বক্ষাস্থিমধ্যে জ্বলন।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবাতে বেদনা।

বামদিকের স্কন্ধাস্থির মধ্য প্রান্তে বরাবর অতীব্র বেদনা, শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি।

গ্রীবা, স্কন্ধে এবং বাহুতে বাতের বেদনা, রাত্রে বৃদ্ধি।

কোন দ্রব্য উত্তোলন জন্য মেরুদণ্ডে বেদনা।

কটিবাত, অথবা পৃষ্ঠের পেশীতে স্নায়ুশূল।

পৃষ্ঠের পেশীতে টাটানি ; বেদনা সঞ্চরণ করে।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—রজোপ্রকাশের পূর্ব্বে বক্ষমধ্যে কণ্ডূয়ন।

দক্ষিণ বাহু ও স্কন্ধে বাতের বেদনা।

বাহু উত্তোলন করিতে পারে না।

হাতের তালুতে জ্বালা, হাত লাল।

উভয় হস্তের নখের মূলদেশে ক্ষত।

অঙ্গুলিবেষ্টক (আঙ্গুলহাড়া), প্রথমে দক্ষিণ পরে বামাঙ্গুলির।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বাম নিতম্বে বাতের বেদনা।

উরুতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা, পর্য্যায়ক্রমে জ্বলন এবং বক্ষে প্রচাপন।

নিতম্বমধ্য দিয়া বেদনা।

সঞ্চরণশীল বেদনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

হাঁটু বা জংঘাদেশ কঠিন বা অনম্য।

সন্ধ্যাকালে বাম পা ফুলিয়া উঠে তৎসহ প্রবল জ্বালা, কোথায় পা রাখিবে ঠিক করিতে পারে না ; মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি।

দক্ষিণ গুল্‌ফে এবং অঙ্গুষ্ঠ সন্ধিতে বেদনা।

পায়ের তলা জ্বালা, শয়নে বৃদ্ধি।

পা ঠাণ্ডা, বৈকালে।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি—হাত পা জ্বালা, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

বাতের বেদনা, সন্ধিস্থল ব্যতীত যে যে স্থানে মাংস কম সেই সেই স্থানে বেদনা ; বেদনা স্থান স্পর্শে বেদনা সরিয়া যায় এবং অন্যস্থানে দেখা যায়।

সমস্ত সন্ধিতে বাত, স্ফীতি এবং আক্ষেপিক বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন : ৪০। বিচরণ : ৩৬। উত্থান : ২। অবনমন : ১৬। শীঘ্র শীঘ্র ফিরিলে : ২। নড়িতে চায় না : ৩৬। বিশ্রাম পায় না : ৩৩। দক্ষিণ বাহুর বাধাযুক্ত সঞ্চালন : ২৮,৩২। উঠিয়া বসিতে হয় : ২৭। শয়ন : ২,২৭ ;

পার্শ্বে : ১৭,১৮ ; চিৎ হইয়া : ২,১৭,২৮। শয়ন করিতে বাধ্য হয় : ৩। উপর দিকে তাকাইলে : ২।

৩৬ স্নায়।—দক্ষিণ বাহুর খঞ্জতা বা অসাড়তা।

—দক্ষিণদিকের পক্ষাঘাত।

ক্লান্তি, জড়তা ; নড়িতে চড়িতে কি কোন মানসিক কার্য্যে উদ্যম থাকে না, আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধি।

অনাবৃত বায়ুতে ভ্রমণকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দৌর্ব্বল্য।

৩৭ নিদ্রা।—রাত্রে নিদ্রাহীনতা, ভয় পাইয়া জাগ্রত হইয়া উঠে যেন পড়িয়া যাইবে।

স্বপ্ন :—সমুদ্রে যাত্রা ; ব্যবসাসম্বন্ধীয় ; ভীতিপূর্ণ।

নিদ্রালুতা তাহাতে শারীরিক ও মানসিক অলসতা জন্মে।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল. ৩। অপরাহ্ণ. ২৮, ৩৩, ৪০। সন্ধ্যা : ৩,৯,১৯ ২৭,৩৩,৪০। মধ্যরাত্রি : ৩৩। রাত্রি : ২০, ২৭,৩১,৩২৩৩,৩৪, ৩৭। দিবস : ৩।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—শয্যায় : ৩৩,৪০। শীত ঋতু : ২। আর্দ্র ঋতু : ৩৬। বায়বিক পরিবর্ত্তন : ৪৪। শীতল, অনাবৃত বায়ু : ১৩,৩৬।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্প বা শীত, তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া, বিবমিষা, সঞ্চালনে স্কন্ধ সন্ধিতে বেদনা ; পৃষ্ঠে শীত, শয্যায় সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

সামান্য উত্তাপের আবেশ, তৎপরে কম্প, তারপর মুখলাল, হাত গরম ; ক্লান্তি।

মস্তক হইতে পাকস্থলীতে উত্তাপ সরিয়া আইসে।

দাহকর উত্তাপ, পর্য্যায়ক্রমে শীত এবং কম্প।

অপরাহ্ণ জ্বর, তৎসঙ্গে বৃত্তাকারে গণ্ডস্থলের আরক্ততা। জ্বর প্রত্যহ বেলা ২টা হইতে ৩টা।

উত্তাপের আবেশ।

জ্বর এবং প্রলাপ।

স্বল্প শীত, প্রবল জ্বর, শিরঃপীড়া ও প্রলাপ।

প্রচুর ঘর্ম্ম ; শীতল ঘর্ম্ম।

টাইফসের সঙ্গে শিরঃপীড়া।

৪১ আক্রমণ।—প্রতি সাতদিন অন্তর শিরঃপীড়া, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩,৫,৬,৭,১৮,১৯,২৪,২৬,২৮,৩০,৩২,৩৩,৩৬। বাম : ৬, ১৮, ২৮, ২৯, ৩১,৩৩। দক্ষিণ হইতে বাম ১৯ ৪২। উচ্চ হইতে নিম্নে : ১৯,২৪,৩৩,৪০। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে : ২৮। উপর নীচু : ২০,২৭।

৪৩ অনুভব।—মস্তক হইতে পাকস্থলীতে উত্তাপ নামিয়া আইসে।

বোধ হয় যেন বক্ষ হইতে উদরে তপ্ত জল ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে।

সর্ব্বাঙ্গে এক প্রকার অপ্রীতিকর কূট কূট বা কণ্টক বিদ্ধবৎ উষ্ণতার অনুভব।

ধীরে ধীরে চিড়িকমারা বেদনা।

৪৪ তন্তু।—অলসভাবে রক্ত সঞ্চালন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল, বায়বীয় পরিবর্ত্তনে চর্ম্মের চৈতন্যাধিক্য।

শিরাসকল বিস্তৃত টাটানি বোধ।

ফুসফুসের লাল বা ধূসর বর্ণে পরিণতি।

নাসিকা ও জরায়ুর "পলিপস্।

দুষ্ট ব্রণ।

আঁচিল।

মাংস বৃদ্ধি।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—প্রচাপন : ৩,৮, ১৮। স্পর্শ : ৪, ৬, ৮,১০,৩০,৩৪। উত্তোলন : ৩১।

৪৬ চর্ম্ম।—উত্তাপ এবং শুষ্কতা।

বিবমিষার পূর্ব্বে কণ্ডূয়ন এবং শীতপিত্ত।

পুরাতন, দুঃসাধ্য ক্ষতের প্রান্তভাগ মোটা ও বিশ্রী আকারের পুযস্রাব।

বহুব্যাপক সবিরাম জ্বর কালে কামলা।

যুবতী স্ত্রীদিগের মুখমণ্ডলে উদ্ভেদ, তৎসহ ঋতু সম্বন্ধীয় বিকৃতি, বিশেষতঃ স্বল্পরজঃ স্রাব।

৮ সম্বন্ধ।—আরক্ত জ্বরে বেলাডনা ব্যর্থ হইলে স্যাঙ্গুনেরিয়া উপকারী।

অহিফেন জনিত নিদ্রাদোষে স্যাঙ্গুনেরিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্যাঙ্গুনেরিয়া প্রতিষেধ করে।—রস বেডিক্স।

ষ্ট্যানম্।

পরীক্ষক :—হানিম্যান।

১ মন।—বিস্মৃতমনা এবং অন্যমনস্ক।

একটী বিষয় মনে স্থির করিলে তাহা দূর কবিতে অসমর্থা।

দিবসে কাল্পনিক দৃশ্য দেখা।

বিষণ্ণতা, তৎসঙ্গে মনুষ্যের প্রতি ঘৃণা এবং বাক্য কথনে অপ্রবৃত্তি।

অবিরত অস্থিরতা ও উদ্বেগ।

কোন কার্য্য করিতে প্রচুর সাহস করিতে পারে না।

কোপন স্বভাব, অনিচ্ছায় এবং সংক্ষেপে উত্তর দেয়।

গৃহস্থালী সম্বন্ধীয় কার্য্য বলিয়া দিতে হৃদ্‌কম্পন ও উৎকণ্ঠা।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন :—আহারনকাল তৎসঙ্গে চিন্তা বা ভাব লোপ ; মস্তক উত্তোলনে এবং অনাবৃত বায়ুতে ভ্রমণ করিলে বৃদ্ধি।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—প্রতিদিন প্রাতঃকালে শিরঃপীড়া, একটি না একটী চক্ষুর উপর, প্রায় বাম দিকে, ক্রমে ক্রমে সমস্ত মস্তকে বিস্তৃত হয়, ক্রমশঃ হ্রাস বৃদ্ধি ; প্রায় বমনের সঙ্গে।

অর্দ্ধাবভেদক শিরঃপীড়া, পাকাশয়িক বিকৃতি হইতে উদ্ভূত না হইয়া মস্তিষ্ক হইতে উৎপত্তি ; রক্তাধিক্য সহ অত্যন্ত বেদনা, সম্মুখ কপালে এবং শঙ্খদেশে বেদনা পূর্ণ সংকোচন ; মেরুদণ্ড ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শীতলতা ; বমনের পর বিশেষ উপশম।

ষামদিকস্থ রগ, কপাল এবং নিম্ন বা পশ্চাৎ মস্তিষ্ক মধ্যে বেদনা-
পূর্ণ উৎক্ষেপ, বিশ্রামে বৃদ্ধি, সঞ্চালনে উপশম।

দুইরগে দপদপকর শিরঃপীড়া।

সন্ধ্যাকালে মস্তকে গুরুত্ব

৪ বহির্মস্তক।—সম্মুখ মস্তকে জ্বালা, তৎসঙ্গে ঝিনঝিনা, অনাবৃত বায়ুতে
উপশম।

৫ চক্ষু।—দুর্ব্বল, জ্যোতিহীন চক্ষু।

অক্ষিকনিনীকা সংকুচিত।

বাম চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ প্রান্তে সরস স্ফীতি।

পশম বা উষ্ণ কাপড় দিয়া মুছিলে যেরূপ হয়, চক্ষুমধ্যে তদ্রূপ
কর্ত্তনবৎ বেদনা।

রাত্রে অক্ষিপুট সংযোজন।

কর্ণ।—বাম কর্ণমধ্যে বাদ্যবৎ ধ্বনি।

নাক ঝাড়িলে, কর্ণমধ্যে অস্ফুট চিৎকারের ন্যায় শব্দ।

কর্ণ বিবরে ক্ষত।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণে চৈতন্যাধিক্য।

নাসিকা রন্ধ্রের অতি ভিতরে অবরোধ ও ভারি বোধ।

একদিকে শুষ্ক সর্দ্দি, তৎসঙ্গে ক্ষত, স্ফীতি এবং নাসিকা রন্ধ্রের
আরক্ততা।

৮ মুখমণ্ডল।—অল্পমাত্র সঞ্চালনেই মুখমণ্ডলে উত্তাপের আবেশ, অনা-
বৃত বায়ুতে উপশম; এক গণ্ড উষ্ণ ও লাল।

মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, অন্তঃপ্রবিষ্ট চক্ষু, মন জড়ীভূত।

মুখের স্নায়ুশূল:—বেদনা ক্রমশঃ হ্রাস বৃদ্ধি পায়; কুইনাইন
দ্বারা সবিরাম জ্বর রুদ্ধ হইলে।

১০ দন্ত।—শিথিল এবং লম্বা বোধ, আহারের পরেই বেদনাপূর্ণ উৎক্ষেপ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—অম্ল; মিষ্ট; দুর্গন্ধ; জল ব্যতীত
অন্যান্য পদার্থ তিক্ত।

দুর্ব্বলতা জন্য কষ্টকৃত বাক্য কথন।

জিহ্বা :—লাল ; পীতবর্ণ শ্লেষ্মার লেপ।

১২ মুখমধ্য।—মুখ হইতে দুর্গন্ধ।

১৩ গলমধ্য।—গিলিবার সময়ে গলার ভিতর ছুরিকার দ্বারা কর্ত্তনবৎ বেদনা। গলার টাটানি, থক্ করিয়া শ্লেষ্মা তুলিতে হয়।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা, সন্ধ্যাকালে নহে ; অধিক খাইতে পারে না। অনিয়মিত ক্ষুধা।

১৫ পানাহার।—আহারের পর : ১০,১৬,১৯। উষ্ণ পানীয় : ২৭।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—আহারের পর তিক্ত উদ্গার।

আহারের পর বিবমিষা, পরে পিত্ত বমন অথবা অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য।

বমন :—রক্ত, প্রাতে জাগিলে পর পিত্ত ও শ্লেষ্মা।

১৭ পাকস্থলী।—রক্তবমন, শয়নে বৃদ্ধি, পাকাশয়ে চাপ দিলে উপশম ; সামান্য চাপে বোধ হয় যেন ত্বকে ক্ষত হইয়াছে।

পাকাশয়-শূল, বেদনা ক্রমশঃ আইসে ও যায়, নাভি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, সজোরে চাপ দিলে উপশম হয়।

কিছুতেই সুখ পায় না, বিচরণে বেদনার উপশম হয়, কিন্তু দুর্ব্বল এত যে শীঘ্র বিশ্রাম লয়।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—কখন কখন দিবসের মধ্যে পাকাশয়িক দুর্ব্বলতা এবং ক্ষুধা কিন্তু ভক্ষণ করিতে পারে না।

যকৃত প্রদেশে জ্বালা, হুলবেধবৎ যাতনা।

বামপার্শ্বে ছিদ্র করণবৎ সূচীবেধ।

১৯ উদর।—আহারের পর খালি বোধ।

নাভির উপর থেকে কর্ত্তনবৎ বেদনা, তৎসঙ্গে তিক্ত উদ্গার, ক্ষুধা এবং আতঙ্কার ; সজোরে চাপ দিলে উপশম।

অন্ত্রবৃদ্ধি, উদরে চাপ দিলে ভাল থাকে।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—সবুজ, ছানার মত, তৎসঙ্গে অধিক পেট বেদনা ; তৎসহ তিক্ত উদ্গার, পুনর্ব্বার বেগের সহিত কঠিন, শুষ্ক, গ্রান্থল অথবা স্বল্প মল।

সরলান্ত্রের নিশ্চেষ্টতা ; নরম বাহ্যে হইলেও প্রচুর বেগ দিতে হয়।

ক্রিমি বহির্গত হয়; পেট বেদনা।

২১ মূত্র।—প্রচুর এবং বর্ণহীন, তৎপরে স্বল্প, কটা এবং কখন শাদা দুধের মত।

প্রস্রাব হইলেও বেগ।

বেগের অভাব; যেন মূত্রপূর্ণ রহিয়াছে অথচ স্বল্প স্রাব।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয়ে একপ্রকার সুখ বোধ, রেতঃ হে উহা শেষ হয়।

স্বপ্ন ব্যতীত রেতস্খলন।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু শীঘ্র শীঘ্র এবং অতি প্রচুর।

জরায়ু প্রদেশে কোঁত পাড়া বেদনা; জরায়ু চ্যুতি।

যোনির স্থানচ্যুতি; বাহ্যে কালীন বৃদ্ধি, এত দুর্ব্বল বোধ করে যে সহসা পড়িয়া যায়, কিন্তু পুনর্ব্বার উঠিতে পারে না।

শ্বেত প্রদর:—তৎসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; পীতবর্ণ, শাদা অথবা স্বচ্ছ শ্লেষ্মাবৎ।

২৪ গর্ভ।—আক্ষেপিক প্রসব বেদনা; তাহাতে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে ও মরণাপন্ন হয়।

শিশু মাতৃস্তন্য পান করে না।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর গভীর, ভঙ্গ, শূন্যগর্ভ; খক্ করিয়া শ্লেষ্মা তুলিলে পর স্বর কিছু উচ্চতর হয়।

কর্কশতা এবং স্বর ভঙ্গতা।

লেরিঞ্জিয়াল ক্ষয়কাস, তৎসহ অবিরত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, খক্ খক্ করিয়া কাসী ও স্বর লোপ; বক্ষে শূন্য বোধ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—প্রত্যুষে ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত প্রথমে সামান্য সর্দ্দি হইয়া হাঁপানির আক্রমণ; আক্রমণের হ্রাস বৃদ্ধি ধীরে ধীরে।

দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের প্রবণতা।

সন্ধ্যাকালীন শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; জামা প্রভৃতি খুলিয়া দিতে হয়।

কাক ডাকার ন্যায় শব্দযুক্ত নিদ্রা।

যাতনাপ্রদ শ্বাস ক্রিয়া, সঞ্চালনে, শয়নে এবং সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

২৭ কাসী।—সন্ধ্যাকালে শয্যায় শুষ্ক কাসী; উপর্য্যুপরি তিনটী কাসী; বক্ষে শ্লেষ্মা থাকে এবং ট্রেকিয়াতে সূচীবেধ এবং শুষ্কতা জন্য কাশী; ডিম্বস্থ অণ্ডলালের ন্যায় নিষ্ঠীবন অথবা পীতাভ সবুজ বর্ণ পূয, মিষ্টাস্বাদযুক্ত, পচা, অম্লাক্ত বা লবণাক্ত গয়ার; দিবসে প্রচুর সবুজ, লবণাক্ত গয়ার; প্রাতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে।

ট্রেকিয়া মধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মা সঞ্চয়, কাসিলে সহজে উঠে; পরে বক্ষে টাটানি বা সূচীবেধ।

কথা কহিলে, গান গাইলে, হাঁসিলে, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে এবং উষ্ণদ্রব্য ভোজনে কাসী জন্মে।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষের উপরিভাগে অশিথিলতা, নিম্নভাগে শূন্য বোধ।

বক্ষ এত দুর্ব্বল, যে কথা কহিতে পারে না।

রক্তপিত্ত কাস, অধিক নিষ্ঠীবন প্রবণতা।

কেবল শ্লেষ্মাযুক্ত ক্ষয়কাস তৎসঙ্গে উহার বিশেষ প্রকৃতির কাসী, দুর্ব্বলতা ও গয়ার; প্রচুর ঘর্ম্ম।

শ্বাস গ্রহণে অথবা বাম দিকে শয়ন করিলে সূচীবেধ।

বক্ষে অত্যন্ত টাটানি বোধ।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—দ্রুত এবং ক্ষুদ্র নাড়ী।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—গ্রীবাদেশে দুর্ব্বলতা।

পৃষ্ঠে সূচীবেধ; কটিতে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সূচীবেধ।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুর বিশ্রাম কালে পেশীর উৎক্ষেপ; কলম ধরিলে অঙ্গুলির উৎক্ষেপ।

বাহুর দুর্ব্বলতা ও গুরুত্ব, বিশেষতঃ দক্ষিণ; সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

সন্ধ্যাকালে হস্তের স্ফীতত্তা।

নখ বেদনাপূর্ণ ও বাহির হইয়া পড়ে।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জংঘা ও জানু সন্ধির দুর্ব্বলতা ও গুরুত্ব জন্য বসিয়া পড়িতে হয়।

সন্ধ্যাকালে গুল্ফ স্ফীতি।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পাক্ষাঘাতিক গুরুত্ব; বাহুর ব্যবহার কালে অথবা বিচরণ কালে বৃদ্ধি।

সর্ব্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অসহ্য অস্থিরতা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন: ৩, ৮, ২৬, ৩২, ৩৪,৪০। ব্যায়াম: ৩৬। কলম ধরিলে: ৩২। পোষাক করিবার উদ্যম: ৩৭। বিচরণ: ২,১৭,৩৪। নমন: ৩৪,৩৬। মস্তক উত্তোলন: ২। সহসা বসিয়া পড়ে: ২৩। বসিয়া পড়িতে হয়: ২৩। বিশ্রাম: ৩,৩২। বিশ্রাম লইতে হয়: ১৭। শয়ন: ২৬; দক্ষিণ পার্শ্বে: ২৭; বামপার্শ্বে: ২৮।

চিত হইয়া এক পা গুটাইয়া এবং এক পা ছড়াইয়া শুইয়া থাকে। * গর্ভাবস্থা।

দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে হয়, তৎসঙ্গে ফুসফুসাবরক ঝিল্লিমধ্যে জলসঞ্চয়।

৩৬ স্নায়ু।—বোধ হয় যেন মূর্চ্ছা হইবে (স্ত্রী)।

বাম পার্শ্বের পক্ষাঘাত; বিকৃত বাহুতে এবং সেই দিকের বক্ষে যেন একটী বোঝা রহিয়াছে; মানসিক উদ্বেগ, আক্ষেপ অথবা কৃত্রিম মৈথুন জন্য পক্ষাঘাত।

কম্পন, মৃদু ব্যায়ামে বৃদ্ধি।

গুল্মবায়ু সদৃশ আক্ষেপ, তৎসঙ্গে উদরে এবং ডায়েফ্রামে বেদনা।

মৃগী রোগ;—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্থিরতা, বৃদ্ধাঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ, দেহের পশ্চাত্তে বক্রতা; অচৈতন্য; তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয় দোষ ঘটিত উপসর্গ; দন্তোদ্ভেদ কালে কৃমি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

৩৭ নিদ্রা।—দিবসে নিদ্রালু; অধিক রাত্রে নিদ্রা যায়।

অস্থির, নিদ্রাকালে শিশু গোঁ গোঁ করে।

জাগ্রত হইলে এত দুর্ব্বল যে বস্ত্রাদি পরিতে দম বন্ধ হইয়া যায়।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ৩,১৬,২৭। প্রাতে ৪টা হইতে ৫টা: ২৬; ১০টা: ৪০। বৈকালে ৪টা হইতে ৫টা: ৪০। সন্ধ্যা: ১৪, ২৬, ২৭,

৩২,৩৩,৪০। রাত্রি : ৫,৩৭। রাত্রি এবং প্রাতঃকাল : ৪০। দিবা : ১,১৮,২৭,৩৭।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—বহির্বায়ুঃ ২,৪,৮।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত :—প্রাতে ১০টা, অঙ্গুলির অগ্রভাগ অসাড়, অথবা সন্ধ্যাকালে পৃষ্ঠে শীত ; কেবল মস্তকে, পিপাসার সঙ্গে ; সামান্য শীত, দাঁতে দাঁত লাগে।

ঘর্ম্মসহ অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত উত্তাপ।

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে উত্তাপ, হাতে বেশী।

উত্তাপের পর পিপাসা।

ঘর্ম্ম :—দুর্গন্ধ ; প্রাতে এবং রাত্রে দুর্ব্বলকর গলায় প্রচুর ঘর্ম্ম ; সামান্য সঞ্চালনেই দুর্ব্বলকর।

বিলেপী জ্বর।

৪১ আক্রমণ।—প্রতিদিন প্রাতে : ৩। প্রতি সন্ধ্যায় : ৪০। ক্রমশঃ হ্রাস বৃদ্ধি : ৩, ৮, ১৭, ২৬।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৮,৩২। বাম : ৩,৬,১৮,২৮,৩৬। উচ্চ হইতে নিম্ন : ৩১।

৪৩ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ১৭। প্রচাপন : ১৭, ১৯।

৪৪ সম্বন্ধ।—কষ্টিকমের পরে ষ্টানম সুফলপ্রদ।

সদৃশ ঔষধ :—সিলফিয়ম্ (প্রচুর, তরল রজ্জুবৎ গয়ার), মায়োসটিস্ (শ্লেষ্মাযুক্ত ক্ষয়কাস, ঘর্ম্ম, শীর্ণতা, ইত্যাদি), সাইলিশিয়া, ফসফরস, ইত্যাদি।

পলসেটিলার প্রতিপূরক।

ষ্ট্যানমের দোষঘ্ন পলসেটিলা।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া।

পরীক্ষক:—হানিমান।

মন।—স্মৃতি শক্তির অভাব এবং চক্ষুদ্বয় মধ্যে গুরুভার।

শিশু রাগে দ্রব্যসকল দূরে ছুঁড়িয়া দেয়।

তাচ্ছিল্যভাব, নিস্তেজতা, মনের জাড্যভাব; কৃত্রিম মৈথুনের পর।

ব্যাধিশঙ্কাযুক্ত, কার্য্যে অমনোযোগী তৎসঙ্গে দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি; অন্যায় অপমান এবং অত্যধিক ইন্দ্রিয় পরিচালন হইতে উদ্ভূত।

সামান্য বিষয় অধিক বলিয়া অনুভব হয়; সামান্য মন্দ কথায় তাহার (স্ত্রী) আঘাত লাগে।

কোপনস্বভাব।

অন্যের বা নিজকার্য্যে অত্যন্ত ক্রোধ, কার্য্যের শেষ ফল দেখিয়া অনুতাপ করা।

বিরক্তির সহিত ক্রোধ জন্য বা অসন্তোষ চাপিয়া রাখিয়া পীড়া সকল।

মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকে জাড্য বোধ, তৎসহ কোনও প্রকার মানসিক কার্য্যে অপারগতা।

যেন সম্মুখ মস্তকে একটি গোলাকার দ্রব্য দৃঢ় ভাবে রহিয়াছে, মস্তক সঞ্চালনেও যেন দৃঢ়ভাবে লাগিয়া থাকে।

চাপপ্রদ, অচৈতন্যকর শিরঃপীড়া।

শিরঃপীড়া, যেন মস্তিষ্ক সংপিষ্ট রহিয়াছে, সম্মুখ মস্তকে বেশী।

প্রাতে শয্যা হইতে উঠিলে মস্তিষ্ক কামড়ায় যেন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সঞ্চালনে বৃদ্ধি, উষ্ণতা ও বিশ্রামে উপশম; অধিক জৃম্ভনে শিরঃপীড়া নরম পড়ে।

বাম রগে তীক্ষ্ণ, জ্বালাকর সূচীবিদ্ধবৎ যাতনা।

দক্ষিণ রগে অনুগ্র সূচীবেধ, স্পর্শে বৃদ্ধি।

পশ্চাৎ মস্তকে শূন্য বোধ, যেন মস্তিষ্ক ক্ষুদ্রতর হইয়াছে।

৪ বহির্ম্মস্তক।—নানা স্থানে বেদনাপূর্ণ আকৃষ্টতা, স্পর্শে বৃদ্ধি।

পশ্চাৎ মস্তকে, মস্তকের পার্শ্ব এবং কর্ণের পশ্চাতে সরস, কণ্ডূয়নশীল দুর্গন্ধ উদ্ভেদ, নখঘর্ষণে কণ্ডূয়ন স্থান পরিবর্ত্তন করে, কিন্তু রস পড়া বৃদ্ধি পায়।

করোটীত্বকের বেদনাপূর্ণ স্পর্শানুভব, চর্ম্ম উঠিয়া যায়, তৎসহ জ্বালা ও বেদনা করা, সন্ধ্যাকালে এবং উষ্ণতায় বৃদ্ধি।

চুল উঠিয়া যায়, পশ্চাৎ মস্তক হইতে এবং কর্ণের চতুষ্পার্শ্ব হইতে বেশী, তৎসঙ্গে মস্তকে সরস উদ্ভেদ।

মস্তকের অস্থি ও অস্থিবেষ্টে চাপপড়া, হুলবেধ ও কর্ত্তনবৎ বেদনা; অস্থির স্ফীতি এবং পূয সঞ্চয (অস্থিক্ষয়), তৎসহ দিবা-রাত্রি পচা দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম; সঞ্চালনে ও স্পর্শে বেদনা বৃদ্ধি।

মস্তকে জ্বালাযুক্ত হুলবেধ, প্রধানতঃ বাম রগে; শয্যায় উষ্ণতায়, বৈকালে ৩টার সময়ে এবং শয়নে বৃদ্ধি।

৫ চক্ষু।—সূর্য্যের দিকে তাকাইলে, বাম চক্ষু হইতে উষ্ণ অশ্রু বহির্গত হয় এবং গণ্ডস্থল হাজিয়া যায় এবং চক্ষু বেদনা করে।

‖ উপদংশিক আইরাইটীস, তৎসঙ্গে অক্ষিগোলকে, রগে এবং মুখের পার্শ্বে ফাটিয়া যাওয়া বেদনা।

‖ বাতজ চক্ষুপ্রদাহ, বেদনা দন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত; সামান্য উদ্যমে চক্ষু জ্বালা করে, যেন চক্ষু শুষ্ক অথচ অবিরত অশ্রুস্রাব হইতে থাকে।

‖ অক্ষিপুট প্রদাহ, অক্ষিপুটের প্রান্তভাগ শুষ্ক, তাহাতে শক্ত আঁচিল।

অক্ষিপুটে আঁচিল, গুটীগুটী মাংস বৃদ্ধি, একটীর পর আর একটি, কখন কখন ক্ষত হয়।

‖ চক্ষুর কোণে স্ফোটক, পরে শক্ত অর্ব্বুদ মত থাকিয়া যায়।

‖ কঞ্জঙ্কাইভার পলিপস।

৬ কর্ণ।—শ্রবণ শক্তির ক্ষীণতা, তৎসঙ্গে টন্সিল গ্রন্থির স্ফীততা, বিশেষতঃ পারদ অপব্যবহারের পর।

৭ নাসিকা।—নাসা-রন্ধ্রের ক্ষত ও নাসিকা মধ্যে মামরী।

ভয়ানক সর্দ্দি, একটী নাসিকা রন্ধ্র বদ্ধ, তৎসঙ্গে প্রচুর হাঁচি এবং অশ্রুস্রাব; তৎসহ অনুনাসিক স্বর।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখাবয়ব অন্তঃপ্রবিষ্ট, নাসিকা বিকৃত, চক্ষু বসিয়া যায় ও তাহার চতুর্দ্দিকে নীলিমা দাগ।

মুখমণ্ডলের অস্থি প্রদাহ; ছিদ্রকরবৎ বেদনা।

উদ্ভেদগুলি শুষ্ক, কণ্ডূয়নশীল এবং বেদনাপূর্ণ, চর্ম্ম খসখসে।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠদ্বয়ে ক্ষত এবং চিপীটিকা, উহাতে জ্বালাকর বেদনা।

চোয়ালের অস্থি সহজে স্থানচ্যুত হয়।

সব্‌ম্যাক্‌জিলারি গ্রন্থিতে বেদনা, কখনও ফুলা থাকে, কখন থাকে না।

১০ দন্ত।—কৃষ্ণবর্ণ এবং ক্ষয়া; মলিন দাগ দাগ।

ঋতুকালে দন্তশূল।

নষ্ট দন্তে চর্ব্বণ ও ছিন্নবৎ বেদনা, কর্ণমধ্যে চিড়িক মারে, রগের দপদপানি; স্পর্শ এবং শীতল পানীয়ে বৃদ্ধি।

দন্তের নালী ক্ষত।

মাড়ী শাদা, ফুলা, ক্ষতযুক্ত, স্পর্শ করিলে রক্ত পড়িতে থাকে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ—মুখ বিস্বাদ; খাদ্য দ্রব্যে তিক্ত।

১২ মুখমধ্য।—গণ্ডের ভিতর দিকে বেদনাযুক্ত মাংস বৃদ্ধি।

মুখ ক্ষত; মুখগহ্বর এবং জিহ্বা ফোস্কাপূর্ণ।

মুখমধ্যে অবিরত জল সঞ্চয়।

১৩ গলমধ্য।—শুষ্ক এবং অমসৃণ, কথা কহিলে এবং গিলিতে গেলে টাটানি।

কথা কহিতে গেলে ক্রমাগত ঢোক গেলা।

টনসিলের ফুলা, পারদ অপব্যবহারের পর।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—পাকস্থলি পূর্ণ থাকিলেও অত্যন্ত ক্ষুধা।

দুধ বা রুটী খাইতে ইচ্ছা।

তরল আহারে অত্যন্ত ইচ্ছা, যথা ঝোল প্রভৃতি।

সুরা, ব্রাণ্ডি অথবা তামাকু সেবনে প্রবল ইচ্ছা।

পিপাসা-হীনতা।

১৫ পানাহার।—আহারের পর : ১৪,১৯,২০ ; মাংস : ২৭। পানের পর ১৯,২০। শীতল পানীয় : ১০।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—উদ্গার তুলিতে গলার ভিতরে চুলকায়,তৎপরে কাসী আইসে।

অম্ল খাদ্য ভোজনের পর তিক্ত উদ্গার।

মুখ দিয়া জল উঠা।

১৭ পাকস্থলি।—বোধ হয় পাকস্থলী ঝুলিয়া পড়িয়াছে, শিথিল।

১৮ উদর।—উদর মধ্যে দুর্ব্বলতা বোধ, যেন উহা পড়িয়া যাইবে তজ্জন্য হাত দিয়া তুলিয়া ধরে।

পানাহারের পর আক্ষেপিক কর্ত্তনবৎ বেদনা।

উদর স্ফীত (শিশুদের), তৎসঙ্গে অত্যন্ত পেট বেদনা।

পেট বেদনা :—মূত্রাধারে অস্ত্রোপচারের পর ; তৎসঙ্গে বাহ্যে ও প্রস্রাবের বেগ, পানাহারের পর বৃদ্ধি।

কুচকির গ্রন্থির বেদনাপূর্ণ স্ফীতি।

২০ মল, ইত্যাদি।—আধ্মানবায়ু :—উষ্ণ ; পচা ডিম্বের মত গন্ধ।

মল :—বিলম্বে হয়, কিন্তু নরম, বায়ু নিঃসরণের সঙ্গে বহির্গত হয় ; কোষ্ঠবদ্ধতার সহিত অতিশয় বেগ।

সামান্য পানাহারের পর, পেট বেদনা এবং আমাশয়িক মল।

অর্শ তৎসঙ্গে প্রষ্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ; সমগ্র পৃষ্ঠে ও পেশীদ্বয় মধ্য দিয়া অতি তীব্র বেদনা।

২১ মূত্র।—বারম্বার প্রস্রাবের বেগসহ সরুধারে অল্প মূত্র, অথবা বিন্দু বিন্দু করিয়া মলিন মূত্রস্রাব।

অধিক বেগের সহিত, বর্ণহীন প্রচুর মূত্রস্রাব।

অসাড়ে মূত্রস্রাব, বিদাহী মূত্র, তৎসঙ্গে জ্বালা; চাপ দিলে কিম্বা বেগ দিলেও প্রস্রাব হয় না, বিশেষতঃ কষ্টকর প্রসবের পর।

প্রস্রাবকালে এবং পরে মূত্রমার্গে জ্বালা; প্রস্রাবের পর বেগ দেওয়া, যেন মূত্রস্থলী শূন্য হয় নাই।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতি ইচ্ছা উত্তেজিত।

হস্তমৈথুনের ফল:—মুখাবয়ব অন্তঃপ্রবিষ্ট; সলজ্জভাব; স্বপ্নদোষ; কটিশূল; পায়ে দুর্ব্বলতা; জননেন্দ্রিয় শিথিল।

রেতঃপাতের পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

মুষ্কের শুষ্কতা।

মুষ্কপ্রদাহ তৎসঙ্গে জ্বালা ও হুলবেধবৎ যাতনা এবং চাপ পড়া আকৃষ্টতা।

শুক্রবাহী সূত্রে বেদনা; দক্ষিণ মুষ্ক যেন সজোরে চাপিয়া ধরিয়াছে এরূপ বোধ।

ভ্রমণে বাম মুষ্কের বহির্ভাগে বেদনা, স্পর্শে বৃদ্ধি।

মুষ্কাবরণের অশ্লীলভাবে কণ্ডূয়ন।

লিঙ্গমণির উপরে এবং নিম্নে কোমল, সরস মাংস বৃদ্ধি।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ডিম্বকোষে অতিশয় তীক্ষ্ণ চিড়িক্‌ মারা বেদনা।

রজঃ:—অনিয়মিত, বিলম্বে এবং প্রচুর; কখন কখন থাকে না; প্রথমে ফিকা, তৎপরে মলিন চাপ চাপ রক্ত; সময়ে সময়ে আক্ষেপিক ভাবে জরায়ুর সংকোচন।

জননেন্দ্রিয়ের বেদনাপূর্ণ স্পর্শানুভবতা, বিশেষতঃ উপবেশনকালে।

ভগ ও যোনি মধ্যে আক্ষেপিক বেদনা।

স্তনে হুলবেধবৎ কণ্ডূয়ন।

২৪ লেরিংক্স।—কাসের পর গলগহ্বরে সংকোচন এবং প্রচাপন বোধ, গলাধঃকরণে বৃদ্ধি।

কথা কওয়া জন্য স্বরনালীমধ্যে বিদারণ।

গানের পর, বাগ্‌যন্ত্রের দুর্ব্বলতা জন্য স্বরের দুর্ব্বলতা।

স্বরভঙ্গতার সঙ্গে স্বরনালী ও বক্ষমধ্যে প্রচুর আঁটাবিশিষ্ট শ্লেষ্মা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, তৎসহ সংকোচন ; রেতঃপাতের পর শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

২৭ কাসী।—আক্ষেপিক, শূন্যগর্ভ কাসী, তৎসঙ্গে রাত্রে পীত বর্ণ, শক্ত পূষময় গয়ার; কেবল দিবসে; রাগ বা বিরক্তির পর; মাংসাহারে বৃদ্ধি।

গয়ার রাত্রে সরল হয় এবং সাধারণতঃ গিলিয়া ফেলে।

২৮ ফুস ফুস।—বক্ষমধ্যে টাটানি এবং অবদারণ, বিশেষতঃ কাসিবার কালে।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী।—হৃদ্‌কম্পঃ—সামান্য সঞ্চালনে; মানসিক উদ্যমে; সঙ্গীত জন্য।

হৃদ্‌পিণ্ডের কম্পনযুক্ত আঘাত বা স্পন্দন।

নাড়ী দ্রুত এবং ক্ষুদ্র, প্রায় সর্ব্বদা কম্পমান।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—গলা, গ্রীবা এবং কক্ষের গ্রন্থির বেদনাপূর্ণ স্ফীততা।

ভারী দ্রব্য উত্তোলনের ন্যায় কটিতে বেদনা; রাত্রে, প্রাতে এবং বিশ্রামে বৃদ্ধি।

পৃষ্ঠের উপর দিকে প্রবল সূচীবেধ।

সোয়াস মাংস পেশীতে পুজসঞ্চয়ী স্ফীতি।

গ্রীবাতে আমবাতিক আকুঞ্চতা, প্রচাপন এবং অশিথিলতা; তৎসহ অনম্যতা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—দদ্রুবৎ উদ্ভেদ:—কনুই সন্ধিতে মামরীসহ; হস্তে।

অঙ্গুলির অস্থিতে প্রদাহ।

অঙ্গুলির অগ্রভাগে অসাড়তা।

অঙ্গুলিতে সন্ধিবাতজ গুটী গুটী।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বসিয়া থাকিলে নিতম্বদেশ কামড়ায়; বেদনা বঙ্ক্ষণ-সন্ধি, সেক্রমে এবং কটিদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত।

পুজসঞ্চয় আরম্ভের ন্যায়, বঙ্ক্ষণসন্ধি মধ্যে দপদপানি।

পদদ্বয়—দুর্ব্বল, বিশেষতঃ হাঁটু।

হাঁটু ও হাঁটু সন্ধিতে সূচীবেধ।

পায়ের স্নায়ুতে স্নায়ুশূল, সঞ্চালনে বেদনা

মৃত্তিকাতে পা পড়িলে, গোড়ালিতে প্রেক বিদ্ধবৎ বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন : ৩, ৪, ২৩, ২৯, ৩৩, ৪৪। উদ্যম : ৫, ৪০। বিচরণ : ২২। পদবিক্ষেপ : ৩৩। প্রসারণ : ৩৭। বিশ্রাম : ৩, ২৩, ৩১। উপবেশন : ২৩, ৩৩। পীড়িত পার্শ্বে শয়ন : ৪। কোন পদার্থে হেলান দিলে : ৩।

৩৬ স্নায়ু।—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য। রাগ জন্য একাঙ্গের পক্ষাঘাত।

রাত্রে উৎক্ষেপ।

আক্ষেপ, তৎসঙ্গে চৈতন্য লোপ, বৃদ্ধাঙ্গুলির সংকোচন এবং মুখে ফেনা উঠে।

৩৭ নিদ্রা।—প্রবল জৃম্ভন এবং অঙ্গমর্দ্দন, চক্ষুতে জল আইসে।

দিবসে নিদ্রালু, রাত্রে জাগ্রত এবং সর্ব্বাঙ্গ কামড়ানি।

বিলম্বে নিদ্রা হয় :—চিন্তা জন্য ; দদ্রু বা ক্ষতসকল জ্বালা করে ও চুলকায়।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৩, ৩১। বৈকালে ৩টা : ৪, ৪০। সন্ধ্যা। ৪০। রাত্রি : ৫, ২৭, ৩১, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪৬। মধ্য রাত্রির পর : ৪০। প্রাতের দিকে : ৪০। দিবস : ২৭, ৩৭।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—উষ্ণ গৃহে : ৪০। শয্যার উত্তাপ : ৪। সূর্য্য : ৫। অনাবৃত ইচ্ছা : ৪০। বহির্বায়ু : ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত এবং শীতলতা প্রধান জ্বর।

অপরাহ্ন ৩টায় কম্প ; খোলা বায়ুতে ব্যায়ামে উপশম ; সন্ধ্যাকালে মুখে উষ্ণতা গ্রীবা হইতে মস্তকে উঠে, কিম্বা পৃষ্ঠ বহিয়া নামে ; উষ্ণগৃহে বেশী।

উত্তাপ :—অনাবৃত হইতে ইচ্ছা ; পিপাসা ; মধ্য রাত্রির পর বাহ্য উত্তাপ, তৎপরে প্রাতের দিকে শীত ; রাত্রে জ্বালাজনক উত্তাপ, হাতে পায়ে বেশী।

ঘর্ম্ম :—প্রচুর ; সম্মুখ মস্তকে এবং পায়ে শীতল ; রাত্রে পচা ডিম্বের মত গন্ধ ; তৎসহ অনাবৃত হইতে ইচ্ছা।

চাতুর্থিক জ্বর, তৎসঙ্গে স্কার্ভির লক্ষণ ; কোষ্ঠবদ্ধতা।

সবিরাম জ্বরের পূর্ব্বে এবং পরে ভয়ানক ক্ষুধা।

৪৩ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ২২, ২৩। বাম : ৪, ৫, ২২। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে ২৩,৪০। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে : ৩১, ৪০।

৪৪ তন্তু।—সঞ্চালনে সকল সন্ধিতে অনম্যতা এবং ক্লান্তি বোধ।

গ্রন্থি সকলের বেদনাযুক্ত স্ফীতি।

অস্থি সমূহের, বিশেষতঃ অঙ্গুলির, অসম্পূর্ণ বৃদ্ধি।

অস্থি এবং অস্থিবেষ্টে স্ফীততা এবং পূযসঞ্চার ; চিড়িকমারা, ছিন্নবৎ এবং ছিদ্রকরণবৎ বেদনা।

সন্ধি সমূহে সন্ধিবাতজ গুটিকা।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—তীক্ষ্ণ, ধারাল অস্ত্র হইতে আভিঘাতিক পীড়া।

স্পর্শ : ১০, ২২, ২৩। সংস্পর্শ : ৪। প্রচাপন : ২৩। মর্দ্দন : ৫। নখঘর্ষণ : ৪, ৪৩। কেশসংস্করণ : ৪।

৪৬ চর্ম্ম।—হার্পিজ বা দক্রঃ—শুষ্ক, তৎসহ সন্ধিতে মামরী ; পুরাতন, তৎসহ নৈশ উৎক্ষেপ ; নখ ঘর্ষণে জ্বালা।

স্কার্ভি পীড়ায় ক্ষত।

আচিল :—শুষ্ক ; পারদ অপব্যবহারের পর।

৪৮ সম্বন্ধ।—পারদ অথবা থুজা অপব্যবহার।

ক্যলোসিন্থ এবং ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া পরস্পর পরস্পরের পর বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার দোষঘ্ন—ক্যাম্ফর।

ষ্ট্রামোনিয়ম্।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—ইন্দ্রিয়গণের জড়তা।

কোমা বা তন্দ্রা রোগ, আক্ষেপ; তৎপরে, নাক ডাকাইয়া নিদ্রা, অচেতন, চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে, হস্তপদের উৎক্ষেপ, চক্ষু বিঘূর্ণিত; চক্ষুর কণিনীকা প্রসারিত; নাসিকা কর্ণ প্রভৃতির দিকে আপনাপনি হাত লইয়া লয়; তরল দ্রব্য গিলিতে কষ্ট।

অচৈতন্য, স্তব্ধভাব।

ভয় পাইয়া জাগরিত হয়, কাহাকেও চিনিতে পারে না, ভয়ে চিৎকার করে, নিকটবর্ত্তী লোকদিগকে জড়াইয়া ধরে (শিশু)।

নিস্তেজস্কতা বোধ, প্রত্যেক দ্রব্যে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি তাচ্ছিল্যভাব।

স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা; বলিবার পূর্ব্বে ভাব ভুলিয়া যায়; তাহার মনের দুর্ব্বলতা জন্য রোদন করে; তাপাধাতের পরেও।

অদ্ভুত বিভিষিকা দর্শন, রোগী ভয় পায়; ভূত দেখে, কাণের নিকটে কথা শুনে; অপরিচিত লোক দেখে অথবা জন্তুসকল লাফাইয়া যাইতেছে অথবা তাহার নিকট দৌড়িয়া আসিতেছে এরূপ অনুমান করে।

অদ্ভুত, আশ্চর্য্য কল্পনা; নিজকে লম্বা, দুইটী অথবা অনুপ্রস্থভাবে শায়িত আছে মনে করে; শরীরের অর্দ্ধাংশ কর্ত্তিত হইয়াছে মনে করে, ইত্যাদি।

প্রেতাত্মা সকলের সহিত কথোপকথন হইতেছে এরূপ বলে; ভক্তচিত্তে প্রার্থনা করে; ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা করে।

অতিশয় প্রফুল্ল।

মহৎ ভাবসম্বলিত প্রলাপ ; সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত।

প্রলাপ :—লজ্জা, লুকাইতে চায় ; পলাইবার চেষ্টা ; নিজ অবস্থা বিষয়ে সজ্ঞান ; ভয়পূর্ণ ; অবিরত অসম্বদ্ধ বাক্য কথন, হাস্য, মস্তকের উপর চাপড় মারে, প্রসারিত চক্ষুতে চাহিয়া থাকে ; রাত্রে জননেন্দ্রিয়ের অত্যন্ত উত্তেজনা।

▌চিৎ হইয়া হাঁটু এবং জঙ্ঘা গুটাইয়া, হস্ত একত্র করিয়া শয়ন করে ; একবার প্রলাপ, একবার ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ।

উন্মাদ :—আলোক ও সঙ্গ জন্য ; একাকী থাকিতে পারে না ; দৌড়িয়া বেড়ায়, রাগ ; অহঙ্কৃত ; উদ্ধত স্বভাব ; প্রফুল্ল।

▌জলাতঙ্ক রোগ ; জল, আয়না অথবা চকচকে দ্রব্য দর্শনে আক্ষেপ উৎপন্ন হয় ; চিৎকার করে ; দংশন করে ; মুখ শোষ ; কণিনীকা বৃহৎ, অচৈতন্য।

▌বিজাতীয় ভাষায় কথা কহে। * টাইফাস্।

বাচাল, সর্ব্বক্ষণ কথা কহে, গান করে, ছন্দ বা পদ্য প্রস্তুত করে।

বিষণ্ণ, মৃত্যু ভয় ; সর্ব্বক্ষণ ক্রন্দন করে।

অনুতাপ ; নিজকে সৎ মনে করে না।

একবার বিষণ্ণ, একবার প্রফুল্ল।

পর্য্যায়ক্রমে নিদ্রা এবং প্রলাপ।

পরীক্ষার সময়, অক্ষিপুত্তলিকা অনতিবিলম্বে প্রসারিত (শিশু)।

▌ভয়ের পর :—তাণ্ডব রোগ ; মৃগী ; উন্মাদ ; বিষাদবায়ু।

২ চৈতন্য।— মস্তক ঘূর্ণন :—অন্ধকারে অথবা চক্ষু মুদিত করিয়া হাটিতে পারে না ; পা টলে, দৃষ্টির অস্বচ্ছতা, মুখলাল ; মাতালের ন্যায় টলে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সমস্ত মস্তকে উত্তাপের যাতনাপ্রদ অনুভব, বিশেষতঃ শীর্ষদেশে, তৎসহ অত্যন্ত জড়তা ; সূর্য্যাঘাতের পর।

উঠিলে সম্মুখ মস্তকে চাপ পড়ে, চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত করিতে পারে, উপর দিকে তাকাইতে পারে না।

প্রাতে রক্তাধিক্য জন্য শিরঃপীড়া ; মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি, ক্রমশঃ সন্ধ্যাকালে

নরম পড়ে ; ভয়ানক বেদনা, উন্মাদ হইবার জন্য দৌড়ায় অথবা ঘরের প্রাচীরে মাথা চাপিয়া ধরে।

মূর্দ্ধাদেশে দপদপানি ; মূর্চ্ছা।

মস্তকের শীর্ষদেশে উত্তাপ, দপদপ করা, মূর্চ্ছার আক্রমণ, দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির লোপ, মুখের স্ফীতিভাব ; মস্তকের আক্ষেপিক ভাবে সঞ্চালন ও পশ্চাদ্দিকে অবনমন ; স্থির ভাবে শয়ন করিয়া থাকিলে উপশম থাকে।

মস্তকের লঘুতা অনুভব।

মস্তক মধ্যে বেদনা :—ঝিমঝিমা, প্রলাপ, চক্ষু উন্মত্তের ন্যায় একদৃষ্টি, প্রদাহিত ; স্নায়ুগণের আক্ষেপিক সংকোচন ও উৎক্ষেপ, হাত পা ঠাণ্ডা, নাড়ী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে।

* মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লির প্রদাহ।

বাতজ শিরঃপীড়া, তৎসঙ্গে জড়তা ; চিন্তায় কষ্ট ; মূর্দ্ধা ও সম্মুখ মস্তকে বেশী ; সন্ধ্যায় ও রাত্রে বৃদ্ধি।

গ্রীবায় এবং মস্তকে ছিন্নবৎ বেদনা, আলোক ভাল বাসে না, উষ্ণতায় ভাল থাকে ; শীতে ও প্রাতে উঠিলে বৃদ্ধি।

বহির্মস্তক।—বালিশ হইতে মস্তক সরিয়া লইয়া যায়।

বালিশে মাথা গুঁজিয়া দেয়।

পশ্চাদ্দিকে মস্তক বাঁকিয়া যায়।

মস্তক সঞ্চালন করে, চারিদিকে নড়িয়া বেড়ায় :—আক্ষেপে প্রধানতঃ দক্ষিণ দিকে।

অবনত হইতে বা উঠিতে হাত দিয়া মাথা ধরে ; সূর্য্যাস্তের পর।

চক্ষু।—আলোকে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, আলোক পরিত্যাগ করে ; উজ্জ্বল আলোক অথবা চক্‌চকে পদার্থ দেখিতে আক্ষেপ।

রাত্র্যন্ধতা।

বর্ণবিভ্রম।

দ্বিত্ব দৃষ্টি।

দৃষ্টির অস্বচ্ছতা—যেন একটী আবরণ মধ্য দিয়া দেখিতেছে।

সম্পূর্ণ অন্ধ। * টাইফাস্।

কনীনিকা প্রসারিত; কখন কখন আলোকে চঞ্চল হয় না এবং আলোকে চৈতন্য থাকে না।

চক্ষু:—একদৃষ্টি, অত্যন্ত প্রসারিত; উজ্জ্বল; উন্মত্তবৎ ও লাল; বহির্গত; শিরা সকল রক্তবর্ণ; বক্রিম; ঘূর্ণিত; নিদ্রাকালে অর্দ্ধ নিমীলিত; প্রদাহিত।

৬ কর্ণ।—শব্দে চৈতন্যাধিক; সামান্য শব্দে চমকিয়া উঠে।

শ্রবণ শক্তির ক্ষীণতা।

কর্ণ হইতে যেন বাতাস বাহির হইতেছে এরূপ অনুভব।

কর্ণশূল, বামদিকের, প্রবল বেদনা, রাত্রে এবং উষ্ণভাবে কর্ণ আবৃত রাখিলে নরম থাকে।

৭ নাসিকা।—নাক বন্ধ বোধ, কিন্তু শ্বাসক্রিয়া সহজে সম্পাদিত হয়।

নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ হরিদ্রা বর্ণের স্রাব।

নাসিকা হইতে রক্তপড়ে:—মলিন, চাপ চাপ; তৎসহ হুপিংকাসী।

৮ মুখমণ্ডল।—লাল, স্ফীত উষ্ণ; লাল, চক্ষু উন্মত্তবৎ; উত্তপ্ত ও লাল কিন্তু হাত পা ঠাণ্ডা; গণ্ডস্থলের বৃত্তাকারে আরক্ততা; পাণ্ডুবর্ণ।

কপাল কুঞ্চিত; ভ্রুকুটি (প্রায়ই মস্তিষ্ক পীড়ায়)।

¶ মনে করে যে মুখ লম্বা হইয়াছে। * উগ্রবায়ু।

‡ একাঙ্গের বিসর্প রোগ, তৎসঙ্গে মস্তিষ্কের ঝিল্লির প্রদাহ; পর্য্যায়-ক্রমে আক্ষেপিক লক্ষণ এবং পক্ষাঘাতের লক্ষণ।

‡ মুখের স্নায়ুশূল, উন্মাদকর বেদনা, অঙ্গ মধ্যে আক্ষেপিক উৎক্ষেপ, —বাহু উপর দিকে ছুড়ে; কপালের চর্ম্ম কুঞ্চিত।

বাম কর্ণের নিকটে গণ্ডমধ্যে বেদনা; পেশী সকল নড়িতে থাকে।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিকে ওষ্ঠদ্বয় নাড়িতে থাকে।

ওষ্ঠদ্বয়:—লাল; সাংঘাতিক জ্বরের ন্যায় ওষ্ঠের লালাংশের প্রান্ত-ভাগে পীতবর্ণের দাগ; শুষ্ক; কিম্বা টাটানি ও বিদীর্ণ।

আক্ষেপের পর চোয়াল বন্ধ।

মুখগহ্বর আক্ষেপিক ভাবে সংরুদ্ধ।

নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে।

১০ দন্ত।—দন্ত ঘর্ষণ বা দাঁত কিড়মিড় করা।

দন্তে ময়লা পড়ে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—তিক্ত; সমস্ত খাদ্যে তৃণবৎ আস্বাদ।

তোতলামি বাক্য :—মুখ বিকৃত করে; কথা কহিতে খুব চেষ্টা করে; মুখ একবার দক্ষিণ দিকে, একবার বাম দিকে বাঁকিয়া যায়।

বাকরোধ; কখন রাত্রে খুক্ খুক্ করিয়া হাস্য, দিবসে ক্রন্দনশীল।

জিহ্বা :—ঈষৎ শ্বেতাভ, তাহাতে লাল লাল দাগ; শুষ্ক, লাল; শুষ্ক এবং ফাটা ফাটা; কেকোণে লাল, সর্ব্বদাই নড়িতে থাকে; স্ফীত, শুক্লেপ; মধ্যস্থলে পীতবর্ণ, শুষ্ক; স্ফীত, মুখ হইতে ঝুলিয়া পড়ে।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য এবং গলমধ্য এরূপ শুষ্ক যে চক্ চক্ করিতে থাকে; পিপাসা।

লালা বৃদ্ধি পায়। | কম্প এবং জ্বর সহ প্রচুর লালা।

মুখমধ্যে চটচটে শ্লেষ্মা মত পদার্থ।

১৩ গলমধ্য।—কষ্টকৃত গলাধঃকরণ তৎসঙ্গে সবম্যাক্‌জিলারী গ্রন্থিতে হুলবেধ এবং চাপপড়া বেদনা।

তরল দ্রব্যে, জলে ঘৃণা, এমন কি জল দেখিলে আক্ষেপ; গলমধ্যে সংকোচন, ফেণা, থুথু ফেলা; জলাতঙ্ক রোগ :—৩৬।

যেন গলা দিয়া উষ্ণজল উঠিতেছে এরূপ বোধ।

অন্ননালীর আক্ষেপ; গলাধঃকরণ চেষ্টায় বৃদ্ধি।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধার হ্রাস বা বৃদ্ধি।

প্রবল পিপাসা।

কষ্টকর পিপাসা, প্রচুর লালাসত্ত্বেও।

পিপাসা শূন্য, কখন শীত বা উষ্ণাবস্থা এবং ঘর্ম্মসহ; জ্বরকালে জলে ঘৃণা।

জলে অনিচ্ছা :—১৩।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—হিক্কা; রাত্রে অস্থিরতা; নিদ্রাকালে চিৎকার করিয়া উঠা।

বিবমিষা:—অতি লবণাক্ত লালাস্রাব; কিন্তু বমন করিতে পারে না

বমন:—ঘোর নীলবর্ণ, খাদ্য সহিত মিশ্রিত; সন্ধ্যাকালে ক্রিমিবমন।

॥ উদরব্যবচ্ছেদক ঝিল্লির বা ডায়েফ্রামের প্রদাহ, প্রলাপ; হ্রস্বশ্বাস; আক্ষেপ; কিছুতেই জল খাইবে না।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ের পৃষ্ঠদেশে আকৃষ্টতা।

প্রদাহ, জ্বালা; উদ্বেগ।

জঠর বেদনা, প্রায় সমস্ত ভুক্ত দ্রব্য বমন করে।

পাকাশয়শূল, উদ্গার; দেহের শীর্ণতা।

উদরোর্দ্ধ প্রদেশ শক্ত ও কঠিন এবং বেদনাপূর্ণ।

১৯ উদর।—উদর মধ্যে উত্তাপ এবং উদ্বেগ।

উদর মধ্যে বাতাস বহিয়া নিদ্রা ভঙ্গ করে; চিৎকার করে।

পেটবেদনা:—তৎসঙ্গে অন্ত্রকূজন; প্রবল, সন্ধ্যাকালে সহসা আক্রমণ, তৎসঙ্গে মূর্চ্ছাবোধ এবং শীতে কাঁপিতে থাকে।

২০ মল, ইত্যাদি—মল:—কৃষ্ণবর্ণ, তৎপূর্ব্বে অন্ত্রমধ্যে ঘোতঘানি এবং প্রলাপ; গলিত মৃত দেহের ন্যায় গন্ধ, কাল্‌চে; বেদনা-বিহীন আতিসারিক মল।

॥ শিশুদিগের ওলাউঠা; দুর্গন্ধ মল; চক্ষুর আকুঞ্চন; ভয়ের সঙ্গে জাগ্রত হওয়া; পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল।

কোষ্ঠবদ্ধতা:—তৎসঙ্গে আক্ষেপ; পর্য্যায়ক্রমে অতিসার।

অর্শ:—বেদনাপূর্ণ; রক্তস্রাবী।

গুহ্যদ্বার দিয়া সংযত বা চাপ চাপ রক্ত বহির্গত হয়।

২১ মূত্র।—তরুণ পীড়ায়, বৃক্ক হইতে মূত্র অত্যল্প নিঃসৃত বা আদৌ নিঃসৃত হয় না, বিশেষতঃ শিশুদিগের।

মূত্র:—পরিষ্কার, প্রচুর, রাত্রে সহসা নিঃসৃত; প্রলাপের পরও; আক্ষেপ সহ, প্রচুর; অসাড়ে মূত্রত্যাগ; মূত্ররোধ বিশেষতঃ মস্তিষ্ক পীড়ায়; ধীরে ধীরে; সরুধারে মূত্র পড়িতে

থাকে ; বেগ দিলেও ধারাবাহিরূপে মূত্র পড়ে না, বেদনা থাকে না।

মূত্রত্যাগ কালে :—কম্প, উদর মধ্যে গড় গড় করিতে থাকে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতি ইচ্ছা উত্তেজিত হয়।

শিশু অবিরত জননেন্দ্রিয়ে হাত রাখে, তৎসঙ্গে আক্ষেপ।

■ আত্মমৈথুন জন্য মৃগীরোগ জন্মে।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—কামোন্মাদ, অশ্লীল বাক্য কথন ; অশ্লীল সঙ্গীত করে ; শুক্রগন্ধ পায়।

অত্যধিক রজঃস্রাব ; উরুতে, উদরে এবং উর্দ্ধ অঙ্গে আকৃষ্টতা।

অত্যন্ত জলবৎ ঋতু স্রাব।

ঋতুকালে :—বাচালতা ; শুক্রের ন্যায় তীব্র গন্ধ।

ঋতুর পর :—দীর্ঘনিশ্বাস।

রজঃকৃচ্ছ্রতা।

■ প্রচুর রজঃস্রাব, বাচালতা, গান করা, প্রার্থনা করা ; সময়ে সময়ে বড় বড় চাপযুক্ত রক্ত।

২৪ গর্ভ।—গর্ভকালে :— উন্মাদ ; মুখের স্নায়ুশূল ; অদ্ভুত কল্পনাপূর্ণ ভাব।

গর্ভস্রাবের আশঙ্কা ; ক্রমাগত কথাকওয়া, গানকরা, প্রার্থনাকরা।

সূতিকাক্ষেপ, তৎসঙ্গে প্রচুর ঘর্ম্ম।

প্রসবান্তিক স্রাব স্বল্প ; সূতিকোন্মাদ, তখনও প্রচুর স্তন্য ; বহুবিধ বিভীষিকা দর্শন ; নির্ব্বোধের ন্যায় কথাকওয়া।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর:—উচ্চতর এবং সূক্ষ্মতর ; অস্পষ্ট।

স্বরনালীর এবং বক্ষের পেশীর সংকোচন।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—ঘড় ঘড় বা সশব্দ শ্বাসক্রিয়া :—মধ্য রাত্রিতে ; হুপিং-কাসিতে ; শীত বা ঘর্ম্মাবস্থায়।

বারম্বার শ্বাসপ্রশ্বাস, যাতনাপূর্ণ শ্বাসক্রিয়া।

শ্বাস :—ক্ষুদ্র, কষ্টকৃত ; উত্তাপ ও ঘর্ম্মকালে উদ্বেগযুক্ত।

বক্ষের পেশীর আক্ষেপ ; কখন কখন বক্ষস্থল স্থির থাকে, কেবল উদরের পেশী ও ডায়েফ্রাম দ্বারা শ্বাসক্রিয়া হইতে থাকে।

২৭ কাসী।—■ মাতাল বা সুরাপায়ীদিগের কাসী।

সাময়িক, বেদনাবিহীন, আক্ষেপিক কাসী, অস্ফুটধ্বনিযুক্ত স্বরে কাসী; প্রাতে, গলা স্পর্শ করিলে, বায়ুতে ভ্রমণ করিলে, ব্যভিচারের পর, ভয় পাওয়ার পর, উজ্জ্বল পদার্থ দেখিলে, জলপানে, বৃদ্ধি।

■ হুপিং কাসী, ঘুংড়ীর মত, কুক্কুরধ্বনিবৎ, তৎসঙ্গে বক্ষের শ্বাসাবরোধক সংকোচন, হৃদ্‌পিণ্ডের প্রবল আঘাত, ঘড়ঘড়ানি, রক্তাধিক্য, রক্তউঠা; আক্ষেপ।

২৮ ফুস্‌ফুস্‌।— মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লির প্রদাহরোগ আরোগ্য সময়ে বক্ষে বেদনা, কাসী ও অন্যান্য ফুস্‌ফুসীয় লক্ষণ।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদ্‌কম্প।

হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন, সঞ্চালনে এত বর্দ্ধিত হয় যে কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারে না; তাণ্ডব রোগের ন্যায় কম্পন, উৎক্ষেপ; নিয়মিত শব্দের পরিবর্ত্তে "মর্মর" বা হুস্‌ হুস্‌ শব্দ; ভয়ের ফল।

নাড়ী :—পূর্ণ, বলবান; দ্রুত, শক্ত; অসমান; ক্ষুদ্র এবং আক্ষেপিক; সান্নিপাত রোগে মৃদু; কখন কখন কম্পমান অথবা অনয়মেয়; কখন স্থির এবং অত্যন্ত দ্রুত, তৎসঙ্গে শ্বাস কষ্ট থাকে না।

৩০ বহির্ত্বক্‌—■ বক্ষস্থলে লাল লাল উদ্ভেদ। * টাইফাস্‌।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—অবিরত গ্রীবাদেশের এবং পৃষ্ঠের অস্থিতে বেদনা।

পশ্চাৎদিকে বক্র।

মেরুদণ্ডে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

দক্ষিণ হস্ত পশ্চাৎ কটিতে দিয়া মুখ বাঁকায়, যেন বড় বেদনা হইয়াছে।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—মস্তকোপরি বাহু তুলে, হাততালি দেয়, সুন্দর ভঙ্গি করে।

হস্ত সঞ্চালন, যেন কোন পদার্থ লইবার জন্য হাত বাড়াইতেছে; দ্রব্য অন্বেষণ; শয্যা খোঁটা বা আকর্ষণ।

গলা চাপিয়া ধরে।

হাত পা কাঁপে।

হাত শিকলাইয়া রাখে কিন্তু খোলা যায়।

গ্ল্যাসে হাত দিতে বা মুখে তুলিতে কষ্ট।

▌ অঙ্গুলিবেষ্টক বা আঙ্গুলহাড়া, বেদনা অসহ্য, হতাশ করিয়া ফেলে।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জানুসন্ধি বা উরুতের স্নায়ুশূল, বাম দিকে; যখন পূয সঞ্চয় হয়, তখন প্রবল বেদনা।

▌ দক্ষিণ দিকের উরুতের অভ্যন্তর ভাগ লাল, স্ফীত। * টাইফাস।

নিম্নাঙ্গের আক্ষেপিক কাঠিন্য।

নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত; বাকরোধ; এক দৃষ্টি।

অবিরত পা কাঁপে।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বাহুর আন্দোলন, নিম্নাঙ্গ স্থির থাকে।

পেশীতে আকৃষ্টবৎ, খঞ্জবৎ এবং কথঞ্চিৎ আক্ষেপিক বেদনা।

অঙ্গুলি এবং গোড়ালি অসাড়।

যেন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড় বোধ।

হাত পা ঠাণ্ডা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—শয়ন: ৩। শয়ন-প্রবণ: ৩৩। উত্থান: ২,৪; মস্তকোত্তোলন: ৩,৪। পশ্চাদ্দিকে বক্র: ৩, ৪। অবনমন: ৪,৩১। সঞ্চালন: ৪,২৯। ভ্রমণ: ৩৬।

৩৬ স্নায়ু।—শয়নের অতিশয় প্রবৃত্তি।

পা টলে, সাহায্য ব্যতীত দুই এক পা পর্য্যন্ত হাঁটিতে পারে না।

বারম্বার উৎক্ষেপ; সহসা অঙ্গমধ্যে উৎক্ষেপ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন।

▌ আক্ষেপ, শরীর প্রধানতঃ পশ্চাৎদিকে বক্র হয়,—উজ্জ্বল, চক্‌চকে দ্রব্য, জল বা স্পর্শ হইতে শিশু কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত।

▌ ভয় জন্য তাণ্ডব রোগ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কীট সঞ্চরণবৎ অনুভব, তৎপরে অনুপ্রস্থভাবে প্রবল সঞ্চালন; মস্তকোপরি বাহু ঘূর্ণন; লাফাইয়া উঠে, টেবিলের উপর উঠিয়া বসে।

▌ ওস্মবায়ু, পূর্ব্বে অত্যন্ত স্পর্শানুভব, পর্য্যায়ক্রমে হাস্য ও ক্রন্দন; কাম প্রবৃত্তির উত্তেজনা।

আক্ষেপ ; উদর ফুলিয়া উঠে ; পর্য্যায়ক্রমে বিরামশীল ও অবিরাম আক্ষেপ ; শরীর অতি উষ্ণ।

জলাতঙ্করোগে অতিশয় ফলপ্রদ (মাত্রার পরিবর্ত্তন করিতে হয়, যতক্ষণ না ঔষধের লক্ষণ প্রকাশিত হয়)।

ভয় জন্য মৃগীরোগ ; সহসা আক্রমণ, চিৎকার, তৎপরে তন্দ্রালু ; পাকস্থলি বেদনা করে ; সাময়িক।

মৃত্যুবৎ মূর্চ্ছা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অন্যে নাড়িতে পারে।

পেশী সকল স্ববশে থাকে না।

একাঙ্গের পক্ষাঘাত, অন্য অঙ্গের আক্ষেপ।

বামাঙ্গের পক্ষাঘাত, স্খলিত বাক্য, ইত্যাদি।

সংন্যাস রোগের পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাত।

৫৭ নিদ্রা।—দিবাভাগে নিদ্রালু ; পা টলিতে থাকে ও তন্দ্রালু।

নিদ্রালু অথচ নিদ্রা হয় না ; আক্ষেপের পর।

নাক ডাকাইয়া অঘোর নিদ্রা।

তন্দ্রাদোষ, গলা ঘড় ঘড় করা, মুখে রক্তবর্ণ ফেণা। * আরক্তজ্বর।

নিদ্রাহীনতা, এপাশ ওপাশ করে।

নিদ্রাবস্থায় :—হাসে ; চীৎকার করে ; চমকাইয়া উঠে ; কাম প্রবৃত্তির উত্তেজনা ; রেতঃপাত ; আক্ষেপ ; উঠিয়া বসে, চারিদিকে চায় এবং অসম্বদ্ধ বাক্য বলে।

জাগিয়া উঠে :—গম্ভীরভাবযুক্ত হইয়া ; যেন সকল পদার্থ নূতন বলিয়া বোধ হয়; চীৎকার করে, বোধ হয় যেন ভয় পাইয়াছে, কাহাকেও চিনিতে পারে না, পলায়ন করে, বা বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠে।

৫৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৬, ৭, ২৭। অপরাহ্ন : ৪০। সন্ধ্যা : ৩, ১৬, ১৯। রাত্রি : ৯, ৩, ৬, ১২, ১৯ ২১, ২৩, ২৮। মধ্যরাত্রির পর : ২০। প্রত্যেক দিবস : ৭। দিবস : ১১, ৩৭।

৫৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—উষ্ণতা : ৬। উষ্ণ আবরণ : ৬। শৈত্য : ৩। সূর্য্যাঘাত : ১,৩, ৪।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম ।—শীতার্ত্ত, যেন পৃষ্ঠদেশ শীতল জলে রহিয়াছে।

শীত :—পৃষ্ঠ বহিয়া যায় ; সার্ব্বাঙ্গিক শীতলতা, তৎসহ মুখের আরক্তভা এবং উৎক্ষেপ ; অনাবৃত হইলে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য ; মস্তকে উত্তাপ।

▌ শিশুদিগের জ্বর ; নিদ্রাবস্থায় ক্রন্দন করিয়া উঠে ; চমকিয়া উঠে ; অর্দ্ধনীমিলিত চক্ষু, কনীনিকা বৃহৎ ; মূত্রবন্ধ ।

অপরাহ্নে, প্রথমে মুখমণ্ডলে ও মস্তকে উষ্ণতা, তৎপরে সার্ব্বাঙ্গিক শীতলতা, তৎপরে সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ ।

উত্তাপ :—উদ্বেগযুক্ত, তৎসঙ্গে বমন ; প্রলাপ, পিপাসা এবং ঘর্ম্ম ; সর্ব্বাঙ্গের এবং মুখমণ্ডল স্পষ্ট লাল উত্তাপের সঙ্গে ঘর্ম্ম

উত্তাপকালে গাত্র আবৃত করে। ,

ঘর্ম্ম :—সর্ব্বাঙ্গ শীতল ; তৎসহ প্রলাপ ; তৈলাক্ত, পচা গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ ।—গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি :—আক্ষেপ, অতি প্রফুল্লতা ।

মৃগীর আক্রমণ (সাময়িক ভাবে) : ৩৬। ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে : ৩। সহসা প্রকাশ : ১৯, ২১।

৪২ পার্শ্ব ।—দক্ষিণ : ৪, ৩৩। বাম : ৬, ৮, ৩৩, ৩৬। দক্ষিণ হইতে বাম : ১১।

৪৩ অনুভব ।—যেন সন্ধি সকল শিথিল হইয়াছে এরূপ বেদনাপূর্ণ অনুভব। বাহু এবং পা যেন শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে বোধ।

৪৪ তন্তু ।—অর্ব্বুদ এবং স্ফোটকের প্রবল বেদনা হ্রাস করে।

▌ স্থূলকায়া, বিশেষতঃ যুবা ব্যক্তিগণ।

▌ শীর্ণকায়, দিবারাত্রি কাঁদে ; কাসী।

▌ আরক্ত জ্বরের পর শোথ ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি ।—স্পর্শ : ৩১, ৩৬। প্রচাপন : ৩।

৪৬ চর্ম্ম ।—সমস্ত ত্বক এবং চক্ষুর শ্বেতক্ষেত্র সিন্দুরের মত লাল।

চর্ম্ম উষ্ণ এবং শুষ্ক ।

উদ্ভেদ বিলুপ্ত হইলে অথবা ভাল বহির্গত না হইলে বৃদ্ধি।

▌ দাহ বা পুড়িয়া যাওয়া।

সমস্ত মুখমণ্ডল ফুলিয়া উঠে, বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ, বসন্ত রোগের জলপূর্ণ ফোস্কা হইবার পূর্ব্বে।

অস্থিরতা, চর্ম্ম কণ্ডূয়নশীল ; উদ্ভেদ তাম্র বর্ণ, চর্ম্ম শুষ্ক, উষ্ণ।

হাম, বহির্গত হইবার পূর্ব্বে, তৎসঙ্গে আক্ষেপ, ইন্দুর প্রভৃতির ভীতিজনক দৃশ্য, বোধ হয় ভয় পাইয়াছে, লুকাইতে চেষ্টা ; অন্ননালীর আক্ষেপ ; শরীর উষ্ণ, মুখ লাল ও ফুলা।

৪৭ অবস্থা।—শিশু বিশেষতঃ ; তাণ্ডব রোগ, উন্মাদ, জ্বর।

যুবা স্থূলকায়।

৪৮ সম্বন্ধ।—অম্বরা অবরোধ বা ফুলপড়া বদ্ধজন্য প্রচুর রক্তস্রাব, তৎসঙ্গে প্রলাপ বাচালতা ইত্যাদিতে ষ্ট্রামোনিয়ম্ অপেক্ষা সিকেলি উত্তম ক্রিয়া করে।

পারদ, গন্ধক বা সিসার ধূম জন্য পীড়াসকল।

ষ্ট্রামোনিয়মের দোষঘ্ন :—বেলেডনা, হায়োসায়েমস্, নক্সভমিকা ; বৃহৎ মাত্রার পক্ষে :—নেবুর রস ; সেনা (মস্তিষ্ক লক্ষণ) ; তামাকুর পিচকারী ; ভিনিগার।

বেলেডনা অতি প্রবলরূপে ক্রিয়া করিলে পর, ষ্ট্রামোনিয়ম হুপিং কাসীতে উপকারী।

সিনা।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—জাগ্রত হইলে দুঃখজনক ক্রন্দনপরায়ণ।

যেন ভয় পাইয়াছে, শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে, কাল্পনিক পদার্থ দেখে, চীৎকার করে, কাঁপে, দ্রুতভাবে কথা কহে, উদ্বিগ্ন ; সন্ধ্যাকালে এবং মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে।

শিশু গাত্র স্পর্শ করিতে দেয় না ; কাহাকেও নিকটে যাইতে দেয় না ;

বিবিধ দ্রব্য আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু দিলে তাহা লয় না ; কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না ; সর্ব্বক্ষণ অসন্তুষ্ট।

২ চৈতন্য।—মস্তক মধ্যে দুর্ব্বল, খালি ও শূন্যগর্ভ বোধ, তৎসঙ্গে বমনের প্রবৃত্তি।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—অচৈতন্যকর শিরঃপীড়া, বিশেষতঃ সম্মুখ মস্তকে, পরে পশ্চাৎ মস্তকেও ; খোলা বায়ুতে ভ্রমণকালে।

কোন পদার্থ প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা (যেমন সূচীকর্ম্মে) জন্য শিরঃপীড়া, বক্ষে এবং পৃষ্ঠে বেদনা ; প্রচাপনে বৃদ্ধি।

প্রাতে অতীব্র শিরঃপীড়া, তৎসঙ্গে চক্ষুর চৈতন্যাধিক্য।

একটী গুরুভার জন্য যেরূপ হয়,তদ্রূপ সবিরাম প্রচাপন, যেন মস্তিষ্ক চাপিয়া যাইতেছে ; চাপে বেদনা বৃদ্ধি করে।

বামদিকের কপালের উচ্চস্থান হইতে নাসিকা-মূল পর্য্যন্ত আকৃষ্টতা তজ্জন্য মস্তকে গোলমেলে বোধ।

রক্তাল্পতা জন্য শিরঃপীড়া, তজ্জন্য অবনত হইলে নরম থাকে, কিন্তু মানসিক উদ্যমে বৃদ্ধি।

৪ বহির্মস্তক।—শিশু সর্ব্বক্ষণ পার্শ্বের দিকে মস্তক হেলাইয়া রাখে।

এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে মস্তক ফিরায়।

৫ চক্ষু।—চক্ষু মর্দ্দন করার পর, কিছুক্ষণ উত্তম দেখিতে পায়।

শয্যা হইতে উঠিলে অন্ধকার দেখে, তৎসহ মস্তক মধ্যে বিঘূর্ণন, এবং মূর্চ্ছা, এদিক ওদিক টলিয়া বেড়ায় ; শয়নে উপশম।

চক্ষুর পীড়ার সঙ্গে অনুগ্র শিরঃপীড়া।

উজ্জ্বল আলোকে দৃষ্টি বিভ্রম।

চক্ষুর তারকা প্রসারিত।

৬ কর্ণ।—কর্ণ-পৃষ্ঠে অতীব্র সূচীবেধ।

বাহ্য কর্ণে খল্লি সদৃশ উৎক্ষেপ, কর্ণশূল মত।

৭ নাসিকা।—হাঁচি, হুপিং কফের সঙ্গে।

প্রবল হাঁচি, তৎসঙ্গে রগে সূচীবেধ।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

সন্ধ্যাকালে নাক বন্ধ।

নাক চুলকান। নাসিকা মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করান।

শিশু বালিসের উপর, কাহারও স্কন্ধে বা হাত দিয়া নাক রগড়ায়।

৮ মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষুর চারিদিকে পীড়িতের চেহারা।

চক্ষুর চারিদিকে কৃষ্ণমণ্ডল।

বেদনা, যেন উভয় ম্যালর বা হনু অস্থি সাঁড়াশি দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে; বাহিক প্রচাপনে বৃদ্ধি।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মুখগহ্বরের চারিদিকে শাদা এবং ঈষৎ নীলাভ।

১০ দন্ত।—রাত্রে দন্ত সংঘর্ষণ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বায় ঈষৎ কটা বর্ণের সঙ্গে পীতবর্ণ লেপ; ঈষৎ শাদা।

১২ মুখমধ্য।—প্রচুর ফেণাযুক্ত লালা, তৎসঙ্গে বক্ষে ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত শ্লেষ্মা।

১৩ গলমধ্য।—বারম্বার সঞ্চালন, যেন কিছু গিলিতেছে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—বিবিধ দ্রব্য চাহে।

রুটীতে ইচ্ছা; আহারের পর অত্যন্ত ক্ষুধা।

পিপাসা।

১৫ পানাহার।—মদ পান করিয়া ভয় পায় যেন জিনিষার খাইয়া ফেলিয়াছে।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—নিদ্রাবস্থায় হিক্কা।

শ্লেষ্মা বমন।

১৭ পাকস্থলী।—রাত্রে পাকাশয়ে অবিরত চাপপড়া, তজ্জন্য অস্থিরতা।

পাকস্থলিতে যেন ক্ষুধার ন্যায় চর্ব্বণবৎ অনুভব।

১৮ উদর।—আহারের পর, উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অনুপ্রস্থভাবে খল্লিবৎ ব. খিমচানর ন্যায় প্রচাপন।

নাভির উপরে, ছিদ্র করণবৎ বেদনা, চাপিলে বেদনা থাকে না।

নাভির চারিদিকে বেদনাপূর্ণ মোচড়ানি।

পেট শক্ত এবং মোটা।

২০ মল, ইত্যাদি।—পানের পর অতিসার ; মল জলবৎ, শাদা।

মল শক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ।

মলদ্বারে কণ্ডূয়ন।

২১ মূত্র।—সমস্ত দিন, বারম্বার বেগসহ প্রচুর মূত্রস্রাব।

মূত্র অনতিবিলম্বে ঘোলা হইয়া যায়।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র এবং প্রচুর।

২ গর্ভ, ইত্যাদি।—শিশু স্তন্য পান করে না।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—হ্রস্ব, সময়ে সময়ে বাধাযুক্ত।

শ্বাসগ্রহণ দ্বিধা বিভক্ত।

বক্ষের যাতনা, বক্ষাস্থি অতি সংকীর্ণরূপে অবস্থিত এরূপ বোধ এবং শ্বাসক্রিয়া যাতনাপ্রদ।

২৭ কাসী।—রাত্রে ক্ষুদ্র খক্‌খকে কাসী।

খক্‌খকে কাসীর পর কিছু গিলিবার উদ্যম।

প্রবল, সাময়িক, পুনরাক্রমণশীল হূপিং কাশীর আবেগ, যেন স্বরনালীতে শ্লেষ্মা লাগিয়া আছে ; কাসীর পর গড় গড় শব্দ।

প্রাতে উঠিলে পর বিবমিষা-উৎপাদক কাসী ; শ্বাস গ্রহণে উত্তেজনা পুনরানীত হয়।

সন্ধ্যাবেলা স্বরভঙ্গ, বিবমিষা-উৎপাদক কাসী।

ঘড়ঘড়ে কাসীর থাকিয়া থাকিয়া আবেগ।

নিষ্ঠীবন :—শাদা, শ্লেষ্মাবৎ, কদাচিৎ কিছু রক্তবর্ণ, প্রায় আস্বাদবিহীন, কষ্টে তুলিতে পারা যায়।

২৮ ফুস ফুস।—বামদিকে সূচীবেধ ; বক্ষমধ্যে জ্বালাজনক সূচীবেধ।

গলা ও বক্ষ মধ্যে ঘড়ঘড়ানি ; সর্দ্দি, যখন তৎসঙ্গে অত্যধিক স্নায়বিক উগ্রতা বর্ত্তমান থাকে।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—নাড়ী ক্ষুদ্র, কিন্তু কঠিন ও দ্রুত।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—সমস্ত মেরুদণ্ডের বরাবর আকৃষ্টবৎ ছিন্নকর বেদনা।

গ্রীবা পৃষ্ঠে পাক্ষাঘাতিক বোধ।

মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে ছিন্নকর-উৎক্ষেপবৎ বেদনা।

কটিদেশে ক্লান্তিযুক্ত বেদনা, যেন অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল ।

* পশ্চাৎ কটিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয় না ।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ ।—বামদিকের বাহুতে ছিদ্রকরণ ও চিমুটী কাটার ন্যায় বেদনা । কখন দক্ষিণ, কখন বাম হস্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, উৎক্ষেপযুক্ত সূচীবেধ ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ ।—জানুর নিকটে বাম উরুতে পক্ষাঘাত সদৃশ বেদনা ।

৩৫ অবস্থিতি,ইত্যাদি ।—সঞ্চালন : ৩১ । বহির্বায়ুতে ভ্রমণ : ৩ । শয্যা হইতে উত্থান : ৫ । শয়ন: ৫ ।

৩৬ স্নায়ু ।—অঙ্গ-কম্পন, তৎসঙ্গে জৃম্ভন কালে কম্পন অনুভব ।

বালকেরা সর্ব্বদা ক্লান্তির কথা বলে ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সংকোচন ও উৎক্ষেপ ।

রাত্রে আক্ষেপিক আক্রমণ।

বালকদিগের আক্ষেপ, হাত এপাশে ওপাশে ছুড়িয়া ফেলে।

মৃগীরোগ, তৎসঙ্গে কাঠিন্য কিন্তু সম্পূর্ণ চৈতন্য থাকে ।

বহিঃপ্রসারক পেশীর আক্ষেপ ; শিশু সহসা অনম্য হইয়া যায় ; গলা হইতে উদর পর্য্যন্ত বোতল হইতে জল ঢালার ন্যায় শব্দ ।

তাণ্ডব রোগ, চীৎকারের সঙ্গে অঙ্গবিকৃতি আরম্ভ, জিহ্বা, অন্ননলী এবং স্বরনলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; সমস্ত রাত্রি পর্য্যন্ত থাকে ।

৩৭ নিদ্রা ।—নিদ্রাবস্থায় সহসা যাতনাপ্রদ ক্রন্দন ; নিদ্রাবস্থায় এপাশ ওপাশ করে ।

নিদ্রা যাইতে পারে না ; নিদ্রা যাইলে চমকিয়া উঠে, চীৎকার করে, এপাশ ওপাশ করে, শয্যাবস্ত্র পা দিয়া ছুড়িয়া ফেলে ।

৩৮ সময় ।—প্রাতঃকাল : ৩, ২৭ । সন্ধ্যা : ১, ৭, ২৭, ৪০ । রাত্রি : ১০, ১৭,২৭, ৩৬, ৪০ । মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে : ১ । সমস্ত দিন : ২১ ।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু ।—বাহ্য উত্তাপ : ৪০ । অনাবৃত বায়ু : ৩ ।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম ।—শীতের সঙ্গে অগ্নিকুণ্ডের নিকটেও কম্প ; ঊর্দ্ধাঙ্গ হইতে মস্তকে শীত উঠিতে থাকে ।

শীত, মুখমণ্ডল পাণ্ডুর এবং শীতল ; হাত গরম ।

শীত, বাহ্য উষ্ণতায় উপশম থাকে না, প্রায়ই সন্ধ্যাকালে, তৎসঙ্গে মুখের পাণ্ডুরতা।

সন্ধ্যাকালে শীত এবং সমস্ত রাত্রি জ্বর। * স্তন্যপায়ী শিশু।

সমস্ত মুখমণ্ডলে জ্বালাকর উত্তাপ, তৎসঙ্গে গণ্ডস্থলের আরক্ততা এবং শীতল পানীয়ের জন্য পিপাসা।

জ্বর প্রত্যহ ঠিক এক সময়ে।

মস্তক এবং মুখমণ্ডলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উত্তাপ।

ঘর্ম্ম :—সাধারণতঃ শীতল, সম্মুখ মস্তকে, নাকের চারিধারে এবং হস্তদ্বয়ে।

ঘর্ম্মের পর (শীতের পূর্ব্বেও) ভুক্ত দ্রব্য বমন, তৎসঙ্গে ক্ষুধা।

৪১ আক্রমণ।—প্রতিদিন এক সময়ে পুনরাক্রমণ : ৪০।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩২ : বাম : ৩,২৮,৩২,৩৩। উচ্চ হইতে নিম্নে : ৩১,৩৬। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধদিকে : ৪০।

৪৩ অনুভব।—শরীরের নানা স্থানে, বিশেষতঃ ইলিয়ম অস্থির বিবর্দ্ধনের পশ্চাৎ ভাগে, বক্ষে কখন চাপপড়া, কখন আঘাতের ন্যায়, কখন চিম্‌টীকাটার ন্যায়, উৎক্ষেপ অথবা কণ্ডূয়ন ; স্থান সকল টাটানি বা ঘৃষ্টবৎ, চাপে বেদনাবিশিষ্ট।

৪৪ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ১। প্রচাপন : ৩,৬,৮,১৯,৪৩। ঘর্ষণ, ৫,৭। নখঘর্ষণ : ৪৬।

শিশু কোলে বেড়াইতে চায়।

৪৬ চর্ম্ম।—নখ ঘর্ষণে কণ্ডূয়ন অপরিবর্ত্তিত বা উপশম হয়।

স্ফোটক।

ক্ষত হইতে স্বল্প স্রাব।

৪৭ অবস্থা।—কৃষ্ণবর্ণ কেশ।

৪৮ সম্বন্ধ।—লঙ্কামরিচ হইতে উদ্ভূত পীড়া, অথবা সিন্‌কোনা বা পারদ অপব্যবহার জন্য পীড়া।

সিনার প্রতিবিষ :—ক্যাম্ফর, ক্যাপসিকম্, সিনকোনা।

সিপা।

(পলাণ্ডু)

পরীক্ষক :—হেরিং।

১ মন।—স্তব্ধ বা গোলমেলে ভাব।

অঙ্গুলিতে পূযসঞ্চয়ের বেদনার জন্য অপ্রকৃতিস্থা হইবেন এই ভয়।

অত্যন্ত বিষণ্ণতা।

২ চৈতন্য।—মস্তকমধ্যে জড়তা, প্রচাপন, পূর্ণতা, ভার, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি, অনাবৃত বায়ুতে উপশম, উষ্ণগৃহে প্রত্যাগত হইলে বৃদ্ধি।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সম্মুখ কপালের অতীব্র শিরঃপীড়া।

অতীব্র শিরঃপীড়া, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

মস্তক মধ্য দিয়া তাড়িৎ বেগের ন্যায় বেগ।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীর অস্থিমধ্যে কীট সঞ্চরণবৎ।

আহারের পর টাকাযুক্ত স্থানে কুট্‌কুটকরা ধর্ম্ম।

৫ চক্ষু।—অস্বচ্ছতা এবং আলোকে চৈতন্যাধিক্য।

সূত্রবৎ বেদনা :—দক্ষিণ চক্ষুর উপরে, নাসিকা মূলে ; গণ্ডস্থল হইতে চক্ষুর দিকে।

ধূমলাগার ন্যায় চক্ষুমধ্যে জ্বালা করে।

চক্ষু লাল এবং কণ্ডূয়নযুক্ত, এবং স্পর্শে বেদনা, বামদিকে বেশী।

চক্ষু দিয়া জল পড়ে, শিরা সকলে রক্তাধিক্য ; তৎসঙ্গে সর্দ্দি।

দক্ষিণ অশ্রুনালীতে চিড়িক্ মারা বেদনা।

প্রচুর অশ্রুস্রাব।

উপরিস্থ অক্ষিপুটের অভ্যন্তরে বেদনা করে।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে নাদ।

গলা হইতে কর্ণপ্রণালী বা ইয়ুষ্টেকিয়ান নলীতে উৎক্ষেপ বেদনা।

শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা।

কর্ণশূল (কাণ কামড়াণি)।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

উষ্ণ গৃহ মধ্যে আসিলে, ক্রমাগত হাঁচি, তৎসহ প্রচুর বিদাহী সর্দ্দিস্রাব।

বসন্তকালীন প্রতিশ্যায় , দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে কুট্‌কুট্ করা এবং কণ্ডূয়ন।

প্রতি বৎসর বর্ষাকালে প্রতিশ্যায়, প্রবল হাঁচি ; ফুলের গন্ধে চৈতন্যাধিক্য।

আবশ্যিক সর্দ্দি, শিরঃপীড়া, অশ্রুস্রাব, কাসী, পিপাসা, ক্ষুধাহীনতা, হাত কাঁপা, জ্বর বোধ ; সন্ধ্যাকালে ও গৃহমধ্যে বেশী ; খোলা বায়ুতে উপশম।

নাসিকা হইতে প্রচুর, জলবৎ, ক্ষতকারক সর্দ্দি, তৎসঙ্গে কেবল অশ্রুস্রাব।

নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ পূয পড়া। আরক্ত জ্বরের দ্বিতীয়াবস্থা।

নাসিকার পলিপস্।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলে, রগে এবং কর্ণে সূত্রবৎ বেদনা।

গণ্ডস্থলের স্ফীততার সঙ্গে দপ্‌দপকর, আকৃষ্টবৎ, চাপপড়া বেদনা ; মুখমণ্ডল উষ্ণ।

১০ দন্ত।—সর্দ্দির সঙ্গে দন্তশূল, সর্দ্দি বেশী হইলে ভাল থাকে এবং সর্দ্দি বন্ধ হইলে বৃদ্ধি।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য, জিহ্বামূল, কোমল তালু ও গলমধ্যে শুষ্কতা।

মুখ বা গলমধ্য হইতে বিশ্রী গন্ধ।

১৩ গলমধ্য।—যেন গলার মধ্যে একটী গোলা রহিয়াছে এরূপ অনুভব।

গলকোষে এবং গলায় শক্ত শ্লেষ্মা।

স্বরনালীর পশ্চাৎ প্রাচীরে অসাড় বোধ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—কুক্কুরবৎ ক্ষুধা বা ক্ষুধার লোপ।

১৫ পানাহার।—পচা মৎস্য ভক্ষণ জন্য মন্দ ফল।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—অম্ল উদ্গার।

উদ্গারের সঙ্গে উদর ফুলিয়া উঠা ও উদর মধ্যে গড়গড় শব্দ।
উত্থান করিলে বিবমিষা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে প্রচাপন।
পাইলোরস-পেশী প্রদেশে বেদনা।
পাকাশয়ে দুর্ব্বলতা ও খালি বোধ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃৎ প্রদেশে প্রচাপন, তৎসঙ্গে পৃষ্ঠ বরাবর শীত বোধ; শীতলতা।
প্লীহা মধ্যে সংকোচন অনুভব, তৎসহ শয়নাবস্থায় সূচীবেধ।

১৯ উদর।—পেট বেদনা; নাভি প্রদেশে বেদনা, উপবেশনে বৃদ্ধি; ভ্রমণে বেদনা উপশম।
হাইপগ্যাষ্ট্রিয়ম প্রদেশে প্রবল বেদনা, বামদিকে, তৎসহ মূত্রত্যাগের বেগ।
কুচকির মধ্যস্থানে বিরক্তিকর বেদনা।
বামদিকের ইন্‌গুইন্যাল্ ছিদ্রমধ্যে প্রচাপন।

২০ মল, ইত্যাদি।—অত্যন্ত দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ।
মধ্যরাত্রির পরে বা প্রাতে উদরাময়।
কুইনাইন দ্বারা সবিরামজ্বর চিকিৎসার পর কোষ্ঠবদ্ধ।
মল দ্বারে অবদারণ (বিদারণ)।

২১ মূত্র।—বৃক্ক প্রদেশে বেদনা।
মূত্রাধারের এবং মূত্রমার্গে উষ্ণতা ও দুর্ব্বলতা অনুভব।
প্রচুর মূত্রস্রাবসহ অন্যান্য উপসর্গ।
মূত্র লাল, তৎসহ অত্যন্ত বেগ এবং মূত্রমার্গে জ্বালা।
মূত্রে অ্যাল্‌বুমেন্ বা অণ্ডলালীয় মূত্র।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা বর্দ্ধিত।
সহবাসের পর মূত্রাধারে ও প্রষ্টেট্ গ্রন্থিতে বেদনা।
শুক্রবাহক নলীতে আকৃষ্টতা।
লিঙ্গমণিতে জ্বালা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু প্রদেশে বেদনা।

২৪ গর্ভ।—সূতিকাবস্থায়, কতকগুলি অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিবেষ্টক, বাহু পর্য্যন্ত লাল লাল দাগ ; বেদনায় অস্থির করিয়া তুলে।

২৫ লেরিংক্স।—সর্দ্দি জন্য স্বরভঙ্গতা।

গলমধ্যে গুড়গুড়ি, তৎসঙ্গে স্বরনালী মধ্যে কামড়ানি।

স্বরনালীতে সর্দ্দিজ প্রদাহ।

কাসিবার সময় বেদনা, যেন স্বরনালী ছিন্ন হইয়া যাইবে।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—বক্ষমধ্যে চাপ পড়ায় শ্বাসকষ্ট বা যাতনাপ্রদ শ্বাস।

২৭ কাসী।—স্বরনালীর কাসী, বারম্বার কাসি হয়।

তীব্র কাসির জন্য, লেরিংক্স হাত দিয়া ধরিতে হয় ; যেন কাসিতে ছিন্ন হইয়া যাইবে এরূপ বোধ।

শীতল বায়ু শ্বাস গ্রহণে খক্‌খকে কাসী।

সর্ব্বদা হাক্ হাক্ করিয়া কাসিবার প্রবৃত্তি।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—বক্ষ শ্লেষ্মাপূর্ণ।

দীর্ঘশ্বাস গ্রহণকালে, বক্ষের বামদিকের মধ্যস্থলে সূচীবেধ সহ জ্বালা।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড ও নাড়ী।—নাড়ী অতিশয় দ্রুত, এবং পূর্ণ ; অথবা ধীর এবং কঠিন।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—পৃষ্ঠে কীট সঞ্চরণবৎ অনুভব ; উপবেশনের পর, দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নিম্নে বেদনা।

বাহ্যে না হইলে কটিদেশে বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—শয্যায় শয়ন করিলে, দক্ষিণ স্কন্ধাস্থি মধ্যে বেদনা।

সকল সন্ধিতে অসাড় বোধ।

দক্ষিণ হস্ত কম্পন। অঙ্গুলিবেষ্টক।

বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের নিম্নে, সূচীবিদ্ধ হওয়ার পর, পূয সঞ্চয় ; কনুই পর্য্যন্ত লাল লাল দাগ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্বে দুর্ব্বলতা।

উরুতে শীতপিত্ত (আমবাত)।

হাঁটুর উপরে এবং হাঁটুতে বেদনা।

পায়ে ক্ষত বা হাজা দাগ।

বৃদ্ধাঙ্গুলিতে বেদনা।

৩৪। সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে টাটানি।

৩৫। অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিচরণ : ১৯। উত্থান : ১৬। উপবেশন : ১৯
৩১। শয়ন : ২৮, ৩২। শয়ন করিতে বাধ্য : ৩৬।

৩৬। স্নায়ু।—দুর্ব্বল এবং ক্লান্ত, শয়ন করিতে হয়।

শ্রান্তি।

৩৭। নিদ্রা।—জৃম্ভণ, তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া এবং পাকস্থলীতে ঘর্ম্ম।
অস্থির নিদ্রা, প্রাতঃকালে নিদ্রালু।
স্বপ্ন :—যেন জলের সন্নিকটে ; নদীতে ঝড়, উত্তাল তরঙ্গ।

৩৮। সময়।—প্রাতঃকাল : ৭,২০,৩৭, ৪০,। সন্ধ্যাকাল : ২, ৩,৭, ৪৩। মধ্য
রাত্রির পর : ২০। প্রাতের দিকে : ২০।

৩৯। উত্তাপ এবং বায়ু।—পা জলে ভেজার জন্য মন্দফল।
আর্দ্র, শীতল বায়ুর পর সর্দ্দি লাগা।
শীতল বায়ু : ২৭। খোলা বায়ুতে উপশম, উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি : ২, ৭।
বসন্ত কাল : ৭। বর্ষাকাল : ৭।

৪০। শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ এবং শীতলতা ; সর্দ্দির সময়ে।
উত্তাপ এবং পিপাসা, তৎসঙ্গে পেট ডাকা।
রাত্রি ২টার সময় উত্তাপ, পিপাসাশূন্যতা, দিবা প্রকাশে থাকে
না, কিন্তু প্রাতঃকালীন আহারের পর বৃদ্ধি হয়।
সহজে প্রচুর ঘর্ম্ম।

৪১। আক্রমণ।—সাময়িক আক্রমণ : ৪৫। বসন্তকাল : ৭। বর্ষাকাল : ৮।

৪২। পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৫,১,১৮,৩১,৩২। বাম : ৫,১৮,১৯,২৪,২৮,৪৩।
সুস্থ শরীরে পরীক্ষায়, অধিকাংশ লক্ষণ বামদিক হইতে দক্ষিণ
দিকে যায় ; কিন্তু দক্ষিণ হইতে বাম দিকে গতিবিশিষ্ট
লক্ষণ সমূহ এই ঔষধে নিরাময় হইয়াছে।

৪৩। অনুভব।—শরীর মধ্যে কামড়ানি।
লম্বা সূত্রাকারে স্নায়বিক বেদনা :—মুখে, গ্রীবা এবং অন্যান্য স্থানে,
সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

৪৩ তন্তু।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ এবং স্রাব বৃদ্ধি।

সন্ধি সকল কামড়ায়।

অশীতি বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকের গলিত ক্ষত (বাহ্যিক মলম)।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ ; ৫,২১।

আঘাতাদি লাগিবার পর, পৃষ্ঠের কাঠিন্য।

স্বরনালী চাপিয়া ধরে : ২৭। মর্দ্দন : ৩৩।

৪৬ চর্ম্ম।—পিনের ন্যায় বিন্ধন।

চর্ম্মের আরক্ততা।

উরুতে শীতপিত্ত।

ঘাম।

৪৭ অবস্থা।—বৃদ্ধ বয়স ; পচনশীল ক্ষত।

৪৮ সম্বন্ধ।—সিপার প্রতিবিষ :—আর্ণিকা (দন্তশূল) ; ক্যামোমিলা (পেট বেদনা) ; ভিরেট্রাম (পেট বেদনার সহিত নিরাশা)।

ফসফরস সিপার প্রতিপূরক।

সিপা ফস্ফরসের, পলসাটিলার এবং সার্সার প্রতিপূরক।

পলিপস রোগে সিপার পর ক্যাল্কেরিয়া এবং সাইলিসিয়া।

সমজাতীয় সম্বন্ধ :—এলিয়ম স্যাটি, সিলা, এলোজ।

পুরাতন কাসীর সঙ্গে প্রচুর শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, এবং শীতল বায়ুতে চৈতন্যাধিক্য, হার্পেটিক ধাতু—এলিয়ম্ সাটিভম্।

সিমিসিফিউগা।

(আক্টীয়া রেসিমোসা)

পরীক্ষক ;—জীন্স।

১ মন।—নির্জ্জনতা ভাল বাসে ; এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ ইচ্ছা।

প্রশ্নের উত্তর দ্রুতভাবে এবং দ্বিভাবে দিয়া থাকে।

উত্তর দেয় না ; অন্য সময়ে অত্যন্ত বাচলতা।

উন্মাদিনী হইবে এরূপ প্রকাশ করে।

ক্রন্দনশীল স্বভাব; বিষণ্ণচিত্তা; উদ্বেগ; ভীরুতা।

স্নায়ু কেন্দ্রের অতিশয় চৈতন্যাধিক্য জন্য বিষণ্ণতা; এজন্য বামাগণের, মাতালদিগের, ইত্যাদি।

মৃত্যুভয়—মনে করে তাহার মৃত্যু হইবে।

মানসিক অবসাদ, তৎসঙ্গে আত্মহত্যা প্রবণতা।

সন্দিগ্ধ চিত্ত, তাচ্ছিল্যভাব, বাচাল, গার্হস্থ্য বিষয়ে অমনোযোগী।

উগ্রস্বভাবা, সামান্য বিষয় ক্রটী হইলে রাগান্বিতা হয়।

স্নায়ুশূল বিলোপের পর উন্মত্ততা।

ভয় পাওয়ার পর গর্ভপাতের আশঙ্কা।

মানসিক উদ্বেগে বৃদ্ধি।

বিষয় কার্য্যের অকৃতকার্য্যতা জন্য মন আক্রান্ত হয়; প্রণয়ে নিরাশ জন্য।

২ চৈতন্য।—মূর্দ্ধা প্রদেশে অবিরত জড়তা বোধ।

মস্তক ঘূর্ণনঃ—মস্তক বৃহৎ এবং গুরুবোধ, অবনত হইলে মস্তক ঘূর্ণনের ন্যায় হয়; প্রাতে উঠিলে পর; উপাধান হইতে মস্তক তুলিলে বিবমিষা।

মূর্চ্ছার আবেশ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকে রক্ত প্রধাবন, মস্তিষ্ক অতিশয় বৃহত্তর বোধ হয়, যেন করোটী মধ্যে ধরে না; জরায়ুস্রাব বন্ধ অথবা সহসা বেদনার নিবৃত্তির জন্য।

মস্তিষ্ক মধ্যে তরঙ্গায়িত বোধ।

অতীব্র (সম্মুখ মস্তকের) শিরঃপীড়া, প্রচাপনে উপশম।

মস্তকমধ্যে এবং অক্ষিগোলকে অত্যন্ত বেদনা, সামান্য সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

মস্তকের দক্ষিণ দিকে অতিশয় বেদনা।

মস্তকের শীর্ষদেশে, পশ্চাৎ মস্তকে, বাম রগে, চক্ষুতে এবং কর্ণে কামড়ানি এবং চিড়িকমারা বেদনা; শয়নে বৃদ্ধি; গুল্মবায়ু (হিষ্টিরিয়া) সদৃশ ক্রন্দন।

মস্তকের শীর্ষদেশ যেন উড়িয়া যাইবে এরূপ বোধ।

মস্তক বৃহৎ বোধ এবং দপ্‌দপ্‌ করে। *সবিরাম জ্বর।

গ্রীবা হইতে মূর্দ্ধাদেশে যেন একটি "বোল্ট" বা প্রেক বিদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে এরূপ তীব্র বেদনা, হৃদ্‌পিণ্ডের প্রতি স্পন্দনে বৃদ্ধি।

৫ চক্ষু।—চক্ষুর সম্মুখে কাল কাল দাগ, কনিনীকা বিস্তৃত, স্থির দৃষ্টি।

অক্ষিগোলকে তীব্র বেদনা; সন্ধ্যাকালে এবং মস্তক বা চক্ষু সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

অক্ষিগোলকের মধ্যস্থানে তীব্র বেদনা; প্রাতে বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত দিন থাকে; উপরে উঠিতে বৃদ্ধি।

৬ কর্ণ।—সামান্য শব্দে চৈতন্যাধিক্য।

বামকর্ণে সঙ্গীত ধ্বনি, অবশেষে উভয় কর্ণে।

৭ নাসিকা।—সর্দ্দি, সন্ধ্যাকালে শুষ্ক, দিবসে শাদা শ্লেষ্মা; হাঁচি; মস্তক মধ্যে এবং চক্ষুতে কামড়ানি; প্রতি নিশ্বাস গ্রহণে বোধ হয় যেন শীতল বায়ু মস্তিষ্ক সহিত সংস্পৃষ্ট হইতেছে।

৮ মুখমণ্ডল।—উন্মত্তবৎ ভীতিব্যঞ্জক মুখাবয়ব।

পাণ্ডুবর্ণ মুখ; চক্ষু বড় এবং অন্তঃপ্রবিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলে পরিবেষ্টিত।

হনু অস্থিতে স্নায়ুশূল, রাত্রে বেদনা থাকে না, পরদিন পুনরায় প্রকাশিত হয়।

বারম্বার উত্তাপের আবেশ, অনাবৃত বায়ুতে থাকিতে ইচ্ছা করে।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—অধর দংষ্ট্রবৎ বিদারিত।

চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে বা অন্তঃপ্রবিষ্ট।

১০ দন্ত।—আমবাতিক এবং স্নায়বিক রোগীর দন্তশূল।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—অপ্রিয়; তাম্রবৎ।

যত্ন করিলেও, একটী শব্দ মাত্রও উচ্চারণ করিতে সমর্থা নহে।

বাক্য কথন: ২৭।

জিহ্বা:—পরিষ্কার, কিন্তু অগ্রভাগ সূচল এবং কম্পান্বিত; স্ফীত; ঈষৎ কটাবর্ণের লেপ, মধ্যভাগে বেশী।

১২ মুখমধ্য।—দুর্গন্ধ শ্বাস।

মুখমধ্য এবং জিহ্বা উষ্ণ এবং শুষ্ক বোধ।

১৩ গলমধ্য।—গলার মধ্যে শুষ্ক স্থান জন্য কাসী জন্মায়; কণ্ঠনালীর শুষ্কতা তৎসঙ্গে অবিরত গলাধঃকরণ প্রবৃত্তি; আল্‌জিব এবং কোমল তালু স্ফীত।

চট্‌চটে, তাম্র আস্বাদযুক্ত শ্লেষ্মা খক্‌ করিয়া তুলে।

১৫ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—পিপাসাশূন্যতা, পাকাশয়ে সামান্য ক্ষুধা বোধ; উদর মধ্যে কূজন।

পরিবর্ত্তনশীল ক্ষুধা।

মাধ্যাহ্নিক আহারে প্রবৃত্তি থাকে না, শীতল জলপান করিতে চায়; অল্প পরিমাণে যথেষ্ট হয়।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—উদ্গার, তৎসঙ্গে বিবমিষা, বমন এবং শিরঃ-পীড়া।

সবুজ বর্ণের পদার্থ বমন; গোঁগোঁ করে, মস্তকে দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধরে (উপশমের জন্য)।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে তরুণ চিড়িকমারা বেদনা।

উদরোর্দ্ধ প্রদেশে খালি বোধ।

১৯ উদর।—সময়ে সময়ে পেট বেদনা, বাহ্যের পর এবং দুমড়াইয়া বসিলে উপশম।

আধ্মান, তাহাতে পূর্ণতানুভব।

অন্ত্রে, কটিদেশে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিম্নে তীব্র বেদনা।

অন্ত্রে অসহ্য বেদনা, পেটডাকা ও বায়ু সঞ্চয়।

উদরের নিম্ন প্রদেশে তীব্র বেদনা।

উদরের পেশী টাটান।

২০ মল, ইত্যাদি।—বারম্বার, তরল, মলিন দুর্গন্ধ মলত্যাগ।

শিশুদিগের প্রাতঃকালীন উদরাময়।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে বেদনা অন্ত্রে প্রবেশ করিয়া অতিসার এবং আংশিক মূত্ররোধ জন্মায়।

পর্য্যায়ক্রমে অতিসার এবং কোষ্ঠবদ্ধতা।

২১ মূত্র।—মূত্রক প্রদেশে এবং কটিদেশে চাপ পড়া।

মূত্রাধারের উগ্রতা

মূত্র :—প্রচুর, জলবৎ; রক্তবর্ণ, বারম্বার; স্বল্প, এবং গরম বোধ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুর বিস্তৃত (Broad) লিগামেণ্টের আক্ষেপ।

ডিম্বাধারের বেদনা পার্শ্ব পর্য্যন্ত চিড়িক্ মারিয়া যায়।

জরায়ু প্রদেশে এবং কটিতে কোঁতপাড়া (যেন কিছু বহির্গত হইয়া আসিতেছে) বেদনা; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভারি এবং অসাড় বোধ।

জরায়ু প্রদেশে চাপ দিলে অতিশয় বেদনা।

রজঃ—প্রচুর, অগ্রবর্ত্তী, মলিন সংযত রক্ত; স্বল্প; উদরের অনুপ্রস্থভাবে তীব্র বেদনা; প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা; মধ্যবর্ত্তীকালে দুর্ব্বলতা; জ্বর, শৈত্য এবং মানসিক উদ্বেগে অবরুদ্ধ।

আমবাতিক কষ্টরজঃ।

ঋতুকালে মৃগী বা গুল্মবায়ু মত আক্ষেপ।

শ্বেত প্রদর, তৎসঙ্গে জরায়ু ভারি বোধ।

২৪ গর্ভ।—গর্ভাবস্থার পীড়া; বিবমিষা; কৃত্রিম প্রসব বেদনার মত বেদনা; অনিদ্রা; উন্মত্ততা।

প্রসববেদনা তীব্র, বহুক্ষণ স্থায়ী অথবা আক্ষেপিক, তৎসঙ্গে মূর্চ্ছার আবেশ বা ধল্লি।

প্রসব সময়ে হৃদপিণ্ডীয় স্নায়ুশূল।

স্নায়বিক উত্তেজনা জন্য প্রসবকালীন আক্ষেপ।

প্রসবের প্রথমাবস্থায় কম্প।

প্রসবান্তিক বেদনা, কুচকীর দিকে বেশী; চৈতন্যাধিক্য; বিবমিষা এবং বমন।

প্রসবান্তিক স্রাব;—রুদ্ধ, শৈত্য বা মানসিক উদ্বেগ জন্য; জলবৎ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাপ চাপ রক্ত মিশ্রিত।

স্তনের নিম্নে বেদনা, বামদিকে বেশী।

স্তনের মধ্যে জ্বালা।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গ, সন্ধ্যাকালে বেশী; ঠাণ্ডা বায়ুতে চৈতন্যাধিক্য।
গলমধ্যে শুড়শুড়ি, তৎসঙ্গে প্রবল কাশী।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ।

২৭ কাসী।—গলমধ্যে একটী শুষ্ক স্থান জন্য আক্ষেপিক কাশী, তৎসঙ্গে গ্রীবাপৃষ্ঠে বেদনা।

কথা কহিতে যাইলেই কাস, শুষ্ক ক্ষুদ্র কাসী, রাত্রে অবিরত।

২৮ ফুসফুস।—বাম বক্ষে, ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ পঞ্জরাস্থির নিম্নে তীব্র বেদনা।

দক্ষিণ দিকের বক্ষমধ্যে বেদনা, স্থিরভাবে চিৎ হইয়া শয়ন করত হাত দিয়া চাপিয়া থাকিতে হয়, হ্রস্ব শ্বাস, স্বল্প কাশি।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশ হইতে সমুদয় বক্ষে এবং বামবাহু পর্য্যন্ত বেদনা; হৃদ্‌কম্পন; অচৈতন্যতা; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; হস্তে শীতল ঘর্ম্ম; শরীর অসাড়; বামবাহু অসাড়, যেন পার্শ্বে বাঁধা রহিয়াছে।

সহসা হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত হয়; শ্বাসাবরোধের আশঙ্কা।

নাড়ী:—দুর্ব্বল, অসমান, মিনিটে ৮০ বার আঘাত; প্রাতে দুর্ব্বল, কম্পনশীল।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—মস্তক সঞ্চালনে গ্রীবার পেশীর খল্লি।

▌ মেরুমজ্জার পীড়ায় প্রবল বিদ্যুতের ন্যায় বেদনা।

শীতল বায়ুতে গ্রীবার অনম্যতা, হাত নাড়িলেও বেদনা।

মেরুদণ্ডের চৈতন্যাধিক্য, বিশেষতঃ পৃষ্ঠ ও গ্রীবা প্রদেশের; প্রচাপনে বিবমিষা এবং বমন; সমস্ত পেশীতে টাটানি।

▌ মস্তকের পশ্চাতে, পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত উত্তাপ, আক্ষেপ কালে; আক্ষেপের পর গ্রীবা এবং স্কন্ধের পেশী টাটায়।

বাম স্কন্ধফলকের নিম্নে বেদনা।

▌ মস্তক এবং গ্রীবা পশ্চাদাকৃষ্ট।

পৃষ্ঠে, উরুতের নিম্নে এবং নিতম্ব মধ্যে অতিশয় বেদনা, তৎসঙ্গে গুরু চাপপড়া বেদনা।

কটিদেশে প্রবল কামড়ানি।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—পেশী সকলে বেদনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

বাম বাহু যেন পার্শ্বে বদ্ধ রহিয়াছে এরূপ বোধ।

অবিরত বামবাহুর অদম্য সঞ্চালন।

হস্তে শীতল ঘর্ম্ম।

হাত কাঁপে, বিশেষতঃ লিখিবার কালে।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—সন্ধিস্থল স্ফীত, তন্মধ্যে উত্তাপ।

নিম্নাঙ্গের ভিতর দিয়া ভয়ানক বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কামড়ানি।

অত্যন্ত পৈশিক টাটানি।

উদরের পেশীর আমবাত (Rheumatism) ; খল্লিবৎ সূচিবেধ বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন : ৩, ২৩, ৩১ ; মস্তকের : ২ ; চক্ষুর : ৫ ; হস্তলিপির : ৩২। অবনমন : ২। বক্র : ১৯, ২৩। মস্তকোত্তলন : ২। উত্থান : ২। উপরে উঠিতে : ৫। শয়ন : ৩। চিৎ হইয়া শয়ন : ২৮।

৩৬ স্নায়ু।—পদের কম্পন, ফেক্সর (আকুঞ্চক) পেশীর উৎক্ষেপ।

ঋতু মধ্যবর্ত্তীকালে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

পর্য্যায়ক্রমে বিরাম ও অবিরাম আক্ষেপ।

মৃগী, সাময়িক আক্ষেপ, তৎসঙ্গে জরায়ুর পীড়া। গুল্মবায়ুজ আক্ষেপ।

৩৭ নিদ্রা।—তন্দ্রাদোষযুক্ত নিদ্রা।

নিদ্রাহীনতা।—তৎসঙ্গে উত্তেজিত মস্তিষ্ক ; পীড়িত ব্যক্তির শুশ্রূষা করার পর।

নিদ্রাবস্থায় চমকিয়া উঠে ; অস্থির।

নিদ্রা যাইতে পারে না, কেননা সর্ব্বাঙ্গ অসাড় বোধ।

৩৮ সময়।—দিবস: ৫, ৭। প্রাতঃকাল : ২, ৫, ২০, ২৯, ৪০। ১১টা হইতে ১২টা : ৪০। সন্ধ্যা : ৫, ৭, ২৫, ৪০। রাত্রি : ৮, ২৭, ৪০।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—শীতল বায়ু : ৭, ২৫, ৩১। অনাবৃত বায়ু : ৮।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—পৃষ্ঠের নিম্ন বহিয়া শীত; বেলা ১১টা হইতে
১২টা পর্য্যন্ত।

শীত তৎপরে উত্তাপ; অলস, অঙ্গমর্দ্দন, বেলা ১০টা।

হাত পা ঠাণ্ডা, তৎপর গরম।

নৈশ ঘর্ম্ম। *অতিসার।

ঘর্ম্মে দুর্গন্ধ।

৪১ আক্রমণ।—সাময়িক (অর্থাৎ সময়ে সময়ে) পেট বেদনার আক্রমণ।

সহসা বেদনা প্রকাশ।

মধ্যে মধ্যে শিরঃপীড়া।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণঃ—মস্তকের, বক্ষের (২৮ দেখ); বামঃ—(৩ দেখ)।

কর্ণমধ্যে সঙ্গীত :—বাম, তৎপরে উভয়।

৪৩ অনুভব।—সর্ব্বাঙ্গে কুটকুট করা।

এখানে সেখানে বিদ্যুতের ন্যায় বেগ।

শরীরের নানাস্থানে তীক্ষ্ণ অস্ত্রবিদ্ধবৎ বেদনা, তৎসঙ্গে ডিম্বাধার বা
জরায়ুর উপদাহ বর্ত্তমান থাকে।

যেন ক্ষত হওয়ার মত সাঙ্ঘাতিক দুষ্টবৎ যাতনা।

সর্ব্বাঙ্গ, বিশেষতঃ বাহু, অসাড় বোধ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—প্রচাপন : ৩,১৬,২৩,২৮।

৪৬ চর্ম্ম।—মুখমণ্ডলে এবং গ্রীবায় শাদা পষ্টুলযুক্ত উদ্ভেদ; কখন কখন
বৃহৎ, লাল, কণ্টকবৎ।

সর্ব্বাঙ্গের উপরিভাগে উত্তাপ, কণ্ডূয়ন ও কুটকুট করা।

৪৭ অবস্থা।—বয়োসন্ধি কালে।

অত্যধিক পরিশ্রম বা উদ্বেগ জন্য স্নায়বীয়তা।

আমবাতগ্রস্ত ব্যক্তিগণ।

দন্তোদ্ভেদ কালে (শিশুগণের) অতিসার।

৪৮ সম্বন্ধ।—একটিয়া স্পিকেটা, ব্রায়োনিয়া, এবং পলসেটিলা আমবাত
রোগে সদৃশ গুণবিশিষ্ট। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির আমবাতে প্রথম

ঔষধটিই উপযোগী,—ছিন্নকর বেদনা, ব্যায়ামের পর সন্ধি সকল কামড়ায়।

ব্যাপ্টিসিয়া—শিরঃপীড়া এবং বিবমিষার উপশম করে।

কলোফাইলম্ জরায়ু ও আমবাতিক পীড়ায় সদৃশ গুণসম্পন্ন।

তুলনা কর:—পল্স, সিপিয়া, নেট্রম্-মিউ, লিলিয়ম-টিগ, ইগ্নেশিয়া।

সিকেলি কর্ণুটম্।

সুস্থ শরীরে পরীক্ষিত নহে।*

১ মন।—জড় ভাব, অর্দ্ধ নিদ্রিতাবস্থা।

চিন্তা শক্তির বিনাশ।

প্রলাপ:—স্থির; ভ্রমণশীল।

উন্মাদ:—তৎসঙ্গে দংশন প্রবৃত্তি; নিমজ্জিত হইতে ইচ্ছা; তিনি কল্পনা করেন যে দুই জনের পীড়া হইয়াছে, একজন আরোগ্য হইতেছে, অন্য জন মরিতেছে।

শান্তিবিহীনতা এবং অবসাদ।

মৃত্যুভয়।

উদ্বেগ, বিষণ্ণতা।

অমনোযোগিতা, তাচ্ছিল্যভাব।

২ চৈতন্য।—মস্তকের লঘুতা বোধ, পশ্চাত মস্তকে বেশী।

শিরোঘূর্ণন; পা ঠিক পড়ে না।

মস্তকের গুরুত্ব এবং পায়ে গুড়গুড়ি ভাব।

অচৈতন্যতা সহ গভীর নিদ্রা, তৎপূর্ব্বে মস্তক ও অঙ্গ মধ্যে গুড়গুড় করা।

---

* ডাক্তার হেরিং কর্ত্তৃক ১৮২৫ খৃঃ অঃ জর্ম্মানি ও ফ্রান্সে আর্গট ও অন্যান্য মিশ্রণ হইতে ইহার অনেকাংশ সংগৃহীত হয়; পর বৎসর তিনি সুরীনামে যাত্রাকালে উহা ট্রিংক্সের নিকট রাখিয়া যান। ট্রিংক্স তাঁহার কতকগুলি সহকারীর সহিত ইহা সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশিত করেন। পরবর্ত্তী সংযোগ গুলি বিষক্রিয়া হইতে সংগৃহীত।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তক মধ্যে স্পন্দন, তৎসঙ্গে এরূপ শিরোঘূর্ণন যে তিনি বিচরণ করিতে অসমর্থা।

বেদনা এবং গোলমালে ভাব, পশ্চাৎ মস্তকে বেশী।

মস্তক মধ্যে ও বক্ষে রক্তাধিক্য।

৪ বহির্মস্তক।—চুল উঠিয়া যায়।

মস্তক এদিকে ওদিকে বাঁকিয়া যায়।

৫ চক্ষু।—আলোকাতঙ্ক।

দৃষ্টির অস্বচ্ছতা।

দ্বিত্ব বা ত্রিত্ব দৃষ্টি।

চক্ষুর সম্মুখে নীল ও অগ্নিবর্ণ বিন্দু সকল সঞ্চরণ করিতেছে।

চক্ষুমধ্যে বেদনা, যেন উহারা আক্ষেপিক ভাবে ঘূর্ণিত হইতেছে এরূপ বোধ।

চক্ষুমধ্যে সূচীবেধ।

চক্ষুতে ছানি। (Cataracta senilis)

কণীনিকা সাধারণতঃ প্রসারিত।

অশ্রুবারি সংরুদ্ধ।

চক্ষু অন্তঃপ্রবিষ্ট, প্রান্তভাগ নীলিমায় পরিবেষ্টিত।

পাথুরে কয়লার বাষ্প জন্য উপরের অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত।

মুখের বিসর্প রোগের পর, অক্ষিপুটের অনড় অবস্থা।

চক্ষু স্থির এবং উজ্জ্বলতা বিশিষ্ট দেখায়।

৬ কর্ণ।—শ্রবণ শক্তির অসাধারণ চৈতন্যাধিক্য, এমন কি অতি সামান্য শব্দ তাহার (স্ত্রীলোক) মস্তক মধ্যে এরূপ প্রতিধ্বনিত হয় যে উহাতে সে কাঁপে।

শ্রবণশক্তির গোলমেলে ভাব।

কর্ণমধ্যে সঙ্গীত এবং শ্রবণ শক্তির হ্রাস।

কর্ণমধ্যে বিবিধ নাদ, তৎসঙ্গে সাময়িক বধিরতা।

ওলাউঠার পর শ্রবণ শক্তির ক্ষীণতা।

৭ নাসিকা।—হাঁচি।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব :—মলিন কৃষ্ণবর্ণ শোণিত অবিরত স্রাবিত হইতে থাকে, তৎসঙ্গে দুর্ব্বলতা, ক্ষুদ্র সূত্রবৎ নাড়ী, বৃদ্ধ বা সুরাপায়ীদিগের ; যুবতী স্ত্রীদিগের।

নাক বন্ধ হইয়া গেলেও, জলবৎ স্রাব হইতে থাকে।

৮ মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুর ; কুঞ্চিত, মৃদ্বর্ণ ; মলিন আরক্তবর্ণ এবং স্ফীত ; সংকুচিত এবং বিবর্ণ তৎসঙ্গে অন্তঃপ্রবিষ্ট চক্ষু, চক্ষুর চারি ধারে নীলিমা মণ্ডল।

ভীতিপূর্ণ মুখাবয়ব।

পৈশিক উৎক্ষেপ, মুখমণ্ডলে আরব্ধ হইয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রসারিত হয়, সময়ে সময়ে নৃত্য এবং উল্লম্ফনে পরিণত হয়।

মুখ এবং ওষ্ঠের আক্ষেপিক বিকৃতি ভাব।

সম্মুখ কপাল উষ্ণ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—চোয়াল বন্ধ।

ওষ্ঠদ্বয় মৃতবৎ পাণ্ডুর।

১০ দন্ত।—দন্তের শিথিলতা।

দন্ত সংঘর্ষণ।

মাড়ী হইতে রক্তস্রাব।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বা :—পীতাভ শাদা, শুষ্ক, আটাবৎ পদার্থে ঘন লেপাবৃত ; বিবর্ণ, কটা অথবা কৃষ্ণবর্ণ ; মৃতবৎ পাণ্ডুর।

দিবসে জিহ্বার সামান্য অথচ অপ্রীতিকর উষ্ণতা।

জিহ্বার আক্ষেপ, মুখ গহ্বর হইতে ঝুলিয়া পড়ে, দন্তমধ্যে সবেগে প্রবিষ্ট হওয়ায় অস্পষ্ট বাক্য কথন।

দুর্ব্বল, অস্পষ্ট বাক্য, যেন জিহ্বার পক্ষাঘাত হইয়াছে।

১২ মুখমধ্য।—মুখে রক্তবর্ণ অথবা পীতাভ সবুজ বর্ণ ফেণা।

প্রচুর লালা স্রাব।

মুখমধ্যে প্রচুর অম্লাক্ত তরল পদার্থ।

রক্ত বমন।

১৪ গলমধ্য।—কোমল তালু, গলা ও অন্ননলীর শুষ্কতা, তৎসহ পিপাসা।

গলমধ্যে জ্বালা, তৎসঙ্গে প্রবল পিপাসা।

গলমধ্যে এবং জিহ্বায় বেদনাপূর্ণ শুড়শুড়িভাব।

১৫ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—দীর্ঘকাল উপবাসের ন্যায় ক্ষুধা।

খাদ্যে ঘৃণা বিশেষতঃ মাংস এবং চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যে।

জ্বরের সকল অবস্থায় পিপাসা।

অনিবার্য্য পিপাসা।

অম্ল দ্রব্যে ইচ্ছা; লেমনেড্ পানে ইচ্ছা।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—উদ্গার:—তৎসঙ্গে অপ্রীতিকর আস্বাদ; অম্ল; আস্বাদহীন, কিন্তু নিজে অপ্রীতিকর গন্ধ অনুভব করে।

বিবমিষা; বমন প্রবৃত্তি; কষ্টকর বিবমিষা।

ভুক্তদ্রব্য বমন; ঈষৎ পীতাভ-সবুজ ফেনিল পদার্থ; প্রথমে পাকাশয়স্থিত পদার্থ, তৎপরে কেবল শ্লেষ্মা, শ্লেষ্মার সঙ্গে লম্বাকৃতি কৃমি; পচা জিনিষ।

প্রচুর পরিমাণে মলিন কটাবর্ণের শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ এবং পিত্ত বমন; সান্নিপাতিক।

রক্ত বমন, রোগী স্থিরভাবে থাকে; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা কিন্তু বেদনা থাকে না; উদর কোমল।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় গহ্বরে উদ্বেগ এবং প্রচাপন, তৎসঙ্গে অত্যন্ত স্পর্শানুভব।

পাকাশয় গহ্বরে জ্বালা ও উদ্বেগ বোধ।

পাকাশয়ে গুরু বস্তু থাকার ন্যায় চাপ।

উষ্ণতা এবং পূর্ণতাবোধ।

উদরোর্দ্ধ প্রদেশে (Epigastrium) বেদনাপূর্ণ সংকোচন।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতের বিবৃদ্ধি।

যকৃত প্রদেশে তরুণ বেদনা।

যকৃতের প্রদাহ ও পচনশীল ক্ষত।

প্লীহামধ্যে জ্বালা।

১১ উদর —উদরের স্ফীতি।

আধ্মান সহ পেট গড় গড় করা।

বেদনাপূর্ণ স্পর্শানুভব এবং অন্ত্রকূজন, তৎসঙ্গে অবিরত বিবমিষা এবং মস্তকের গোলমেলে ভাব।

পেটবেদনা, অতিসার এবং উদরের স্ফীতির উপক্রম বা প্রবণতা।

নিম্নোদরে বেদনা জন্য সরলভাবে দাঁড়াইতে দেয় না, এমন কি শয্যায় বক্র হইয়া শায়িত করে।

নিম্নোদরে অবিরত কোঁতপাড়া (bearing down) বেদনা অর্থাৎ বলপূর্ব্বক যেন কিছু বাহির হইয়া আসিতেছে।

উদর মধ্যে জ্বালা।

নাভি প্রদেশে প্রবল স্পন্দন।

উদরমধ্যে পিণ্ডবৎ পদার্থ ; জরায়ুর পীড়ায়।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—জলবৎ, চট চটে ; দুর্গন্ধ, জলবৎ ; জলবৎ, পীতাভ, বা ঈষৎ সবুজ, সজোরে বহির্গত হয় অথবা অসাড়ে ; বেদনাবিহীন, বেগ না দিতে বাহে, তৎসঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ক্ষয়কর অতিসার।

ওলাউঠা, তৎসঙ্গে বমন অপেক্ষা বমন চেষ্টা অধিক।

! এসিয়াটিক কলেরা, তৎসঙ্গে হিমাঙ্গাবস্থা, মুখমণ্ডল অন্তঃপ্রবিষ্ট, বিকৃত মুখভঙ্গি ; পীপিলীকাহণ্টনবৎ অনুভব।

সরলান্ত্রের পক্ষাঘাত।

অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব।

২১ মূত্র।—প্রস্রাবের নিষ্ফল বেগ।

মূত্রবন্ধ। পক্ষাঘাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

মূত্র :—জলবৎ বর্ণহীন ; বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের রক্তবর্ণ। বৃদ্ধ বয়সে মূত্র-বেগ ধারণে অক্ষমতা।

মূত্রের অধঃক্ষেপ সাদা পনিরের ন্যায়।

মূত্রাধার হইতে ঘন, কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব। *বৃক্কের পীড়া।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—পশ্চাৎ মস্তকে লঘুতার পর, শুক্রবাহী নলীতে প্রবল

আকৃষ্টতা তজ্জন্য এরূপ বোধ হয় যেন মুষ্ক উর্দ্ধে আকৃষ্ট হইতেছে।

অত্যধিক ইন্দ্রিয় চালনার পর হৃদ্‌কম্পন।

২। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজঃ :—অত্যন্ত প্রচুর এবং বহুদিন স্থায়ী ; তৎসঙ্গে ছিন্ন এবং কর্ত্তনবৎ শূল, হস্তপদ শীতল, শীতল ঘর্ম্ম, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং ক্ষুদ্র নাড়ী ; অথবা তৎসহ প্রবল আক্ষেপ।

রজঃ শোণিত :—তরল ও কৃষ্ণবর্ণ ; কৃষ্ণবর্ণ, দলা দলা, কিম্বা কপিশ তরল, এবং বিরক্তিকর গন্ধযুক্ত।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, সামান্য সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

অত্যন্ত দুর্গন্ধ অথবা কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব (Passive)।

বয়োসন্ধিকালে দুর্ব্বলতা জন্য রক্তস্রাব।

জরায়ু ক্ষত, দগ্ধবৎ বোধ, উহা হইতে পচা রক্তবর্ণ তরল পদার্থস্রাব।

অতিশয় বিস্তৃত জরায়ু মধ্যে জ্বালাকর বেদনা, উহা কঠিন বোধ এবং স্পর্শে বেদনাপূর্ণ।

শ্বেতপ্রদর ঈষৎ কপিশ এবং দুর্গন্ধ ; পনিরের ন্যায় ; দুর্ব্বলতা এবং শৈরিক রক্তাধিক্য জন্য।

বহির্জননেন্দ্রিয়ের ক্ষত বিবর্ণ এবং দ্রুত বিস্তারশীল।

২। গর্ভ।—ভ্রূণের বিবৃদ্ধি বন্ধ।

গর্ভস্রাবের আশঙ্কা :—বিশেষতঃ তৃতীয় মাসে ; তৎসঙ্গে প্রচুর কৃষ্ণবর্ণ তরল রক্তস্রাব ; কৃত্রিম প্রসব বেদনা, তৎসঙ্গে রক্তস্রাব।

গর্ভস্রাবের পর :—জরায়ুর কষ্টপ্রদ সঙ্কোচন ; তরল কাল, দুর্গন্ধ স্রাব।

গর্ভাবস্থায় :—বারম্বার এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী বেগযুক্ত বেদনা, বিশেষতঃ কৃশাঙ্গী, দুরবস্থাযুক্তা বামাগণের ; পায়ের ডিমে খাল ধরা।

প্রসববেদনা কালে :—জরায়ুতে দীর্ঘকাল স্থায়ী কোঁতপাড়া ও বেগযুক্ত বেদনা ; অনিয়মিত বেদনা ; বেদনা অত্যন্ত ক্ষীণ ; বেদনা

দুর্ব্বল, বিলম্বযুক্ত অথবা বিরামশীল; মূর্চ্ছার আক্রমণ; প্রসব বেদনার পর :—মূত্র স্তম্ভ।

জরায়ুর শক্তির ক্ষীণতা, অসময়ে উদ্যম বা উদ্যমের ব্যতিক্রম জন্য।

প্রসব বেদনা আসিয়া যায় এবং আক্ষেপ উৎক্ষেপ আরম্ভ হয়।

সূতিকাক্ষেপ তৎসহ বহিরায়াম(opisthotonos)।

অমরা (ফুল) আটকাইয়া থাকে তৎসঙ্গে অবিরত প্রবল কোঁতপাড়া বেদনা।

প্রসবান্তিক বেদনা :—বহুক্ষণ স্থায়ী এবং কষ্টকর।

প্রসবান্তিক স্রাব :—মলিন এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত; স্বল্প বা প্রচুর; বেদনাবিহীন অথবা বহুক্ষণ স্থায়ী কোঁতপাড়া বেদনা।

প্রসবান্তিক স্রাব বন্ধ হইয়া জরায়ুপ্রদাহ।

স্তন্যের অভাব, তৎসঙ্গে স্তনে শূলবিদ্ধবৎ বেদনা।

২৫ লেরিংকস্।—স্বর :—শূন্যগর্ভ তৎসহ শ্বাস কষ্ট; ক্ষীণ ও অস্পষ্ট। বায়ুনলীর শ্লৈষ্মিক ত্বকের ঘনত্ব।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাস প্রশ্বাস :—মৃদু; কষ্টকৃত এবং উদ্বেগযুক্ত; যাতনাপ্রদ

২৭ কাসি।—কঠিন, স্বরভঙ্গ কাশী, প্রায় গয়ার থাকে না, খন্‌খনে কাশী। কাসীর সঙ্গে বা কাসী ব্যতীত রক্ত উঠা।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—বক্ষে আক্ষেপ বা খিলধরা। বক্ষের দক্ষিণার্দ্ধ ভাগ হইতে দক্ষিণ বাহু ও পদে আক্ষেপিক বেগ।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড ও নাড়ী।—হৃদ্‌কম্পন, সচরাচর রাত্রে, তৎসঙ্গে শঙ্কিত এবং বারম্বার বিরামশীল নাড়ী।

নাড়ী :—প্রবল আক্রমণ সময়েও সর্ব্বদা অপরিবর্ত্তনীয়; সচরাচর মৃদু ও সংকুচিত, সময়ে সময়ে সবিরাম বা বিলুপ্ত; উত্তাপ-কালে কথঞ্চিৎ দ্রুত; ক্ষুদ্র; দুর্ব্বল; রক্তস্রাব রোগে সূত্রবৎ।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—গ্রীবার নিম্ন এবং পৃষ্ঠের উপরের মেরুদণ্ডস্থ অস্থি-প্রবর্দ্ধনে (spinous process) বেদনা, তৎসঙ্গে গ্রীবার অনম্যতা।

পৃষ্ঠ মধ্যে কীটসঞ্চরণবৎ অনুভব যেন তন্মধ্য দিয়া মৃদু বাতাস বহিতেছে।

সেক্রমাস্থিতে বেদনা তৎসঙ্গে কোঁতপাড়া বেদনা, যেন তৎপ্রদেশ বহির্গত হইয়া আসিতেছে, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

মেরুদণ্ডের পীড়া।

বিকৃতাঙ্গে চাপপড়ায় তৎ তৎ স্থান এবং বক্ষে বেদনা জন্মায়; কাসির উত্তেজনা করে; উদ্যমে এবং মেরুদণ্ডে বেগ পাইলে বৃদ্ধি।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—হস্তদ্বয়ের আক্ষেপিক উৎক্ষেপ সহ মণিবন্ধের নিকট হস্তের সঙ্কোচন অথবা সম্মুখ বাহুর।

হস্তের অসাড়তা।

হস্তদ্বয়ে জ্বালা।

হস্তদ্বয় মৃতবৎ পাণ্ডুবর্ণ।

দক্ষিণ হস্তের শীতলতা, তৎসঙ্গে কনিষ্ঠা ও অনামিকার গুড়গুড়ি ভাব।

হস্তের পৈশিক শক্তি এবং বোধ শক্তি বিলোপ।

অঙ্গুলিসকল আক্ষেপভাবে হস্ততালুর দিকে আকৃষ্ট হয় এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিকে বেষ্টন করে বা জড়াইয়া ধরে।

বাহুতে অমসৃণ উদ্ভেদ।

অঙ্গুলিসকল আক্ষিপ্ত ভাবে পশ্চাদ্দিকে বাঁকিয়া যায়।

অঙ্গুলির বেদনাপূর্ণ স্ফীতি।

অঙ্গুলির অগ্রভাগে প্রবল বেদনা।

অঙ্গুলিতে পচনশীল ক্ষত।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—উভয় উরুত মধ্যে আঘাতীত এবং ছিন্নবৎ বেদনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

পা ভারি এবং ক্লান্ত।

উরুতের অস্থির সম্মুখভাগে এবং জানুর অস্থির পশ্চাদংশে কীট সঞ্চরণবৎ অনুভব।

পা নেঙড়াইয়া হাঁটে।

সন্ধি সমূহের বাতের বেদনা।

পায়ে খিল ধরে।

পায়ে জ্বালা।

পায়ের স্ফীততা তৎসঙ্গে কাল কাল চিহ্ন।

অঙ্গুলি মধ্যে গুড় গুড়ি ও পচনশীল ক্ষত।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্লান্তি, গুরুত্ব, কম্পন।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল, শীতল ঘর্ম্মাবৃত।

কীট সঞ্চরণানুভব; কুট-কুট করা; গুড়গুড়ি; অঙ্গাদিতে অসাড়তা।

রাত্রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেদনাপূর্ণ উৎক্ষেপ।

নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন: ২৮, ৩১, ৩৩। বিচরণ: ৩। উদ্যম: ৩১। অঙ্গমর্দ্দন; ৩৪। স্থিরভাবে শয়ন: ১৬। বক্রভাবে শয়ন: ১৯।

৩৬ স্নায়ু।—আক্ষেপিক সংকোচন বা উৎক্ষেপ।

সর্ব্বত্র অনিয়মিত সঞ্চালন।

আক্ষেপ, তৎসহ অঙ্গুলিসমূহের বিস্তার বা প্রসারণ।

পক্ষাঘাতিক অঙ্গে আক্ষেপিক উৎক্ষেপ ও স্পন্দন।

ধনুষ্টংকারবৎ আক্ষেপ, তৎসঙ্গে সম্পূর্ণ চৈতন্য থাকে, তৎপরে অত্যন্ত অবসন্নতা।

সহসা ও অতিশয় অবসাদ।

ঐচ্ছিক সঞ্চালনের শক্তি লোপ। বোধ করে যেন অতি কোমল বস্তুর উপর (যথা মকমল) হাটিতেছে; মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের পীড়া জন্য পক্ষাঘাত,—প্রথমে বোধশক্তির, তৎপরে গতিশক্তির।

৩৭ নিদ্রা—বারম্বার জৃম্ভন।

নিদ্রা প্রবৃত্তি; নিদ্রালুতা।

ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন জন্য রাত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত।

অত্যন্ত নিদ্রালুতা; গভীর নিদ্রা, তন্দ্রা দোষ।

অস্থিরতা এবং নিদ্রাহীনতা।

৩৮ সময়।—দিবাভাগে: ১১। রাত্রি: ২৯, ৩৩, ৩৭। রাত্রি ৩টা: ৩৬।

৪১ উত্তাপ এবং বায়ু।—উত্তাপ কিম্বা আবৃত হইতে অনিচ্ছা।

শীত বোধ করে কিন্তু আবৃত হইতে ইচ্ছা করে না।

বিশুদ্ধ বায়ুর ইচ্ছা।

শীতে উপশম: ৪৪। উত্তাপে বৃদ্ধি: ৪৪।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—পৃষ্ঠ, উদর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অস্বচ্ছন্দতা অনুভব।

কম্পনসহ চর্ম্ম শীতল।

স্বল্পকালস্থায়ী প্রবল কম্পন; তৎপরেই আভ্যন্তরিক দাহ বিশিষ্ট উত্তাপ, তৎসঙ্গে প্রবল পিপাসা।

দাহবিশিষ্ট জ্বরের মধ্যে মধ্যে কম্পান্বিত শীত।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল, শীতল ঘর্ম্ম, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

শীতলাবস্থার পূর্ব্বে বমন, তৎপরে পরিমিত ঘর্ম্ম হইয়া থাকে।

প্রবল ও দীর্ঘকাল স্থায়ী শুষ্ক উত্তাপ, তৎসঙ্গে অস্থিরতা এবং প্রবল পিপাসা।

ঘর্ম্ম বিশেষতঃ ঊর্দ্ধাঙ্গে।

সর্ব্বাঙ্গে শীতল ঝর্ ঝরে ঘর্ম্ম।

প্রচুর ঘর্ম্ম। দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ২৮, ৩২, ৩৩।

৪৩ অনুভব।—চর্ম্মের নিম্নে কীট সঞ্চরণানুভব।

সর্ব্বাঙ্গে দাহ যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িতেছে।

৪৪ তন্তু।—রক্তকণিকার বিকৃতি অবস্থা, শোণিত তরল; রক্তস্রাব।

বিস্তৃত শিরা কর্তৃক কোন স্নায়ু শাখায় চাপ পড়িলে, স্নায়ুশূল জন্মে।

উদরের শিরায় অবরোধ।

গ্রন্থিসমূহের স্ফীতিভাব। লসিকা গ্রন্থির অর্ব্বুদ।

ওলাউঠার মত পীড়া জন্য পতনাবস্থা।

পক্ষাঘাতিক অঙ্গের শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণতা।

ক্ষত সকল, বাহ্য উত্তাপে বৃদ্ধি পায়।

পচনশীল ক্ষত:—রক্তাল্পতা জন্য; বাহ্য আঘাত, মষ্টার্ড প্রভৃতি বাহ্য প্রয়োগ জন্য; শৈত্যে উপশম, উত্তাপে বৃদ্ধি; বৃদ্ধগণের

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ১৭, ২৩। চাপপড়া : ৩১, ৪৪।

সামান্য ক্ষত জন্য বহু সপ্তাহ ধরিয়া রক্তস্রাব। বেগদান : ৩১।

৪৬ চর্ম্ম।—শীতল এবং শুষ্ক; কুঞ্চিত, শুষ্ক এবং অসাড়, খোস বা ছাল উঠিয়া যায়।

ঘামাচিরমত উদ্ভেদ এবং পেটিকি।

বসন্তের পীড়কা বা উদ্ভেদগুলির বিকৃত চেহারা, রক্তযুক্ত রক্তাম্বু পূর্ণ অথবা অতি শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়।

বৃদ্ধগণের শিরা স্ফীতি এবং ক্ষত।

৪৭ অবস্থা।—উগ্রস্বভাব, স্থূলকায় ব্যক্তি।

স্নায়বিক ধাতু।

শ্লথ পৈশিক সূত্রসম্পন্না বামাগণ।

দুর্ব্বলা রক্তবিহীনা স্ত্রীগণ; কৃশাঙ্গী।

অত্যন্ত জরাগ্রস্ত ব্যক্তিগণ।

৪৮ সম্বন্ধ।—সাংঘাতিক ওলাউঠায় কলচিকমের সদৃশ।

সিকেলির পর চায়না সুফলপ্রদ।

আর্সেনিকের সদৃশ, কিন্তু শীত এবং উত্তাপ বিপরীতভাবে কার্য্য করে অর্থাৎ, সিকেলি—উত্তাপ ও আবরণে অনিচ্ছা; আর্সেনিক—উত্তাপ ও আবরণে ইচ্ছা।

সিনামন প্রসব বেদনা বৃদ্ধি করে, প্রচুর রক্তস্রাব বন্ধ করে এবং আর্গটের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

সিপিয়া।

পরীক্ষক :—হানিম্যান।

১ মন।—দুর্ব্বল স্মৃতি শক্তি।

কল্পনা বা ভাবের গুরুতর স্রোত।

মানসিক কার্য্যতৎপরতার অক্ষমতা।

অনৈচ্ছিক ক্রন্দন এবং হাস্যের আবেশ।
স্বকীয় কার্য্যে অপ্রবৃত্তি।
তাহার নিজের স্বাস্থ্য এবং গার্হস্থ্য বিষয়ে বিষণ্ণতা।
একাকী থাকিতে ভয়।
উদ্বেগ—তৎসহ ভয়, মুখমণ্ডলে উত্তাপের আবেশ; সত্য কিম্বা কাল্পনিক দুর্ঘটনা বিষয়ে।
বিপরীত ভাবাক্রান্ত; যাহা কল্পনা করিতে চাহে না, তাহাই মনে আইসে; জানিয়াও মন্দ কথা ব্যবহার করে।
আপন পরিবার প্রতিও তাচ্ছিল্য, যাহাদিগকে ভাল বাসে তৎপ্রতিও তাচ্ছিল্যভাব।
সহজেই বিরক্ত এবং ক্রোধী।
লোলুপ, কৃপণ স্বভাব।
লোকসমূহের নিকট অত্যন্ত উগ্রতা।
অস্থিরতা।
অত্যধিক মানসিক উদ্যমের পর, যেমন হিসাবরক্ষক ইত্যাদি।

২ চৈতন্য।—মস্তকের স্তব্ধতা বা গোলযোগ।
লিখিবার কালে অথবা বহির্বায়ুতে ভ্রমণকালে ক্ষণিক মস্তকঘূর্ণন।
মস্তকে রক্তাধিক্য। মস্তকের গুরুত্ব।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—অর্দ্ধ শিরঃশূলের আবেশ, মস্তকের একপার্শ্বে (প্রায় বামদিকে) অথবা সম্মুখ মস্তকে, ভিতর হইতে বাহিরের দিকে শূলবেধবৎ বেদনা—তৎসঙ্গে বিবমিষা, বমন এবং অক্ষিকনীনিকার সংকোচন; গৃহমধ্যে এবং দ্রুত বিচরণে বৃদ্ধি; খোলা বায়ুতে ভ্রমণে এবং বেদনাপূর্ণ দিকে শয়ন করিলে উপশম।
ভিতর হইতে বাহিরের দিকে ছিদ্রকরণবৎ শিরঃপীড়া, পূর্ব্বাহ্ণ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, বোধ করে যেন সে মরিয়া যাইবে; সঞ্চালনে এবং অবনত হইলে বৃদ্ধি; বিশ্রামে, নিদ্রায়, চক্ষু মুদিত করিলে এবং বাহ্য চাপে উপশম।

বাম চক্ষুর উপরে চিড়িক মারা বেদনার জন্য ক্রন্দন আইসে, তৎসঙ্গে বমন প্রবৃত্তি।

চাপপ্রদ অথবা বিদীর্ণকর শিরঃপীড়া যেন চক্ষু ঠিকরাইয়া পড়িবে, মস্তক বিদীর্ণ হইবে, অবনমন, সঞ্চালন, কাসি অথবা মস্তক সঞ্চালনে বৃদ্ধি; অবিরত প্রবল সঞ্চালনে শিরঃপীড়ার উপশম হয়।

পশ্চাৎ মস্তিষ্কমধ্যে স্পন্দনশীল শিরঃপীড়া, প্রাতে আরব্ধ হইয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কখন কখন সন্ধ্যাপর্য্যন্ত অবস্থিতি করে; সামান্য সঞ্চালনে, চক্ষু ফিরাইলে, চিত হইয়া শয়ন করিলে বৃদ্ধি; চক্ষু মুদিত করিলে, পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলে, বিশ্রামে, অন্ধকার গৃহে উপশম।

মস্তকে আঘাতের ন্যায় বেদনা।

শিরঃপীড়া, তৎসহ সমস্ত খাদ্যে ঘৃণা।

৪ বহির্মস্তক।—সম্মুখদিকে এবং পশ্চাৎদিকে মস্তকের অনৈচ্ছিক উৎক্ষেপ, বিশেষতঃ পূর্ব্বাহ্নে এবং উপবিষ্টাবস্থায়।

ব্রহ্মতালু সংযুক্ত হয় নাই, তৎসঙ্গে মস্তকের উৎক্ষেপ, পাণ্ডুবর্ণ ফুলা ফুলা মুখ, পাকাশয় প্রদাহ, সবুজবর্ণের আতিসারিক মল।

শুষ্ক, শীতল বায়ু লাগিয়া কিম্বা মস্তক ভিজিয়া সর্দ্দি হইবার প্রবণতা।

মস্তকের ঘর্ম্মে অম্লগন্ধ, তৎসঙ্গে সন্ধ্যাকালে নিদ্রার পূর্ব্বে অথবা প্রাতে মূর্চ্ছার দুর্ব্বলতা।

পশ্চাৎ মস্তকে এবং কর্ণপৃষ্ঠে প্রবল কণ্ডূয়ন, যেন কীট কর্ত্তৃক হইতেছে।

মূর্দ্ধা এবং পশ্চাৎ মস্তকের উদ্ভেদ শুষ্ক, দুর্গন্ধযুক্ত, কণ্ডূয়নশীল, তৎসঙ্গে স্থানে স্থানে বিদারণ; নখঘর্ষণে ক্ষত বোধ।

কেশমূলে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য, সন্ধ্যাকালে, স্পর্শ করিলে, শীতল উত্তরে বায়ু লাগিলে বৃদ্ধি, নখঘর্ষণের পর জ্বালা।

চুল উঠিয়া যায়।

* চক্ষু।—দৃষ্টিশক্তির আচ্ছন্নতা; লিখন কালেও; কোন পদার্থের অর্দ্ধভাগ মাত্র স্পষ্ট দেখিতে পায়, অপরার্দ্ধ আচ্ছন্ন থাকে।

চক্ষুর সম্মুখে অনেক কৃষ্ণবর্ণ দাগ দাগ। — বাতির আলোকের চারিদিকে সবুজবর্ণের মণ্ডল।

দিবালোকে চক্ষুর অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য।

সন্ধ্যাবেলায় বাতির আলোকে চক্ষু মধ্যে কুটকুট করে।

চক্ষুর শ্বেত ক্ষেত্র পীতবর্ণ।

প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে অশ্রুস্রাব।

প্রাতে চক্ষু মধ্যে জ্বালা।

চক্ষু প্রদাহ, শ্বেত ক্ষেত্র লাল, চক্ষু মধ্যে প্রচাপন এবং সূচীবেধ।

কঞ্জঙ্কটাইভা প্রদাহ, গ্রীষ্মকালে বেশী, অক্ষিপুট সংযুক্ত হয়।

অক্ষিপুটের আরক্ততা, তদুপরি আঁচিল।

রাত্রে অক্ষিপুট সংযোজন, অথবা জাগ্রত হইলে অক্ষিপুটে শুষ্ক খুষকির মত।

কর্ণিয়াতে ফুস্কুড়ী।

অক্ষিপুটের প্রান্তভাগে বয়োব্রণের ন্যায় ফুস্কুড়ি।

জাগ্রত হইলে উপর অক্ষিপুটের বেদনাপূর্ণ গুরুত্ব।

* কর্ণ।—শব্দে চৈতন্যাধিক্য, বিশেষতঃ সঙ্গীতে।

কর্ণ মধ্যে গুণ গুণ শব্দ, তৎপরে শ্রুতিক্ষীণতা।

কর্ণ মধ্যে সূচীবেধ।

কর্ণ হইতে তরল পূযস্রাব।

আক্রান্ত কর্ণে অতীব কণ্ডূয়ন।

কর্ণে, কর্ণপৃষ্ঠে, গ্রীবাপৃষ্ঠে দদ্রু।

স্ফীতিযুক্ত কর্ণমূল (প্যারাটিড) গ্রন্থিতে সূচীবেধ, মস্তক ফিরাইলে টানপড়া বেদনা।

* নাসিকা।—গন্ধে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য।

ঘ্রাণ শক্তির লোপ, অথবা নাসিকার নিকট দুর্গন্ধ।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, গর্ভাবস্থায় এবং অর্শ রোগীদেরও।

স্রাবশীল প্রতিশ্যায়, প্রত্যুষে, হাঁচি। শুষ্ক, বাম নাসারন্ধ্রে বেশী।

নাসিকার প্রদাহ ও স্ফীতি; নাসারন্ধ্রে ক্ষত এবং শল্কযুক্ত।

নাক ঝাড়িলে নাসিকা হইতে ঈষৎ পীতাভ সবুজবর্ণের দলা দলা শ্লেষ্মা অথবা পীতাভ সবুজ মামরী রক্তসহ নির্গমন।

নাসিকাগ্রভাগে বেদনাপূর্ণ উদ্ভেদ।

৮ মুখমণ্ডল।—কপালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল ফুস্কুড়ি।

মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুবর্ণ; হরিদ্রাবর্ণ।

মুখগহ্বরের চতুর্দ্দিকে পীতবর্ণ; মুখে পীতবর্ণ দাগ দাগ।

নাসিকার উপর ঘোড়ার জীনের ন্যায় পীতবর্ণ চিহ্ন।

মুখগহ্বরের চারিধারে দদ্রু পীড়কা, তৎসঙ্গে মুখমণ্ডলের কণ্ডূয়ন।

অধরের স্ফীততা, ক্ষত, জ্বালা এবং কুটকুট করা; অথবা ক্ষত বড় মামরী দ্বারা আবৃত; শল্কের নিম্ন হইতে বিদাহী রস গড়াইতে থাকে; এপিথিলিওমা।

ক্ষয়া দন্তের মূল হইতে মুখমণ্ডলের এক পার্শ্বের স্ফীতি ও প্রদাহ।

মুখমণ্ডলের বিরামশীল স্নায়ুশূলবৎ, তৎসঙ্গে চক্ষু এবং মস্তকের রক্তাধিক্য, তাড়িত বেগের ন্যায় উৎক্ষেপবৎ বেদনা।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—সবম্যাক্সিলারী গ্রন্থির স্ফীততা।

১০ দন্ত।—দন্তশূল।—উপরের কসের দন্তে স্পন্দনশীল; দপদপানি; গর্ত্তযুক্ত দন্তে, কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত; দন্তের অকালে বিনাশ বা ক্ষত।

মাড়ী স্ফীত, লাল, বেদনাপূর্ণ, সামান্য স্পর্শে রক্তস্রাব। বিদগ্ধবৎ মাড়ী বেদনাপূর্ণ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ।—তিক্ত; লবণাক্ত; পচা অথবা দুর্গন্ধ।

খাদ্য দ্রব্য অত্যন্ত লবণাক্ত বোধ হয়।

জিহ্বা বেদনাপূর্ণ যেন দগ্ধবৎ বা টাটানিযুক্ত; ফোস্কা; শাদালেপ।

১২ মুখমধ্য।—মুখ হইতে বিরক্তিকর দুর্গন্ধ বাহির হয়।

প্রচুর লবণাক্ত লালাস্রাব; তথাচ গলা অতিশয় শুষ্ক।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে গলাধঃকরণকালে বেদনা, শূন্য নিগরণে বা ঢোক গিলিতে সূচীবেধ এবং চাঁচিয়া আনার ন্যায় বেদনা।

গলায় প্রদাহ, বাম দিকে বেশী।

গলার ভিতর যেন কিছু আটকান আছে এরূপ অনুভব।

গল মধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মা। প্রাতে শ্লেষ্মা খক করিয়া তুলে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—কুক্কুরবৎ ক্ষুধা; অথবা ক্ষুধা থাকে না, কিছুই মুখে ভাল লাগে না।

খাদ্যে ঘৃণা, বিশেষতঃ মাংসে।

তিনিপার, মদে প্রবৃত্তি।

পিপাসাশূন্যতা; অথবা প্রাতে প্রচুর পিপাসা।

১৫ পানাহার।—আহারের অব্যবহিত পরে এবং আহার কালে, বেদনা পুনরুত্তেজিত বা বর্দ্ধিত হয়।

আহারের পরে:—উদ্গার; শূন্য অথবা তিক্ত আস্বাদযুক্ত; হিক্কা।

দুগ্ধ পানের পর: ২০। অম্ল দ্রব্য হইতে: ২৭।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—উদ্গার:—পুনঃ পুনঃ, তৎসঙ্গে বমন চেষ্টা; তিক্ত; অম্লাক্ত; পচা ডিম্বের আস্বাদযুক্ত।

বুক জ্বালা, পাকস্থলী হইতে গলা পর্য্যন্ত।

বিবমিষা:—আহারের পর, এবং প্রাতে শূন্য উদরে; খাদ্যের গন্ধে; যানারোহণ কালে।

বমন:—প্রাতে পিত্ত এবং ভুক্ত দ্রব্য; দুগ্ধবৎ তরল পদার্থ, গর্ভাবস্থায়।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়গহ্বর স্পর্শে চৈতন্যাধিক্য।

পাকাশয় এবং উদর মধ্যে বেদনাপূর্ণ শূন্য বোধ।

পাকাশয়ে প্রস্তরের ন্যায় চাপ পড়া; আহারের পর।

অতি সহজ প্রকারের খাদ্যের পর পাকাশয়ে বেদনা।

পাকস্থলিতে খাল ধরা।

পাকস্থলিতে সংকোচন এবং গলায় জল উঠা, জিহ্বা শক্ত হইয়া আইসে, বাক্‌রোধ পরে শরীর শক্ত হইয়া উঠে।

পাইলোরিক প্রদেশে কাঠিন্য।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—সূচীবেধ :—যকৃত প্রদেশে ; অশ্বারোহণ কালে ; বাম দিকে ; বেদনাপূর্ণ দিকে শয়নে উপশম।

১৯ উদর।—পেট বেদনা :—তৎসঙ্গে অতিশয় উদর স্ফীতি এবং স্পর্শানুভব ; সন্ধ্যাগমে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

উদর মধ্যে গড়গড় শব্দ, বিশেষতঃ আহারের পর।

উদর ফুলিয়া উঠে।

উদরে কপিস বর্ণের দাগ।

২০ মল, ইত্যাদি।—অতিসার :—জেলির মত মল, তৎসহ পেটবেদনা এবং কুন্থন ; সবুজ আম ; অম্লগন্ধ বিশিষ্ট ; দুর্ব্বলকর ; দুগ্ধ পানের পর বৃদ্ধি, বিশেষ সিদ্ধ বা জাল দেওয়া দুধ।

মলত্যাগের বৃথা চেষ্টা, কেবল বায়ু এবং শ্লেষ্মা বহির্গত হয় ; সরলান্ত্রে একটী দলা বা পিণ্ডবৎ পদার্থ রহিয়াছে এরূপ অনুভব।

অপ্রচুর মল, মেষ বিষ্ঠার ন্যায়।

বাহ্যের পর এবং বাহ্যের কালে সরলান্ত্রে বেদনা, কঠিন, গ্রন্থিল, অপ্রচুর মল, শ্লেষ্মাবৃত বা আম মিশ্রিত ; অসাড়ে কুন্থন।

গুহ্যদ্বারে ভারবোধ, বাহ্যে হইলেও নরম পড়ে না।

মলের সঙ্গে রক্তস্রাব।

গুহ্যদ্বারে উত্তাপ, জ্বালা এবং উহার স্ফীতি।

গুহ্যদ্বার দিয়া প্রায় সর্ব্বদাই রস গড়াইয়া থাকে।

উভয় নিতম্বের মধ্যে টাটানি।

২১ মূত্র।—মূত্রাধারে প্রচাপন জন্য মূত্রের বেগ।

বারম্বার মূত্রত্যাগ, রাত্রেও।

রাত্রে অসাড়ে মূত্রত্যাগ বিশেষতঃ নিদ্রার প্রথমাবস্থায়।

সময়ে সময়ে শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ স্রাব, প্রতিবার মূত্রত্যাগকালে নহে ; কখনও কখনও সংযত শ্লেষ্মাখণ্ড মূত্রমার্গ রোধ করে।

মূত্র :—ঘোলাটিয়া, তৎসহ লালবর্ণ রেণুবিশিষ্ট অধঃক্ষেপ ; রক্তবর্ণ, তৎসহ শাদা অধঃক্ষেপ এবং উপরে সর ভাসে ; অত্যন্ত

দুর্গন্ধ, তৎসঙ্গে অত্যধিক সাদা অধঃক্ষেপ ; মলিন কপিশবর্ণ সংমিশ্রিত মূত্র।

মূত্রত্যাগকালে মূত্রমার্গে জ্বালা।

মূত্রকষ্ট, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে ; বোধ হয় যেন কএক বিন্দু মূত্র মূত্রাধার হইতে বহির্গত হইয়া আসিয়াছে।

পুরাতন প্রমেহ, বেদনাবিহীন, কেবল রাত্রে এক আধ ফোটা স্রাব ; কাপড়ে ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ দাগ ধরে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা বলবতী, তৎসঙ্গে জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা ; প্রচুর ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ মুষ্কত্বকে ; জননেন্দ্রিয়ের চতুর্দ্দিকে কণ্ডুয়ন।

রেতঃপাত, আত্মমৈথুনের পরও। জলবৎ শুক্র।

রেতঃপাতের পর মূত্রমার্গের সম্মুখভাগে জ্বালা, ক্লান্তি এবং নিদ্রালুতা।

সহবাসকালে অসম্পূর্ণ লিঙ্গোদ্রেক।

সহবাসের পর হাঁটুতে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুতে বেদনা, যেন কিছু বহির্গত হইয়া আসিতেছে এরূপ ভাব, পশ্চাৎ হইতে উদরের দিকে বেদনার গতি, তজ্জন্য শ্বাসকষ্ট, পায়ের উপর পা দিয়া (অযুগ্রন্থ ভাবে) যেন সেই বহির্গমন বন্ধ করে।

জরায়ুগ্রীবায় সূচীবেধ, চিড়িকমারা এবং অস্ত্রবিদ্ধবৎ বেদনা, নাভি এবং পাকস্থলীর দিকে প্রসারিত হইতে থাকে।

ভ্রংস বা স্থানচ্যুতিঃ—জরায়ুর ; যোনির ; তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধতা।

জরায়ু-গ্রীবার কাঠিন্য।

জরায়ুতে শোথ বা জলসঞ্চয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের স্পর্শানুভব। সহবাস বেদনাপূর্ণ।

রজঃ—শীঘ্র শীঘ্র এবং অতি প্রচুর ; উষ্ণতার সঙ্গে ; অতি বিলম্বে এবং অতি অল্প ; কৃষ্ণ।

বয়োসন্ধিকালে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব ; অথবা গর্ভাবস্থায় বিশেষতঃ ৫ম এবং ৭ম মাসে।

যৌবনের প্রারম্ভে বা কিছু পরে রজবন্ধ।

আভ্যন্তরিক ভগোষ্ঠে আরক্ততা, স্ফীতি এবং কণ্ডূয়নযুক্ত উদ্ভেদ।

শ্বেত প্রদরঃ—পীত বর্ণ অথবা সবুজাভ জলবৎ; পূজের ন্যায়; দুর্গন্ধ তরল স্রাব, তৎসঙ্গে জননেন্দ্রিয়ে প্রচুর কণ্ডূয়ন।

২১ গর্ভ।—গর্ভবতী স্ত্রীদিগের তলপেট টাটান; গর্ভমধ্যে শিশুর সঞ্চালন প্রখরভাবে অনুভব করে।

পঞ্চম মাসের পর গর্ভস্রাব।

দুর্গন্ধ, বিদাহী প্রসবান্তিক স্রাব।

চুচুক (স্তনের বোটা) হইতে রক্তস্রাব এবং উহাতে ক্ষত।

স্তনের বোটার শীর্ষভাগ বরাবর ফাটাফাটা।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গ:—তৎসহ স্বরনলী ও বায়ুনলীতে শুড়শুড়ী; তৎসহ গলার ভিতর শুড়শুড়ির জন্য শুষ্ক কাসী ও সর্দ্দি।

স্বরনলী ও গলার ভিতর শুষ্কতা ও টাটানি।

২৬ শ্বাসক্রিয়া—বিচরণ কালে শ্বাসের খর্ব্বতা এবং বক্ষে যাতনা। সন্ধ্যা-কালে যাতনার বৃদ্ধি।

মনের আবেগের পর, শ্বাস বিলুপ্ত এবং হৃদ্‌কম্পন।

২৭ কাসী।—শুষ্ক কাসী—বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে শয্যায, মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত, প্রায়ই তৎসঙ্গে বিবমিষা এবং তিক্ত বমন; নিদ্রাবস্থায়, না জাগিয়া; স্বর ও বায়ু নলীর শুড়শুড়ি বা গলাকণ্ডূয়নবশতঃ।

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে কাসী, যতক্ষণ না সবল হইয়া একটু গয়ার উঠিবে, ততক্ষণ কাশী বন্ধ হয় না।

হুপিং কাসীর ন্যায় আক্ষেপিক কাসীর আবেগ স্বরনালী হইতে পাকাশয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত, বক্ষমধ্যে শুড়শুড়ি কর্তৃক উত্তেজিত; দিবসে গয়ার উঠে না, প্রাতে পীতবর্ণ সবুজাভ অথবা ধূসর বর্ণের পুয অথবা দুগ্ধের ন্যায় শাদা দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন উঠিতে থাকে, প্রায়ই লবণাক্ত আস্বাদবিশিষ্ট।

কাসী এবং সর্দ্দিসহ হাঁচি, প্রতিদিন প্রাতে শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে আরম্ভ করিয়া বেলা ৯ টা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে।

কাসীর উত্তেজনা এত প্রবল ও এরূপ সহসা হয় যে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না।

কাসীর বৃদ্ধি :—বিশ্রামকালে ; বাম দিকে শয়নে ; অম্ল দ্রব্য আহারে।

নিষ্ঠীবন প্রচুর, পূযময়, দুর্গন্ধ, সবুজ, প্রাতে কেবল লবণাক্ত আস্বাদ ; শয়নকালে রক্ত।

২৮ ফুস্‌ফুস্‌।—বক্ষমধ্যে শূন্যতা অনুভব।

বক্ষে চাপানুভব, বামদিকে বেশী।

শ্বাসগ্রহণ বা কাসিবার কালে বামদিকের বক্ষে ও স্কন্ধফলকে সূচীবেধ।

হাত দিয়া বক্ষ চাপিয়া ধরিলে, বক্ষের উপসর্গ উপশম থাকে।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড ও নাড়ী।—মানসিক আবেগের পর হৃদ্‌পিণ্ডের কম্পন।

আহারের পর হৃদ্‌স্পন্দনের বিরামশীলতা ; ভীত ; কম্পান্বিত গতি।

হৃদ্‌পিণ্ডের প্রবল স্পন্দনসহ জাগ্রত হইয়া উঠে।

হৃদ্‌কম্পন, তৎসঙ্গে বহুকালের পুরাতন ঘটনা জন্য মানসিক উদ্বেগ।

বক্ষে রক্তাধিক্য, তৎসঙ্গে প্রবল হৃদ্‌কম্পন।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষের উপর কপিশবর্ণ চিহ্ন বা দাগ।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—পৃষ্ঠে এবং কটিদেশে বেদনা, বিশেষতঃ তৎসঙ্গে কাঠিন্য, বিচরণে নরম থাকে।

অবনত হইলে পৃষ্ঠে হঠাৎ বেদনা, যেন হাতুড়ি দিয়া আঘাত করিয়াছে, পৃষ্ঠদেশ কোন কঠিন দ্রব্যের গায়ে চাপিয়া ধরিলে উপশম।

বিচরণকালে কটিদেশে দুর্ব্বলতা, সাধারণতঃ জরায়ুর পীড়া জন্য।

পৃষ্ঠের বেদনা উদ্গারে উপশম পড়ে।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—কক্ষে বা বাহু-গহ্বরে সরস দদ্রুবৎ পীড়কা।

উদ্যমের পর স্কন্ধ সন্ধিমধ্যে যেন অস্থি-স্খলন বা সন্ধিচ্যুতমত বেদনা।

বাহু এবং অঙ্গুলির খঞ্জবৎ ভাব এবং অসাড়তা।

বাহু হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত আকৃষ্টতা।

বাহু মধ্যে মুষ্টিবৎ বেদনা।

কণুইয়ে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

মনিবন্ধের কাঠিন্য।

দিবসে হস্ত মধ্যে উত্তাপ, তৎসঙ্গে স্নায়বিক উত্তেজনা।

উষ্ণগৃহেও হাত ঠাণ্ডা, এবং হস্ত হইতে সর্ব্বাঙ্গে শীত।

হস্ত তালুর চর্ম্ম উঠিয়া যায়।

হস্তে চুলকণা, পাচড়া, সৈন্যদিগের চুলকণা।

অঙ্গুলিবেষ্টক (আঙ্গুলহাড়া) সহ প্রবল স্পন্দন ও সূচীবেধ।

অঙ্গুলির অগ্রভাগে, কিম্বা সন্ধিসমূহে বেদনাবিহীন ক্ষত।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বঙ্ক্ষণ সন্ধির প্রদাহ, তৎসঙ্গে অস্ত্রবিদ্ধবৎ সূচীবেধ, উপশমের জন্য শয্যা হইতে উঠে, উঠিলে বেদনার বৃদ্ধি, কিন্তু ধীরে ধীরে বেড়াইলে উপশম।

গৃধ্রসী (Sciatica), গর্ভাবস্থায় উপশম; রাত্রি ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত বেদনা করে, শিরা স্ফীত।

নিম্নাঙ্গের তুষারবৎ শীতলতা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পায়ের স্ফীততা, উপবেশনে বৃদ্ধি, বিচরণে উপশম।

হাঁটুর ফুলা--কোমল, বেদনাবিহীন।

সন্ধ্যাবেলা, শয্যায় শয়ন করিলে পা ঠাণ্ডা, আবার পা গরম হইলে হাত ঠাণ্ডা হয়।

রাত্রে পায়ে জ্বালা বা উষ্ণতা।

পায়ে প্রচুর ঘর্ম্ম; অসহনীয়গন্ধবিশিষ্ট ঘর্ম্ম জন্য অঙ্গুলিতে ক্ষত।

কণ্ডরার (Tendons) স্ফীততা এবং অশিথিলতা।

গোড়ালিতে পুরাতনাকারের গৃধ্রসীরোগ (Sciatica)।

গোড়ালিতে ক্ষত।

৩৪ সাধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি।—সন্ধিসমূহের কাঠিন্য।

সন্ধিমধ্যে বাতের বেদনা।

দিবাভাগে মস্তক ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎক্ষেপ ও সংকোচন।

শারীরিক পরিশ্রমের পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসাড় হইয়া যায়।

উত্তোলন জন্য শ্রম সন্ধিসমূহে সহ্য হইবে না—রোগীর ভয়।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রাম: ৩,৪,২৫। বেদনাপূর্ণ দিকে শয়ন: ৩; বেদনাবিহীন দিকে :৪; বামদিকে : ২৭ ; চিৎ হইয়া :৩। উপবেশন :৪,৩৩। দণ্ডায়মান : ৩৩। উত্থান: ৩৩। অবনয়ন: ৩,৪,৩১। সঞ্চালন: ৩,৪০। উদ্যম: ৩২,৪০। বিচরণ: ২,৩,২৬,৩১,৩৬,৪০, অঙ্গমর্দ্দন: ৩৬। পায়ের উপর পা দিয়া জড়াইয়া থাকা : ২৩। লিখন: ২। মস্তক সঞ্চালন: ৪। মস্তক ফিরান: ৬। চক্ষুমুদিত করণ :৩।

৩৬ স্নায়ু।—অস্থিরতা।

গুল্মবায়ু জন্য আক্ষেপ। আভ্যন্তরিক স্থানে বর্ত্তুলাকার অনুভব।

মস্তক ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎক্ষেপ।

রাত্রে শয়ন করিয়া, পা ছড়াইবার কালে, নিতম্বে আক্ষেপ।

অল্প বিচরণে অধিক ক্লান্তি।

পক্ষাঘাতের সঙ্গে শীর্ণতা।

মূর্চ্ছা :—জলে ভেজার পর ; যানারোহণে ; উপাসনামন্দিরে হাঁটু গাড়িয়া বসিলে।

৩৭ নিদ্রা।—দিবসে বা সন্ধ্যাকালেই অত্যন্ত নিদ্রালু।

বারম্বার নিদ্রাভঙ্গ, বিশেষ কোন কারণ থাকে না, অথবা তাহার বোধ হয় যেন কেহ ডাকিয়াছে।

নিদ্রাবস্থায় উচ্চরবে স্পষ্ট কথা কহে।

রাত্রি ৩টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হয়, আর নিদ্রা যাইতে পারে না।

চিন্তার স্রোতে নিদ্রাহীনতা।

অস্থির নিদ্রা।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৪,৫,৭,১৩,১৪,১৬,২১,২৭। পূর্ব্বাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত :৩। প্রাতে ও সন্ধ্যায়: ৫। সন্ধ্যায় :৪,৫,১৯,২৬,২৭, ৩৩,৩৭,৪০। সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি : ২৭। রাত্রি। ২১,২৭,৩৩,৩৬। দিবস : ২৭,৩২,৩৪,৩৭,৪০।

৩৯ **উত্তাপ এবং বায়ু।**—উষ্ণগৃহ: ৩,৩২। শয্যায়:২৭,৩৩,৩৬। বহির্বায়ু:২,৩,৪,৪০। শীতল বায়ু:৪। আর্দ্র বায়ু:২২। ভিজিলে ৪,৩৬।

৪০ **শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।**—স্বাভাবিক শারীরিক উষ্ণতার অভাব।

শীত ব্যতীত, দিবাভাগে কম্প।

সন্ধ্যাকালে কম্প বা শীত, খোলা বায়ুতে এবং সঞ্চালনে।

উষ্ণতা অপেক্ষা শীতের সময় প্রচুর পিপাসা।

শীতের সঙ্গে উত্তাপ, তৎসহ পিপাসা।

সবিরাম জ্বরে, শীতের সময় পিপাসা।

সামান্য নড়িলে চড়িলে, উত্তাপের আবেশ, অথবা যেন গায়ে উষ্ণজল ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে, তৎপরে ঘর্ম্ম, দুর্ব্বলতা, ভ্রমি বা মূর্চ্ছা।

উত্তাপ ক্রমে উঠিতে থাকে।

জাগ্রত হইলে, প্রাতঃকালীন প্রচুর ঘর্ম্ম।

স্নায়বিক আবেগের পর এবং পরিশ্রমের পর যখন উপবেশন করা যায়, তখনই ঘর্ম্ম বেশী।

নৈশঘর্ম্ম:—বক্ষে, পৃষ্ঠে, এবং উরুতে; দুর্গন্ধ; অম্লগন্ধযুক্ত।

৪২ **পার্শ্ব।**—দক্ষিণ: ১৮। বাম: ৩,৭,১৩,১৮,২৭,২৮। ভিতর হইতে বাহিরের দিকে: ৩। নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে:২৩,৪০। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে: ৩২,৪০।

অন্যান্য স্থান হইতে বেদনা পৃষ্ঠে সংপ্রসারিত হয়।

৪৩ **অনুভব।**—অভ্যন্তর প্রদেশে একটি গোলাকার বস্তুর অনুভূতি।

বহির্ভাগে শুড়শুড়ি।

বেদনার অত্যন্ত স্পর্শানুভব।

৪৪ **তন্তু।**—রস রক্তক্ষয় জন্য মন্দফল।

লসিকা গ্রন্থির বেদনাবিহীন স্ফীততা।

পীড়কাযুক্ত (pustulous) বিসর্পরোগ।

সন্ধিসমূহের বাতের (arthritic) পীড়া।

নখ কোঁকড়াইয়া যায়।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৪,১০,১৭,২৩। প্রচাপন ও, ২৮,৩১। নখঘর্ষণ :৪। যানারোহণ :১৮,৩৬।

৪৬ চর্ম্ম।—মুখমণ্ডলে, বাহুতে, হস্তে, পৃষ্ঠে, পায়ে, উদরে এবং জননেন্দ্রিয়ে কণ্ডূয়ন।

নখঘর্ষণে কণ্ডূয়ন জ্বালায় পরিণত হয়।

কপিশ বর্ণ দদ্রুবৎ পীড়কা দাগ দাগ।

সরস দদ্রুসহ কণ্ডূয়ন ও জ্বালা।

সরস ফুস্কুড়ি, কণ্ডূয়নযুক্ত, তাহা হইতে প্রচুর ছাল উঠে।

দদ্রু; স্ফোটক; পাম।

ক্ষত :—বেদনাশূন্য, সন্ধি অথবা অঙ্গুলির অগ্রভাগে, কণ্ডূয়ন, সূলবেধ এবং জ্বালাযুক্ত।

৪৭ অবস্থা।—কৃষ্ণবর্ণ কেশযুক্ত ও স্ত্রীজাতির পক্ষে, বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায়, সূতিকাক্ষেত্রে এবং স্তন্যদান কালে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

৪৮ সম্বন্ধ।—পল্‌সেটিলা, সাইলিশিয়া এবং সল্‌ফরের পর সিপিয়া প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

সিপিয়ার প্রতিবিষ :—উদ্ভিদাম্ল দ্বারা ইহার ক্রিয়া হ্রাস পায়। স্পিরিট নাইট্রিক ডলসিস ঔষধের আঘ্রাণ বা ধূমগ্রহণ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান দোষঘ্ন। তদপেক্ষা কম শক্তিসম্পন্ন দোষঘ্ন.—এণ্টি-ক্রুড বা এণ্টি-টার্ট; রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া উত্তেজিত হইলে :—একোনাইট।

সিপিয়া প্রতিষেধ করে :— ক্যালকে-কার্ব্ব, চায়না, মার্কুরিয়াস, ফস্ফরস, সার্সাপেরিলা, সলফর।

ক্রিয়াবরোধী:—ল্যাকেসিস।

সিষ্টস ক্যানাডেন্সিস।

পরীক্ষক:—বুট।

১ মন।—সমস্ত মানসিক উত্তেজনায় পীড়ার ক্লেশ বৃদ্ধি করে।
বিরক্তি জন্য মন্দ ফল।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মাধ্যাহ্নিক আহারের বিলম্ব করিলে শিরঃপীড়া; আহার করিলে উপশম।
শিরঃপীড়া সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত রাত্রি থাকে।

৪ বহির্মস্তক।—শিরঃপীড়া সহ নাসিকা মূলে চাপ পড়া বেদনা।
গ্রীবায় স্ফীতি জন্য মস্তক একপার্শ্বে আকৃষ্ট হয়।

৫ চক্ষু।—বহুকাল স্থায়ী গণ্ডমালা দোষগ্রস্ত প্রদাহ, বোধ হয় যেন চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কিছু চলিয়া যাইতেছে, তৎসঙ্গে সূচীবেধ।
দক্ষিণ অক্ষিকোটরের উপরিভাগে আক্ষেপিক বিন্ধনবৎ বেদনা, তৎসঙ্গে সেই পার্শ্বের শিরঃপীড়া।

৬ কর্ণ।—কর্ণ হইতে জলবৎ, দুর্গন্ধি পূয়স্রাব; কর্ণের অভ্যন্তরে স্ফীতি।
কর্ণে পৃষ্ঠে এবং চতুর্দ্দিকে দদ্রুবৎ পীড়কা।
কর্ণে স্ফীতি আরব্ধ হইয়া গণ্ডস্থলের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত বিস্তৃত।
কর্ণমূল (প্যারটিড) গ্রন্থির স্ফীতত্ব।

৭ নাসিকা।—নাসিকা মধ্যে ঠাণ্ডা বোধ।
বারম্বার প্রবল হাঁচি, প্রায়ই প্রাতে এবং সন্ধ্যায়; পুরাতন সর্দ্দি।
বাম দিক প্রদাহিত এবং স্ফীত।
নাসিকাগ্রভাগ বেদনাপূর্ণ।
নাকে পামা বা কাউর।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলে উত্তাপের আবেশ।
ফোস্কাযুক্ত বিসর্প রোগ।
অস্থিমধ্যে উত্তাপ এবং জ্বালা।

তীব্র চিড়িকমারা, অসহ্য কণ্ডূয়ন এবং ঘন মামড়ী তৎসহ দক্ষিণদিকে জ্বালা।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—নিম্ন চোয়ালের অস্থিক্ষয় রোগ; তৎসঙ্গে গ্রীবায় পূযসঞ্চয়ী গ্রন্থি।

অধরে ও নাসিকায় রক্তস্রাবী কর্কট রোগ।

১০ দন্ত।—বাম দিকের উপরের কসের ক্ষয়াদন্তে সূচীবিদ্ধবৎ দন্তশূল।

শীতাদযুক্ত (Soorzutic) স্ফীত মাড়ী, দন্ত হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে; সহজেই রক্তস্রাবী, পচা, বিরক্তিকর।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বা এবং মুখের ভিতর শুষ্ক।

জিহ্বা হাজা মত টাটান।

১২ মুখমধ্য।—শ্বাসগৃহীত বায়ু জিহ্বায় ঠাণ্ডা বোধ।

১৩ গলমধ্য।—গলকোষ (ফসেস) প্রদাহযুক্ত এবং শুষ্ক; শক্ত আঠার মত ঘন, স্বাদহীন শ্লেষ্মা হক্ করিয়া তুলে, প্রায়ই প্রাতঃকালে।

সামান্য শীতল বায়ুর শ্বাসগ্রহণে গলক্ষত, উষ্ণ বায়ুতে হয় না।

অসহ্য শুষ্কতা নিবারণ জন্য লালা গিলিতে হয়, বিশেষতঃ রাত্রে।

গলমধ্যে একটি স্থান অতিশয় শুষ্ক; নিদ্রার পর বেশী; উঠিয়া জলপান করিতে হয়; আহারান্তে উপশম; গলার ভিতর কাচ সদৃশ চক্চকে।

গলমধ্যে সূচীবেধ জন্য কাসি; মানসিক উত্তেজনায়।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অম্লদ্রব্য, অম্লফল খাইতে ইচ্ছা; কিন্তু উহা খাইলেই বেদনা এবং অতিসার।

১৫ পানাহার।—পানাহারে গলার শুষ্কতা কম পড়ে; মস্তকে বেদনার হ্রাস।

আহারের পর:—পাকাশয়ে বেদনা; পাকাশয়ে ঠাণ্ডা বোধ; ফলে অতিসার জন্মায়।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—ঠাণ্ডা উদ্গার।

বারম্বার বিবমিষা।

১৭ পাকস্থলী।—আহারের পূর্ব্বে এবং পরে পাকাশয়ে ঠাণ্ডা বোধ।

১৯ উদর।—সমস্ত উদরের ঠাণ্ডা বোধ।

হাইপোকণ্ড্রিয়া মধ্যে, প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে আয়ান এবং সূচীবৎ বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—তরল, ধূসরাভ পীতবর্ণ, উষ্ণ মল; খন্ধ করিয়া ছড়িয়া পড়ে; অপ্রতিহত বেগ; শেষ রাত্রি হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি।

কাফি এবং ফল খাইয়া অতিসার; গলগণ্ডের সঙ্গে অতিসার।

প্রচুর বায়ু নিঃসরণ।

পুরাতন অতিসার।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—মুষ্কত্বকের উপর কণ্ডূয়ন।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বিসর্প রোগের পর মাসিক রজঃ প্রকাশ পায় না; শীতল বায়ুতে চৈতন্যাধিক্য।

২৪ গর্ভ।—স্তনের কাঠিন্য ও প্রদাহ।

বামস্তন প্রদাহিত, পূযযুক্ত, তৎসঙ্গে বক্ষে পূর্ণতা অনুভব; গণ্ডমালা দোষগ্রস্ত।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর এবং কণ্ঠনালী মধ্যে শ্বাসগৃহীত বায়ু শীতল বোধ।

স্বর ও কণ্ঠনালী মধ্যে বহু দিনের কণ্ডূয়ন।

ডিম্বের আকৃতিবিশিষ্ট গলগণ্ড; পুনঃ পুনঃ উদরাময়।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে পর এবং রাত্রে হাঁপানি, উচ্চরবে সাঁইসাঁই করিতে থাকে; যেন কণ্ঠনালীতে যথেষ্ট স্থান নাই এরূপ অনুভব।

২৭ কাসি।—গলমধ্যে সূচীবেধ জন্য কাশী; তৎসঙ্গে গলমধ্যে বেদনাপূর্ণ ছিন্নকর বেদনা; গ্রীবাদেশ অর্ব্বুদে পরিপূর্ণ।

২৮ ফুস্ফুস্।—বক্ষ হইতে গলা পর্য্যন্ত ক্ষতবৎ বোধ।

বক্ষমধ্যে পূর্ণতা।

২৯ বহির্বক্ষ।—স্পৃষ্ট হইলে আঘাত লাগে।

বক্ষে প্রচাপন।

স্কন্ধ বরাবর এবং বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেদনাপূর্ণ পীড়কা, উহা হইতে সহজে রক্ত স্রাব হয় এবং ধীরে ধীরে আরোগ্য হয়।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—গলার গ্রন্থির গণ্ডমালা দোষযুক্ত স্ফীতি এবং পূযসঞ্চয়।

গ্রীবাপৃষ্ঠে এবং মেরুদণ্ডের প্রত্যেক পার্শ্বে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

পৃষ্ঠে গণ্ডমালা দোষযুক্ত ক্ষত।

কাকচঞ্চু (কক্সিক্স) অস্থিমধ্যে জ্বালা এবং ঘৃষ্টবৎ বেদনা, বসিতে দেয় না; স্পর্শে বৃদ্ধি।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বক্ষে এবং বামস্কন্ধে প্রবল বেদনা, বোধ হয় যেন উদ্গারে নরম পড়িবে।

হস্তে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ; ফোস্কা নখঘর্ষণে রস পড়িতে থাকে, তৎসঙ্গে উষ্ণ স্ফীতি।

আঙ্গুলহাড়া।

মিস্ত্রী বা শ্রমজীবিদিগের হস্তের স্থানে স্থানে কঠিন ও পুরু মাংস, মধ্যে মধ্যে গভীর ফাটা ফাটা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—ভ্রমণ বা বসিতে হাঁটুতে এবং দক্ষিণ উরুতে বেদনা।

হাটুর মধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা; সন্ধ্যাকালে।

পায়ের পাবদ ও উপদংশ দোষগ্রস্ত ক্ষতের চারিদিকে কঠিন স্ফীতি।

দক্ষিণ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে অস্ত্রবিদ্ধবৎ বেদনা; সন্ধ্যাকালে।

পা ঠাণ্ডা।

বাম পায়ের স্ফীততা, তথায় ক্ষত থাকে।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—ক্লান্তির ন্যায় ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—ভ্রমণ ৩৩। শয়ন ২৬। উপবেশন: ৩১,৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—নিম্নাঙ্গের এবং হস্তের পৈশিক প্রদেশে অনৈচ্ছিক আকৃষ্টতা এবং কম্পন বোধ; অঙ্গুলি সমূহে তৎসঙ্গে মণিবন্ধে এবং জানুসন্ধি মধ্যে বেদনা।

৩৭ নিদ্রা।—রাত্রে অস্থির আঘ্রান জন্য বেদনা।

গলার শুষ্কতা জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত।

উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্বপ্ন।

৩৮ সময় ।—প্রাতঃকাল : ৭,১৩। সন্ধ্যা : ৩,৭,১৯,৩৩,৩৪। রাত্রি : ৩,১৩, ১৯,৩৭,৪০। শেষ রাত্রি হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত :২০।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—শীতল বায়ু :১৩,৩২,৪৬।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত বা কম্প।

শীতের পর উত্তাপ তৎসহ কম্পন,তৎসঙ্গে কর্ণমূলের এবং গলার গ্রন্থির সত্বর স্ফীততা এবং অত্যন্ত আরক্ততা।

উদরে, গলার ও কণ্ঠনালীতে শৈত্যানুভব।

পা ঠাণ্ডা।

উত্তাপসহ পিপাসা, বারম্বার পান করে।

উষ্ণগৃহ মধ্যে চর্ম্ম আর্দ্র হয়; কপালে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঠাণ্ডা বোধ।

নৈশ ঘর্ম্ম।

সহজে ঘর্ম্ম হয়।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ:৫,৮,৩৩। বাম :৭,১০,২৪,৩২।

৪৪ তন্তু।—গ্রন্থি সমূহ স্ফীত, প্রদাহিত, শক্ত বা ক্ষতযুক্ত।

গণ্ডমালা।

পুরাতন ক্ষত।

নিম্ন চোয়ালের অস্থিতে ক্ষয় রোগ।

সকল সন্ধিতে বেদনা, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—স্পর্শ :৩০,৩১। নখবর্ষণ :৩২।

৪৬ চর্ম্ম।—উদ্ভেদ নাই, অথচ সর্ব্বাঙ্গ কণ্ডূয়ন।

স্থানে স্থানে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

গণ্ডমালা।

পারদ ও উপদংশ দোষগ্রস্ত ক্ষত, ক্ষতের চতুর্দ্দিক শক্ত; নিম্নাঙ্গে।

৪৮ সম্বন্ধ।—সিষ্টস্ পুনপুনঃ প্রয়োগের মধ্যে মধ্যে বেলাডনা, কার্ব্বভেজ, কম্ফরস ঔষধের উত্তম ক্রিয়া দর্শে।

সিষ্টস্ হইতে উৎপন্ন নাসিকার বেদনাপূর্ণ স্ফীতি সিপিয়া নিরাময় করে।

সিষ্টস্ ঔষধের পরে কাফি সেবনে অতিসার জন্মে।

ষ্টিক্টা পল্মোনেরিয়া।

পরীক্ষক:—বার্ডিক।

১ মন।—চিন্তা সমূহের গোলমেলে ভাব, মনঃসংযোগ করিতে পারে না। বোধ করে যে তাহাকে (স্ত্রী) বলিতে হইবে, কেহ শুনুক বা না শুনুক।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তক মধ্যে জড়তা অনুভব, তৎসহ মূর্দ্ধাদেশে, মুখের পার্শ্বে এবং নিম্ন চোয়ালে তীব্র বেদনা।

রগে চিড়িকমারা বেদনা।

সম্মুখ মস্তকে এবং নাসিকা মূলে অতীব্র গুরুচাপ।

স্রাব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সর্দ্দিজ শিরঃপীড়া।

বমনপ্রধান শিরঃপীড়া; শয়ন করিতে হয়, শব্দ ও আলোকে বৃদ্ধি; বিবমিষা এবং বমন, প্রায় মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম।

৫ চক্ষু।—অক্ষিপুটে জ্বালা, চক্ষু ফিরাইতে বা অক্ষিপুট মুদিত করিতে অক্ষিগোলকে টাটানি।

প্রচুর নিঃস্রাব; সর্দ্দিজ চক্ষু প্রদাহ।

৭ নাসিকা।—অবিরত নাক ঝাড়িবার দরকার হয়, কিন্তু কিছুই নির্গত হয় না।

নাসামূলে পূর্ণতা ও গুরু চাপবোধ; দক্ষিণ নাসিকায় শুড়শুড়ি; ঘ্রাণ-শক্তি বিলুপ্ত; শুষ্ক প্রতিশ্যায়।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির অতিশয় বেদনাপূর্ণ শুষ্কতা; স্রাব শীঘ্র শুকাইয়া শক্ত উৎপাদন করে, উহা সহজে স্থানচ্যুত বা বাহির করা যায় না। *বহুব্যাপক প্রতিশ্যায়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখপার্শ্বে চিড়িকমারা বেদনা।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—নিম্ন চোয়ালে চিড়িকমারা বেদনা।

১৩ গলমধ্য।—কোমল তালু প্রদেশে শুষ্ক চর্ম্মের ন্যায় বোধ হয়, তজ্জন্য গলাধঃকরণ কষ্টকর।

২৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণভাগে অতীব্র বেদনা। * সর্দ্দি। বামদিকের মধ্যে পূর্ণতা বোধ।

২৯ উদর।—পেটে গড় গড় শব্দ, তৎসঙ্গে বক্ষাস্থি হইতে মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত তীব্র বেদনা।

৩০ কাশী।—শুষ্ক কাসী, সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়, শয়ন করিতে বা নিদ্রা যাইতে পারে না; শুষ্ক শব্দযুক্ত কাসী; হুপিং কফের কাসী, আক্ষেপিক অবস্থা; তীব্র শুষ্ককাসী, স্বরনালীর নিম্নে কণ্ঠনালীর দক্ষিণপার্শ্বে কণ্ডুয়ন বশতঃ কাসী জন্মায়; সম্মুখ কপালে বিদীর্ণকর শিরঃপীড়া; প্রাতে সরল থাকে, দিবাতে বড় উঠে না; স্কন্ধাস্থির নিম্নে বামদিকে বেদনা; স্বর ও শ্বাসনলীতে শুড়শুড়ি; ক্ষয়কাশ রোগীর অবিরত ক্লান্তিজনক কাসী।

৩১ ফুস্‌ফুস্।—বক্ষে যাতনা, তথায় একটা কঠিন পদার্থ রহিয়াছে এরূপ অনুভব; শ্বাস গ্রহণ করিলে শুষ্ক খক্‌খকে কাসী।

৩২ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদ্‌পিণ্ড প্রদেশে অতীব্র যাতনাপ্রদ বেদনা।

৩৩ বহির্ব্বক্ষ।—বক্ষাস্থির দক্ষিণ দিক হইতে উদর পর্য্যন্ত স্পন্দন।

৩৪ উর্দ্ধাঙ্গ।—হস্তে প্রচুর ঘর্ম্ম।

৩৫ নিম্নাঙ্গ।—সন্ধিস্থিত বর্সা নাম থলীর প্রদাহ (Bursitis) বিশেষতঃ জানুসন্ধির।

৩৬ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বাহুতে, অঙ্গুলিমধ্যে, সন্ধিতে, উরুতে চিড়িকমারা বেদনা।

হাত পায়ের স্ফীতি ও কাঠিন্য।

সন্ধিসমূহে উত্তাপ এবং বৃত্তাকারবিশিষ্ট আরক্ততা; প্রদাহিক আমবাত (Rueumatism)।

৩৭ অবস্থিতি ইত্যাদি।—শয়ন করিতে পারে না: ২৭। শয়ন করিতে বাধ্য হয়: ৩।

৩৮ স্নায়ু।—রাত্রি আসিলেই, নিবারণের চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার (স্ত্রীদিগের) পদদ্বয় নাচিতে এবং লাফাইতে থাকে, পদদ্বয় চাপিয়া ধরিতে হয়; রক্তক্ষয়ের পর গুল্মবায়ু (Hysteria)।

পা যেন বাতাসে ভাসিতেছে; নিজে তিনি (স্ত্রী) হাল্‌কা হাল্‌কা বোধ করেন।

সর্দ্দি হইবার ভাবের ন্যায় সার্ব্বাঙ্গিক জড়তা এবং অসুস্থতা বোধ।

৩১ নিদ্রা।—নিদ্রাহীনতা: স্নায়বীয়তা, কিম্বা কাসীর জন্য; অস্ত্রোপ-চারের পর।

৪১ সময়।—প্রাতঃকাল: ২৭। সন্ধ্যা এবং রাত্রি: ২৭।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৭, ১৮, ২৭, ৩০। বাম: ১৮, ২৭। সম্মুখ হইতে পশ্চাদ্দিকে: ১৮।

সেনেগা।

১ মন।—প্রফুল্ল, কিন্তু উগ্রস্বভাববিশিষ্ট, উত্তেজিত হইলে সহজে ভয়ানকাকার ধারণ করে। শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু।

উৎকণ্ঠা সহ দ্রুত শ্বাস ক্রিয়া।

২ চৈতন্য।—মস্তক মধ্যে গোলমেলে বোধ।

জড়তা সহ চক্ষুতে প্রচাপন এবং দুর্ব্বলতা।

চক্ষুসম্মুখে সামান্য মস্তকঘূর্ণন ভাব।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তক ভারি বোধ।

সম্মুখ ও পশ্চাৎ মস্তকে এক প্রকার কামড়ানি; প্রতিদিন উষ্ণগৃহে বসিয়া থাকিলে ঐরূপ হয়, সেই সঙ্গে চক্ষু মধ্যে প্রচাপন; অনাবৃত বায়ুতে ব্যায়াম করিলে উপশম পড়ে।

মধ্যাহ্নিক আহারের পর, সম্মুখ মস্তকে এবং অক্ষিগোলকে চাপপড়া বেদনা, বিশেষতঃ বামভাগে; অনাবৃত বায়ুতে উপশম।

৫ চক্ষু।—কোন পদার্থের প্রতি স্থিরভাবে দৃষ্টি রাখিলে, অক্ষিগোলকের উপরে কামড়ানি, চক্ষু কাঁপিতে থাকে এবং উহা হইতে জল পড়ে; পাঠকালে চক্ষুতে দুর্ব্বলতা ও উহা হইতে জল পড়ে।

দৃষ্টি ক্ষীণতা, পাঠকালে চক্ষু মুছিতে হয়, কিন্তু তাহাতে আরও বৃদ্ধি হয়।

সন্ধ্যাকালে, অস্তোন্মুখ সূর্য্যের দিকে ভ্রমণ করিতে, বোধ হয় যেন অন্য আর একটী সূর্য্য প্রথমটীর নীচে দেখা যাইতেছে।

ছানির জন্য অস্ত্রোপচারের পর, অক্ষিমুকুরের খণ্ড সকলের শোষণ সম্বন্ধে সহায়তা করে।

বাম চক্ষুসঞ্চালক স্নায়ুর ঈষৎ পক্ষাঘাত, তৎসঙ্গে রেক্টস পেশীর পক্ষাঘাত; পশ্চাৎ দিকে মস্তক বক্র করিলে, রোগী উত্তমরূপ দেখিতে পায়, এবং উহাতে দ্বিত্ব দৃষ্টির উপশম হয়।

অক্ষিগোলক মধ্যে আকৃষ্ট এবং চাপপড়া বেদনা তৎসঙ্গে দর্শন শক্তির ন্যূনতা।

যেন অক্ষিগোলক বৃহত্তর হইয়াছে এবং বহির্গত হইয়া আসিতেছে চক্ষুতে এরূপ বেদনা বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে ও বাতির আলোকে।

গণ্ডমালা দোষগ্রস্ত রোগীর চক্ষু হইতে পূযস্রাব।

শক্ত শ্লেষ্মাপূর্ণ হইয়া পক্ষ ঝুলিয়া পড়ে; চক্ষুর ভিতর যেন সাবান্ লাগিয়াছে এরূপ যাতনা; অক্ষিপুট প্রদাহ; নিদ্রার পর, কখন কখন অক্ষিপুট এরূপ সংযুক্ত হইয়া যায় যে জল দিয়া না ভিজাইয়া বিভিন্ন করা যায় না।

৭ নাসিকা।—নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির বিরক্তিকর শুষ্কতা।

বারম্বার এরূপ প্রবলভাবে হাঁচিতে থাকে যে মস্তক ভারি হইয়া যায় তৎপরে স্রাবশীল প্রতিশ্যায় জন্মে।

৮ জিহ্বা, ইত্যাদি।—শাদা লেপাবৃত; ঈষৎ পীতাভ-শাদা, অথবা প্রাতে চট্‌চটে অপ্রীতিকর আস্বাদযুক্ত জিহ্বা।

আস্বাদ—পাকাশয় মধ্যে গড়গড়শব্দ সহ মন্দাস্বাদ; ধাতুবৎ; প্রস্রাবের ন্যায়।

৯ গল মধ্য।—মুখ ও গলার ভিতর শুষ্ক; চট্‌চটে শ্লেষ্মা, হক্ করিয়া তুলিতে কষ্ট; গলার ভিতর চাঁচিয়া ফেলার ন্যায় কর্কশতা; গলকোষের সংকোচন; হক্ করিয়া শ্লেষ্মা তুলা।

১০ বিবমিষা এবং বমন।—উদ্গারে শ্লেষ্মা ও হক্ হক্ করার উপশম।

বিবমিষাসহ বমন ; পাকাশয় মধ্যে জ্বালা।

১৯ পাকাশয়।—পাকাশয়-গহ্বরের নিম্নে প্রচাপন ; কষ্টদায়ক ক্ষুধা বোধ। পাকাশয়োর্দ্ধদেশে খননবৎ বেদনা, উদরাধ্মানের উপক্রম বা প্রবণতা।

২০ মল, ইত্যাদি।—ভেদ, বমন এবং উদ্বেগ ; জলবৎ মল, গুহ্যদ্বার হইতে সশব্দে ছিটকাইয়া পড়ে।

মল স্বল্প, কঠিন, অথবা শুষ্ক এবং বৃহৎ, অপ্রচুর।

২১ মূত্র।—মূত্র কমিয়া যায়, মলিন বর্ণবিশিষ্ট ; নাড়া দিলে ফেণা জন্মে। মূত্র ক্ষতকারক, পরিমাণে বৃদ্ধি।

মূত্রের পূর্ব্বে এবং পরে বেগ ও জ্বালা ; মূত্রে শ্লেষ্মার কুচি কুচি (রেখা, রেখা) ; ঠাণ্ডা হইলে ঘন এবং ধূমবৎ আকার ধারণ করে, অথবা ঘন, ঈষৎ পীতাভ লাল অধঃক্ষেপ পড়ে, তৎসঙ্গে উপরের অংশ পীতবর্ণ এবং থোকা থোকা।

২৫ লেরিংকস।—▌দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মার জন্য হক্ হক্ করিয়া কাশীতে হয় ; পুরাতন বায়ুনলীভুজপ্রদাহের (ব্রংকাইটিসের) ন্যায়, উপদাহবিশিষ্ট কম্পনযুক্ত কাসি।

উচ্চৈঃস্বরে পড়িবার সময় সহসা স্বর ভঙ্গ।

▌ স্বরভঙ্গ ; গলার ভিতর এরূপ শুষ্ক যে কথা কহিতে যাইলে আঘাত লাগে।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—উপর তালায় উঠিতে যাইলে বক্ষমধ্যে যাতনা এবং হ্রস্ব শ্বাস।

ফুসফুস মধ্যে অবরোধের ন্যায় শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ; জাগ্রত হইলে এবং জ্বরের শীতাবস্থায়। দেখ ৩৭,৪০ ইত্যাদি।

২৭ কাসী।—শুষ্ক, তৎসঙ্গে বক্ষের যাতনা এবং গলমধ্যে কর্কশতা ; ক্ষুদ্র, খক্‌খকে কাসি, স্বরনলী মধ্যে উপদাহ অথবা শ্লেষ্মা জন্য, অনাবৃত বায়ুতে বৃদ্ধি ▌এবং দ্রুত বিচরণ করিলে।

▌ কাসি প্রায়ই হাঁচিতে পরিণত হয় (প্রায়ই সামান্য সর্দ্দিতে)।

প্রাতে স্বরনালী মধ্যে শুড় শুড়ি জন্য, হূপিং কাসির ন্যায় কম্পন-

যুক্ত কাসি, তৎসঙ্গে প্রচুর, শক্ত, শাদা শ্লেষ্মা গয়ার (ডিম্বের শ্বেত ভাগের ন্যায়)।

‖ বক্ষে ক্ষত বোধ, শুষ্ক কাসি, গলার ভিতর শুষ্ক, স্বরভঙ্গ ; পরে শ্বাস নালীতে এবং কণ্ঠনালীতে প্রচুর শ্লেষ্মা।

সন্ধ্যাকালে, রাত্রে, বিশ্রাম সময়ে, উপবেশনে, কাত (বাম) হইয়া শয়নে এবং উষ্ণ গৃহে কাসির বৃদ্ধি।

১৮ ফুসফুস।—রক্ত প্রধাবন ; উত্তাপের আবেশসহ যাতনা ; বিশ্রাম কালে যাতনা বেশী ; অশিথিলতা।

সঞ্চালনে বেদনা জন্মায়, যেন বক্ষস্থল আভতিযুক্ত ; বক্ষ প্রসারণ করিবার উপক্রম করে, তাহাতে টাটানি থাকিয়া যায়।

বক্ষমধ্যে চিড়িকমারা সূচীবেধ, শ্বাস গ্রহণে এবং বিশ্রামে বৃদ্ধি।

দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে, বাম বক্ষে অতীব্র সূচীবেধ এবং জ্বালা-যুক্ত বেদনা।

‖ বক্ষপ্রাচীর স্পর্শানুভবযুক্ত অথবা স্পর্শ করিলে বেদনাপূর্ণ, অথবা হাঁচিলে বেদনা (প্রায়ই সর্দ্দির শেষভাগে একপ হয়)।

বক্ষাস্থির নিম্নে জ্বালাকর টাটানিযুক্ত বেদনা, বিশেষতঃ সঞ্চালনে এবং গভীর শ্বাসগ্রহণ কালে।

দ্রুত হাঁটিলে বা দৌড়াইলে বা জোর করিয়া পা ফেলিয়া হাঁটিলে আকৃষ্টবৎ টাটানিযুক্ত বেদনা।

বক্ষে, স্বরনালী ও কণ্ঠ নলীতে শ্লেষ্মাসঞ্চয়।

বক্ষে প্রদাহের পর বক্ষোদক পীড়ায় উপকারক।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড ও নাড়ী।—হৃদ্‌পিণ্ড প্রদেশে প্রবল, ছিদ্রকরণবৎ বেদনা।

হৃদ্‌পিণ্ডের আঘাতে সর্ব্বশরীর কম্পিত করে ; ভ্রমণকালে প্রবল হৃদ্‌স্পন্দন।

৩০ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—স্কন্ধাস্থির মধ্যে চাপধরা বেদনা, বিশেষতঃ সজোরে হাঁটিলে, অথবা অন্যরূপ সঞ্চালন যাহাতে বক্ষে সংঘাত (Shock) লাগে।

নাড়ী কঠিন এবং দ্রুত।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রাম কালে বহুবিধ উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ২৭,২৮ দেখ।

ব্যায়াম : ৩। সঞ্চালন :২৮। পশ্চাদ্দিকে মস্তক অবনতকরণ : ৫। উপর তালায় উঠা:২৬। ভ্রমণ, দ্রুত ভ্রমণ :৫,২৭,২৮,৩০। উপ-বেশন :৩,২৭। পার্শ্বে শয়ন :২৭,২৮।

৩৬ স্নায়ু।—দুর্ব্বলতা সহ অঙ্গমর্দ্দন বা প্রসারণ, মস্তক মধ্যে গোলমাল, গুরুত্ব এবং স্পন্দন।

পা এবং সন্ধি সকল দুর্ব্বল ও খঞ্জবৎ অনুভব।

বক্ষমধ্যেই যেন দুর্ব্বলতার উৎপত্তি বলিয়া বোধ হয়।

উর্দ্ধাঙ্গের ক্লান্তি এবং সামান্য কম্পন।

খোলা বাতাসে বিচরণে মূর্চ্ছা বা ভ্রমির ভাব।

৩৭ নিদ্রা।—সন্ধ্যাকালে শয়ন করিবামাত্র অঘোর নিদ্রা।

অস্থির নিদ্রা, স্বপ্নপূর্ণ; বক্ষ মধ্যে অশিথিলতা এবং অনুগ্র সূচীবেধ জন্য নিদ্রাভঙ্গ হয়।

৩৮ সময়।—দিবস : ৩। সন্ধ্যা : ৫,২৭। রাত্রি: ২৭।প্রাতঃকাল . ৫,১১,২৭।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—উষ্ণগৃহ :৩,২৭। খোলা বাতাস :৩,২৭,৩৬,৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্প, পায়ের দুর্ব্বলতা; অনাবৃত বায়ুতে শীত; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা;

পৃষ্ঠে কম্প, মুখমণ্ডলে উত্তাপ, চক্ষু জ্বালা, স্পন্দনশীল শিরঃপীড়া, শ্বাস-কষ্ট, সর্ব্বাঙ্গে ঘৃষ্টবৎ বোধ।

উত্তাপের আবেশ :—১৮ দেখ। চর্ম্ম উষ্ণ। ত্বক উষ্ণতর এবং আর্দ্রতর হইয়া আইসে।

৪৪ তন্তু।—শ্লৈষ্মিকত্বকের পীড়া; বিশেষতঃ স্বরনলী এবং কণ্ঠনলীর অভ্যন্তরের আচ্ছাদনের।

॥ সর্দ্দি যাহাতে বক্ষ প্রাচীর মধ্যে ক্ষতবৎ বেদনাযুক্ত স্থান রহিয়া যাইবার উপক্রম, যেন তথায় একটী প্রদাহযুক্ত স্থান রহিয়া গিয়াছে।

১৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৩, ২৮, ৪৬। দ্রুত ও সজোরে হাঁটিলে : ৩৮,৩১। চক্ষু মুছিলে : ৫।

১৬ চর্ম্ম।—জ্বালাযুক্ত ফোস্কা, স্পৃষ্ট হইলে কণ্ডূয়ন।
বিষাক্ত, ক্রোধান্বিত জন্তুর দংশন।

১৭ অবস্থা।—শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি এবং স্থূলকায় শিশুগণ যাহাদের সর্দ্দিপ্রবণতা বেশী; অথবা অলস ব্যক্তিগণ যাহাদের সর্দ্দি সারিয়াও সারে না।

১৮ সম্বন্ধ।—তুলনা কর :—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, কষ্টিকম, ব্যারাইটা (মেদ-বিশিষ্ট শিশুদিগের); এসপারেগস (শ্বাসনলী বা ব্রংকস এবং মূত্রাধারের সর্দ্দি, উভয় ঔষধেই শ্লেষ্মা কষ্টে উঠে, জ্বালাসহ আবিল মূত্র ইত্যাদি লক্ষণ থাকে; সেনেগায় সমস্ত শরীর কাঁপাইয়া তুলে এরূপ কাসী বেশী; এসপারেগসে বমি জন্মাইয়া দেয়, হৃদ্‌পিণ্ডের দৌর্ব্বল্য,এবং অশ্মরী হইবার উপক্রম এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের বাতরক্ত লক্ষণ থাকে); ব্রায়োনিয়া, সিলা, হিপার সলফর, কুবেবা, কোপেবা (শেষোক্ত দুইটী ঔষধে ফেণিল মূত্র ও শ্লেষ্মার রেখা রেখা লক্ষণ থাকে)।

সিলেনিয়ম্।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—অতিশয় স্তব্ধভাব,তৎসহ সম্পূর্ণ অচেতনতা এবং চতুর্দ্দিকস্থ বিষয়ে তাচ্ছিল্যভাব।

অত্যন্ত বিস্মৃতিযুক্ত, বিশেষতঃ বিষয়কার্য্যে; যাহা ভুলিয়া গিয়াছিল, নিদ্রাবস্থায় তাহা সমস্ত স্মরণ হয়।

এক প্রকার তোত্‌লামি; অশুদ্ধভাবে অনেক কথা উচ্চারণ করে।

বোধ শক্তি কষ্টকর।

কোন প্রকার কার্য্যে সম্পূর্ণ অনুপযোগিতা।

উত্তেজিত হইলে অতিশয় বাচালতা।

মানসিক পরিশ্রমে তাহাকে অত্যন্ত ক্লান্ত করে।

২ চৈতন্য।—মস্তকঘূর্ণন :—মস্তকোত্তলন করিলে বা দণ্ডায়মান হইলে; ইতস্ততঃ বিচরণে, তৎসহ বিবমিষা, বমন এবং মূর্চ্ছার ভাব।

মাধ্যাহ্নিক আহারের পর বৃদ্ধি।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—প্রতিদিন অপরাহ্নে লেমনেড্, চা এবং সুরাতে শিরঃপীড়া।

সূর্য্যতাপে ভ্রমণ করিলে অথবা তীব্রগন্ধ জন্য বাম চক্ষুর উপর প্রবল সূলবেধ বেদনা; তৎসঙ্গে প্রচুর প্রস্রাব এবং বিষণ্ণতা।

৪ বহির্মস্তক।—আচড়াইতে গেলে চুল উঠিয়া যায়; ভ্রূ, গুম্ফ (গোঁপ) এবং জননেন্দ্রিয়ের উপরিস্থ কেশ পতন; করোটী ত্বকে সন্ধ্যাকালে কুটকুটবিশিষ্ট কণ্ডূয়ন, নখঘর্ষণে রস পড়িতে থাকে; করোটীতে সংকোচন এবং অশিথিলতা বোধ।

৫ চক্ষু।—অক্ষিপুট প্রান্তে এবং ভ্রূতে কণ্ডূয়নশীল ফুস্কুড়ি।

বাম অক্ষি গোলকের আক্ষেপিক সংকোচন।

৬ কর্ণ।—কর্ণবিবর বন্ধ।

কর্ণমল বেশী, বধির কর্ণে শক্ত হইয়া থাকে।

৭ নাসিকা।—নাসিকার ভিতর এবং নাসাপুটের প্রান্তে কণ্ডূয়ন।

নাসিকা মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করান প্রবৃত্তি।

নাসিকা মধ্যে পীতবর্ণ, ঘন, আটার মত শ্লেষ্মা।

নাসিকা হইতে মলিন রক্তস্রাব।

প্রতিশ্যায় অতিসারে পরিণত বা শেষ হয়।

নাসিকার সম্পূর্ণ অবরোধ, বহুদিনের পুরাতন।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের ত্বক তৈলাক্ত ও চক্‌চকে।

মুখমণ্ডলের পেশীর উৎক্ষেপ।

মুখমণ্ডল এবং হস্তের অতিশয় শীর্ণতা।

১০ দন্ত।—রক্ত না পড়া পর্য্যন্ত দাঁত খুঁটিতে থাকে; দন্তশূল।

দন্ত শ্লেষ্মাবৃত।

১১ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—প্রাতে ক্ষুধার অভাব,তৎসহ শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা।

লবণাক্ত খাদ্যে ঘৃণা।

সুরাপানে বলবতী ইচ্ছা।

রাত্রে ক্ষুধা।

১৭ পানাহার।—আহারের পর :—সর্ব্বাঙ্গে প্রবল স্পন্দন, স্বরে বেশী; শয়ন করিতে বাধ্য হয়।

আহারের পর : ২। লেমনেড্, চা, সুরা : ৩।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশে সঙ্কয়ণশীল বেদনা, দীর্ঘশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি, তৎসহ বাহ্য প্রচাপনে স্পর্শাসুভব; তৎপরে যকৃত-স্থানে কণ্ডুয়নশীল লাল উদ্ভেদ প্রকাশিত হয়।

বিচরণকালে প্লীহামধ্যে সূচীবেধ।

১৯ মল, ইত্যাদি।—মল :—কঠিন এবং এরূপ গাঁইটযুক্ত সংবদ্ধ, যে অস্ত্র প্রভৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে বাহির হয় না; মলের শেষাংশের সহিত শ্লেষ্মা অথবা রক্তস্রাব হয়।

ডসকা মল, তৎসঙ্গে বেগ এবং কঠিন বাহ্যে হওয়ার পরে গুহ্যদ্বারে যেরূপ ভাব হয়, তদ্রূপ বোধ।

২০ মূত্র।—মলিন, স্বল্প; সন্ধ্যাকালে লাল বর্ণ।

অধঃক্ষেপ লাল এবং রেণু বিশিষ্ট।

ভ্রমণকালে অসাড়ে মূত্রস্রাব, বাহ্যে ও প্রস্রাবের পরে বিন্দু বিন্দু পড়িতে থাকে (টোপায়)।

২১ পুংজননেন্দ্রিয়।—অপ্রচুররূপে, ধীরে লিঙ্গোত্থান; অতি শীঘ্র রেতঃ নির্গত হয় এবং তৎসঙ্গে বহুক্ষণস্থায়ী সুখের আবেশ থাকে; সহবাসের পর, খিট্‌খিটে ও দুর্ব্বল এবং উরুদেশে দুর্ব্বলতা।

রেতঃ বা শুক্র তরল, স্বাভাবিক গন্ধবিহীন।

অশ্লীল চিন্তা, কিন্তু কার্য্যতঃ ধ্বজভঙ্গতা।

উপবেশন কালে, নিদ্রাবস্থায়, বিচরণ কালে এবং বাহ্যে কালীন প্রষ্টেটিক (prostatic) রস পড়িতে থাকে।

মুষ্কে কণ্ডুয়ন।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব শোণিত প্রচুর ও কৃষ্ণবর্ণ।

২৪ গর্ভ।—গর্ভাবস্থায় উদর মধ্যে দপদপানি।

২৫ লেরিংক্স।—অনেক কথা কহিলে অথবা গান গাইতে গেলেই স্বর কর্কশ ভাবাপন্ন হয়; প্রতিদিন প্রাতে স্বচ্ছ, দলা দলা শ্লেষ্মা হক্ করিয়া তুলে, কখন কখন রক্তবর্ণ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—কাতর স্বরের সহিত বাবস্থার গভীর শ্বাস।

২৭ কাসি।—প্রাতঃকালে বক্ষে কষ্টকর বেগ তৎসঙ্গে শ্লেষ্মা, রক্তনিষ্ঠীবন।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—মস্তক ফিরাইতে গ্রীবার অনম্যতা।
প্রাতঃকালে, কটিদেশে খঞ্জবৎ বেদনা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—রাত্রে হস্তে ছিন্নবৎ বেদনা, তৎসঙ্গে মণিবন্ধে খট্‌খট্‌ শব্দ।
হস্তের শীর্ণতা।
হস্ত তালুতে কণ্ডূয়ন; অঙ্গুলির উপর এবং মধ্যে মধ্যে ফুস্কুড়ি।
শুষ্ক শল্কবিশিষ্ট উদ্ভেদ, কণ্ডূয়নযুক্ত হস্ততালু; উপদংশিক উদ্ভেদ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জানুসন্ধি বক্র করিতে যাইলে খট্‌খট্‌ শব্দ উৎপন্ন হয়।

নিম্ন পদে অগভীর ক্ষত।
পায়ের শীর্ণতা।
সন্ধ্যাকালে গুল্‌ফের চারিধারে কণ্ডূয়ন; অঙ্গুলিতে ফুস্কুড়ি।
পায়ের ডিমে এবং তলায় খল্লি।
পা দুর্ব্বল বোধ, টাইফাসের পর পক্ষাঘাতের ভয়।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন: ২। বিচরণ: ৩; ১৮, ২১, ২২। সামান্য উদ্যম: ৪০। অবনমন: ৩৩। উত্থান: ২। মস্তকোত্তলন: ২। মস্তক ফিরান: ৩১। শয়ন করিতে হয়: ৩৬।

৩৬ স্নায়ু।—শয়ন করিতে ও নিদ্রা যাইতে অপ্রতিহত প্রবৃত্তি; সহসা শক্তি বিদূরিত হয়।

৩৭ নিদ্রা।—মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে নিদ্রাহীনতা; অগভীর নিদ্রা সামান্য শব্দে জাগ্রত হয়। নিদ্রা যাইলেই চমকিয়া উঠে।
বিবাদ এবং নৃশংসতাবিষয়ক স্বপ্ন।

রাত্রে ক্ষুধা।

প্রত্যুষে এবং প্রতিদিন ঠিক একই সময়ে নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

নিদ্রার পর বেদনার বৃদ্ধি।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১৪, ২৫, ২৭, ৩১। অপরাহ্ন : ৩। সন্ধ্যা : ৪, ২১, ৩৩, ৩৭। রাত্রি : ১৪, ৩২, ৩৩, ৩৭।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—প্রতি বায়ুপ্রবাহে (উষ্ণ হইলেও) অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এবং মস্তকে বেদনা জন্মায়।

সূর্য্য : ৩। গ্রীষ্মকাল : ৩৭।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ।

বাহ্য উত্তাপ, ত্বকে জ্বালা এবং কেবল একস্থানে।

ঘর্ম্ম :—বক্ষে, কুক্ষিতে এবং জননেন্দ্রিয়ে প্রচুর; সামান্য উদ্যমে; নিদ্রা যাইলেই বস্ত্রে পীত বর্ণ দাগ ধরে অথবা শাদা হইয়া থাকে।

৪১ আক্রমণ।—একই সময়ে : ৩৭।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৮, ৪২। বাম : ৩, ১৮।

৪৪ তন্তু।—অতিসার, শীর্ণতা, বিশেষতঃ মুখ, উরুত এবং হস্তের।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—প্রচাপন : ১৮। নখঘর্ষণ : ৪, ৪৬।

৪৬ চর্ম্ম—যকৃত প্রদেশে লাল লাল উদ্ভেদ।

চর্ম্মের স্থানে স্থানে বারম্বার কণ্ডুয়ন, তৎসঙ্গে নখঘর্ষণের উত্তেজনা।

পারদ বা গন্ধক দ্বারা খোস পাচড়া বা কচ্ছু রুদ্ধ করা।

অমুন্নত ক্ষত।

৪৮ সম্বন্ধ।—সিলেনিয়মের প্রতিবিষ :—ইগ্নেশিয়া, পল্স সাটিলা।

চায়না ও সুরার সহিত অসম্মিলন বা অনুপযোগিতা।

ক্রিয়া-প্রতিরোধক (incompatible)—চায়না ও সুরা।

স্কুইলা।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—মনের অতিশয় উদ্বেগ, তৎসঙ্গে মৃত্যুভয়।

সামান্য বিষয়ে রাগান্বিত।

শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা।

২ চৈতন্য।—প্রাতঃকালে বিবমিষা সহ মস্তক ঘূর্ণন।

মস্তক মধ্যে বিঘূর্ণিত এবং গোলমেলে ভাব।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—আকৃষ্টবৎ ও অস্ত্রবিদ্ধবৎ শিরঃপীড়া।

মস্তক তুলিলে তন্মধ্যে স্পন্দন।

প্রাতে জাগ্রত হইলে শিরঃপীড়া সহ চাপ পড়া বেদনা।

উভয় শঙ্খদেশে (রগে) সংকুচিত বেদনা।

সম্মুখ মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

৪ বহির্মস্তক।—প্রাতঃকালে মূর্দ্ধাদেশে বেদনাপূর্ণ স্পর্শানুভব।

৫ চক্ষু।—বাম চক্ষু দক্ষিণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর দেখায়; উপরের অক্ষিপুট স্ফীত।

অক্ষি কনিনীকার সংকোচন।

৬ কর্ণ।—বাম কর্ণের পৃষ্ঠে ছিন্নবৎ বেদনা।

৭ নাসিকা।—কাসিবার সময় শিশু হাঁচিতে থাকে; চক্ষু দিয়া জল পড়ে; চক্ষু এবং নাসিকা মর্দ্দন করে। *হাম।

প্রাতঃকালে বিদাহী, ক্ষতকারক, স্রাবযুক্ত প্রতিশ্যায়।

নাসিকার নিম্নে সরস উদ্ভেদ সহ হুলবিদ্ধবৎ কণ্ডূয়ন।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের পরিবর্ত্তনশীল আকার ও বর্ণ।

জ্বরের উত্তাপকালে মুখমণ্ডলের আরক্ততা, তৎপরে পাণ্ডুরতা।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ওষ্ঠদ্বয় :—উৎক্ষিপ্ত এবং পীতবর্ণ মামড়ী দ্বারা আবৃত কাল এবং ফাটা।

১০ জিহ্বা, ইত্যাদি।—খাদ্য বিশেষতঃ রুটী তিক্ত লাগে; অথবা ঈষৎ মিষ্টাস্বাদযুক্ত, বিশেষতঃ মাংস এবং সূপ বা ঝোল।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্যে প্রচুর আটা আটা শ্লেষ্মা।

১৩ গলমধ্য।—গলকোষে এবং গলার ভিতর জ্বালা; গল মধ্যে শুষ্কতা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অতৃপ্তিকর ক্ষুধা।

অম্ল দ্রব্যে স্পৃহা। শীতল জলের পিপাসা, কিন্তু শ্বাসকৃচ্ছ্রতা জন্য একটু একটু মাত্র পান করিতে পারে।

১৫ পানাহার।—আহারের পর : ২৭। শীতল পানীয় : ২৭।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—শূন্য উদ্গার।

বিবমিষা :—প্রাতঃকালীন কাসীর সময়; অবিরত, পাকাশয়ে, পর্য্যায়-ক্রমে উদরে বেদনা, যেমন উদরাময় হইলে হয়।

১৭ পাকস্থলী।—প্রস্তরের ন্যায় পাকাশয়ে প্রচাপন।

১৯ উদর।—উরাধ্মানের ন্যায়, উদর মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

উদর এবং মূত্রাশয় প্রদেশে বেদনাপূর্ণ স্পর্শানুভব।

২০ মল, ইত্যাদি।—বেদনাশূন্য কোষ্ঠবদ্ধতা।

বারম্বার দুর্গন্ধ আধ্মান বায়ু নিঃসরণ।

অতিসার, মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, মল জলবৎ, হামের সময় কিম্বা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ; পিচ্ছিল তরল, ফেনিল বুদ্বুদযুক্ত।

২১ মূত্র।—মূত্রাধারে অবিরত বেদনাপূর্ণ চাপ।

মূত্র :—বর্দ্ধিত, বর্ণহীন, বেগসহ; অসাড়ে; স্বল্প, ঘোর লাল। *বক্ষোদক পীড়া।

প্রস্রাবকালে বাহ্যে হয়।

২২ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু-গ্রীবার দুর্ব্বলতা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—অস্ফুট কাতরধ্বনিসহ মুখ হা করিয়া থাকে; ফুস্ফুসাবরক-ঝিল্লি প্রদাহ সহ সাঁই সাঁই শব্দযুক্ত, ঘড় ঘড় করা; দ্রুত শ্বাস, সামান্য ব্যায়ামেই।

এরূপ শ্বাসবন্ধ হয় যে পান করিতে পারে না; শিশু আগ্রহের সহিত জলপাত্র ধরে, কিন্তু এক এক চুমুক মাত্র পান করিতে পারে।

২৭ কাশী।—শুষ্ক, রাত্রে এবং প্রাতে, ঘড় ঘড় যুক্ত দ্রুত শ্বাস, নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়; কণ্ঠনালী(টেঁকিয়া)মধ্যে শ্লেষ্মা জন্য আক্ষেপিক কাসী; অথবা বক্ষমধ্যে কীট হন্টনবৎ অনুভূত হয় তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; শীতল পানীয়ে কাসী হয়; বক্ষে সূচীবেধ বা উদরে বেদনা; হাসের অবস্থায়; আহারের পর; প্রতি উদ্যমে।

শাদা অথবা লাল শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন; মিষ্টাস্বাদযুক্ত অথবা দুর্গন্ধ।

সন্ধ্যাকালীন শুষ্ক কাসী অপেক্ষা প্রাতঃকালীন সরল কাসি অধিকতর ক্লান্তিদায়ক।

২৮ ফুস্‌ফুস্‌।—বক্ষমধ্যে সূচীবেধ, বিশেষ শ্বাসগ্রহণকালে এবং কাসিবার সময়; বক্ষপার্শ্বে সূচীবেধ। *প্লুরিসি।

প্রাতে বক্ষবেদনা বৃদ্ধি।

রক্তমোক্ষণের পর, ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহে এবং ফুস্‌ফুসাবরক ঝিল্লি প্রদাহে এই ঔষধ বিশেষরূপে উপযোগী।

বক্ষে গুরুত্ব; বক্ষে রক্তাধিক্য।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী।—নাড়ী ক্ষুদ্র এবং মৃদু, সামান্য কঠিন।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—গ্রীবার কাঠিন্য।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বগলে ঘর্ম্ম।

বাহুর আক্ষেপিক উৎক্ষেপ; হাত ঠাণ্ডা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পায়ের আক্ষেপিক উৎক্ষেপ।

পায়ের ঘর্ম্ম শীতল। কেবল অঙ্গুলিতে ঘর্ম্ম।

ভ্রমণকালে পায়ের তলা লাল এবং টাটায়।

৩৪ সাধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি।—ঊর্দ্ধ এবং নিম্নাঙ্গে ছিন্নবৎ বেদনা এবং অস্থিরতা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আক্ষেপিক উৎক্ষেপ ও সঞ্চালন, প্রাতে ও সন্ধ্যায় এবং সঞ্চালন কালে বৃদ্ধি।

সন্ধিসমূহের অবনমন স্থলে টাটানি বা ক্ষত।

৩৫ **অবস্থিতি, ইত্যাদি**।—সঞ্চালন: ৩৪। ভ্রমণ: ৩৩,৪০। উদ্যম: ২৬, ২৭। উপবেশন: ৪০। উঠিয়া বসিতে হয়: ২৬। মস্তকোত্তলন: ৩।

৩৭ **নিদ্রা**।—নিদ্রালুতা ব্যতীত বারম্বার জৃম্ভন।

অস্থির নিদ্রা, তৎসঙ্গে এপাশ ওপাশ করা।

৩৮ **সময়**।—প্রাতঃকাল: ২, ৩, ৪, ৭, ১৬, ২৭, ২৮, ৩৪। অপরাহ্ণ এবং সন্ধ্যা: ৪০। সন্ধ্যা: ২৭,৩৩,৪০। রাত্রি: ৪০। রাত্রি এবং প্রাতঃকাল: ২৭।

৩৯ **উত্তাপ এবং বায়ু**।—অনাবৃত: ৪০।

৪০ **শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম**।—রাত্রে আভ্যন্তরিক শীতের সঙ্গে বাহ্যিক উত্তাপ।

বিচরণ কালে সন্ধ্যার সময় শীত শীত বোধ, বসিয়া থাকিবার সময় নহে।

শুষ্ক উত্তাপ, দাহযুক্ত, প্রায়ই আভ্যন্তরিক।

সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপ, তৎসঙ্গে হাত পা ঠাণ্ডা এবং অনাবৃত হইতে অনিচ্ছা; উত্তাপের পর মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা।

অপরাহ্ণ এবং সন্ধ্যাকালে সর্ব্বশরীরে অতিশয় উত্তাপ অনুভব, সাধারণতঃ তৎসঙ্গে পা ঠাণ্ডা।

উত্তাপ কালে, যখনই তিনি অনাবৃত হন, তখনই কম্প এবং বেদনায় ক্লেশ পান।

ঘর্ম্মের অভাব।

৪২ **পার্শ্ব**।—দক্ষিণ: ৩,৫। বাম: ৫,৬। বাম হইতে দক্ষিণ: ৩।

৪৩ **চর্ম্ম**।—কচ্ছু বা চুলকনার ন্যায় উদ্ভেদ, তৎসহ জ্বালা এবং কণ্ডুয়ন।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবনমন স্থলে (bends) হাজিয়া যাওয়া।

৪৮ **সম্বন্ধ**।—ব্রায়োনিয়ার পরে ফলপ্রদ।

সোরিনাম।

(কচ্ছু বিষ)

পরীক্ষক:—হেরিং।

১ মন।—অত্যধিক গুরু বস্তু উত্তোলনের পর, ভাব বা চিন্তা বিদূরিত হয়।

স্মরণশক্তি এরূপ দুর্ব্বল যে আদৌ স্মরণ করিতে পারে না, এমন কি তাহার নিজগৃহ চিনিতে পারে না।

যে সকল চিন্তা তিনি মন হইতে বিদূরিত করিতে পারেন না, সেই সকল চিন্তা স্বপ্নে পুনঃ পুনঃ দেখা দেয়।

প্রাতঃকালে মস্তকের বামার্দ্ধভাগে যেন জড়ভাব।

রাত্রে জাগ্রত হইলে স্তব্ধ বা জড় ভাবাপন্ন, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সম্ভোগের পর যেরূপ হয়; মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়।

সমস্ত পূর্ব্বাহ্ণই জড়ভাব। কার্য্যে অপ্রবৃত্তি।

বিষণ্ণ, ভগ্নোৎসাহ, এমনকি, আত্মহত্যার চিন্তা।

▌আরোগ্যবিষয়ে হতাশ; চিন্তাকরে মরিয়া যাইবে, আশাশূন্য; বিশেষতঃ সান্নিপাতিক জ্বরের পর, নাসিকা হইতে রক্তস্রাবের পর অপেক্ষাকৃত ভাল।

▌ধর্ম্মবিষয়ক বিষাদ।

উদ্বেগ, ভয়পূর্ণ, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মন্দ চিন্তা।

প্রফুল্ল, কার্য্যে আনন্দ হয়।

উগ্রস্বভাব, রাগান্বিত, চেঁচা চেঁচি করে; স্নায়বিক, সহজে চমকিয়া উঠে; অস্থির হস্তকম্পন।

মানসিক পরিশ্রমে মস্তকে পূর্ণতা; তীব্র শিরঃপীড়া; মস্তিষ্কমধ্যে দপদপানি; বামশঙ্খদেশে (রগে) বেদনা,।

এমন কি সামান্য আবেগ হইতেই কঠিন পীড়া।

২ চৈতন্য।—মস্তকঘূর্ণনঃ—প্রাতঃকালে; পদার্থ সকল তাহার সহিত

ঘূর্ণিত হইতেছে এরূপ বোধ; শিরঃপীড়া সহ, চক্ষুদ্বয় যেন বহির্ভাগে ঠেলিয়া আসিতেছে এরূপ বোধ।

মূর্দ্ধাদেশে (শীর্ষভাগে) পূর্ণতা, যেন মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।

মস্তকে রক্তাধিক্য, উত্তাপ; রাত্রে স্তব্ধভাব সহ জাগ্রত হয়, স্মরণ করিতে পারে না; কিছুক্ষণ স্থির ভাবে বসিয়া পরে বুদ্ধি স্থির করে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—প্রাতঃকালীন শিরঃপীড়া তৎসহ কপালে প্রচাপন, স্তব্ধতা, টলিয়া পড়া এবং চক্ষু টাটানি।

কপালে গুরুতর আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় অনুভব, তজ্জন্য নিদ্রাভঙ্গ হয়; রাত্রি ১ টা।

প্রাতে উত্থান কালে কপালের ভিতর যেন মস্তিক ধরে না এরূপ বেদনা, যেন ঠেলিয়া বাহির হয়; মাথা বেদনা স্নান ও আহারের পর উপশম।

মস্তকের পশ্চাতে যেন মচকান বেদনা।

খল্লিবৎ সংকোচক শিরঃপীড়া।

যেন ভিতর হইতে বাহিরের দিকে মস্তকে হাতুড়ির দ্বারা আঘাত হইতেছে।

কপাল ও রগের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র স্থানে চাপযুক্ত শিরঃপীড়া, বামপার্শ্বে বেশী; যেন মাতালের ন্যায় বোধ হয়, স্তব্ধ ভাব।

মস্তকে রক্তাধিক্য, গণ্ডস্থল লাল এবং উষ্ণ, মুখমণ্ডলের উদ্ভেদ লাল হয়। আহারের পর প্রতিদিন বৈকালে অত্যন্ত উদ্বেগ।*

গর্ভাবস্থার পঞ্চম মাস।

৪ বহির্মস্তক।—কেশঃ—শুষ্ক এবং চাকচিক্যহীন; সহজেই জড়াইয়া যায়।

মস্তকে চট চটে ঘর্ম্ম।

সমুদয় মস্তক জ্বালা করে।

মস্তকে ফুসকুড়ি, স্ফোটক, বিশ্রী দেখায় এবং দুর্গন্ধ বাহির হয়।

সরস, পূযযুক্ত, দুর্গন্ধ উদ্ভেদ। এবং শুষ্ক উদ্ভেদ।

মস্তক অনাবৃত করিতে অনিচ্ছা ; গ্রীষ্মকালেও মাথায় আবরণ (টুপি) দিয়া থাকে।

* চক্ষু।—চক্ষু সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

আলোকে নিদ্রা না হওয়া।

উৎকণ্ঠার পর চক্ষু সম্মুখে গোলমেলে ভাব।

খোলা বায়ুতে ভ্রমণ কালে আলোকাতঙ্ক।

চক্ষু প্রদাহিত, চক্ষু হইতে জল পড়ে ; এরূপ বেদনা লাগে যে চক্ষু খুলিতে পারে না ; ভ্রূযুগলের উপর নাসিকার নিম্নে বেদনা, এবং মস্তকের পশ্চাতেও ; প্রধানতঃ তাঁহার (স্ত্রী) মাথার কথাই বলেন।

দক্ষিণ চক্ষু প্রদাহিত, অক্ষিপুট মুদিত করিলে কিছু পড়িয়াছে এরূপ প্রতীয়মান, উপুড় হইয়া শুইয়া থাকে।

অক্ষিপুট প্রদাহ, আলোকাতঙ্ক, প্রাতঃকাল এবং দিবসে বৃদ্ধি, শিশু চক্ষু খুলিতে পারে না।

* কর্ণ।—বামকর্ণ মধ্যে গুণ গুণ বা বজ্‌ বজ্‌ শব্দ ; পরে হুলবেধবৎ যন্ত্রণা ; শ্রুতিশক্তি ক্ষীণা।

ঈষৎ লালাভ কর্ণমল বহির্গমন।

■ বাহ্যকর্ণ লাল এবং উহা হইতে রস গড়াইতে থাকে ; মামড়ী পড়ে ; কর্ণের পশ্চাতে টাটানি।

■ কর্ণ হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ পূযস্রাব (জলবৎ, দুর্গন্ধ উদ্গারাদি)।

কর্ণ মধ্যে প্রবল বেদনা, চারিদিন পর্য্যন্ত শয্যাগত করিয়া রাখে ; কর্ণ স্ফীত ; বেদনায় পাগল করিবে এরূপ চিন্তা।

দক্ষিণ কর্ণের পশ্চাতের শব্দবিশিষ্ট পাম্মা বহির্গত হইয়া শিশুর পুরাতন বধিরতা সারিয়া গিয়াছে।

শঙ্খদেশ (রগ) হইতে কর্ণের উপর দিয়া গণ্ড পর্য্যন্ত সক্রমবৎ উদ্ভেদ ; সময়ে সময়ে প্রচুর শব্দ উঠিতে থাকে ; মাথায় কখন কখন বেদনাপূর্ণ কাটা কাটা ফিপীটিকা ; তৎসহ পীতবর্ণ স্রাব, এবং মামড়ী জন্মিয়া থাকে ; অসহ্য কণ্ডূয়ন।

৭ নাসিকা।—আঘ্রাণ শক্তির লোপ।

রক্তের গন্ধ।

নিশ্বাস গ্রহণে নাসিকার চৈতন্যাধিক্য।

দক্ষিণ নাসিকারন্ধ্রে হুলবেধবৎ যাতনা, তৎপরে অত্যধিক হাঁচি।

জ্বালা, তৎপর নাক দিয়া তরলস্রাব নির্গত হইতে থাকে।

নাসিকা মধ্যে শক্ত শ্লেষ্মা; যেন তথায় কিছু আটকান রহিয়াছে; তাহাতে গা বমিবমি করে, অবনত হইলে উপশম।

সর্দ্দি তৎসহ কাসি এবং হরিদ্রা ও সবুজবর্ণের শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন।

নাসিকার মধ্যস্থ অস্থি প্রদাহিত, উহাতে বড় বড় ফুস্কুড়ি।

৮ মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুর, পীতবর্ণ, রুগ্ন; চক্ষুর চারিদিকে নীলিমামণ্ডল।

মুখমণ্ডলে জ্বালাজনক উত্তাপ এবং আরক্ততা।

কপালে পীড়কা।

গণ্ডস্থলের অস্থিতে ক্ষতবৎ বেদনা।

মামরীযুক্ত মুখমণ্ডল, বিশেষতঃ গণ্ডস্থল হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত; ওষ্ঠ প্রভৃতির স্ফীতি।

মুখমণ্ডলে লাল লাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা, বিশেষতঃ নাসিকা, চিবুক ও গণ্ডের মধ্যস্থলে।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—উপর ওষ্ঠ স্ফীত।

ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ এবং ক্ষতযুক্ত।

ওষ্ঠদ্বয় বেদনাযুক্ত, স্ফীত।

চোয়ালে ক্ষতবৎ বেদনা, দক্ষিণদিকে, কর্ণের চারিদিকে; আঙ্গুল যায় এমন মুখ খুলিতে পারে না।

মুখপ্রান্তে ক্ষত; ক্ষৌর কণ্ডুজ মামক প্রভৃতি।

তালুমূল এবং জিহ্বামূলীয় গ্রন্থির স্ফীতভা, স্পর্শে বেদনা; সেই সময়ে সেই স্থানে পূযযুক্ত ফুস্কুড়ি।

১০ দন্ত।—দন্তমধ্যে, একপার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত, এমন কি মস্তক পর্য্যন্ত প্রসারিত, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, তৎসহ দক্ষিণ গণ্ডমধ্যে জ্বালা এবং স্ফীতি।

দন্ত এরূপ শিথিল বোধ যে পড়িয়া যাইবার ভয়; স্পর্শে বৃদ্ধি।

মাড়ীতে ক্ষত।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ লোপ সহ সর্দ্দি।

আস্বাদ :—তিক্ত, পানাহার কালে থাকে না; মুখ মধ্যে দুর্গন্ধ প্রচুর শ্লেষ্মা, বহির্বায়ুতে কম।

জিহ্বা :—শুষ্ক; অগ্রভাগ শুষ্ক, দগ্ধবৎ বোধ; শ্বেত লেপ; পীতবর্ণ; ঈষৎ শ্বেতাভ-পীতবর্ণ লালায় ঘনাবৃত।

১২ মুখমধ্য।—মুখের ভিতর শুষ্কতা ও জ্বালা।

শুড়শুড়ি, জ্বালা; মুখগহ্বর প্রদাহিত, ক্ষতযুক্ত, উষ্ণখাদ্যে বৃদ্ধি; শীতল খাদ্যে বিরক্ত নহে।

অধরের মধ্য বা অভ্যন্তর দিকে ফোস্কা; বেদনাপূর্ণ ও জ্বালাকর।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে কঠিন শ্লেষ্মা, হক্‌হক্‌ করা।

গলার ভিতর জ্বালা, দগ্ধবৎ বোধ।

গলমধ্যে যেন কিছু আটকাইয়া আছে, হক্‌ করিয়া কাসিতে দেয় না।

* লালা গিলিতে বেদনা।

কষ্টকর গলাধঃকরণ, গলা স্ফীত বোধ।

দক্ষিণদিকের গলকোষে ক্ষত, গভীর বেদনা এবং জ্বালা বর্ত্তমান থাকে।

টন্‌সিলাইটিস্; সব্‌ম্যাক্সিলারি গ্রন্থি স্ফীত; দুর্গন্ধ কর্ণস্রাব।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—বিচরণের পর অত্যন্ত ক্ষুধা।

এরূপ ক্ষুধার্ত্ত যে মধ্য রাত্রিতে রুটী খাইতে হয়।

টাইফসের পর ক্ষুধা থাকে না।

ক্ষুধা থাকে না অথচ প্রবল পিপাসা।

১৫ পানাহার।—আহারের পর : ২,৩। আহার কালে : ১১। উষ্ণখাদ্য : ১২। শীতল খাদ্য : ১২। পান : ১১।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—উদ্গার :—পচা ডিম্বের স্বাদ; অম্ল, পচা।

বিবমিষা :—প্রাতঃকালে, তৎসঙ্গে কটিদেশে বেদনা; সমস্ত দিন, বমনসহ; বমন, প্রথমে রক্ত, তৎপরে, অম্ল, আটাআটা তরল পদার্থ।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে যন্ত্রী।

পাকাশয়-গহ্বরে তীব্র হুলবেধবৎ বেদনা।

পাকাশয়ের দৌর্ব্বল্য।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—পুরাতন যকৃৎ প্রদাহ।

যকৃৎ প্রদেশে গভীর বেদনা, চাপনে, দক্ষিণদিকে শয়নে, কাসী হাস্য বা নিশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি।

প্লীহা এবং যকৃৎ মধ্যে তীব্র হুলবেধবৎ বেদনা।

১৯ উদর।—শূলবৎ বেদনা, দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণে উপশম।

অশ্ব বা যানারোহণে উদরে বেদনা।

উদর বিস্তৃত।

কুচকির গ্রন্থিতে তীব্র হুলবেধ বেদনা।

বিচরণকালে দক্ষিণ কুচকির মধ্য দিয়া বেদনা।

ইনগুইন্যাল হার্ণিয়া বা অন্ত্রবৃদ্ধি।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—তরল, দুর্গন্ধ, পচা ডিম্ব বা শবের মত ; রাক্তে সবুজ শ্লেষ্মা, রক্ত মিশ্রিত ; পুনঃপুনঃ, তরল ; রাত্রিতে বৃদ্ধি।

যানারোহণ কালে পেট বেদনা এবং বাহ্যের প্রবৃত্তি।

পুরাতন উদরাময়।

কোষ্ঠবদ্ধ ; কটিতে বেদনা ; গুহ্যদ্বার দিয়া রক্তস্রাব।

সরলান্ত্র হইতে প্রচুর রক্তস্রাব, তৎসহ কষ্টকর ও কঠিন বাহ্যে।

জ্বালাযুক্ত অর্শের বলি বা অর্ব্বুদ।

অশ্বারোহণে সরলান্ত্রে এবং গুহ্যদ্বারে ক্ষত বা হাজিয়া যাওয়া।

২১ মূত্র।—অসাড়ে মূত্রস্রাব, ইহা ধারণ করিতে পারেনা।* টাইফস্।

বারম্বার, স্বল্পমূত্র ; মূত্রমার্গে জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মূত্র ঘন, ঈষৎ শাদা, ঘোলাটে, লাল অধঃক্ষেপযুক্ত, উপরে সর পড়ে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—ধ্বজভঙ্গ, সহবাসকালে রেতঃপাত হয় না।

সহবাসে বিতৃষ্ণা।

মুষ্ক এবং শুক্রবাহী নলীতে আকৃষ্টতা।

উপস্থ (লিঙ্গ) শিথিল, জড়বৎ।

লিঙ্গমণিতে প্রদাহিত ক্ষত, তৎসঙ্গে মুষ্কের স্ফীতি এবং শক্তত্ব।

প্রস্রাবের পূর্ব্বে প্রষ্টেটিক্ রস নির্গত হয়।

মেঢ্রত্বকের প্রান্তে মাংসবৃদ্ধি, তৎসহ জ্বালা এবং কণ্ডূয়ন।

পুরাতন, বেদনাবিহীন প্রমেহ, বস্ত্রে পীতবর্ণ দাগ ধরে।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—স্ত্রীদিগের বিটপ প্রদেশে চিমটীকাটার ন্যায় বেদনা।

প্রবল আঘাতের পর বাম ডিম্বাধারের কাঠিন্য; তৎপরে সর্ব্ব-শরীরে এবং মুখমণ্ডলে কণ্ডূয়নশীল উদ্ভেদ।

দক্ষিণ কুচকির উপরে শক্ত গুটির মত, কাপড়ের চাপ লাগিলেও বেদনা বোধ হয়।

ঋতুবন্ধ :—সোরা-দোষগ্রস্তা স্ত্রীদিগের, যখন মরুবৎ উদ্ভেদে পুরু মামড়ী পড়িয়া থাকে; যক্ষ্মাকাস রোগের সঞ্চেণ

বয়ঃসন্ধিকালে কষ্টরজঃ।

শ্বেতপ্রদর, বড় বড় দলা দলা, অসহ্য গন্ধ; স্কন্ধাস্থির মধ্যে এবং দক্ষিণ কোমরে প্রবল বেদনা।

২৪ গর্ভ।—গর্ভাবস্থায় :—রক্তাধিক্য; ভ্রূণ অতিশয় প্রবলভাবে সঞ্চালিত হইতে থাকে, উদরাধ্মান; বিবমিষা বমন।

স্তন বেদনাপূর্ণ, স্ফীত; চুচুকের আরক্ততা, চারিদিকে জ্বালা।

স্তনের কর্কট রোগ।

চুচুকের চারিদিকে কণ্ডূয়নশীল পীড়কা; রসগড়াইতে থাকে।

* গর্ভের দ্বিতীয় মাসে।

২৫ লেরিংক্স।—কথা কহিতে স্বরভঙ্গ, লেরিংক্সে শ্লেষ্মা বদ্ধ।

গুড় গুড়ি যেন গলমধ্য সরু হইয়া গিয়াছে, কাসিলে সে ভাব সরস পড়ে।

কথোপকথন অত্যন্ত ক্লান্তিকর।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—ক্ষুদ্র শ্বাসযুক্ত।

অতি ক্লেশে বক্ষ বিস্ফারিত হয়।

উৎকণ্ঠাযুক্ত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, তৎসঙ্গে হৃদ্‌কম্পন।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, উঠিয়া লিখিতে গেলে বৃদ্ধি, শয়নে উপশম ; বাহুদ্বয় যতই শরীরের নিকটে লইয়া আইসে ততই বৃদ্ধি ।

হাঁপানির আক্রমণ, তৎসঙ্গে বক্ষোদক পীড়া।

শ্বাস গ্রহণকালে বক্ষে ও পৃষ্ঠে, পশ্চাৎদিক হইতে সম্মুখদিকে সূচীবেধ।

২৭ কাসী।—শুষ্ক, হক্‌হক্‌ করিয়া কাসী, টেকিয়া মধ্যে কণ্ডূয়ন জন্য ; শুষ্ক, তৎসহ বক্ষমধ্যে দুর্ব্বলতা, গুরুত্ব বা টাটানি; সন্ধ্যাকালে গলা ও বক্ষমধ্যে বেদনা, কথা কহিলে হয়, স্থিরভাবে থাকিলে উপশম ; সবুজ গয়ার, প্রাতে জাগিলে এবং সন্ধ্যাকালে শয়নে বৃদ্ধি, অনেকক্ষণ কাসিয়া তবে গয়ার তুলিতে হয়।

ফুস্‌ফুসের পুরাতন সর্দ্দি, ক্ষয়ক স রোগ হইবার উপক্রম।

২৮ ফুসফুস।—ফুস্ফুসীয় ক্ষয়কাসরোগ।

বক্ষমধ্যে জ্বালাযুক্ত চাপপড়া।

বক্ষমধ্যে বেদনা, অত্যন্ত উদ্বেগ, সময়ে সময়ে এরূপ আক্রমণ হয়।

বক্ষোদক পীড়া।

শয়নাবস্থায় বক্ষের উপসর্গ কম থাকে।

দক্ষিণদিকে প্রবল বেদনা, দশম পঞ্জরাস্থির বিপরীত স্থলে।

দক্ষিণ দিকের বেদনা, সঞ্চালন, হাস্য ও কাসিতে বৃদ্ধি ; তৎসহ ঘর্ম্ম।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড ও নাড়ী।—হৃদ্‌পিণ্ডাবরক ঝিল্লিপ্রদাহ, সোরাদোষ (psora) হইতে উৎপন্ন ; স্থির হইয়া শয়ন করিলে উপশম।

আমবাতিক হৃদ্‌পিণ্ডপ্রদাহ; জলসঞ্চয়, শয়নে অক্ষম।

৩০ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—গ্রীবাতে বেদনাপূর্ণ অনম্যতা, পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়ে টাটানি ও ছিন্নবৎ বেদনা।

গ্রীবার গ্রন্থির স্ফীতি, তথা হইতে মস্তকে বেদনা প্রসারিত।

স্কন্ধাস্থি মধ্যে ছিন্নবৎ এবং সূচীবেধ বেদনা।

ভুক্তবৎ প্রবল কটিশূল, সোজা হইতে পারে না।

কটিদেশে বেদনা, দৌর্ব্বল্য মত।

কটিদেশের বেদনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

৬২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—দক্ষিণ স্কন্ধে খঞ্জবৎ ও ক্ষতবৎ বেদনা; হস্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত স্কন্ধ হইতে হস্তপর্য্যন্ত পক্ষাঘাত এবং খঞ্জবৎ বেদনা।

কনুই সন্ধির অবনমন স্থলে এবং মণিবন্ধের চারিদিকে উদ্ভেদ।

বাহুমধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা।

হস্তপৃষ্ঠে তাম্রবর্ণ লাল লাল ফুস্কুড়ি।

হস্তে অঙ্গুলির অগ্রভাগে পীড়কা পুযযুক্ত।

অঙ্গুলির মধ্যে মধ্যে কণ্ডূয়ন; ফোস্কা।

হস্ততালু ঘর্ম্মাক্ত, বিশেষতঃ রাত্রে।

বাম হস্তে আলপীনের মাথার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁচিল।

৬৩ নিম্নাঙ্গ।—বঙ্খনসন্ধিতে বেদনা যেন অস্থি স্থানচ্যুত হইয়াছে, ভ্রমণ করিলে বৃদ্ধি।

পদদ্বয়ে বেদনা, বিশেষতঃ পায়ের অস্থি এবং তলদেশে, যেন অত্যধিক বিচরণ জন্য ঐরূপ হইয়াছে।

গৃধ্রসীর মত বেদনা; বিচরণ কালে জানু পর্য্যন্ত টান টান ভাব।

পায়ে ফুস্কুড়ী ও পীড়কা হইতে রস গড়াইতে থাকে, আকারে বৃদ্ধি পায় এবং তৎসঙ্গে ছিন্নবৎ বেদনা।

জানুসন্ধির অবনমন স্থলে শুষ্ক [illegible]বৎ উদ্ভেদ।

পুরাতন জানুসন্ধি প্রদাহ।

নিম্ন পায়ে ক্ষত, তৎসঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য কণ্ডূয়ন।

পা অসাড়।

পায়ের তলায় উত্তাপ এবং কণ্ডূয়ন।

পায়ের তলদেশে উদ্ভেদ, শীঘ্রই পুরু, শল্কযুক্ত হইয়া উঠে; পুযযুক্ত; সময়ে সময়ে কণ্ডূয়ন ও বেদনাযুক্ত, তজ্জন্য নিদ্রা হয় না।

৬৪ সাধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি।—সন্ধিবাত (Arthritis); আমবাত (Rheumatism), বিশেষতঃ পুরাতনাকারের।

বাম হাঁটু এবং বাম বগলে ছিন্নবৎ বেদনা।

হাত ও পা কাঁপে।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি—বিশ্রাম : ১৮, ২৭, ৩১। শয়ন : ২৬, ২৭, ২৮, ২৯; দক্ষিণদিকে : ১৮। শয়ন করিতে পারে না : ২১। উঠিয়া বসিলে : ২৬। দণ্ডায়মান : ১৮। সঞ্চালন : ১৮, ২৮, ৩১। উদ্যম : ৩৬, ৪৬। বিচরণ : ৫, ১৪, ১৮, ১৯, ২৩, ৩৩। অবনত : ৭। উত্থান : ৩, ৩১। উঠিতে বাধা হয় : ২। পশ্চাদ্দিকে বক্র : ৩১। সোজা করিতে পারে না : ৩১। গুরু দ্রব্য উত্তোলন : ১।

৩৬ স্নায়ু।—দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ রোগজ গঠনগত বিকৃতি ব্যতীত।

তরুণ পীড়ার পর দৌর্ব্বল্য; সন্নিপাত জ্বরের পর, তৎসহ আরোগ্য সম্বন্ধে নিরাশা; যে সময়ে পীড়িত নহে, সেই সময়ে পীড়িত মনে করে, ক্ষুধা হয় না; সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম হয়।

স্নায়বিক, সহজেই চমকিয়া উঠে।

অঙ্গুলি ও কণ্ডরা প্রভৃতির উৎক্ষেপ।

৩৭ নিদ্রা।—দিবসে নিদ্রালু; অসহ্য কণ্ডূয়ন জন্য রাত্রে নিদ্রাহীনতা; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; মস্তকে রক্তাধিক্য।

পীড়িত শিশুগণ দিবারাত্রির মধ্যে নিদ্রা যায় না কেবল খুঁত খুঁত করে, বিরক্ত করে, ক্রন্দন করে।

সুস্পষ্ট স্বপ্ন, জাগ্রত হইলেও সে ভাব যায় না।

চোর বা দস্যু, বিপদ, ভ্রমণ বিষয়ক স্বপ্ন।

রাত্রি ১২ টার পর নিদ্রা হয় না, মস্তকে রক্তাধিক্য জন্য।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১, ২, ৩, ৫, ১৬, ২৭। অপরাহ্ণ : ২। সন্ধ্যা : ৫, ২৭, ৪০। রাত্রি : ১, ২, ৩, ১৪, ২০, ৩২ ৩৭। মধ্য রাত্রির পর : ৩৭। দিবস : ৫, ১৬, ৩৭।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু ও বজ্রাঘাতের কএকদিন পূর্ব্বে এবং তৎসময়ে যেন রক্ত মধ্যে অস্বচ্ছন্দতা বোধ।

প্রতি শীতকালে কাসীর প্রত্যাবর্ত্তন।

উষ্ণ ঋতু : ৪। উষ্ণতা : ৪৬। শয্যায় : ৪৭। বায়ু : ৭, ১১। অনাবৃত : ৪। ধৌতকরণ : ৩।

৫০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীতার্ত্ত, সন্ধ্যাকালে, উপর বাহু এবং উরুতে, তৎসহ পিপাসা; পান করিলে কাশী হয়।

সন্ধ্যাকালে উত্তাপ, প্রলাপ, প্রবল পিপাসা তৎপরে প্রচুর ঘর্ম্ম।

যানারোহণে উত্তাপ।

প্রচুর ঘর্ম্ম।

সহজেই ঘর্ম্ম হয়, দুর্ব্বল।

টাইফস্ :—শয্যাবস্ত্র খোঁটা, শূন্যে দ্রব্য জন্য হস্ত প্রসারণ।

৫১ আক্রমণ।—প্রতিদিন এক সময়ে।

একদিন অন্তর :—শিরঃপীড়া, পিপাসা, কম্প বা শীত।

৫২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১৩, ১৮, ১৯, ২৩, ২৮, ৩২। বাম : ১, ২, ৩, ৬, ১৮, ২৩, ৩২, ৩৪। দক্ষিণ হইতে বাম : ৫। পাশাপাশি : ১০। ভিতর হইতে বাহিরের দিকে : ৩, ৪। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ দিকে : ২৬। উর্দ্ধহইতে নিম্নদিকে : ৩২, ৩৩।

৫৩ তন্তু।—গাত্রে কেমন এক প্রকার খারাপ গন্ধ, স্নান করিলেও যায় না।

গভীর দুর্গন্ধ পুযস্রাবী ক্ষত।

অস্থিক্ষয় রোগ।

শোথ।

৫৪ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৯, ১০, ৩৩। প্রচাপন : ১৮, ৩০। প্রবল আঘাত বা ধাক্কা : ২৩। নখঘর্ষন : ৪৬। যানারোহণ : ১৯, ২০, ৪০।

৫৫ চর্ম্ম।—সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য কণ্ডূয়ন; শয্যায় এবং উষ্ণতায় বৃদ্ধি; রক্তপাত না হওয়া পর্য্যন্ত নখঘর্ষন বা চুলকান।

চর্ম্মের এখানে সেখানে পীতবর্ণ পীড়কা সহ মলিন চাকচিক্য বা তৈলাক্তভাব।

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লালবর্ণ উদ্ভেদ, তাহা হইতে সাদা শল্ক জন্মে।

সর্ব্ব শরীর খোষ বা শল্কযুক্ত, বিশ্রী; কষন বা কণ্ডূয়নযুক্ত; নখঘর্ষণে প্রবৃত্তি, উহাতে উপশম হয়।

তাম্রবর্ণ পীড়কা, চুলকায় না।

কণ্ডুয়ন বা কচ্ছু :—কচ্ছুর পরে স্ফোটক।

সর্ব্বাঙ্গে মামরীযুক্ত উদ্ভেদ।

কচ্ছু বিলোপের পর :—শীতপিত্ত প্রত্যেক উদ্যমের পর আক্রমণ; গুটিকা রোগ (টুবার্কুলোসিস)।

৪৭ অবস্থা।—গণ্ডমালা দোষযুক্ত ; স্নায়বিক, অস্থির, সহজে চমকিয়া উঠে। সোরাদোষযুক্ত (Psoric) ধাতু ; যখন অন্যান্য ঔষধে স্থায়ীভাবে উপকার করিতে পারে না ; প্রবল পীড়ার পর প্রতিক্রিয়ার অভাব।

পাণ্ডুবর্ণ, রুগ্ন শিশুগণ।

৪৮ সম্বন্ধ।—অবশিষ্ট জ্বালা (চুচুকের চারি ধারের) কার্ব্ব ভেজিটেবিলিসে আরোগ্য হইয়াছে : ২৪।

গর্ভাবস্থায় বমন কেবল ল্যাক্‌টিক্ এসিডে উপশম থাকিলে সোরিনামে আরোগ্য হয়।

ডিম্বাধারে আমবাত জন্য আর্ণিকা, তৎপরে সোরিনম।

স্তনের কর্কট রোগে সোরিনামের পর সলফর দিবে।

প্রতিবিষ :—কার্ফি।

হাইড্রাষ্টিস ক্যানাডেন্সিস।

পরীক্ষক :—বার্ট।

১ মন।—বিস্মৃতিযুক্ত ; যাহা পড়িতে থাকে অথবা যে বিষয়ে কথা কহিতে থাকে, তাহা মনে থাকে না।

উগ্র স্বভাব ; হিংস্রক হইবার প্রবৃত্তি।

২ চৈতন্য।—পানোন্মত্তবৎ বোধ ; শিরঃপীড়া ; দুর্ব্বলতা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—চক্ষুর উপর সম্মুখ মস্তকে অত্যুগ্র শিরঃপীড়া; সর্দ্দিজ। দুই রগে এবং চক্ষুর উপরে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা ; বাম দিকে বেশী ; হস্ত দ্বারা চাপিলে উপশম।

সম্মুখ কপালের অতীব্র শিরঃপীড়া, তৎসঙ্গে পাকাশয়াধঃ প্রদেশে (Hypogastrium)এবং পশ্চাৎ কটিতে অনুগ্র বেদনা।

৪ বহির্মস্তক।—এক দিন অন্তর মস্তকের শীর্ষদেশে শিরঃপীড়া, বেলা ১১ টার সময় আরম্ভ, তৎসঙ্গে বিবমিষা এবং উৎকণ্ঠা।

সম্মুখস্থ কেশের প্রান্ত ভাগে পামা; ঠাণ্ডা হইতে উষ্ণগৃহে আসিলে বৃদ্ধি; ধৌত করিলে রস গড়াইতে থাকে।

৫ চক্ষু।—বেদনা ও জ্বালা করে; প্রচুর অশ্রুস্রাব।

কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা; গণ্ডমালা দোষগ্রস্ত চক্ষুপ্রদাহ, তৎসঙ্গে কখন ক্ষত থাকে, কখন থাকে না; ঘন শ্লেষ্মাস্রাব।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে যন্ত্র বা কলের ন্যায় গর্জ্জন শব্দ।

ঘন শ্লেষ্মাস্রাববিশিষ্ট কর্ণস্রাব রোগ; পটহ বেগুণে বর্ণ।

৭ নাসিকা।—জলবৎ, বিদাহী প্রতিশ্যায়; নাসিকা মধ্যে জ্বালা, দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে বেশী; গৃহমধ্যে আসিলে স্বল্প এবং বাহিরে প্রচুর স্রাব; গলমধ্যে ও বক্ষমধ্যে ক্ষতবৎ টাটানি।

হাঁচি, তৎসঙ্গে চক্ষুর উপর পূর্ণত্ব বোধ, সম্মুখ কপালের শিরঃপীড়া, দক্ষিণ বক্ষস্থলে এবং বাহুদ্বয় বহিয়া বেদনা।

নাসিকার পশ্চাৎ ছিদ্র হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ঘন, দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা স্রাব।

নাসিকা মধ্যস্থ উপাস্থিতে ক্ষত, স্পৃষ্ট হইলে রক্তস্রাব; দক্ষিণ নাসাপুটের অভ্যন্তরস্থ প্রান্তে বেদনা এবং পুরু।

পতিনস্য, তৎসঙ্গে রক্তবর্ণ পূষময় স্রাব।

দক্ষিণ নাসারন্ধ্র মধ্যে (একটী চুলের মত) শুড়শুড়ি।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখাবয়ব ক্লান্ত, চর্ম্ম পাণ্ডুবর্ণ অথবা পীতাভ শ্বেত।

উত্তাপের আবেশের পর বিসর্প সদৃশ উদ্ভেদ।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ওষ্ঠে উপক্ষত; জিহ্বা স্ফীত।

১০ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—বিস্বাদ; মরিচের ন্যায়।

জিহ্বা:—স্ফীত, তাহাতে দন্তের চিহ্ন দেখা যায়; শ্বেত লেপাবৃত অথবা মধ্যে মধ্যে পীতবর্ণ দাগ দাগ।

জিহ্বা দগ্ধবৎ, পরে জিহ্বাগ্রে একটী ফোস্কা হয়।

মুখমধ্য।—অত্যধিক ঘন, দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা স্রাব।

পারদ বা অন্য পদার্থ কর্ত্তৃক পাকাশয় প্রদাহ; স্তন্যদায়িনী স্ত্রীলোক বা দুর্ব্বল শিশু।

গলমধ্য।—গলকোষ (ফসেস) ও নাসিকার পশ্চাৎ ছিদ্র হইতে দুশ্ছেদ্য পীতবর্ণ শ্লেষ্মা হক্ করিয়া কাসিয়া তুলে; গলার ভিতরে ক্ষত; পারদ ব্যবহারের পর।

পানাহার।—পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা জন্য অজীর্ণতা।

রুটি কিম্বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ আহারে অম্ল হয়, দুর্ব্বলতা, অজীর্ণ।

বিবমিষা এবং বমন।—অম্ল তরল পদার্থের উদ্গার।

যাহা আহার করে সমস্তই বমি হয়, কেবল দুগ্ধ ও জল বমন হয় না।

* কর্কট রোগ।

পাকস্থলী।—পাকাশয়ে দৌর্ব্বল্য; তৎসঙ্গে প্রবল হৃদ্‌কম্পন।

প্রকৃত পক্ষে পাকাশয় অন্তঃপ্রবিষ্ট, দুর্ব্বল, যেন মূর্চ্ছা প্রায়। * শিশুর শীর্ণতা প্রাপ্তি রোগ (Marasmus)।

তরুণ, কষ্টপ্রদ, কর্ত্তনবৎ বেদনা।

পুরাতন পাকাশয়িক সর্দ্দি।

কর্কট সদৃশ রোগ সহ শীর্ণতা এবং অসাড়তা।

হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতের জড়তা বা নিষ্ক্রিয়তা, তৎসঙ্গে বর্ণহীন, স্বল্প মল।

যকৃতের হ্রস্বতা বা শুষ্কতা। * শিশুর শীর্ণতা প্রাপ্তি।

কামলা রোগের সহিত পাকাশয়াদির সর্দ্দি।

উদর।—নাভি প্রদেশে জ্বালা, তৎসঙ্গে পাকাশয়োর্দ্ধ দেশে (এপিগ্যাষ্ট্রিয়ম) অসাড়তা এবং দুর্ব্বলতা।

উচ্চরবে অন্ত্রকূজন, তৎসঙ্গে পাকাশয়াধঃদেশে এবং কটিতে কামড়ানি; সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

কর্ত্তনবৎ, শূল বেদনা সহ উত্তাপ ও দুর্ব্বলতা; বায়ুনিঃসরণে উপশম; কোষ্ঠবদ্ধতা।

মূত্রাশয়াবরোধে, মূত্র পরিমাণে অল্পরক্তিম, কর্দমবৎ, বেদনা, বাহ্যের [illegible]

[illegible]

[illegible] প্রথমে [illegible] বেদনা, তৎপরে [illegible] এবং মূত্রে জ্বালা এবং [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ইত্যাদি ।—দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ ।

[illegible] মূত্র [illegible] সরল [illegible] ; [illegible] সবুজ ।

মল [illegible] ; [illegible]

[illegible] ; [illegible] সমস্ত [illegible] ।

[illegible]

[illegible] ।—মূত্রস্থ প্রদেশে অত্যন্ত কামড়ানি ।

মূত্র ।—পাঁচ বৎসর বর্ত্তিত ও প্রতিক্রিয়া কিছুই থাকে না ।

মূত্রাধারের [illegible] ।

[illegible] পুং জননেন্দ্রিয় ।—[illegible] পর [illegible] ।

[illegible] দ্বিতীয়াবস্থা [illegible] ।

[illegible] অপূর্ণ [illegible] ।

[illegible] হইতে [illegible]

[illegible] এবং তথা হইতে [illegible] ।

[illegible] স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ।—[illegible], [illegible], বল, পীতবর্ণ [illegible] ।

[illegible] এবং [illegible] ; [illegible] ; [illegible] ।

[illegible] (Pruritus), [illegible] ; [illegible] ।

[illegible] লৌহিত্য [illegible] ।—[illegible] মধ্যে [illegible]

[illegible] ।—[illegible] কাশি, [illegible]

[illegible] ।—[illegible] এবং জ্বালা ।

[illegible] ; বল, পীতবর্ণ, [illegible]

[illegible]

[illegible] এবং [illegible] ।

[illegible] নাড়ী ।—[illegible] ।

জ্বরের শীতাবস্থায় নাড়ী মৃদু।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—গ্রীবার পেশীতে ক্ষতবৎ টাটানি বোধ।

কটিদেশে এবং অন্যান্য অঙ্গে ক্লান্তিপ্রদ কামড়ানি; জানু কামড়ানি।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—মস্তক হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত বেদনা, তৎসহ উভয় মধ্যে কামড়ানি, বামদিকে বেশী।

কনুই, সম্মুখ বাহু, দক্ষিণ স্কন্ধ এবং বাম হস্তের অঙ্গুলিতে আমবাতিক বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বিচরণ কালে দক্ষিণ বঙ্ক্ষণ (hip) হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত বেদনা; দাঁড়াইতে বা কাহারও ভার সহ্য করিতে পারে না।

উপবিষ্টাবস্থায় বাম জানুর বহিঃপ্রদেশ কামড়ানি, ভ্রমণে বৃদ্ধি।

পা দুর্ব্বল, হাঁটু দুর্ব্বল; কামড়ানি বেদনাবিশিষ্ট।

বাম পদের তলদেশ কামড়ানি; কিছুতেই উপশম পায় না।

পায়ে বিলম্বে আরোগ্যবিশিষ্ট (atonic) ক্ষত।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্লান্ত, কামড়ায়, প্রতিশ্যায়।

দক্ষিণ বাহু এবং পায়ে সঞ্চরণশীল বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি।—প্রাতঃকাল: ১৯। বিচরণ: ৩৩। উপবেশন: ৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—দৌর্ব্বল্য, অসাড়তা। শারীরিক অবসন্নতা, দুর্ব্বলতা।

বারম্বার সহসা মূর্চ্ছার ন্যায় আবেশ, তৎসহ সর্ব্বাঙ্গে প্রচুর শীতল ঘর্ম্ম। *গলার ভিতরে বামদিকে কর্কটীয় ক্ষত।

৩৭ নিদ্রা।—কটিশূল এবং নাভিমধ্যে অত্যুগ্র বেদনায় নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

বিরক্তিকর স্বপ্ন, অস্থির নিদ্রা।

জাগ্রত করিতে কষ্ট।

৩৮ সময়।—প্রাতে অথবা সন্ধ্যায়: ৪০। বেলা ১১ টার সময়: ৪।

সন্ধ্যা: ৪০। রাত্রি: ৪৬।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—প্রাতে বা সন্ধ্যায় শীত:—শীত বিশেষতঃ পৃষ্ঠে বা উরুতে তৎসঙ্গে কামড়ানি; নাড়ী মৃদু।

উত্তাপের আবেশ। সর্ব্বাঙ্গে অতিশয় উত্তাপ। অবিরত অতীব্র জ্বালাযুক্ত বেদনা (সন্ধ্যার সময়)।

পাকাশয়িক, পৈত্তিক এবং সান্নিপাতিক প্রকৃতির জ্বর সহ পাকাশয়িক গোলযোগ, কামলা এবং পরবর্ত্তী দৌর্ব্বল্য।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৭, ২২, ৩২, ৩৩, ৩৪। বাম: ৩৭, ১৯, ২২, ৩২, ৩৩, ৩৪। দক্ষিণ হইতে বাম: ২২, ৩৪। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে: ১৯, ২২, ৩৩। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধ দিকে: ২২।

৪৪ তন্তু।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি:—নিঃস্রব বর্দ্ধিত, দুশ্ছেদ্য, রজ্জুবৎ; ছাল উঠিয়া যায়। পেশীর দৌর্ব্বল্য (atony.)।

শিশুর শীর্ণতা প্রাপ্তি। গণ্ডমালা দোষ। কর্কটরোগ দূষিত ধাতু।

কর্কট শক্ত, সংলগ্ন, চর্ম্ম দাগদাগ, কুঞ্চিত; ছুরিকাদ্বারা কর্ত্তনবৎ বেদনা; স্তনদ্বয়ে।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—হস্ত দিয়া মাথা চাপিলে উপশম।

কটিদেশে বা কোমরে কাপড় অসহ্য বোধ।

স্পর্শ:—৭।

৪৬ চর্ম্ম।—মুখমণ্ডল, গ্রীবা, হস্ততালু, অঙ্গুলি এবং মণিবন্ধের সন্ধিতে বিসর্প সদৃশ উদ্ভেদ, তৎসহ উন্মাদকর, জ্বালাজনক উত্তাপ, তৎপরে চর্ম্ম উঠিয়া যায়; বেদনা রাত্রে বৃদ্ধি।

লুপস (lupus) বা বৃকরোগ।

বসন্ত উদ্ভেদের গুড়গুড়িযুক্ত কণ্ডূয়ন; মুখমণ্ডল স্ফীত; কৃষ্ণবর্ণ পীড়কা; গলমধ্য ক্ষতবৎ; অতিশয় শয্যাশায়ী দুর্ব্বলতা।

৪৭ অবস্থা।—বৃদ্ধ ব্যক্তি: ২৮।

৪৮ সম্বন্ধ।—হাইড্রাষ্টিসের প্রতিবিষ:—সলফর (মস্তকের লক্ষণ এবং গৃধ্রসী (Sciatica) বেদনায়।

পারদ বা ক্লোরেট অভ পটাসের মন্দ ফল।

বৃক বা লুপাস (lupus) রোগে আর্সেনিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ক্যালিবাইক্রোমিকক্রম তুলনা কর।

হাইপারিকম্।

পরীক্ষক:—হেরিং।

১ মন।—লিখিতে ভুল করে; অক্ষর পড়িয়া যায়; যাহা বলিবার ইচ্ছা তাহা ভুলিয়া যায় (স্ত্রী)। গোলমেলে ভাব।

বুদ্ধিশক্তির বৃদ্ধি।

মস্তিষ্ক উত্তেজিত, যেমন চা-পানের পর হয়।

প্রেতাত্মা ও ছায়া মূর্ত্তি দর্শন করে। প্রলাপ।

সঙ্গীতের পর ক্রন্দন এবং উচ্চ চীৎকার, তৎসঙ্গে শ্বাসকষ্ট।

অতিশয় উদ্বেগ; (মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লি প্রদাহ রোগেও)।

বিষণ্ণতা, উগ্র স্বভাব, তীব্রভাবে কথা কহিতে প্রবৃত্তি; ভাল নিদ্রা হয় নাই, জাগিলে অলস বোধ।

ভয় জন্য মন্দফল। উপঘাতের (shocks) মন্দফল বিদূরীত করে।

২ চৈতন্য।—রাত্রিকালে মস্তকের শীর্ষ দেশে বজ্‌বজ্‌ শব্দমত অনুভব, যেন মস্তিষ্ক মধ্যে কোন জীবন্ত পদার্থ রহিয়াছে।

যেন শূন্যে উৎক্ষেপিত হইয়াছে এরূপ অনুভব; সামান্য স্পর্শে বা সঞ্চালনে সেই উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া যাইবে এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন; তৎসহ শিরঃপীড়া। * পশ্চাৎ মস্তক ফিরিয়া পতনের পর।

মস্তক মধ্যে পূর্ণত্ব ও গুরুত্ব বোধ।

রাত্রে মস্তক ঘূর্ণন, তৎসঙ্গে মূত্র বেগ।

পতনের পর শ্বাসাবরোধ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—প্রাতঃকালে অনুগ্র শিরঃপীড়া, মাথা ভার।

(অপরাহ্ণে) মস্তকের শীর্ষ দেশে উত্তাপ, স্পন্দন এবং জ্বালা।

‖ মস্তিষ্ক মধ্যে ছিন্নকর সূচীবেধ; স্পন্দন, প্রধানতঃ শীর্ষদেশে।

* মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লিপ্রদাহ।

যেন মস্তক লম্বা হইয়াছে এরূপ অনুভব।

শিরঃপীড়া, তৎসঙ্গে চক্ষু টাটানি, পতনের পর।

বহির্মস্তক।—সম্মুখ মস্তকে এরূপ অনুভব যেন তুষারবৎ শীতল হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা হইয়াছে, তৎপরে দক্ষিণ চক্ষু মধ্যে আক্ষেপিক সংকোচন বোধ।

মস্তক উষ্ণ, গ্রীবা পার্শ্বস্থ ধমনীর (ক্যারটিড) দপদপানি।

কেশ সরস, শরীরের অন্যান্য স্থানে দাহবিশিষ্ট উত্তাপ।

মস্তকের অস্থি বা করোটী ভগ্ন।

চক্ষু।—উত্যক্ত দৃষ্টি, লোক প্রতি একদৃষ্টি, স্থির দৃষ্টি; কনীনিকা প্রসারিত।

দক্ষিণ চক্ষুমধ্যে সূচীবেধ।

বাম চক্ষুর নিম্ন অক্ষিপুটে অঞ্জনি।

কর্ণ।—শ্রুতির চৈতন্যাধিক্য; স্ত্রীদিগের ঋতুকালে।

কর্ণ মধ্য দিয়া চিড়িকমারা বেদনা।

কর্ণ উষ্ণ; কর্ণে মামড়ী পড়ে।

নাসিকা।—আঘ্রাণ শক্তির অতিশয় তীক্ষ্ণতা।

নাসিকা শুষ্ক, এত শুষ্ক যে অতিশয় বিরক্তিকর।

হাঁচি, যেন গলার ভিতরে ক্ষতবৎ টাটানি থাকিয়া যায়।

নাকের ভিতর ক্ষত, কণ্ডূয়ন; সকল সময় নাক খোঁটে।

বাম নাসিকারন্ধ্রের শুষ্কতা; অভ্যন্তরে মামড়ী।

মুখমণ্ডল।—ক্লেশব্যঞ্জক চেহারা।

মুখ উষ্ণ, স্ফীত ভাবাপন্ন। * মেনিঞ্জাইটিস।

গণ্ডদ্বয় আরক্ত; বিসর্পসদৃশ আরক্তা।

উভয় গণ্ডে, চিবুকে এবং নাসিকায় লাল লাল উদ্ভেদ; কখন কখন শুষ্ক, পাতলা মামড়ী পড়ে; কখনও অগ্নিবৎ লাল বর্ণ, ও তাহা হইতে পীতবর্ণ রস গড়াইতে থাকে।

নিম্ন মুখমণ্ডল।—মুখের চারিধারে এবং কর্ণে উদ্ভেদ।

পীতাভ সবুজ মামড়ী, তৎসঙ্গে ফাটাফাটা ও সরসভাব।

ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, উষ্ণবোধ।

১০ দন্ত। রাত্রে ক্ষয়া দন্তে তীব্র কামড়ানি ; অস্থির, নিদ্রা হয় না ; বিকৃত পার্শ্বে স্থির হইয়া শয়নে উপশম।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—স্বাদ:—বিস্বাদ ; রক্তের স্বাদ।

জিহ্বায় পীত বা শ্বেত বর্ণের লেপ ; অত্যন্ত পিপাসা। *মেনিঞ্জাইটিস।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্যে এবং ওষ্ঠে শুষ্ক, জ্বালাজনক উত্তাপ।

১৩ গলমধ্য।—গলা এবং উদরের বিস্তৃতি।

যেন একটী কৃমি বা কীট গলমধ্যে নড়িতেছে বোধ।

ভয় প্রাপ্তির পর, অন্ননলী মধ্যে উষ্ণ উদ্গার উঠে।

গলা খাঁকি দিতে খানিকটা উজ্জ্বল রক্ত উঠিয়া আসে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—উষ্ণ পানীয়ে ইচ্ছা। * মেনিঞ্জাইটিস।

মদ্যপানের ইচ্ছা।

অত্যন্ত পিপাসা, জিহ্বা শাদা ; প্রাতে হয় ও প্রলাপের পর।

প্রাতে এবং সন্ধ্যায় ক্ষুধা বৰ্দ্ধিত।

১৫ পানাহার।—আস্বাদহীন।

জলপান কালে উদ্গার।

তামাকের ধূমপানে স্বাদ থাকে না।

প্রথম আহারের পর শিরঃপীড়া, উদ্গার, পৈত্তিক লক্ষণ, পাকাশয়ে প্রচাপন ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা।

রাত্রিকালীন আহারের পর উদরাধ্মান ও উদরাময়।

আহারের পর : ১৭।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—উদ্গার :—স্বাদহীন ; তিক্ত ; রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত করে।

বিবমিষা, প্রতিদিন প্রাতে দুর্ব্বলতা।

বিবমিষা, উদর বিস্তৃত, অন্ত্রমধ্যে বেদনা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে বেদনা, বিবমিষা এবং অতিসার, শীত ; আহারের পর।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়াতে বিদ্ধবৎ বেদনা।

১৯ উদর।—উদরের আধ্মানসদৃশ স্ফীতি; বাহ্যে হইলে উপশম।

উদর মধ্যে নাভি প্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

চিমটীকাটার ন্যায় বেদনা, উদরাময়; তৎসহ ঋতু।

২০ মল, ইত্যাদি।—তরল, পৈত্তিক, পীতবর্ণ মল, সন্ধ্যা বা প্রাতঃকালে।

সাংঘাতিক গুলাউঠা, আটাবৎ মল।

গ্রীষ্মকালীন উদরাময়, তৎসঙ্গে গাত্রে উদ্ভেদ।

উদরাময়, তজ্জন্য প্রাতে তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিতে হয়।

কোষ্ঠবদ্ধতা; প্রবলবেগ, তৎসঙ্গে কঠিন, ছোট গোলাকার মলত্যাগ।

প্রাতে সরলান্ত্র শুষ্কবোধ।

২১ মূত্র।—রাত্রে প্রস্রাবের বেগসহ মস্তক ঘূর্ণন।

মূত্র:—কমিয়া যায়; রক্তবর্ণ; ঘোলাটে; বিশেষ একপ্রকার গন্ধযুক্ত।

স্ত্রীদিগের মূত্রমার্গের কাঠিন্য ও স্ফীতি. তৎসঙ্গে জ্বালা, টাটানি এবং চৈতন্যাধিক্য; বিশেষতঃ জরায়ুভ্রংশ (prolapsus) হেতু যন্ত্র প্রভৃতি ব্যবহার জন্য এরূপ হইলে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার উত্তেজনা।

জননেন্দ্রিয়ে ছিন্নবৎ বেদনা সহ প্রস্রাব করিতে প্রবৃত্তি।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজঃ:—অতি বিলম্বে, তৎসহ জরায়ু প্রদেশে টান পড়া, যেন ব্যাণ্ডেজ বা কাপড়ের পটী বান্ধা আছে; পরিমাণে বর্দ্ধিত; প্রকাশের তিনদিন পূর্ব্বে উদরে বেদনা, অতিসার, পা ঠাণ্ডা; শিরঃপীড়া, চক্ষুর উর্দ্ধাংশে তীব্র বেদনা, সঞ্চালনে উপশম; অতি তীব্র কটিশূল। ঋতুর সময়ে উদর মধ্যে বিবমিষা উৎপাদক বেদনা এবং শ্রুতির চৈতন্যাধিক্য বর্ত্তমান থাকে।

শ্বেতপ্রদর, তৎসহ বিলম্ব ঋতু, হৃদকম্প, কটিদেশে চাপ পড়া, এবং নিম্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে গুরুত্ব বোধ।

বালিকার শ্বেত প্রদর, দুগ্ধবৎ কিন্তু বিদাহী স্রাব।

২৪ গর্ভ।—প্রসব বেদনা ধীর।

সেক্রম ও জঙ্ঘা মধ্যে প্রসবান্তিক বেদনা প্রবল, তৎসঙ্গে প্রবল শিরঃপীড়া ; যন্ত্র দ্বারা প্রসূতা হইলে পর।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংক্স, ফেরিংক্স ও নেরিস (Nares) মধ্যে কর্কশতা এবং স্বরভঙ্গ, কুয়াসা বা কুজ্ঝটিকা সময়ে।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—আক্ষেপিক হাঁপানির আক্রমণ, খটখটে শুষ্ক সময় হইতে আর্দ্র সময় এইরূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অথবা ঝড়ের পূর্ব্বদিনে ; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পতন হেতু মেরু-মজ্জায় বিকৃতিবশতঃ।

২৭ কাসী।—কুকুররবের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসীর আবেশ, *মেনিঞ্জাইটিস্।

গলমধ্যে উত্তেজনা জন্য খকখকে কাসী, উত্তাপ এবং শীতল বায়ুতে অধিক বর্দ্ধিত।

হুপিংকাসী অপরাহ্ন ৭টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি।

স্নায়ুমণ্ডল বিশেষরূপে আক্রান্ত।

২৮ ফুস্‌ফুস্ —মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে বক্ষ মধ্যে উদ্বেগ, তৎসঙ্গে শ্বাসের খর্ব্বতা এবং তিক্ত উদ্গার।

বাম বক্ষমধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

বক্ষের উপরিভাগে (দক্ষিণ) কর্ত্তনবৎ বেদনা, পরে বামদিকের নিম্নে।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী—হৃদপিণ্ডের কঠিন আঘাত।

নাড়ী :—দ্রুত এবং কঠিন ; দ্রুত।

৩০ বহির্বক্ষ।—স্তনের নিম্নে সূচীবেধ।

প্রথম আহারের পর, দক্ষিণ বক্ষে, ৭ম পঞ্জরাস্থি হইতে নিম্নদিকে অতীব্র প্রচাপন।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—স্কন্ধাস্থি মধ্যবর্ত্তী স্থানে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

চিৎ হইয়া শয়ন, পশ্চাৎদিকে মস্তকের উৎক্ষেপ।

পতনের পর, গ্রীবা বা বাহুর সামান্য সঞ্চালনে, চীৎকার করিয়া উঠে ; গ্রীবাদেশের কশেরুকায় অতিশয় চৈতন্যাধিক্য।

সমুদয় মেরুদণ্ডে টাটানি।

মেরুদণ্ডের আঘাতজনিত বিকম্পনের (concussion) ফল।

মেরুদণ্ডের নিকটে দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির প্রান্তভাগে হুলবেধবৎ বেদনা।

কটিদেশে সূচীবেধ।

কটিদেশে খঞ্জতা এবং কামড়ানী অনুভব।

ককুসিস্ অস্থিতে আঘাত জন্য (পতনের পর) প্রবল বেদনা এবং হাঁটিতে অসমর্থতা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—দক্ষিণ স্কন্ধে সঞ্চরণশীল বেদনা।

বাম স্কন্ধাস্থি নিয়ে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

প্রত্যেক নিশ্বাস গ্রহণে স্কন্ধাস্থির উপরিভাগে সূচীবেধ।

হস্ত এবং বাহু মধ্যে আততি (tension)।

বাম বাহুতে অসাড়তা ; মর্দ্দনে উপশম।

অঙ্গুলির মাংসল অগ্রভাগে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পায়ের সম্মুখাংশে দুর্ব্বলকর আকৃষ্টতা, চিড়িকমারা বেদনা, যেন অস্থি আবরক ঝিল্লি মধ্যে.

উপবেশন কালে বাম পা অসাড় ও ঠাণ্ডা।

সন্ধিবাত (জানুসন্ধির), চারিদিকে রসসঞ্চয়, তৎসহ কর্দ্দমবৎ প্রস্রাব।

জানুমধ্যে ভয়ানক তীব্র বেদনা, স্পর্শ করিতে পারা যায় না।

যেন বাম পদের অস্থিচ্যুতি হইয়াছে এরূপ অনুভব।

গৃধ্রনে (bunion) অত্যন্ত বেদনা (বাহ্য প্রয়োগ)।

৩৪ সাধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি।—হস্ত এবং পদে কীট হন্টনবৎ,যেন অসাড়।

সর্ব্বাঙ্গে দুর্ব্বলতা এবং কম্পন বোধ।

বাম বাহু এবং দক্ষিণ পদে খঞ্জতা অনুভব।

হাঁটিতে পারে না, মেরুদণ্ড আক্রান্ত।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালনে বড় ভয়, হাঁটিতে চায় না, এমন কি স্থানান্তরে লইয়া যাইবার কথা তুলিলে চীৎকার করিয়া উঠে।

বাহু বা গ্রীবা সামান্য সঞ্চালনে ক্রন্দন করে।

বিশ্রাম : ১০। সঞ্চালন : ২,২৩,২৮,৩১। ভ্রমণ : ৩১, ৩৪। শয়ন : ৩৩। বেদনাযুক্ত পার্শ্বে শয়ন : ১০। উপবেশন : ৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—হাত পায়ের তলা বা অঙ্গুলিতে ক্ষতজনিত ধনুষ্টংকার বা হনুস্তম্ভ (lockjaw) নিবারণ করে।

মস্তকে আঘাত জন্য আক্ষেপ।

সামান্য আঘাত বা বিকম্পন জন্য আক্ষেপ।

মৃগীর ন্যায় আক্ষেপ ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উৎক্ষেপ।

জাগ্রত হইলে ক্লান্তি ; মধ্যাহ্নে থাকে না।

৩৭ নিদ্রা—অবিরত তন্দ্রালুতা।

নিদ্রাকালে হস্তপদের আক্ষেপিকভাবে উৎক্ষেপ বা সংকোচন।

স্বপ্ন :—ভ্রমণ বিষয়ক ; সুস্পষ্ট ; কষ্টদায়ক।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৩,১৪,১৬, ২০,২১, ৩১। পূর্ব্বাহ্ন : ২৮। মধ্যাহ্ন : ৩৬,৩৭। অপরাহ্ন : ৩,৮। সন্ধ্যা : ৮,১৪,২০,২৭। রাত্রি :২,৮,১০,১৬।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—কুজ্ঝটিকা : ২৫। পরিষ্কার ঋতু বা বায়ু হইতে আর্দ্র বায়ুতে পরিবর্ত্তন : ২৬। ঝটিকার পূর্ব্বে : ২৬। শীতল বায়ু : ২৭।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সর্ব্বাঙ্গে কম্পনসহ মূত্র প্রবৃত্তি।

উত্তাপসহ প্রলাপ, উন্মত্তবৎ একদৃষ্টি, উষ্ণ মস্তক, গ্রীবাপার্শ্বের ধমনীর স্পন্দন, উজ্জ্বল আরক্তিম মুখমণ্ডল, চর্ম্মের অতিশয় উত্তাপ, মস্তকের কেশ আর্দ্র, অতিশয় যাতনা এবং উদ্বেগ।

শীতের পর উত্তাপ, তৎসঙ্গে হস্তপদে ঘর্ম্ম।

৪১ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৪, ৫,৯,১৮, ৩০, ৩১,৩২। বাম : ৩,৫,৭,২৩,২৮ ৩২,৩৩। সম্মুখ হইতে পশ্চাদ্ভাগে : ১৫। উপরের দক্ষিণ হইতে নিম্নের বামে : ২৮। বাম দিকের উপর এবং দক্ষিণদিকের নিম্নে : ৩৪। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ৩২।

৪৩ অনুভব।—সর্ব্বাঙ্গের মাংসে টাটানি (মৃষ্টবৎ)।

৪৪ তন্তু।—অনুভূতি উৎপাদক স্নায়ু প্রধান স্থানের অভিঘাত বিশেষতঃ হস্তের অঙ্গুলি, পদের অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানে।

ক্ষতস্থানের অসহ্য যন্ত্রণাদ্বারা জানা যায় যে স্নায়ুসকল বিশেষরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

স্থানীয় রক্তাধিক্য :—স্নায়বিক উত্তেজনা, রক্তস্রাবসহ বা ব্যতীত ক্ষত প্রভৃতির পর স্নায়বিক অবসন্নতা।

ক্ষত ও পচন নিবারণ করিতে পারে।

স্নায়বিক জ্বর পরেই সন্ধিসকল আক্রান্ত হয়; সমস্ত সন্ধিগুলি দৃষ্টবৎ অনুভূত হয়।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—তীক্ষ্ণ অস্ত্রবিদ্ধ ক্ষতে অত্যন্ত বেদনা; পায়ে প্রেক বিধিলে ; ইন্দুর দংশন ইত্যাদি ; ধনুষ্টঙ্কার নিবারণ করে।

অঙ্গুলি দলিত হইলে ক্ষত, বিশেষতঃ অগ্রভাগ।

স্নায়ু বিচ্ছিন্ন হইলে, অতিশয় যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা।

ক্ষত আরোগ্যের পর যে চিহ্ন থাকে তাহার বেদনা উপশম করে।

পূযসঞ্চারের পূর্ব্বে বেদনাপূর্ণ ক্ষত।

বাত, জামুড়া, কড়া ইত্যাদি, তাহাতে এরূপ অপরিমিত বেদনা যে বুঝা যায় যে স্নায়ু আক্রান্ত হইয়াছে।

পতনের পর শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

মস্তকে আঘাত জন্য আক্ষেপ। স্পর্শ : ৩১,৩৩। মর্দ্দন : ৩৩।

৪৬ চর্ম্ম।—কাপড় ছাড়িলে অত্যন্ত কণ্ডূয়ন, ত্রিকাস্থি দেশে বেশী।

চর্ম্ম কর্কশ, যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থিপূর্ণ।

সম্মুখ কপালে, গলায়, পৃষ্ঠ এবং বক্ষকে পীড়কা।

দদ্রুবৎ চর্ম্মরোগ, কঠিন পীতবর্ণ মামরী পড়ে, তৎসঙ্গে প্রবলকণ্ডূয়ন।

হস্তে বেদনাকর উদ্ভেদ, শীতপিত্তের ন্যায়।

৪৮ সম্বন্ধ।—হাইপারিকমের প্রতিবিষ :—আর্সেনিক (প্রাতঃকালের দুর্ব্বলতা); ক্যামোমিলা (মুখের বেদনায়) ; সল্‌ফর।

যে সকল ক্ষত ও আঘাতে পূর্ব্বে একোনাইট ও আর্ণিকা পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল ক্ষত আরোগ্য করে।

হামামেলিস্ ভার্জিনিয়ানা।

পরীক্ষক—হেরিং।

১ মন।—বিস্মৃতিযুক্ত।

অধ্যয়নে বা কার্য্যে প্রবৃত্তি থাকে না।—

মানসিক ভগ্নোৎসাহ; রেতঃপাতের পর, অনুতপ্ত মনের সঙ্গে।

উগ্র স্বভাব।

২ চৈতন্য।—অবনত হইতে শিরোঘূর্ণন।

উঠিলে যেন সঞ্চালিত হইতেছে এরূপ অনুভব।

বিবমিষা এবং শিরোঘূর্ণন, তৎসহ শয়নে প্রবৃত্তি।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—একপার্শ্ব অর্থাৎ রগ হইতে অন্য রগ পর্য্যন্ত একটী "বোল্ট" যাইতেছে এরূপ অনুভব।

সম্মুখ কপালে পূর্ণতাবোধ, তৎসঙ্গে জিহ্বামূলে চাপপড়া বেদনা।

জাগ্রত হইলে বিদীর্ণকর শিরঃপীড়া, নিম্নদিকে তাকাইলে অসহ্য।

সমস্ত দিন মস্তক মধ্যে জড়তা এবং পূর্ণতা।

রেতঃপাতের পর শিরঃপীড়া; মানসিক অবসন্নতা।

৪ বহির্মস্তক।—বাম চক্ষুর উপরে হাতুড়ির দ্বারা আঘাত মারার ন্যায় বেদনা, যেন পাগল হইয়া যাইবে।

৫ চক্ষু।—চক্ষু দুর্ব্বল বোধ, কিন্তু তত প্রদাহিত নহে।

বোধহয় যেন উভয় চক্ষু মস্তক হইতে বহির্গত হইয়া যাইবে, অঙ্গুলির দ্বারা চাপিলে উপশম, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পায়।

চক্ষু মধ্যে ক্ষতবৎ বেদনা; সামান্য চাপিলে চক্ষু বেদনা।

অক্ষিগোলক এবং অক্ষিপুটের স্ফীততা, তৎসঙ্গে দক্ষিণ চক্ষু আরক্ত।

৬ কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণের বধিরতা, মধ্যাহ্নে বিদূরিত হয়।

দক্ষিণ কর্ণ হইতে রক্তস্রাব (নাক দিয়াও রক্তস্রাব) হইয়া তাহার (স্ত্রী) মস্তক পরিষ্কার ও যন্ত্রণা উপশম করে।

কর্ণ মধ্যে ঝনঝন এবং ঘণ্টা বাদ্যবৎ শব্দ।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তির চৈতন্যাধিক্য।

নাক হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়।

হাঁচির আবেশ, জলবৎ, ক্ষতকারক এবং জ্বালাজনক স্রাব।

নাক দিয়া রক্তস্রাব রক্ত সংযত হইবার নহে।

৮ মুখমণ্ডল।—দক্ষিণ গণ্ডে জ্বালা।

সময়ে সময়ে দক্ষিণ দিকস্থ উপর চোয়াল অস্থি হইতে হনু অস্থি পর্যান্ত চিড়িকমারা বেদনা : ১০। মাংসপেশীর টাটানি ও কাঠিন্য : ৩২, ৩৩।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ওষ্ঠদ্বয়:—শুষ্ক; বিদারিত, ক্ষত প্রায়।

১০ দন্ত।—কসের দন্ত বরাবর তীব্র অস্ত্রবিদ্ধবৎ বেদনা, হনু অস্থি পর্য্যন্ত প্রসারিত; রগেও বেদনা।

দন্ত বেদনা করে, নিদ্রা যাইতে পারে না; উষ্ণগৃহে বেদনার বৃদ্ধি।

মাড়ী :—ক্ষতবিশিষ্ট, বেদনাপূর্ণ, স্ফীত; সহজেই রক্তস্রাব হয়; কাল্‌চে রক্ত; দন্তোৎপাটনের পর।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—ধাতব আস্বাদ; জিহ্বায় সাদা লেপ।

জিহ্বায় দগ্ধবৎ অনুভব।

জিহ্বাপ্রান্তে ফোস্কা; অগ্রভাগে কর্কটবৎ চিহ্ন।

১২ গলমধ্য।—আল্‌জিহ্বায় তীব্র সূচীবেধ, যেন কাসিবার সময় বিদীর্ণ হইবে।

ওষ্ঠ ও গলকোষে শুষ্কতা; অধিক পরিমাণে জল না লইয়া গিলিতে পারে না।

গলক্ষত, দক্ষিণ পার্শ্বে বেশী; দক্ষিণ টন্‌সিল্ বেশী স্ফীত; লাল এবং স্ফীতশিরা, শিরাপ্রসরণ (varicose)।

যাহাদের শিরার ভিতর অধিক রক্ত প্রধাবন হইয়া থাকে তাহাদের গলবেদনা, উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুতে বৃদ্ধি।

১৩ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—প্রধান আহারের জন্য ক্ষুধা থাকে না; পিপাসা, সামান্য জলপানে তৃপ্তি।

উত্তম ক্ষুধা।

অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত, বৈকালে এবং সন্ধ্যায় ; গলমধ্য শুষ্ক।

জলে ঘৃণা, ভাবিলেও বমি আইসে।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে :—বিবমিষা, স্থিরভাবে থাকিতে হয় ; উদ্গার; হিক্কা।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—আহারের পর উদ্গার, খাদ্যের আস্বাদ।

মাংসাহারের পর বিবমিষা, উদ্গার এবং প্রবল হিক্কা, তৎপরে পাকাশয়ে ও অন্ননালীতে জ্বালা ; পরিশেষে, পাকাশয় ও বক্ষে খল্লীবৎ বেদনা।

বিবমিষা, মস্তকঘূর্ণন, বমন নিবারণার্থ স্থির হইয়া শয়ন করে।

আহারের পর বিবমিষা এবং বমন প্রবৃত্তি।

১৭ পাকস্থলী।—রক্ত বমন, শোণিত কৃষ্ণবর্ণ : পাকাশয়ে কম্পন অথবা উদরে পূর্ণত্ব এবং কলকল শব্দ অনুভব ; ক্ষণিক জ্বরবোধ ; দুর্ব্বল, শীতল দেহ, নাড়ী দ্রুত, প্রচুর ঘর্ম্ম।

পাকাশয়পৃষ্ঠে গুরুত্ব, মেরুদণ্ড বরাবর।

পাকাশয় মধ্যে প্রবল দপদপানি।

পাকাশয় মধ্যে খল্লী ; আহারের পর।

১৯ উদর।—উদর পূর্ণ করিয়া আহারের দুই ঘণ্টা পরে উদর মধ্যে খল্লী।

আধ্মান বায়ু।

পাকাশয়োর্দ্ধদেশে এবং নাভিস্থলে জ্বালা।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—কোষ্ঠবদ্ধ ; কঠিন, শ্লেষ্মাবৃত।

রক্ত আমাশয় যখন রক্তের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী হয় ; মলিন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংযত রক্ত অথবা শ্লেষ্মার মধ্যে থকো থকো রক্ত।

‖ আলকাতরার ন্যায় রক্ত পরিমাণে অধিক। * টাইফয়েড।

অর্শ হইতে প্রচুর রক্তস্রাব ; সেই সঙ্গে জ্বালা, ক্ষত, পূর্ণত্ব এবং গুরুত্ব ; পৃষ্ঠদেশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবে ; বাহ্যের বেগ।

গুহ্যদ্বারে কণ্ডূয়ন।

২১ মূত্র।—প্রস্রাব করিবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি।

মূত্র পরিষ্কার, প্রচুর।

স্বল্প লালবর্ণ মূত্র।

রক্তপ্রস্রাব; বৃক্কের গৌণ প্রদাহ; মূত্রাধার প্রদেশে অমুগ্র বেদনা।

মূত্রমার্গের উগ্রতা, তৎপরে স্রাব এবং মূত্রমার্গে জ্বালা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রাত্রে রেতঃস্রাব, রোগী জানিতে পারে না; শিরঃপীড়া, মানসিক অবসাদ।

লিঙ্গোত্থান:—সহবাসের বা আলিঙ্গনের প্রবল ইচ্ছা।

মুষ্কমধ্যে তীব্র স্নায়ুশূল সহসা অন্ত্রে সঞ্চারিত হইয়া বিবমিষা এবং মূর্চ্ছা উৎপন্ন করে; মুষ্কে প্রচুর শীতল ঘর্ম্ম।

মুষ্ক প্রদাহ, অত্যন্ত বেদনা ও স্ফীতি।

▌রেতঃরজ্জু ও মুষ্কের তরুণ স্ফীততা রোগ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—কষ্টরজঃ, তৎসঙ্গে কটি, পাকাশয়াধঃ প্রদেশ এবং পায়ের নিম্নে প্রবল বেদনা; মস্তিষ্ক এবং অন্ত্রের পূর্ণতা, তৎসহ সমগ্র মস্তক মধ্যে বেদনা, তাহাতে তন্দ্রা এবং গভীর নিদ্রা উৎপন্ন করে; প্রসারিত (varicose) শিরাসমূহ।

▌জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, গৌণ বা শৈরিক স্রাব; রক্তহীনতা।

রজো বন্ধ, পাকাশয় অথবা নাসিকা দিয়া অনুকল্প রক্তস্রাব; কোষ্ঠবদ্ধ; পায়ের শিরা প্রসারণ (varicose)।

শ্বেত প্রদর, যোনিদেশে অতিশয় স্পর্শানুভব; রক্তবর্ণ স্রাব।

যোনি মুখের আক্ষেপ, তীব্র বেদনা; ভগকণ্ডূয়ন।

আঘাতের পর ডিম্বাধার প্রদাহ; সমস্ত উদর অসহ্য টাটানিবোধ; ঋতু অনিয়মিত; ঋতুকালে বৃদ্ধি; মূত্রাবরোধ।

২৪ গর্ভ।—চুচুক ক্ষত।

▌গর্ভাবস্থায় পায়ের শ্বেতবর্ণ স্ফীতি।

প্রসারিত (varicose) শিরাসমূহ।

২৫ লেরিংক্‌স।—উঠিবামাত্র স্বরভঙ্গ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শয়ন করিলে শ্বাসরোধ ভাব।

২৭ কাসি।—গুড়গুড়িযুক্ত কাসি, জাগরিত হইলে রক্তের আস্বাদ।

শুষ্ককাসি, আলজিহ্বায় তীব্র সূচীবেধ।

ঘন, পীতাভ অথবা ঈষৎ সবুজাভ ধূসর বর্ণ ও পচাস্বাদযুক্ত নিষ্ঠীবন।

২৮ ফুসফুস।—রক্তপিত্তকাস, কণ্ডুয়নযুক্ত কাসি, তৎসহ রক্ত অথবা গন্ধকের আস্বাদ; বক্ষের অশিথিলতা; শয়ন করিতে পারে না, রক্তাধিক্যজনিত শ্বাসকষ্ট জন্য; মস্তকে পূর্ণতা; মন স্থির।

ফুস্‌ফুসের নিম্নাংশে সূচীবেধ।

বক্ষ বরাবর সংকোচন অনুভব, দীর্ঘ এবং গভীর শ্বাসে বৃদ্ধি।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদ্‌কম্পন্।

হৃদ্‌পিণ্ড প্রদেশে এবং উভয় বাহুর বাহ্যিক শিরায় বিদ্ধবৎ বেদনা।

৩০ বহির্বক্ষ।—বাম বক্ষের পেশী মধ্যে অনুগ্র, বেদনাকর কামড়ানি, অপরাহ্ন এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা বহিয়া নিম্নদিকে টাটানি বেদনা।

কটিদেশ বরাবর ছিন্নবৎ বেদনা।

কটিদেশ যেন ভগ্ন হইবে এরূপ বোধ।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—ঊর্দ্ধ বাহু এবং স্কন্ধে ঘৃষ্টবৎ বোধ, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

স্কন্ধ এবং বাহুতে কাঠিন্য।

কনুই সন্ধির অনম্যতা।

আমবাতিক বেদনা, বামবাহু মধ্যে অবিরত কামড়ানি।

বাম মণিবন্ধে অস্ত্রবিদ্ধবৎ বেদনা।

দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠ হইতে স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত প্রবল বেদনা।

বৃদ্ধাঙ্গুলির নখে ক্ষত, সামান্য আঘাতের পর পূযস্রাব হয়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পায়ের অস্থিমধ্যে ক্ষতবৎ বেদনা, ঊরুদ্বয়ের পেশীতে ক্ষতবৎ টাটানি, যেন ঘৃষ্ট হইয়াছে।

অপরাহ্নে হাঁটুর দুর্ব্বলতা।

স্ফীতশিরা মধ্যে সজোর অনুভূতি; শিরা চৈতন্যাধিক্যযুক্ত; প্রসারিত।

সার্ধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বাহু এবং পদে ক্লান্তিবোধ।
আমবাত সহ শ্রেণী সকলের বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন : ৩২। অবনমন : ২। উত্থান : ২। শয়নে প্রবৃত্তি : ২। শয়নের পর : ৪০। স্থির হইয়া শয়ন করিতে হয় : ১৬। শয়নে অসমর্থ : ২৮।

৩৭ নিদ্রা।—অস্থির, প্রাতঃকালীন নিদ্রায় অস্থিরতা।
নিদ্রাকালে রেতঃপাত।

৩৮ সময়।—মধ্যাহ্ন : ৬। অপরাহ্ণ : ৩৩। অপরাহ্ণ এবং সন্ধ্যা : ১৪, ৩০। রাত্রি : ২২,৪০।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—ঠাণ্ডা লাগাইলেই সর্দি সহজে উৎপন্ন হয়; বিশেষ উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুতে; যাহাদের প্রসারিত শিরা আছে খোলা বাতাসে শীড় শীড় করিয়া শীত পা হইতে উঠিতে থাকে। মস্তক বদ্ধ বোধ হয়, চক্ষুর উপর অতীব্র বেদনা।
উষ্ণগৃহ : ১০। উষ্ণ, আর্দ্র বায়ু : ১৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শয়ন করিতে গেলে শীত; জ্বরাক্রমণের ভয়।
শীত বা কম্প পৃষ্ঠ এবং বক্ষণ হইতে নিম্নাঙ্গ পর্য্যন্ত প্রসারিত।
রাত্রে জ্বর; হস্ত গরম, অক্ষিপুট মুদিত করিলে জ্বালা।
রাত্রে শয়নের পর প্রচুর ঘর্ম্ম।
নাড়ী দ্রুত; জ্বর।
নাড়ী :—৬০ হইতে ৭০ এবং পূর্ণ।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৫,৬,৮,১৩.৩২,৩৩। বাম : ৪,৩০,৩২। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে : ৩২,৩৯। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্ন : ৪০।

৪৩ অনুভব।—কণ্ঠক বিদ্ধবৎ, হুলবেধবৎ;—শিরায়, পেশীতে, চর্ম্মে।
ঘৃষ্টবৎ, টাটানি।

৪৪ তন্তু।—প্রসারিত শিরা এবং ক্ষত, উহাতে কুট কুট করে।
শৈরিক:—রক্তাধিক্য; রক্তস্রাব; অপ্রবল বা গৌণ।
শিরাপ্রদাহ, কণ্টকবিদ্ধবৎ বেদনা।

১৬ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—চাপ : ৫,৩২। আঘাত জন্য : ২৩।

১৭ চর্ম্ম।—নীহারকণ্ঠ নীলাভ।

১৮ সম্বন্ধ।—ফেরমের প্রতিপূরক (রক্তস্রাব)।

পলসেটিলা দন্তশূল উপশম করে, উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি।

পার্পুরা বা ধূম্র রোগ।

তুলনীয় :—ক্লোরাল, সলফুরিক এসিড, ক্লিমেটিস।

হায়োসায়েমস নাইগার।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—হতজ্ঞান, অচৈতন্য ভাব; প্রশ্নের উত্তর দেয় না; কাহাকেও চিনিতে পারে না। ঠিক উত্তর দিয়া তৎক্ষণাৎ অচৈতন্য হয়।

অসংলগ্ন উত্তর দিয়া থাকে।

চিন্তা করিতে অসমর্থ; চিন্তাকে প্রশমিত বা অনুশাসিত করা যায় না।

নির্বুদ্ধি, অথবা কল্পনা এবং বোধশক্তির ভ্রম।

যাহারা অনুপস্থিত এবং উপস্থিত ছিল না তাহাদিগকে দর্শন (অনুপস্থিত ব্যক্তিদিগকে দর্শন)।

মনে করে সে অন্যত্র (ঠিক স্থানে নহে) রহিয়াছে।

জাগ্রতাবস্থায় প্রলাপ। স্পষ্ট উত্তাপ ব্যতীত প্রলাপ; মুখমণ্ডল পাণ্ডুর এবং হস্ত পদ শীতল, যদিও শরীরের তাপাংশ উচ্চ।

প্রলাপ :—ব্যবসা সম্বন্ধীয় কথা বলে; কাল্পনিক অবিচার বা অপকার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে।

মদাত্যয় রোগ সহ আক্ষেপ; আলোক এবং সংসর্গ বিষয়ে অপ্রবৃত্তি; সংপীড়িত হইতেছে, এরূপ দর্শন।

কার্য্যের প্রতি উন্মত্তের ন্যায় একাগ্রতা।

অস্পষ্ট, বিড় বিড়ে বাচালতা।

নির্ব্বোধ, স্মিতবদন, প্রতি বিষয়ে হাস্য করে; হাবা চেহারা।

পর্য্যায়ক্রমে হাস্য ও ক্রন্দন, আনন্দসূচক অঙ্গভঙ্গী করে।
লজ্জাশূন্যতা সহ উন্মত্ততা, উলঙ্গ হয় বা পরিধেয় বস্ত্র (বিশেষতঃ জননেন্দ্রিয়ের আবরণ) উন্মোচন করে; অশ্লীল সঙ্গীত করে।
সহসা ক্রন্দন করিয়া উঠে।
অস্ফুট স্বরে ক্রন্দন করে, কিন্তু কারণ বুঝিতে পারে না।
অস্ফুট প্রলাপ সহ শয্যাবস্ত্র আকর্ষণ।
অঙ্গুলি লইয়া খেলা করে।
এক শয্যা হইতে অন্য শয্যায় যাইতে চাহে।
অস্থির, শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া উঠে, পলাইবার চেষ্টা।
নির্ব্বোধের ন্যায় অন্যায় কার্য্য করে।
নিকটস্থ ব্যক্তিবর্গকে গালি দিতে থাকে।
পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণকে প্রহার বা তাহাদিগের ক্ষতি করিতে চেষ্টা করে।
গালি বর্ষণ করে; এলোমেলো বকে।
আদৌ প্রশ্নের উত্তর দেয় না।
কথা কওয়া সহ্য করিতে পারে না।
উৎকণ্ঠাপূর্ণ ভয়।
ভয়:—একাকী থাকিতে; বিষাক্ত বা দংশিত হইবার ভয়।
কোনও দ্রব্য চায় না; কোন উপসর্গের কথাও বলে না।
সন্দিগ্ধতা বা দ্বেষ।
ভয় পাওয়ার পর আক্ষেপ।
প্রণয়ভঙ্গ, তৎসহ রাগ ও অসংলগ্ন বাক্যকথন।
হতাশ প্রেমের পর মৃগী রোগ।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন সহ মদিরামত্ততা; পুষ্পগন্ধ ও গ্যাস বা বাষ্প জন্য শিরঘূর্ণন।
চীৎকারের সহিত সহসা পতন; নিদ্রালু (sopor) ভাব।
মস্তক এপাশ ওপাশে সঞ্চালন; হিক্কা; মস্তিষ্ক বিকম্প বা সংঘাত।
সংন্যাস, নাক ডাকে; অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ।

বারম্বার মূর্চ্ছার আক্রমণ।

* মস্তকাভ্যন্তর।—আহারের পর, মস্তকে বেদনা এবং উত্তাপ।

শিরঃপীড়া, বিচরণে উপশম।

মস্তকে রক্তাধিক্য।

মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, প্রলাপ, অচৈতন্য, নীলাভ লালবর্ণ মুখমণ্ডল; চকচকে, রক্তবর্ণ চক্ষু।

গুরুত্ব, শূন্যবোধ, স্তব্ধতা, তীব্র বেদনা; মস্তিষ্কে বেদনা; কপালের বামদিকে প্রচাপন।

মস্তকমধ্যে উত্তাপ এবং শিড়শিড় করা; তরঙ্গের ন্যায় স্পন্দন, মস্তককম্পন; আহারের পরও ঠাণ্ডা করিলে বৃদ্ধি; সম্মুখ দিকে মস্তক অবনত করিলে এবং উত্তাপে উপশম থাকে।

মস্তিষ্ক শিথিল বোধ।

অচৈতন্যের ন্যায় অচল (stupor); শিরোলুণ্ঠন, ইত্যাদি।

* বহির্মস্তক।—সর্দ্দি লাগে, বিশেষতঃ শুষ্ক এবং শীতল বাতাস।

শিরোলুণ্ঠন।

মস্তক এক পার্শ্বে আসিয়া পড়ে।

* চক্ষু।—দূরদৃষ্টি, স্বচ্ছদৃষ্টি; কনিনীকা প্রসারিত।

ভ্রমদর্শন; পদার্থ সকল অগ্নিবৎ লাল অথবা অতিশয় বৃহৎ দেখায়।

ঝাপ্‌সা দৃষ্টি; মৃগী।

রাতকাণা বা রাত্র্যন্ধতা।

দ্বিত্বদৃষ্টি।

চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থ প্রতি এক দৃষ্টি, আত্মবিস্মৃতি।

চক্ষু বহির্গত।

চক্ষু লাল, উজ্জ্বল, একদৃষ্টি; অক্ষিগোলক মধ্যে চক্ষু বিঘূর্ণিত; টেরা।

দক্ষিণ চক্ষু মধ্যে ছিন্নবৎ এবং আঘাতের মত বেদনা এবং উহা হইতে জল পড়িতে থাকে।

কনীনিকা পরিবর্ত্তিত,—প্রসারিত বা কুঞ্চিত। ধীর শ্বাসক্রিয়া।

চক্ষু উন্মীলিত; বিকৃত ভঙ্গি।

অক্ষিপুটের আক্ষেপিক সংকোচন; উন্মীলিত করিতে পারে না।
মেরুমজ্জাবরক ঝিল্লির প্রদাহ।
অক্ষিকোণে বেদনা, স্পর্শ করিলে থাকে না।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে বজ্‌বজ্‌, সঙ্গীত প্রভৃতি শব্দ। বধিরতা।
কষ্টকর শ্রুতি, যেন স্তব্ধ হইয়াছে, বিশেষতঃ সংন্যাসের পর।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণ শক্তি দুর্ব্বল বা বিলুপ্ত।
নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, উজ্জ্বল লাল রক্ত, তৎসহ লালাস্রাব।
নাসিকামূলে সহসা উৎক্ষেপ।
নাসিকারন্ধ্রে দেখিতে ঝুলময় বা ধূমময়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখ :—রক্তিম; ঘোর লাল, স্ফীত ভাব; শীতল এবং পাণ্ডুর; বিকৃত মুখভঙ্গী; পেশীর উৎক্ষেপ, মুখ নানাভাবে বিকৃত করে; নীলাভ, মুখ হা করা; সান্নিপাতিক বিকার জ্বরে আসন্ন মস্তিষ্কপক্ষাঘাত।
চোয়াল বন্ধ; সম্পূর্ণরূপে চৈতন্যবিশিষ্ট।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মুখে ফেণা।
ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক।

১০ দন্ত।—সজোরে দন্ত বন্ধ করে।
দন্তশূল, হতাশ করিয়া তুলে; ছিন্নবৎ, দপদপানি বেদনা, গণ্ডস্থল এবং নিম্ন চোয়াল পর্য্যন্ত প্রসারিত।
দন্তমধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা, যেন তন্মধ্যে শোণিত সজোরে প্রবিষ্ট হইতেছে, উত্তাপের আবেশ, মস্তকে রক্তাধিক্য; শীতল বাতাসে বৃদ্ধি, প্রাতে।
চর্ব্বণকালে দন্ত শিথিল বোধ; অতিশয় লম্বা, দন্তোৎপাটনের পর মাড়ীতে তীক্ষ্ণ বেদনা।
দন্তে ময়লা।
দন্ত সংঘর্ষণ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—পচা স্বাদ।
অত্যন্ত বাচাল অথবা বাক্‌রোধ।

জিহ্বা :—লাল বা কটা, শুষ্ক, বিদারিত, কঠিন ; দগ্ধ চর্ম্মখণ্ডের ন্যায় শুষ্ক ; শাদা।

জিহ্বার পক্ষাঘাত ; কথা আটকাইয়া যায়।

জিহ্বা কষ্টে বহির্গত করে, ভিতরে প্রবিষ্ট করিতে পারে না।

১২ মুখমধ্য।—লালাস্রাব ; লবণাক্ত লালা ; রক্তবর্ণ।

মুখ হইতে বিশ্রী গন্ধ, প্রাতে ও সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

১৩ গলমধ্য।—তালুকোষ বিবর্দ্ধিত।

গলা এবং মুখ মধ্য শুষ্ক,লাল, গিলিতে অক্ষমতা ; গলা শুষ্ক ও জ্বালাযুক্ত ; চিড়িকমারা, প্রেকবিদ্ধবৎ বেদনা ; সংকোচনবৎ কষ্টকর গলাধঃকরণ ; তরল দ্রব্যে ভয়।

গলমধ্য সংকোচন, গলাধঃকরণ বন্ধ।

আঘাতের পর অন্ননলীর আক্ষেপিক সংকোচন ; উষ্ণ ও কঠিন খাদ্য গিলিতে কষ্ট হয় না ; তরল দ্রব্য পানে আক্ষেপ, হিক্কা, বিবমিষা, শক্ত গ্রীবা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধার্ত্তবৎ বেদনা : ৩৬।

পিপাসা, এক একবারে অল্প অল্প পান করে।

জলাতঙ্ক বা জল দেখিলে ভয়।

১৫ পানাহার।—আহারের পর : ৩,৩৬। পিপাসা : ২১।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—হিক্কা তৎসঙ্গে উদরমধ্যে আক্ষেপএবং কূজন।

উদ্গার :—শূন্য ; অসম্পূর্ণ ; তিক্ত।

বিবমিষা :—মস্তক ঘূর্ণন সহ ; এবং বমন।

পেট বেদনা সহ এরূপ বমন যে ক্রন্দন করিতে হয়।

বমন :—ভুক্তদ্রব্য এবং পানীয় ; রক্ত, তৎসহ আক্ষেপ ; রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা তৎসঙ্গে ঘন লাল রক্ত।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়গহ্বর স্পর্শে বেদনা।

পাকাশয় মধ্যে যন্ত্রণা, তৎসঙ্গে উচ্চ চীৎকার, বমন, আক্ষেপ ; বমনের পর খালধরা কম হয়।

পাকাশয়ে জ্বালা ও প্রদাহ।

রক্ত বমন; যকৃত প্রদেশে অতীব্র কামড়ানি; উদর স্ফীত ভাব।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ অথবা অতীব্র বেদনা।

১৯ উদর।—শূল বেদনা, যেন উদর বিদীর্ণ হইয়া যাইবে; উভয় পার্শ্বে মুষ্টিদ্বারা চাপ দেয়; কর্ত্তনবৎ বেদনা, বমন, উদ্গার, হিক্কা, চীৎকার।

উদর স্ফীত, স্পর্শে বেদনা, আধ্মান বায়ুপূর্ণ।

নাভিস্থান দিয়া মূত্র গড়াইতে থাকে।

সান্নিপাত (বিকার) লক্ষণের সঙ্গে, অন্ত্র এবং অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ।

উদরের পেশীতে টাটানি।

উদরের উপর লাল গোলাপী উদ্ভেদ।

২০ মল, ইত্যাদি।—সরলান্ত্র বা গুহ্য দ্বারের পক্ষাঘাত।

বারম্বার বেগসহ স্বল্প মলত্যাগ।

মল আকারে ক্ষুদ্র।

অতিসার, শূলবৎ বেদনা; বাহ্যের বারম্বার বেগ কিম্বা গুহ্যদ্বারের পেশীর দুর্ব্বলতা, বেগ ধারণে অক্ষম; সামান্য মানসিক কষ্ট বা উত্তেজনায় বৃদ্ধি।

সূতিকাবস্থায় অতিসার।

পীতবর্ণ, জলবৎ মল, নিদ্রাবস্থায় অসাড়ে; বৃদ্ধ ব্যক্তি।

রাত্রে অসাড়ে বাহ্যে।

অর্শ হইতে প্রচুর রক্ত স্রাব।

কোষ্ঠবদ্ধতা সহ মৃগী।

২১ মূত্র।—প্রস্রাব:—বারম্বার, স্বল্প; মূত্রাধারের গ্রীবার আক্ষেপিক বা প্রদাহিক অবস্থা জন্য কষ্টকর মূত্র; অসাড়ে; প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা থাকে না।

মূত্র:—স্বল্প; রক্ত বা কৃষ্ণ; আবিল, তৎসঙ্গে শ্লেষ্মাপূযময় অধঃক্ষেপ; তৎসহ লাল বালুকা কণার মত অধঃক্ষেপ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা বলবতী; লজ্জাহীন, দেহ উলঙ্গ করে।

ধ্বজভঙ্গ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ।—লজ্জাহীনতা, স্ত্রী অঙ্গের বস্ত্র উন্মোচন করে।

জরায়ুর থলি, তৎসঙ্গে নিতম্ব এবং কোমরে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

জরায়ুপ্রদাহ, সান্নিপাতিক বা বিকার অবস্থা।

অবিরত উজ্জ্বল রক্তস্রাব, তৎসঙ্গে আক্ষেপিক উৎক্ষেপ। * জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

পাণ্ডুবর্ণ বা ফেকাশে রক্তস্রাব সহ আক্ষেপ।

ঋতুর পূর্ব্বে [গুল্মবায়ু বা মৃগীর মত আক্ষেপ ; অবিরত উচ্চহাস্য ; প্রচুর ঘর্ম্ম এবং বিবমিষা।

ঋতুকালে :—হস্তপদের আক্ষেপিক কম্পন, শিরঃপীড়া, প্রচুর ঘর্ম্ম ; চোয়াল বদ্ধ বা হনুস্তম্ভ ; অসাড়ে প্রস্রাব।

২৪ গর্ভ ।—সূতিকাবস্থায় বেদনাহীন অতিসার।

প্রসব বেদনা এবং গর্ভস্রাবের পর রক্তস্রাব ; এক একটী পেশীর আক্ষেপ ও উৎক্ষেপ।

সূতিকাক্ষেপ, চীৎকার, উদ্বেগ ; বক্ষে যাতনা, অচেতন।

নাভি দিয়া মূত্র গড়াইতে থাকে।

২৫ লেরিংক্স ।—সর্দ্দির মত বসা স্বর।

স্বরনলীর সংকোচন।

গুল্মবায়ুর জন্য স্বর লোপ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া ।—দৌড়ান মত শ্বাস লোপ।

ভয়ানক প্রলাপকালে শ্লেষ্মাযুক্ত শব্দ (mucous rales)।

ঘড়ঘড় শব্দযুক্ত শ্বাসক্রিয়া।

বক্ষের যাতনা, তৎসঙ্গে আভ্যন্তরিক হুলবেধ, নিশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি।

২৭ কাসী ।—শুষ্ক, খকখকে, বা আক্ষেপিক কাশী, শয়নে বৃদ্ধি, উঠিয়া বসিলে উপশম ; রাত্রে, পানাহারের পর, কথা কহিলে বৃদ্ধি।

লবণাক্ত শ্লেষ্মা অথবা উজ্জ্বল রক্ত, মধ্যে মধ্যে সংযত দানা দানা রক্ত নিষ্ঠীবন।

কাসীর সময় :—স্বরনলীর আক্ষেপ ; পাকাশয়োর্দ্ধ দেশ এবং হাইপোকণ্ড্রিয়া বেদনাপূর্ণ।

২৮ ফুসফুস।—অত্যধিক পরিশ্রম বা দৌড়ান জন্য যেরূপ ভাব হয়, বক্ষে তদ্রূপ অশিথিলতা, বক্ষের আক্ষেপ, শ্বাসবদ্ধ, সম্মুখে অবনমনও হইতে হয়।

অধিকক্ষণ কথা কহিয়া অবসন্ন, শরীর বিশেষতঃ বক্ষস্থল দুর্ব্বল; সবুজবর্ণ গয়ার; নাড়ী দুর্ব্বল।

বক্ষের পার্শ্বে সূচীবেধ।

রক্তপিত্ত কাস, উজ্জ্বলরক্ত, আক্ষেপসহ; মাতালদিগের ঐরূপ হয়।

ফুসফুস প্রদাহ:—মস্তিষ্ক লক্ষণ, প্রলাপ, তন্দ্রা; শুষ্ক ক্লান্তিকর রাত্রিকালীন কাশী অথবা বক্ষমধ্যে ঘড়ঘড় করিতে থাকে।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—নাড়ী:—দ্রুত, পূর্ণ এবং বলবান; দ্রুত, সবিরাম; ধীর এবং ক্ষুদ্র; দুর্ব্বল এবং অসমান; ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল কষ্টে অনুভব করা যায়।

গ্রীবাপার্শ্বের ধমনীর প্রবল স্পন্দন।

৩০ বহির্বক্ষ।—পেশী টাটানি।

বক্ষে গোলাপী বর্ণের কণ্ডু।

৩১ গ্রীবাপৃষ্ঠ।—মেরুদণ্ডীয় মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহ, তৎসঙ্গে আক্ষেপ, পেশীর উৎক্ষেপ; পতনের পর রাগ।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহু কম্প, সন্ধ্যাকালে এবং ব্যায়ামের পর বিশেষতঃ।

হস্তের বেদনাপূর্ণ অসাড়তা।

অঙ্গুলি ঘন দেখায়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—উরুতের সম্মুখ ভাগে খল্লি।

পায়ের স্ফীততা।

বিচরণকালে অঙ্গুলি আক্ষিপ্তভাবে সংকুচিত হয়।

বাহু ও হস্তের কম্পন।

সমস্ত সন্ধিতে অস্ত্রবিদ্ধবৎ বেদনা, বিশেষতঃ সঞ্চালনে।

হাত পা ঠাণ্ডা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বাহু ও হস্তের কম্পন। সমস্ত অঙ্গে অস্ত্রবিদ্ধবৎ বেদনা, বিশেষতঃ সঞ্চালনে।

হাত পা ঠাণ্ডা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন: ৩১, ৪০। বিচরণ: ২, ২৮, ৩২, ৩৩। উপরে উঠিতে: ৩৩। উদ্যম ৩২। উঠিয়া বসিতে: ২৭, ৪৬। সম্মুখে ভর: ২৮। সম্মুখে মস্তক অবনমন: ৩।

৩৬ স্নায়ু।—বাহু প্রসারণ করে, যে জন্য প্রসারণ করে তাহা পায় না। হাটিতে পা কাঁপে; তাণ্ডব রোগ।

আহারের পর আক্ষেপ; আহারের পর শিশুর বমন, পাকাশয়ে যাতনা, সহসা চীৎকার, তৎপরে অজ্ঞান।

আক্ষেপিক উৎক্ষেপ; বহুক্ষণস্থায়ী আক্ষেপ।

কোণের মত হইয়া সঞ্চালন; একটি বা কতকগুলি পেশীর উৎক্ষেপ।

অঙ্গোৎক্ষেপ। পেশীর আকুঞ্চন।

মৃগী। আক্রমণের পূর্ব্বে:—মস্তক ঘূর্ণন, চক্ষুর সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দর্শন, কর্ণমধ্যে নাদ, ক্ষুধাবৎ ক্লেশ। আক্রমণ সময়ে:—মুখমণ্ডল বেগুণে রং, চক্ষু বহির্গত, চীৎকার, দন্ত কিড়মিড়; প্রস্রাব। আক্রমণের পর:—নিদ্রা, নাক ডাকাইয়া।

প্রসব বেদনাকালে শ্বাসাবরোধক আবেশ এবং আক্ষেপ।

ভয় পাইয়া শিশুদিগের আক্ষেপ।

অস্থির আক্ষেপের পর পক্ষাঘাত কিম্বা ডিপথিরিয়ার পর।

৩৭ নিদ্রা।—জড়বৎ এবং তন্দ্রাযুক্ত, অথবা নিদ্রাহীন।

উত্তর করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে।

গভীর নিদ্রাসহ আক্ষেপ।

অবিরত নিদ্রার সহিত শয্যাখোঁটা।

নিদ্রাসহ চীৎকার।

অনিদ্রা, কিম্বা অবিরত নিদ্রা, তৎসহ বিড়বিড় বকা।

প্রবল পীড়ার পর নিদ্রাহীনতা, অথবা উগ্রস্বভাব ব্যক্তিদিগের।

চিৎ হইয়া শুইয়া আছে, সহসা উঠিয়া বসে পরে পুনর্ব্বার শয়ন করে।

জ্বরের পর, নিদ্রাবস্থায় চমকিয়া উঠে।

স্বপ্ন :—উদ্বিগ্ন ; অশ্লীল।

চীৎকার সহ জাগ্রত হইয়া উঠে।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১০ ; ১১টা : ৪০। প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যা: ১২। সন্ধ্যা : ৩২, ৪০। রাত্রি : ৫, ২০, ২৭, ২৮, ৪০।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—সূর্য্যোত্তাপে বৃদ্ধি :—মস্তক।

উত্তাপ : ৩। শয্যায় : ৪০। ঠাণ্ডা লাগাইলে : ৩। শুষ্ক শীতল বায়ু : ৩, ৪। শীতল বায়ু : ১০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—একদিন অন্তর ১১টা বেলার সময় শীত ; কথা সহ্য করিতে পারে না, কিম্বা সামান্য শব্দও শুনিতে চায় না

পা হইতে শীত উপর দিকে উঠে ; কম্প, মুখমণ্ডল গরম।

রাত্রে ঠাণ্ডা, কটিদেশ হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ; শয্যায় শুইলেও উষ্ণ হয় না।

সর্ব্বাঙ্গ শীতল, তৎসঙ্গে মুখমণ্ডলের আরক্তত।

শীতের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ।

সার্ব্বাঙ্গিক জ্বালাযুক্ত উত্তাপ, প্রতিদিন সন্ধ্যায় মস্তকে রক্তাধিক্য ; পচা আস্বাদ।

উত্তাপ, পিপাসা থাকে না।

গাত্রে হাত দিয়া দেখিলে ত্বক জ্বালাকর উত্তপ্ত বুঝায়।

রক্তাধিক্য বশতঃ শীত।

ঘর্ম্ম অধিকাংশ পায়ে।

ঘর্ম্ম—শীতল ; অম্ল ; দুর্ব্বলকর ; নিদ্রাবস্থায়।

৪১ আক্রমণ।—এক দিন অন্তর, বেলা ১১টার সময় : ৪০। প্রতিদিন সন্ধ্যায়: ৪০।

৪২ পার্শ্ব।—ঊর্দ্ধাঙ্গের দক্ষিণ, নিম্নাঙ্গের বাম।

দক্ষিণ: ৫, ১৭। বাম : ৩। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে : ৪০।

৪৩ অনুভব।—সর্ব্বাঙ্গে কণ্টকবিদ্ধবৎ অনুভব।

যেন শিরামধ্যে শোণিত স্ফুটিত হইতেছে।

অনুভবের অভাব : ৪৬।

৪৪ তন্ত্র।—শিরার পূর্ণতা ; নাড়ী পূর্ণ।

রক্তস্রাব স্বভাবতঃ ফিকে লাল।

মেদাধিক্য রোগ।

চর্ম্ম এবং পেশী শ্লথ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ২, ৫, ১৭, ১৯। আঘাতের পর : ২,৩১।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্ম প্রায়ই পাণ্ডুর, প্রলাপসহ ; শরীর উষ্ণ।

উষ্ণ, শুষ্ক, ক্ষণ ভঙ্গুর চর্ম্ম, অনুভবের অভাব।

কটাবর্ণের বা পচনশীল স্থানসকল।

চর্ম্মে লাল লাল কণ্ডু।

পানি বসন্ত ; ফুস্কুড়ি বা ব্রণগুলি দলে দলে বাহির হয়, নিদ্রাশূন্য ; স্নায়বীয় ; শুষ্ককাশী, উঠিয়া বসিতে হয়।

পচনশীল ক্ষত ; চারিদিকে কণ্ডূয়ন।

বড় বড় পষ্টুল, বঙ্ক্ষণ হইতে জানু পর্য্যন্ত দলে দলে।

ক্ষত বেদনাপূর্ণ, রক্তস্রাবী ; সঞ্চালনে ঘৃষ্টবৎ বোধ। স্কার্লাটিনার সঙ্গে মানসিক লক্ষণ।

৪৭ অবস্থা।—স্নায়বিক, উগ্র, উত্তেজিত স্বভাব।

রক্তপ্রধান ধাতু।

মাতাল ব্যক্তি।

গুল্মবায়ু গ্রস্ত রোগী।

বৃদ্ধ ব্যক্তি।

৪৮ সম্বন্ধ।—হায়োসায়েমস উপযোগী হয় :—সংন্যাসের পর ক্রুভিক্ষীণতা, বেলেডনা অকৃতকার্য্য হইলে ; সুরাপায়ীদিগের রক্তপিত্ত-কাস, নক্স ও ওপিয়মের পর ; রক্তাধিক্যযুক্ত শীতে বেলাডনা এবং ওপিয়ম অকৃতকার্য্য হইলে।

অত্যধিক কামোন্মত্ততা রোগে হায়োসায়েমস অকৃতকার্য্য হইলে ফস্ফরসে আরোগ্য হয়।

প্রথম জন্য পীড়া, অথবা বেলাডনা অপব্যবহারের জন্য।

প্রতিবিষ :—ভিনিগার, বেলাডনা, সাইট্রিক এসিড, চায়না, ষ্ট্রামো।

হিপার সল্‌ফার।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।— স্মৃতিশক্তির অতিশয় দৌর্ব্বল্য, উগ্রতাসহ।

কয়েক ঘণ্টার জন্য বিষণ্ণ স্বভাব ; ভয়ানক ক্রন্দন করে।

বিষাদযুক্ত, আত্মহত্যার চিন্তা।

সন্ধ্যাকালে অতিশয় উদ্বেগ।

মিথ্যা ব্যাধি আশঙ্কাযুক্ত।

অতিশয় চৈতন্যাধিক্য ও উগ্রতা, তৎসঙ্গে দ্রুত বাক্য কথন।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন:—প্রাতঃকালে ; তন্দ্রাকালে চক্ষুমুদিত করিলে ; সন্ধ্যাকালে বিবমিষা সহ ; শকটে বিচরণ সময়ে; মস্তক সঞ্চালনে।

সামান্য বেদনায় মূর্চ্ছা, সন্ধ্যায়।

৪ মস্তকাভ্যন্তর।—ছিদ্রকরণবৎ শীরঃপীড়া:—নাসিকামূলে, প্রতিদিন প্রাতঃকালে ; দক্ষিণ দিকের রগে বাহ্য হইতে অভ্যন্তর দিকে ; সঞ্চালন অথবা অবনত হইলে বৃদ্ধি।

মস্তকের অর্দ্ধভাগে প্রচাপন, যেন গোঁজ বা প্রেক বিদ্ধবৎ বেদনা, রাত্রে অথবা প্রাতঃকালে জাগ্রত হইলে ; চক্ষু সঞ্চালনে ও অবনত হইলে বৃদ্ধি।

মধ্যরাত্রি হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত, সম্মুখ মস্তকে কামড়ানি।

শিরঃপীড়া, খোলা বাতাসে ভ্রমণে উপশম।

মস্তক সঞ্চালনে শিরঃপীড়া।

মস্তকে জল প্রবাহ পতনের ন্যায় অনুভব।

প্রাতঃকালীন শিরঃপীড়া, প্রতি সংঘাতে বৃদ্ধি।

৩ বহির্মস্তক।—করোটির ত্বকে জ্বালাযুক্ত কণ্ডূয়ন, সম্মুখ মস্তক হইতে পশ্চাৎ মস্তক পর্য্যন্ত।

করোটীত্বকের স্পর্শে চৈতন্যাধিক্য, তৎসঙ্গে প্রাতে শয্যা হইতে উঠিলে জ্বালা এবং কণ্ডূয়ন, পারদ অপব্যবহারের পর।

মস্তক অনাবৃত করিলে, সর্দ্দি লাগিবার সম্ভাবনা।

সরস উদ্ভেদে ক্ষত বোধ; দুর্গন্ধ; প্রাতে উঠিলে প্রবল কণ্ডূয়ন; নখ ঘর্ষণে জ্বালা ও টাটানি বেদনা; শল্কাসহজে ছিন্ন হইয়া যায়, চর্ম্মহীন রক্তস্রাবী ত্বক থাকিয়া যায়।

মস্তকে এবং গ্রীবায় স্ফোটক, স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা। মস্তকে গুটিগুটি (নোড), স্পর্শে টাটানি।

মস্তকাবৃত রাখিলে এবং ঘর্ম্ম হইলে উপশম।

কেশ পতন, তৎসঙ্গে অত্যন্ত বেদনাপূর্ণ ফুস্কুড়ি, করোটীত্বকে বৃহৎ টাক।

মস্তক পৃষ্ঠ দেশে বক্র তৎসহ স্বরনালী নিম্নে স্ফীতি; গ্রীবা পার্শ্বের ধমনীর প্রবল স্পন্দন, ঘড় ঘড় শ্বাস।

৫ চক্ষু।—আলোক ত্যাগ করে।

উজ্জ্বল দিবালোকে চক্ষু বেদনা করে।

পড়িতে গেলে দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়।

পদার্থ সকল লাল দেখায়।

কর্ণিয়াতে ক্ষত।

বালুকা পড়ার ন্যায় চক্ষুমধ্যে প্রচাপন।

চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে। * ঘুংড়ী কাসী।

অক্ষিগোলকে প্রচাপনযুক্ত বেদনা, স্পর্শে টাটানি।

চক্ষুমধ্যে সূচীবেধ।

চক্ষু এবং অক্ষিপুট প্রদাহ; স্পর্শে ক্ষতবৎ বেদনা; অশ্রুস্রাব।

প্রদাহিত চক্ষুর চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ, তৎসঙ্গে শ্রুতিকষ্ট; নাক ঝাড়িলে কর্ণমধ্যে চিড় চিড় শব্দ।

কর্ণমধ্যে চিড়িকমারা বেদনা।

কর্ণ মলের বৃদ্ধি।

কর্ণ হইতে দুর্গন্ধ পূযস্রাব।

বাহ্যিক কণ্ডূয়ন।

কর্ণের উপরে এবং পশ্চাতে শব্দ।

৭ নাসিকা।—আঘ্রাণশক্তির আধিক্য এবং শিরোঘূর্ণনের সঙ্গেও।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। *সঙ্গীতের পর।

প্রতিশ্যায় সহ নাসিকার প্রদাহিক স্ফীততা, স্ফোটকের ন্যায় বেদনা-পূর্ণ; কাসির সঙ্গেও।

স্পর্শ করিলে নাসিকার অস্থিতে বেদনা।

নাসিকার মধ্যে কণ্ডূয়ন।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, তৎসঙ্গে চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলিমা মণ্ডল।

মুখমণ্ডলের উষ্ণতা ও আরক্ততা।

প্রাতে গণ্ডের বিসর্প সদৃশ স্ফীততা।

মুখমণ্ডলের অস্থিতে স্পর্শে বেদনা।

স্ফোটক স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

উদ্ভেদ শল্কযুক্ত এবং স্পর্শে বেদনাপূর্ণ।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—মুখগহ্বরের চারিদিকে কণ্ডূয়ন।

ওষ্ঠে এবং গণ্ডে স্ফোটক, স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা।

উপরের ওষ্ঠের সিন্দূরের ন্যায় লালবর্ণ প্রান্তে বেদনাবিশিষ্ট পীড়কা।

অধরের মধ্যভাগে বিদারিত।

উদ্ভেদ, মুখপ্রান্তে উত্তাপের অনুভব।

মুখপ্রান্তে ক্ষত।

চিবুকে কণ্ডূয়নশীল পীড়কা।

১০ দন্ত।—মাড়ী এবং মুখমধ্য স্পর্শে বেদনাপূর্ণ, স্পর্শে সহজেই রক্তস্রাব।

দন্তশূল, উষ্ণগৃহে বেশী।

দন্তের শিথিলতা।

ক্ষয়াদন্ত অতিশয় লম্বা ও বেদনাপূর্ণ বোধ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—পচা; ধাতব; তিক্ত।

দ্রুত বাক্যকথন।

জিহ্বাগ্র অতিশয় বেদনাপূর্ণ, এবং ক্ষতবৎ টাটানি।

১২ মুখমধ্য।—মাড়ীতে এবং মুখমধ্যে ক্ষত, ক্ষতের তলা বসার মত।

১৩ গলমধ্য।—গলাধঃকরণ কালে গলমধ্যে চাঁচিয়া আনা মত।

হক্ করিয়া শ্লেষ্মা তুলে।

টন্সিল এবং গ্রীবার গ্রন্থির স্ফীততা।

গলক্ষত, বাক্য কথনে বাধা জন্মে, কিন্তু গিলিতে কষ্ট হয় না।

গলার শুষ্কতা।

গলমধ্যে সূচীবেধ. কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, খাদ্য দ্রব্য গলাধঃকরণে বৃদ্ধি।

গলার মধ্যে যেন মাছের কাঁটা বা চোঁচ আট্‌কাইয়া থাকার ন্যায় অনুভব।

গলমধ্যে যেন বুরুশো দেওয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভব।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অম্ল দ্রব্য, মদ, অম্ল এবং তীব্র আস্বাদযুক্ত দ্রব্যে স্পৃহা।

মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে অস্বাভাবিক ক্ষুধা।

প্রচুর পিপাসা।

মেদ বা চর্ব্বিতে ঘৃণা।

১৫ পানাহার।—পরিমিত আহারের পর, পাকাশয়ে গুরুত্ব এবং প্রচাপন।

আহার: ১৭,২০। শীতল দ্রব্য পানাহার: ২৭। পান: ২৭। শীতল জল: ২০,২৫।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—বারম্বার গন্ধাস্বাদ হীন উদ্গার।

যেন অম্ল দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াছে, সেই জন্য অন্ননলীতে জল উঠিতেছে এরূপ অনুভব।

বুক জ্বালা।

ক্ষণিক কিন্তু বারম্বার বিবমিষার আক্রমণ।

বমনের প্রবৃত্তি, তৎসঙ্গে মুখ হইতে লালা স্রাব।

প্রতিদিন প্রাতে বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলী বারম্বার ও সহজেই বিকৃত হয়।

পাকাশয় প্রদেশে স্ফীতি এবং প্রচাপন।

পাকাশয়গহ্বরের বিস্তৃতি, কাপড় খুলিয়া দিতে হয়।

পাকাশয় মধ্যে জ্বালা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—সূচীবেধ :—যকৃত প্রদেশে; বিচরণ কালে প্লীহা প্রদেশে।

১৯ উদর।—উদর মধ্যে সংকোচক বেদনা।

নাভির উপরে উৎসেচন ক্রিয়া, তৎসঙ্গে উষ্ণ বায়ু উদ্গার।

পেট বেদনা, তৎসহ শুষ্ক কাসী।

উদর মধ্যে গড় গড় শব্দ।

কুচ্‌কির গ্রন্থির স্ফীতি এবং পূযসঞ্চয়।

২০ মল, ইত্যাদি।—কোষ্ঠবদ্ধতা :—মল কঠিন এবং শুষ্ক; বিশেষতঃ তৎসঙ্গে কনুই প্রভৃতি সন্ধির বক্র স্থানে উদ্ভেদ।

মল কঠিন না হইলেও কষ্টে বহির্গত হয়।

আতিসারিক মল :—শাদা এবং দুর্গন্ধ, শিশুর গাত্র অম্লগন্ধ; অম্ল গন্ধ এবং শ্বেতবর্ণ; কাদার বর্ণ; সবুজ, আটা আটা, অম্লগন্ধ; বেগসহ।

উদরাময় :—দিবসে বৃদ্ধি; আহারের পর এবং শীতল জলপানের পর।

আমাশয়িক মল :—নরম মল বা মল রক্ত ও আমমিশ্রিত হইলেও, বেগসহ বাহ্যে করিতে কষ্ট।

সরলান্ত্রে জ্বালা।

অর্শ বহির্গমন।

সরলান্ত্র হইতে রক্তস্রাব, তৎসঙ্গে কোমল মল।

বিটপস্থানে (পেরিনিয়মে) ঘর্ম্ম।

২১ মূত্র।—ঘোরলাল ও উষ্ণ; রক্তযুক্ত; জ্বালাকর, মেঢ্রস্থক বিদাহী।

মূত্র ধীরে ধীরে এবং যেন শক্তিহীন হইয়া বহির্গত হয়, বোধ হয় যেন মূত্রাধার সম্পূর্ণরূপে শূন্য করা যায় না।

মূত্রকালে মূত্রমার্গে জ্বালা।

মূত্রকালে মূত্রমার্গে অত্যন্ত ক্ষতবৎ টাটানি।

মূত্রমার্গের মুখের আরক্ততা ও প্রদাহ।

রাত্রে শয্যায় প্রস্রাব।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা বর্দ্ধিত, লিঙ্গোদ্রেক দুর্ব্বল বা মৃদু।

প্রষ্টেটিক্ রস নির্গমন,—প্রস্রাব এবং কঠিন বাহ্যের সময় এবং কোন কোন সময়ে আপনি।

লিঙ্গমণির পশ্চাৎ খাতে এবং উপস্থে কণ্ডূয়ন।

মেঢ্রত্বকে উপদংশ্‌সদৃশ ক্ষত।

পারদবিকৃতিজ উপদংশক্ষত।

গৌণ উপদংশ বা উপদংশের দ্বিতীয়াবস্থা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুতে রক্তাধিক্য।

প্রচুর রজঃস্রাব, যাহাদের চর্ম্মে এবং হাত পায়ে চর্ম্মরোগ আছে।

ঋতুর সঙ্গে সঙ্গেই রক্তস্রাব।

জরায়ুপ্রদাহ তৎসহ জ্বালা ও দপদপকর বেদনা।

জরায়ু-ক্ষত, তৎসঙ্গে রক্তযুক্ত পুযোৎপত্তি, বহু দিনের পনিরের ন্যায় গন্ধ, ক্ষতের প্রান্ত ভাগে চৈতন্যাধিক্য, ক্ষতে সর্ব্বদা দপদপানি অনুভব।

ক্ষতের চারিদিকে অত্যন্ত কণ্ডূয়ন বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা।

শ্বেতপ্রদর, তৎসঙ্গে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে বেদনা।

২৪ গর্ভ।—বারম্বার ক্ষণিক বিবমিষার আক্রমণ।

স্তন স্ফীত, স্পর্শে বেদনা না হইলেও তিনি উপর নীচে করিতে পারেন না।

স্তনের কর্কট রোগ, তৎসঙ্গে প্রান্ত ভাগে হুলবেধবৎ এবং জ্বালা; পুরাতন পনিরের ন্যায় দুর্গন্ধ নিঃসরণ।

কর্কট বা প্রধান ক্ষতের চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট পীড়কা বা মসৃণ ক্ষতসকল।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর ভঙ্গ, গল মধ্যে কর্কশতা।

স্বরনালী শীতল বায়ুতে চৈতন্যাধিক্য।

স্বরনলী মধ্যে সাই সাই শব্দ, উহার একটি ক্ষুদ্র স্থানে বেদনাপূর্ণতা।

ঘুংড়ী কাসী :—তৎসঙ্গে গম্ভীর, কর্কশ, কুকুর রবের মত কাসী, স্বরভঙ্গ কিম্বা স্বরলোপ, তৎসঙ্গে সামান্য শ্বাসাবরোধক আক্ষেপ ; শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ ; শীতল, শুষ্ক বাতাসের পর ; তৎসঙ্গে স্বরনালীর নিম্নে স্ফীততা ; মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে কিম্বা প্রাতঃকালের দিকে কাসী বৃদ্ধি।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—ঘড় ঘড় করা ; উদ্বিগ্ন, সাই সাই করা ; দৌড়ানর পর যেরূপ বারম্বার ঘন শ্বাস হয় তদ্রূপ ; উদ্বিগ্ন, ক্ষুদ্র, সাই সাই শব্দযুক্ত শ্বাস, দমবন্ধ হইবার উপক্রম, পশ্চাৎ দিকে মস্তক বক্র করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

২৭ কাসী।—ঘুংড়ীর মত, স্বরভঙ্গ ; শুষ্ক ; সরল এবং শ্বাসরোধক ; রক্তবৎ নিষ্ঠীবন সহ ; বমি উৎপন্ন করে ; হুপিং ও ঘুংড়ীর মত কাসীর শব্দ, লেরিংক্স মধ্যে বেদনা, স্বরনলীর মধ্যে শ্লেষ্মা জন্য শ্বাসাবরোধ ; প্রাতে বৃদ্ধি।

কাসী উৎপন্ন হয় :—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল হইলে ; শীতল দ্রব্য পানাহারে ; শীতল বায়ুতে ; শয্যায় শয়নে ; কথা কহিলে ; ক্রন্দনে ; পান করিলে।

কাসীর পর :—হাচি ; ক্রন্দন।

২৮ ফুসফুস।—বাম বক্ষ মধ্যে কএক বিন্দু উষ্ণ জল আছে এরূপ অনুভব।

বক্ষমধ্যে টাটানি।

বক্ষের দুর্ব্বলতা ; দুর্ব্বলতা জন্য কথা কহিতে অসমর্থ।

কথা কহিলে পর বক্ষের আক্ষেপিক সংকোচন।

বক্ষমধ্যে দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদকম্পন সহ বাম বক্ষে ও হৃদপিণ্ডে সূক্ষ্ম সূচীবেধ।

নাড়ী :—কঠিন, পূর্ণ, দ্রুত ; সময়ে সময়ে সবিরাম।

৩০ গ্রীবাপৃষ্ঠ।—ক্যারোটিড ধমনীর প্রবল স্পন্দন।

স্কন্ধাস্থি মধ্যে আকৃষ্টতা।

পশ্চাৎ কটিতে এবং উরুতে ঘৃষ্টবৎ অনুভব।

পৃষ্ঠে সূচীবেধ এবং আমবাতিক (Rheumatic) বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বগলের বীচিতে পূযোৎপত্তি।

বগলে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

বাহু মধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা।

বাহুর অস্থি মধ্যে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

কনুইয়ের স্থানে অর্ব্বুদ।

হস্ততালু কণ্ডূয়ন।

হস্তের চর্ম্ম কণ্ডূয়নশীল, শুষ্ক এবং শল্কযুক্ত।

অঙ্গুলি অসাড়।

আঙ্গুল হাড়া বা অঙ্গুলিবেষ্টক।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—খোলা বায়ুতে ভ্রমণ কালে বাম বঙ্ক্ষণে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

নিতম্ব এবং উরুদ্বয়ের পশ্চাত দেশ উপবেশন কালে বেদনাপূর্ণ।

হাটুর স্ফীতি।

জানু ঘৃষ্টবৎ বেদনা করে।

পায়ের ডিমে, অঙ্গুলিতে এবং তলায় খল্লী।

পায়ের গুল্‌ফ দেশের চারি দিকে স্ফীততা, তৎসহ শ্বাসকষ্ট।

উভয় পায়ের গোড়ালিতে প্রেকবিদ্ধবৎ বেদনা।

অঙ্গুলি মধ্যে শুড়শুড়ি।

পায়ের চর্ম্ম বিদারিত।

পা ঠাণ্ডা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আকৃষ্টবৎ বেদনা, বিশেষতঃ প্রাতে জাগ্রত হইয়া ভ্রমণ কালে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দুর্ব্বলতা; তাহাতে ঘৃষ্টবৎ বোধ।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন: ৩, ৪০। চক্ষু সঞ্চালন: ৩, ৫। ভ্রমণ: ১৮। উপবেশন: ৩৩; পশ্চাদ্দিকে মস্তক বক্র করত: ২৬। অবনত: ৩। শয্যায় শয়ন: ২৭,৪৩।

৩৬স্নায়ু।—তামাকুর ধূম পানের পর কম্পন, দুর্ব্বলতা।

সামান্য বেদনায় মূর্চ্ছা।

আঘাতের (যেমন মস্তকে প্রচাপন) পর আক্ষেপ; নবপ্রসূত শিশুর হনুস্তম্ভ : ৪৮।

৩৭ নিদ্রা।—দিবসে নিদ্রালুতা, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; তৎসঙ্গে বারম্বার আক্ষেপিক জৃম্ভন।

মধ্য রাত্রির পর, চিন্তার আধিক্য বশতঃ অনিদ্রা।

শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম বোধে, নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠে।

লিঙ্গোত্থান এবং প্রস্রাব করিতে প্রবৃত্তিসহ রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ।

স্বপ্ন;—উদ্বিগ্ন; অগ্নি বিষয়ক।

৩৮সময়।—প্রাতঃকাল : ২,৩,৪,৮,১৬,২৭,৩৪,৪০। পূর্ব্বাহ্ণ : ১৪। সন্ধ্যার দিকে : ৩৭। সন্ধ্যা : ১,২,৪০। রাত্রি : ৩,২১,৪। মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে : ২৫। মধ্য রাত্রির পরে : ২৫, ৩৭। মধ্যরাত্রি হইতে প্রাতঃকাল : ৩। দিবস : ২৭, ৩৭,৪০। দিবারাত্রি :৭০।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—উষ্ণ গৃহ ১০। মস্তক উষ্ণ ভাবে আবৃত করণ: ৪। অনাবৃত মস্তক : ৪। খোলা বাতাস : ৪০। শীতল বায়ু : ২৫, ২৭। শুষ্ক শীতল বায়ু : ২৫।

শীতল উত্তরপশ্চিমে বায়ু।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—দিবসে শীত,পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ, এবং আলোকাতঙ্কতা।

সন্ধ্যা ৬টা বা ৭ টার সময় শীত।

শয্যায় রাত্রিকালীন শীত, তৎসহ সমস্ত উপসর্গের বৃদ্ধি।

শীত, তৎপরে পিপাসা; এক ঘণ্টা পরে প্রবল উত্তাপ এবং তৎসহ নিদ্রার ব্যাঘাত।

খোলা বায়ুতে বড় শীতার্ত্ত।

শুষ্ক, জ্বালাযুক্ত উত্তাপ, তৎসঙ্গে মুখমণ্ডলের আরক্ততা এবং প্রবল পিপাসা, সমস্ত রাত্রি।

উত্তাপের আবেশ, ঘর্ম্মসহ।

দিবারাত্রি ঘর্ম্ম, তাহাতে উপশম হয় না কিম্বা প্রথমে ঘর্ম্ম হয় না.পরে প্রচুর ঘর্ম্ম ; সহজেই সামান্য সঞ্চালনে ঘর্ম্ম।

নৈশ বা প্রাতঃকালীন ঘর্ম্ম, পিপাসা সহ।

শীতল, ঘর ঘরে, বারম্বার অম্ল অথবা দুর্গন্ধবিশিষ্ট ঘর্ম্ম।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩। বাম : ২৮,২৯,৩৩। বাহির হইতে ভিতরে : ৩।

৪৩ অনুভব।—রাত্রিতেযে পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে সেই পার্শ্ব বেদনাপূর্ণ টাটানি বোধ ; অবস্থান পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়।

৪৪ তন্তু।—অস্থিক্ষয় রোগ (Caries)।

গ্রন্থির প্রদাহ, স্ফীততা এবং পুযোৎপত্তি।

আমবাতিক স্ফীততা, তৎসঙ্গে উত্তাপ, আরক্ততা, এবং যেন ঘৃষ্ট হইয়াছে এরূপ অনুভব।

কঠিন, জ্বালাযুক্ত গুটী গুটী।

৪৫ সংস্পর্শ,আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৪,৫,৭,৮,১০,২৪,২৬। প্রচাপন : ১০। নখঘর্ষণ : ৪০। বিকম্পন : ৩।

৪৬ চর্ম্ম।—ত্বকের পাণ্ডুবর্ণ।

গাত্রে জ্বালাযুক্ত কণ্ডূয়ন, নখঘর্ষণে শাদা শাদা ফুস্কুড়ি জন্মে।

জননেন্দ্রিয়ে, মুস্কে এবং উরুত এবং মুস্কত্বকের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সরস ক্ষত।

উদ্ভেদ অতিশয় চৈতন্যাধিক্যযুক্ত, স্পর্শে টাটানি।

বৃত্তাকারে মিলিয়ারি উদ্ভেদ।

জানু এবং কনুইয়ের সন্ধির অবনমন স্থানে কণ্ডূয়নযুক্ত উদ্ভেদ।

শীতপিত্ত।

শুষ্ক, পীড়কাযুক্ত উদ্ভেদ।

পামা, পুরাতন স্থানের ঠিক সীমার বাহিরে নূতন ফুস্কুড়ি হইয়া বিস্তৃত হয়।

চর্ম্মের অবস্থা ভাল নহে, সামান্য আঘাতে পুয।

ক্ষত :—রক্তযুক্ত পুযস্রাব,পুরাতন পনিরের ন্যায় গন্ধ;প্রান্তভাগ বেদনাপূর্ণ এবং উহার ভিতরে স্পন্দন অনুভব ; ক্ষতকারক স্রাব।

ক্ষতসকলের প্রান্তভাগে জালা এবং হুলবেধবৎ বেদনা।

৪৮ সম্বন্ধ।—বেলাডনা, ল্যাকেসিস, সাইলিশিয়া, স্পঞ্জিয়া, জিঙ্কম, আর্ণিকা (আভিঘাতিক আক্ষেপ) ঔষধের পরে হিপার সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

হিপারের পরে বেলেডনা, মার্কুরিয়াস, নাইট্রিক এসিড, স্পঞ্জিয়া, সাইলিশিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

হিপার প্রতিষেধ করে:—পারদ বা অন্য ধাতুসংযুক্ত ঔষধ; আয়োডিন এবং বিশেষতঃ অয়োডাইড অভ পটাস এবং কড-লিভার অয়েল।

হিপারের প্রতিষেধক:—এসেটিক এসিড, বেলেড, ক্যামো, সাইলি।

হেলিবোরস।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—সম্পূর্ণ অচৈতন্য।

দুর্ব্বল স্মরণশক্তি।

শরীরের উপর মনের ক্ষমতার হ্রাস; চিন্তা স্থির করিতে পারে না; উত্তর দিতে মৃদু, নির্ব্বোধের ন্যায় একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে; অনুষ্ঠেয় কার্য্যে ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় না করিলে পেশীর কাজ হয় না, যথা কেহ কোন কথা কহিলে সেই দিকে মন যায় এবং হস্ত হইতে দ্রব্যাদি পতিত হয়।

নির্ব্বোধভাব, কোন কথা বলে না।

প্রলাপ।

চিন্তাশূন্য একদৃষ্টি।

অবিরত তাহার ওষ্ঠ এবং বস্ত্রাদি খোঁটে।

কাতর ধ্বনি করে, ক্রন্দন করে।

মেনিঞ্জাইটিস কিম্বা মস্তিষ্কোদক পীড়ায় বারম্বার চীৎকার।

পলাইবার চেষ্টা, নদীতে পতিত হইবার চেষ্টা।

বিষাদ বায়ু :—নীরব ; যৌবনের প্রারম্ভে ; যন্ত্রণা সহ।

দুঃখিত, নিরাশ স্বভাব।

তাচ্ছিল্য ভাবাপন্ন।

উগ্রস্বভাব ; সান্ত্বনায় বৃদ্ধি, বিরক্ত হইতে চাহে না।

শব্দ বা আঘাতে আক্রমণের সময় হ্রাস করে। * আক্ষেপ।

রোগের যে লক্ষণ বিষয়ে চিন্তা করে তাহা হ্রাস পায়।

১ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন :—বিবমিষাসহ, জলবৎ বমন এবং অতিসার ; অবনত হইলে, সোজা হইলে থাকে না।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—চাপপ্রদ শিরঃপীড়া, ভিতর হইতে বাহিরের দিকে ; স্তব্ধতা ; মস্তক ভারি ; মস্তক সঞ্চালনে এবং উদ্যমে বৃদ্ধি ; খোলা বায়ুতে উপশম।

অচৈতন্যকর শিরঃপীড়া, সর্দ্দিসহ (৪টা হইতে রাত্রি ৮টা) ; অবনত হইলে বৃদ্ধি ; বিশ্রামে ও খোলা বাতাসে উপশম।

মস্তকমধ্যে চিড়িকমারা বেদনা। *স্কার্লাটিনার পর শোথ।

স্তব্ধভাব ; মস্তক উষ্ণ, ভারি ; উপাধানে মস্তক প্রবেশ করাইয়া দেয় অর্থাৎ বালিসে মাথা গোঁজে ; শীতার্ত্ত;অঙ্গুলি শীতল।

মস্তিষ্কের শোথ ; আরক্ত জ্বরের পর।

মস্তকমধ্যে দাহবিশিষ্ট উত্তাপ ; মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ।

আঘাতের ন্যায় পশ্চাৎ মস্তকে অনুভব।

১ বহির্মস্তক।—ঘৃষ্টবৎ টাটানি, মস্তকপৃষ্ঠে বেশী ; অবনত হইলে বৃদ্ধি।

দিবারাত্রি শিরোলুণ্ঠন, অস্ফুট কাতরধ্বনি।

পশ্চাদ্দিকে এবং এপাশ ওপাশে মস্তক সঞ্চালন।

কেশ পতন, করোটির ত্বক ফুট ফুট করে, পশ্চাৎ মস্তকে বেশী ; শরীর এবং মুখমণ্ডল শোথযুক্ত।

মস্তকে আংশিক ঘর্ম্ম।

সরস শল্ক।

৫ চক্ষু।—প্রদাহসহ আলোকাতঙ্ক।

আলোকে অসাড়। * মস্তিষ্কোদক পীড়া।

কনীনিকা :—সঙ্কুচিত ; বিস্তৃত ; পর্য্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত ও বিস্তৃত।

রাত্র্যন্ধতা।

অক্ষিগোলক উপরে উঠে, টেরা দৃষ্টি।

শূন্য দৃষ্টি, কনীনিকা প্রসারিত, চক্ষু সম্পূর্ণ উন্মীলিত।

অক্ষিগোলক লাল কাচ সদৃশ।

চক্ষু অন্তঃপ্রবিষ্ট, নীলবর্ণ প্রান্তভাগ।

অক্ষিপুট সংবদ্ধ, শুষ্ক, যেন চাপা পড়িয়াছে এরূপ অনুভব।

ভ্রূদেশ হইতে চুল পড়িয়া যায়।

৬ কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে গর্জ্জন এবং ঘণ্টাধ্বনি।

৭ নাসিকা।—আঘ্রাণশক্তির ক্ষীণতা।

নাসিকা রন্ধ্র ধূমময় দেখায়।

নাক সুচল ; নাসিকারন্ধ্র শুষ্ক, অপরিষ্কার।

বারম্বার নাক রগড়ায়।

হাঁচি।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখ :—লাল, উষ্ণ, কিন্তু পাণ্ডুবর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ, শোথযুক্ত, বিকৃতভঙ্গী ; পাণ্ডুবর্ণ, অন্তঃপ্রবিষ্ট, তুষারবৎ শীতল ; রক্তপূর্ণ, তৎসঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম।

কপাল বা মুখমণ্ডল কুঞ্চিত।

নির্ব্বোধ মত ভঙ্গিমা।

বামপার্শ্বীয় স্নায়ুশূল ; এত বেদনা যে চর্ব্বণ করিতে পারে না।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—অবিরত চর্ব্বণ সদৃশ মুখসঞ্চালন।

মুখপ্রান্তে ক্ষত ; কেবল লালা স্রাব ; ওষ্ঠ শুষ্ক, বিদারিত।

স্ফীত ওষ্ঠে শাদা শাদা ফুস্কুড়ি।

নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে।

১০ দন্ত।—দন্ত কিড়মিড় করা। জ্বরের শীতের সময় দন্তশূল।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি —আস্বাদ তিক্ত।

জিহ্বা :—শুষ্ক; প্রাতঃকালে, শাদা; সম্মুখভাগে লাল এবং শুষ্ক; সামান্য বহির্গত এবং ইতস্ততঃ সঞ্চরমান; কম্পিত, অসাড়; স্ফীত; ফোস্কাপূর্ণ; অগ্রভাগে সুড়সুড়ি।

১২ মুখমধ্য।—মুখ শুষ্ক, তালু শুষ্ক, গিলিতে মুখ নাড়িলে তালুতে কর্ত্তনবৎ এবং চাচনি মত বেদনা।

মুখমধ্য, মাড়ী এবং জিহ্বা কতকগুলি অনুন্নত হরিদ্রাবর্ণ ক্ষত দ্বারা পরিপূর্ণ, উহাদের প্রান্তভাগ উচ্চ এবং ধূসরবর্ণ, কিম্বা লাল স্ফীত ভূমি; পচা গন্ধ; লালাস্রাব; উপক্ষত।

১৩ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা :—শিশু পেটুকের মত স্তন্যপান করে; খাদ্যে ঘৃণাসহ।

পেটুকের মত শীতল জলপান করে; ঝিনুক কামড়াইয়া ধরে, কিন্তু অজ্ঞান হইয়া থাকে। ‖ মস্তিষ্কোদক পীড়া।

পিপাসা :—পানীয়ে ঘৃণাসহ; ক্ষুধা নাই।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—বিবমিষা জন্য ক্ষুধার্ত্ত কিন্তু খাইতে পারে না।

পেটবেদনাসহ, ঈষৎ সবুজ ও কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ বমন।

১৭ পাকস্থলী।—অন্ননলীতে প্রবল জ্বালা।

পাকাশয়গহ্বরের পূর্ণতা এবং বিস্তারণ।

পাকাশয়গহ্বর অন্তঃপ্রবিষ্ট।

পাকাশয় প্রদেশে প্রচাপন।

কাসিলে বা বেড়াইলে পাকাশয়ে বেদনা।

১৮ উদর।—শূলবৎ বেদনা, নাভির নিকটে চিমটীকাটার মত, তৎপরে আটা মত মল।

কল কল শব্দ, যেন অন্ত্রে জল পূর্ণ রহিয়াছে।

উদরী :—আরক্ত জ্বরের পরে; কণ্ঠমালা রোগগ্রস্ত শিশুদের।

অত্যন্ত পেটবেদনা, দুর্বলতা, মুখাবয়ব অন্তঃপ্রবিষ্ট; মুখমণ্ডল শীতল, পাণ্ডুবর্ণ, শীতল ঘর্ম্মাবৃত; নাড়ী সূত্রবৎ; তরল অতিসার।

২০ মল, ইত্যাদি ।—মলঃ—তরল, জলবৎ ; শাদা শ্লেষ্মা, আটামত, বেগসহ ; অসাড়ে ।

নরম মল বাহ্যেকালে যেন মল বাহির করিতে অন্ত্রের কোন শক্তি নাই, এইরূপ বোধ ।

সরলান্ত্রের সর্দ্দি নিঃসরণ, তৎসঙ্গে মূত্রাশয়ের আক্ষেপ ।

২১ মূত্র ।—আক্ষেপিক মূত্রবেগ, তাহাতে আক্ষেপ উপস্থিত হয় ; অত্যল্প মূত্র বহির্গত হয় ।

মূত্রাশয় অতিশয় পরিপূর্ণ বোধ হয় ; পৈশিক দুর্ব্বলতা বশতঃ মূত্রবন্ধ ।

বারম্বার বেগসহ স্বল্পস্রাব ।

প্রচুর চাপ দিয়া অতিকষ্টে (তিনি) কএক বিন্দু রক্ত বাহির করেন ।

রক্ত এবং আটামত পদার্থ বহির্গত হয়, তৎসঙ্গে জ্বালা ও হুলবেধ শোথের মধ্যে মূত্রের নিঃসরণ বন্ধ হয় ।

মূত্র :—স্বল্প, ঘোর, বিন্দু বিন্দু কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন স্থালিতে থাকে ; কাফি-চূর্ণমত ; অণ্ডলালযুক্ত স্বল্পমূত্র ; প্রচুর পরিমাণে স্রাব ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয় ।—ইচ্ছা হ্রাস ; পুরুষাঙ্গ শিথিল ; লিঙ্গোদ্রেক নাই ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ।—ঋতুবন্ধ ; নিরাশ প্রণয় জন্য ঋতুরোধ ।

জরায়ু শোথ ।

২৪ গর্ভ ।—সূতিকাক্ষেপ ।

২৫ লেরিংক্স ।—মস্তিষ্কোদক পীড়া সহ দুর্ব্বল স্বর ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া ।—দীর্ঘশ্বাস ।

বক্ষস্থল সংকুচিত, মুখ খুলিয়া শ্বাসজন্য খাবি খায়, শয্যায় ঠেস দিয়া বসিয়া থাকে । * বক্ষোদক পীড়া ।

শ্বাসকষ্ট, উদ্বেগ, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি ; শয়ন করিতে বাধ্য হয় ।

২৭ কাশী ।—শুষ্ক, রাত্রে বৃদ্ধি, তাম্রকূট ধূমপান কালে শুষ্ক ।

কাশিবার কালে বামদিকস্থ ফুস্ফুস পঞ্জরাস্থি প্রদেশে টান পড়া ।

২৮ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী ।—নাড়ী :—হৃৎপিণ্ডের আঘাত অপেক্ষা দ্রুততর ; মস্তিষ্কোদক পীড়ায় দ্রুত, কোমল, সবিরাম ; বক্ষোদক পীড়ায় সূত্র, তারের ন্যায় প্রায় অনুভব করা যায় না ।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—গ্রীবা অনম্য।

গ্রীবার পেশী অনম্য।

গ্রীবার গ্রন্থিতে স্ফীততা।

মেরুদণ্ডের পেশীর আক্ষেপ। ‖ মস্তিষ্কোদক পীড়া।

গ্রীবার নিম্নে মুখের বাম পার্শ্বে এবং দন্তে বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহু ক্রমাগত আপনাআপনি নড়িতে থাকে, কেবল নিদ্রাবস্থায় নহে।

বৃদ্ধাঙ্গুলি হস্ততালু মধ্যে আকৃষ্ট।

মণিবন্ধে এবং অঙ্গুলি সন্ধিতে বিদ্ধকরবৎ বেদনা।

নখের চারিদিকে ক্ষত।

অঙ্গুলিমধ্যে সরস বেদনাহীন ফুস্কুড়ি।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বাম বঙ্ক্ষণ সন্ধিমধ্যে প্রেকবিদ্ধবৎ।

বঙ্ক্ষণ এবং জানুসন্ধির অনম্যতা।

জানু এবং পায়ের নিম্ন সন্ধিতে বিদ্ধকরণবৎ, হুলবেধ।

পা উপর দিকে গুটাইয়া অবস্থানের (স্ত্রী) পরিবর্ত্তন করে। ‖ মস্তিষ্কোদক পীড়া।

পদদ্বয় শোথযুক্ত।

অঙ্গুলি মধ্যে সরস বেদনাহীন ফুস্কুড়ি।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গাদি মধ্যে অস্ত্রবিদ্ধবৎ যাতনা সহ জরায়ুশোথ।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—শয্যার নিম্নভাগে পিছাইয়া আসে। * টাইফয়েড।

পা গুটাইয়া চিৎ হইয়া শয়ন করে। * টাইফয়েড।

শারীরিক উদ্যমে বৃদ্ধি।

সঞ্চালন : ৪৭। অঙ্গসঞ্চালন : ৩। উদ্যম : ৩। বিচরণ : ১৭। শয্যা হইতে উঠা : ৪০। উঠিয়া বসিতে হয় : ২৬। সোজাভাবে : ২। অবনমন : ২, ৪। শয়ন : ৪০।

৩৬ স্নায়ু।—পেশীদের আক্ষেপিক সংকোচন।

মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় রোগে এক পা ও এক হাতের আপনাআপনি সঞ্চালন।

আক্ষেপ :—তৎসঙ্গে অত্যন্ত শীতলতা ; স্তন্যপায়ী শিশুর।
মৃগী, তৎসহ চৈতন্য থাকে, তৎপরে গাঢ় নিদ্রা।
পেশী সকলের সহসা শিথিলতা।
অতিশয় দুর্ব্বলতা।

৩৭ নিদ্রা।—একাকী থাকিলে তন্দ্রালু।
অবিরত নিদ্রা ; নিদ্রা ভঙ্গ করা যায় কিন্তু সম্পূর্ণ চৈতন্য হয় না।
*টাইফয়েড।
তন্দ্রাযুক্ত নিদ্রা, তৎসঙ্গে চীৎকার ও চমকিয়া উঠা।
স্বপ্ন :—গোলমেলে, উদ্বেগপূর্ণ, স্মরণ করা যায় না।
নিদ্রাবস্থায় পেশীর উৎক্ষেপ।

৩৮ সময়।—দিবসে বিরাম।
সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি।
সন্ধ্যা : ২৫,৪০। অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত : ৩। রাত্রি : ২৭। প্রাতঃকালাভিমুখে : ৪০। দিবারাত্রি : ৪।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—অনাবৃত হইলে বৃদ্ধি ; উষ্ণ বায়ুতে কিম্বা আবৃত করিলে উপশম।
খোলা বায়ুতে উপশম বোধ ; এরূপ অনুভব যেন বহুদিন পীড়িত ছিল।
শীতল বায়ু : ৪৪। খোলা বায়ু : ৩। অনাবৃত হইতে অনিচ্ছা : ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত বাহু হইতে সম্প্রসারিত হইতে থাকে, গা কাঁটা দেয়, সন্ধিতে বেদনা ; মুখমণ্ডল উষ্ণ ; তন্দ্রালু ; শয্যা হইতে উঠিলে এবং সঞ্চালনে বৃদ্ধি।
জ্বালাজনক উত্তাপ, তৎপরে শীত ও পেট বেদনা।
জ্বালাজনক উত্তাপ, তৎসহ আভ্যন্তরিক শীত এবং পানে অনিচ্ছা ; এক একবারে অল্প অল্প জলপান করিতে পারে ; সন্ধ্যায় শয্যায়।
উত্তাপ কিম্বা ঘর্ম্ম, অনাবৃত হইতে অনিচ্ছা।
শয্যায় শয়নের পর উত্তাপ, সাধারণতঃ ঘর্ম্মসহ।

ঘর্ম :—শীতল, চট্‌চটে ; নিদ্রার পর কম ; উপশম করে ; প্রাতঃ-
কালাভিমুখে, উত্তাপ অপরিবর্ত্তিত থাকে।

৪২ পার্শ্ব।—বাম: ২৭,৩১,৩৩।

৪৩ অনুভব।—বিদ্ধবৎ, ছিন্নবৎ, চাপপড়াবৎ বেদনা বিকৃতাঙ্গে অনুপ্রস্থ
ভাবে সঞ্চারিত।

৪৪ তন্তু।—রক্তবর্ণাংশ শ্বেতবর্ণ হয় ; রক্তাল্পতা।

স্থূলতা লোপ বা রোগা হইয়া যায় ; উপক্ষত।

শোথ :—বস্তিকের, বক্ষের বা উদরের ; সহসা স্ফীতি ; সার্ব্বাঙ্গিক ;
আরক্ত জর, বৃক্ক প্রদাহ এবং সাধারণ জরের পর, ইত্যাদি।
সহকারী লক্ষণ :—দুর্ব্বলতা, জর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা,
অতিসার, মূত্রবন্ধ।

অস্থিবেষ্টে হুলবেধ ও বিদ্ধকরণবৎ বেদনা।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ১১। চর্ব্বণ : ৮।

৪৬ চর্ম্ম।—নখ ঘর্ষণে কণ্ডুয়নের পরিবর্ত্তন হয় না।

চর্ম্ম :—পাণ্ডুর ; পীত।

বেদনাশূন্য শারীর ব্রণ বা ক্ষত।

চর্ম্ম উঠিয়া যায় ; কেশ ও নখ পতন।

৪৭ অবস্থা।—দন্তোদগম সময়ে মস্তিষ্ক লক্ষণ।

দুর্ব্বল, গণ্ডমালাদোষগ্রস্ত শিশুগণ।

৪৮ সম্বন্ধ।—প্রতিষেধ করে :—ক্যাম্ফর, চায়না।

হেলোনিয়স।

পরীক্ষক :—ডাক্তার পার।

১ মন।—জড়তাবাপন্ন ; চতুর বা কার্য্যতৎপর নহে।

চঞ্চল, অবিরত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে চাহে।

একাকী থাকিতে ইচ্ছা ; কথোপকথন অপ্রীতিকর।

বিষণ্ন ভাব।

উগ্রস্বভাব; কোনও বিষয়ে কোনরূপ যুক্তি গ্রহণ করিতে বা সামান্য প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না।

দোষান্বেষী বা ছিদ্রান্বেষী।

২ চৈতন্য।—অবনত হইলে মস্তকের বেদনা বৃদ্ধি পায়, এবং তৎসঙ্গে মস্তকঘূর্ণনের বৃদ্ধি বর্ত্তমান থাকে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মূর্দ্ধাদেশে কিম্বা সম্মুখ কপালে পূর্ণতা এবং প্রচাপন; তৎসম্বন্ধে চিন্তায় বৃদ্ধি বা পুনঃ প্রকাশিত হয়।

একটী বা উভয় রগ-মধ্যে দপদপ্‌ করা বেদনা (একটী সন্ধি ক্ষুদ্র স্থানে)।

মস্তকের সম্মুখে এবং শীর্ষদেশে জ্বালা, সঞ্চালন এবং মানসিক উদ্যমে উপশম এবং উহা স্থগিত হইলেই বৃদ্ধি।

৮ মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুর, মৃদ্বর্ণ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—প্রতিদিন প্রাতে ৫টার জাগ্রত হইলে তিক্ত, অপ্রীতিকর আস্বাদ; জিহ্বা এবং গলকোষ শুষ্ক।

জিহ্বা শাদা। * বহুমূত্র (Diabetes)।

১২ মুখমধ্য।—গর্ভবতী স্ত্রী ও শিশুদিগের (যাহাদের দন্ত—উঠিতেছে) লালাস্রাব।

মুখে ক্ষত হয়।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধালোপ, উদ্গার, পূর্ণতা, বমী এবং পাকাশয়ের বেদনাপূর্ণ প্রদাহ।

ক্ষুধা প্রবল নহে, খাদ্য স্বাদহীন; "পৈত্তিক", দিবসে নিদ্রালু।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—স্বাদহীন উদ্গার; উদ্গারোত্থান, প্রত্যেকটীতেই বিবমিষা জন্মাইয়া থাকে।

সন্ধ্যাকালীন আহার সময়ে বিবমিষা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় মধ্যে ক্ষতবৎ বেদনা।

পাকাশয়ে জ্বালা; বক্ষোমধ্যে জ্বালা ও অম্লগ্লানি; উদ্গার।

পাকাশয়ের উপ্রভাগে সার্বক্ষণিক বোধ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—বামদিকে যেন প্লীহা মধ্যে বেদনা, যেন বোধ হয় প্লীহা বিবৃত হইয়াছে, তজ্জন্য অতীব কাতর।

১৯ উদর।—উদর মধ্যে সঙ্কোচন এবং গুড় গুড় শব্দ, যেন অতিসার হইবে এরূপ উপক্রম।

পাকাশয়নিম্নদেশে শূলবৎ বেদনা।

উদরের নিম্ন এক তৃতীয়াংশে জ্বালা।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলঃ—তরল, পীতবর্ণ, প্রাতে; সন্ধ্যাকালে চাপ মল।

২১ মূত্র।—বৃক্কের অতিশয় কোমলতা, অবিরত কামড়ানি, বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকে।

বৃক্কদ্বয়ে জ্বালানুভব; জ্বলন দ্বারা তাহাদের সীমা নির্দ্ধারণ করা যায়।

বৃক্ক প্রদেশে ক্লান্তি; পূর্ণত্ব, গুরুত্ব; মন কার্য্যলিপ্ত নহে।

প্রস্রাব ত্যাগ কালে দাহ ও জ্বালা; বারম্বার ইচ্ছা ও বেগ।

মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

মূত্রাশয় শূন্য হইয়াছে বোধ হইলে পরও অসাড়ে মূত্রস্রাব।

মূত্রঃ—প্রচুর, স্বচ্ছ, অপ্রগাঢ় বর্ণ বিশিষ্ট; অণ্ডলালযুক্ত।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা ও শক্তি বর্দ্ধিত।

লিঙ্গোত্থান অস্বাভাবিক প্রবল এবং বারম্বার।

ধ্বজভঙ্গ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা ও শক্তির লোপ সহ বন্ধ্যাত্ব থাকে বা কাহারও থাকে না।

গভীর বিষণ্ণতা, অনির্ব্বচনীয় অবসাদসহ জরায়ুতে গুরুত্ব এবং বেদনা অনুভব; "জরায়ু বিষয়ক চৈতন্য" বা জরায়ু বিদ্যমান আছে এরূপ অনুভূতি।

ত্রিকাস্থি মধ্যে আকৃষ্টকর দৌর্ব্বল্য সহ জরায়ুচ্যুতি; এবং বয়োসন্ধি কালে অতিশয় দুর্ব্বলতা সহ; অতিশয় মানসিক বিষণ্ণতা।

জরায়ুচ্যুতি এবং জরায়ুগ্রীবার ক্ষত; স্রাব অবিরত, মলিন, দুর্গন্ধ; কোন ভারিদ্রব্য তুলিতে সামান্য উদ্যমে বহুপরিমাণে রক্তস্রাব; যোনিদেশের অত্যন্ত উত্তেজনা; কটীতে বেদনা।

কষ্ট বা জরায়ুচ্যুতি, শ্বেত প্রদর; জরায়ুগ্রীবা ঠেলিয়া বাহিরে আসে।

জরায়ু নামিয়া পড়ে, জরায়ুগ্রীবা ঠেলিয়া সম্মুখ দিকে আইসে; জরায়ুগ্রীবা এবং সরলান্ত্রের মধ্যে অতি কষ্টে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট হয়।

রক্তক্ষয় জন্য দুর্ব্বলা স্ত্রীদিগের রজঃ পুনঃ পুনঃ এবং প্রচুর। স্রাব দৌর্গ; মলিন, সংবদ্ধ, দুর্গন্ধ।

পরিপাক যন্ত্রের বিকৃতি এবং রক্তাল্পতা জন্য রজোলোপ।

স্বল্পরজঃ সহ গুরুত্ব, ক্লান্তি, তন্দ্রা এবং অণ্ডলালযুক্ত মূত্র।

জরায়ু হইতে প্রচুর রক্ত স্রাব; কটিদেশ হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত বেদনা।

জরায়ু মধ্যে দিয়া পৃষ্ঠবেদনা।

শ্বেতপ্রদর সহ প্রচুর রক্তস্রাব, ডিম্বাধারে এবং জরায়ুতে বেদনা।

দৌর্ব্বল্য ও রক্তাল্পতা সহ শ্বেতপ্রদর।

ভগ ও ভগোষ্ঠের আরক্ততা, উষ্ণতা, স্ফীততা, জ্বলন ও তীব্র কণ্ডূয়ন; প্রতিদিন প্রাতে শল্কাকারে ত্বক পাতলা উঠিয়া যায়। ভগোষ্ঠের শ্লৈষ্মিক ত্বক লাল, স্ফীত, দধির ন্যায় নিঃসরণে আবৃত।

২৪ গর্ভ।—গর্ভস্রাবের আশঙ্কা; বিশেষতঃ বরাবর যাহাদের হইয়া থাকে।

গর্ভাবস্থায় মূত্র অণ্ডলাল:—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, তন্দ্রালুতা।

স্তন স্ফীত, চুচুক বেদনাপূর্ণ, স্পর্শাসহত্বযুক্ত, চুচুকে সাধারণ পোষাকের বা বস্ত্রের ভার সহ্য করিতে পারে না।

২৫ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী।—হৃদ্‌কম্পন।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষ বায়ুতে চৈতন্যাধিক্য।

কামড়ানি, যেন বক্ষের সম্মুখভাগ সংবদ্ধ ছিল এরূপ অনুভব।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—স্কন্ধাস্থির নিম্নার্দ্ধেকাংশের মধ্যস্থলে জ্বালা এবং উত্তাপ; রাত্রে উপবিষ্টাবস্থায় অধ্যয়ন কালে।

কটীর দিকে পৃষ্ঠদেশ কামড়ানি; ক্লান্ত এবং দুর্ব্বল বোধ; কটি এবং ত্রিকাস্থি প্রদেশে জ্বালা এবং ক্লান্তিপ্রদ কামড়ানি (উপবেশন করিলে)।

বস্তি এবং ত্রিকাস্থি প্রদেশের উপরে বেদনা; রাত্রে অত্যন্ত বেশী।

ত্রিকাস্থিতে কামড়ানি, প্রত্যেক দিকের নিতম্বের নিচে উহা প্রসারিত।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—দক্ষিণ বস্তক সন্ধিতে তীব্র বেদনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি। পায়ে অসাড়তা, নড়িলে থাকে না, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে অনুভূত হয়।

৩৪ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন: ১,৩, ৩৩, ৪০। বাহু সঞ্চালন: ৪০। উপবেশন: ৩১, ৩৩। অবনমন: ২।

৩৬ স্নায়ু।—ক্লান্ত, তন্দ্রালু।

অবসাদ, অস্বাভাবিক ক্লান্ত, বিশেষ কারণ জানে না।

দুর্ব্বলতা। * ডিপথিরিয়ার পরবর্ত্তী।

৩৭ নিদ্রা।—তন্দ্রালু, গভীর। দিবসে নিদ্রালু।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ১১, ২০, ২৩। অপরাহ্ণ: ২১। সন্ধ্যা: ২০, ২১। রাত্রি: ৩১। দিবস: ১৪, ১৯।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—বায়ুতে চৈতন্যাধিক্য: ৩০। গৃহ: ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত, মোলার প্লেকসস্ কেন্দ্র হইতে সর্ব্বাঙ্গে বিকীর্ণ হইতেছে বোধ, বাহু সঞ্চালনে সমুৎপন্ন।

গৃহ মধ্যে থাকিলে প্রতি সঞ্চালন সহ উত্তাপের আবেগ।

৪৪ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ২১, ৩৩। বাম: ১৮। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে: ৩৩।

৪৫ তন্তু।—দীর্ঘকাল ব্যাপী রক্তস্রাব জন্য রক্তাল্পতা, দৌর্ব্বল্য।

অণ্ডলালযুক্ত মূত্র জন্য শোথ, সার্ব্বাঙ্গিক দৌর্ব্বল্য, জরায়ুর রক্তস্রাবের পর।

৪৬ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—বস্ত্রের প্রচালন: ২৪।

৪৭ অবস্থা।—বিলাস এবং অলসতা কর্ত্তৃক আনীত জরায়ুভ্রংশ বা অন্য রোগ বিশিষ্টা স্ত্রীদিগের: মন সংযোগ বা মন আবিষ্ট হইলে ভাল বোধ করে, সুতরাং যখন চিকিৎসক আইসে, তখন কিছু ভাল বোধ করে; কঠিন কার্য্যে ক্লান্ত হইয়াও যাহারা নিদ্রা গ্রাহ করে না; অত্যন্ত ক্লান্ত, এবং পরিশ্রান্ত শ্রোণীতে অত্যন্ত জ্বালা করে এবং কামড়ানি বোধ।

আসন্ন ঋতুনিবৃত্তি কাল (climaxis)।